সতী-পরিণয়ম্।

ময়মনসিংহ, সেরপুরাধিবাসি-

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীতম্।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চতুর্ধুরীণ মহাশয়-

স্যাভ্যনুজ্ঞয়া ব্যযেন চ।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিতম্।

১২৭৮। ২রা শ্রাবণ। ১৮৭১। ১৭ জুলাই।

মুখবন্ধঃ।

আশ্রয়প্রবর শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দকুমার চতুর্ধুরীণ
মহাশয়মহোদয়প্রবরে।

হরিচরণসরোজ-ধ্যানতিগ্মাংশুরশ্মি-
প্রশমিতপরিমাথিধ্বান্তরাশে। নরেশ।
পরম। পরমধর্ম্মশ্রদ্দধানায় তুভ্যং
মম কৃতিরিয়মল্পা শ্রদ্ধয়া সম্প্রদত্তা॥ ১
অস্যাং মহেশ্বর-কথা কথমপ্যুপাত্তা
সেয়ং দয়াপরতয়া ভবতা বিলোক্যা।
নাম্নৈব তাবদমরেশগুরোর্বিশেষা
দাহ্লাদয়ত্যতিতরামহতাং মনাংসি॥ ২
উদারকীর্ত্তের্ভবতোস্তি কাচিৎ
প্রীতির্জনেস্মিন্নিতিমেহবলম্বঃ।
পরঃ সহস্রানপি দোষরাশী-
নেষা সমাচ্ছাদয়িতুং সমর্থা॥ ৩
রাজন্! জনঃ শ্রীভবদাশ্রয়োহয়ং
দয়াবিশেষোদয় ভূমিরেব।
"ক্ষুদ্রেপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব॥" ৪
সেয়ং কৃপাকটাক্ষেণ শ্রীমতা চেন্নিরীক্ষ্যতে
আন্তরঃ কোপি ভাবো মে ভূপতে! ভবিতা
ইদমাবেদনং বিপ্রকুল-জাতস্য কস্যচিৎ।
চন্দ্রকান্তাভিধস্যাস্ত্ত ভবত্যস্তমিতানয়ে॥ ৬

বিজ্ঞাপনম্।

ইদন্তাবদদ্যতনীনাং কৃতবিদ্যমণ্ডলীনাং সংস্কৃতানুরাগ-মবলোক্য প্রোৎসাহিত হৃদয়োঽহমরচযং কাব্যং সতী-পরি-ণযং নাম। ন জানে—কিযতী মে কৃতকৃত্যতা অজনি। যানিতু বস্তূনি কাব্যস্যোপকুর্ব্বন্তি, প্রাণভূতানি চ, তান্যস্মা-দৃশৈর্যথাবদশক্য সন্নিবেশানি। অতো যাদৃশং সহৃদযেভ্যো রোচতে, তাদৃশমিদং ন জাতমিত্যেতৎ শংসনং পুনরুক্ত কল্পমেব। কতি চিদ্বর্ষশতানি যাবদতীববিসংষ্ঠুলতামা-পন্নং সংস্কৃতানুশীলনম্। কিং বহুনা, যবনাধিকারকালে বহুভিরন্তরাযৈরস্য মহতী দুর্দ্দশা সমজনি। অত্রান্তরে সৌভাগ্যাতিশযবশাৎ করুণামযেন ভগবতা যুরোপদেশী-যানাং লোকোত্তরাণাং করে সমর্পিতা ভারতরাজ্যলক্ষ্মীঃ। সাম্প্রতং গুণজ্ঞানামিংলণ্ডীযপণ্ডিতানাং রাজপুরুষাণাঞ্চা-নুকম্পযা পুনরপি কথঞ্চিদনুশীলনং ভবিতুমারব্ধং সংস্কৃত-ভাষাযাঃ। তদস্যামবস্থাযাং সহৃদয-হৃদয-গ্রাহিণ্যাঃ কাব্য-রচনাযাঃ যাবতী সম্ভাবনা ন তৎ দূরদর্শিনামবিদিতমস্তি। অতোঽহং ক্ষন্তুমর্হঃ।

পরমস্যামস্তিনবাযাং কৃতাবীশ্বর-প্রসঙ্গোঽস্তীতি তত্র-ভবন্তঃ সংস্কৃতানুরাগিণো ধার্ম্মিকাশ্চ মহাত্মান ইদমবলোক-যন্তো মামুৎসাহযিষ্যন্তি—ইতীযমাশা বিদ্যত এব।

তদিদমুদারচরিতস্য প্রথিতমহিম্নঃ সংস্কৃতভাষাঽনু-রাগিণো বিবিধবিদ্যাবিশারদস্য নন্দিবংশাবতংসস্য বদা-

ছ্যবর্য্যস্য অত্রত্য ভূস্বামিনঃ শ্রীলশ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার চতুর্দ্ধুরীণমহোদয়স্য অভ্যানুজ্ঞয়া ব্যয়েন চ মুদ্রিতমভূৎ।

তদত্র ঈশ্বরকথানুরোধাদ্বা, সংস্কৃতানুরাগাদ্বা, নববস্তুবিলোকন-কুতূহলাদ্বা, মহতাং দৃষ্টিপাতমভ্যর্থয়ে। ইতি শিবম্।

ময়মনসিংহ সহর সেরপুর।
১২৭৮ সন ২০ শে আষাঢ়। } শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মণঃ।

গ্রন্থকর্ত্তুর্নিবেদনানি।

বভূব সাণ্ডিল্যমহর্ষিবংশে মহর্ষিকল্পঃ সুতরামনল্পঃ।
উদারচিত্তোঽর্চ্চয়িতাসুরানামাপৎপ্রতীকারপরঃ পরেষাম্॥ ১
গুণাবলীনামিব পুষ্কলানাং নবাশ্রিতারঃ কতমো নৃলোকে
সুখেব বাণী করুণাচ যস্মিন্ বিশেষতোঽলোকি সুধীলনামে॥২
সদৈকরূপেণ সুধাকরেণ যৎকীর্ত্তিপূরেণ জিতঃ শশাঙ্কঃ।
স্পর্দ্ধাত্রপাভ্যামিব বর্দ্ধিতাভ্যাংবৃদ্ধিক্ষয়ৌ যাতি সদাঽব্যবস্থৌ॥
বিদ্যাবিনোদী মুদিতঃ স, রাধা-কান্তাভিধঃ শাস্ত্রমতির্নিতান্তম্
সিদ্ধান্তবাগীশ ইতি প্রসিদ্ধির্যং শিশ্রিয়ে তত্ত্ব এব ধীরম্॥ ৪
মহাত্মনোঽহং মহনীযকীর্ত্তেঃ সংখ্যাবতস্তস্য সুতোঽতিমন্দঃ।
ইন্দোরিবাঙ্কঃ কিল চন্দ্রকান্তো মধুব্রতস্তচ্চরণারবিন্দে॥ ৫
বসামি সোঽহং নগরে প্রশস্তে চিরোচ্ছ্রিতে সেনপুরাভিধানে।
যদ্বঙ্গসাম্রাজ্যনিবিষ্টমাসীদেতর্হি রাজ্যেশ্বরশাসনেন॥ ৬

প্রায়ো নবতিবর্ষেভ্যঃ পূর্ব্বং মম পিতামহঃ।
সদ্গুণৈঃ সুপ্রসিদ্ধঃ কালীচরণনামকঃ॥ ৭
মায়কোণাভিধাদ্গ্রামামুক্তনগাছাসমীপতঃ।
নগরেঽস্মিন্ সমাগত্য পুরাবাসমকল্পয়ৎ॥ ৮ যুগ্মকম্।
নগরী জন্মভূমির্মে সেয়ং খলু গরীয়সী।
অতঃ কিঞ্চিদ্ব্রবে তস্যা বিশেষপ্রতিপত্তয়ে॥ ৯

ততো ভূস্বামিবংশ্যানামংশমূলঃ পরস্পরম্ ।
বিবোধঃ সুমহানাসীৎ স্বৈরাচারপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৩১
কৃতেন্দ্রেবধিকে (১২১৪) পূর্ব্বমঙ্কচন্দ্রাধিকে (১২১৯) পুনঃ ।
যুগ্মবাজিমিতেবর্ষে প্রজারাজিবিমর্দ্দনঃ ॥ ৩২ যুগ্মকম্ ।
বেদম্বন্দদ্বাদশাব্দে (১২২৪) প্রাদুরাসীদ্বিসূচিকা ।
একত্রিংশাধিকে তস্মিন্ (১২৩১) প্রজাদ্রোহঃ সুদারুণঃ ॥ ৩৩
ভূস্বামিভিঃ স্বতন্ত্রৈশ্চ তেষাং রক্ষাধিকারিভিঃ ।
প্রাক্ঃ প্রবঞ্চনাস্তাসাস্তত্র কারণমূচিরে ॥ ৩৪
তদানীং টিপুনামা চ যবনঃ কোপি দুর্ম্মদঃ ।
নাতিদূরেভ্যুদিযায নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৩৫
বিদ্রোহোন্মুখলোকানামিহাগত্য স দুর্ম্মতিঃ ।
কামমুত্তেজনাঞ্চক্রে তেষামধ্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৩৬
কালীগঞ্জে তদানীঞ্চ নগরপ্রান্তবর্ত্তিনি ।
বিচারাগারমপ্যাসীৎ শান্তিসংস্থাপনেচ্ছযা ॥ ৩৭
বেদাগ্নিযুগ্মভূ (১২৩৪) মানে মহামারী গরীযসী ।
প্রাদুর্ব্বভূব নগরে জনৌঘপরিমর্দ্দিনী ॥ ৩৮
হা তাত ! হা সুত ! ভ্রাতর্ ! হা প্রাণেশ্বরি ! হা প্রিয ! ।
অরুন্তুদমদো নিত্যং শুশ্রুবে ক্রন্দিতংতদা ॥ ৩৯
অন্ত্যেষ্টেস্তু কথা নাস্তি শ্মশানেপি ন নিন্যিরে ।
গৃহএব শবাঃ সর্ব্বে তত্রাসন্ ঘোরদুর্গতৌ ॥ ৪০
অসংস্কৃতানি বেশ্মানি কুণপাপূরিতান্যপি ।
তেষাঞ্চ মুখভঙ্গিভি র্ভযদানি তদাভবন্ ॥ ৪১
এক এব ক্বচিৎ শিষ্টঃ কচিন্নৈকোপি সদ্মনি ।
যত্রাবশিষ্টাদ্বিত্রাস্তু তত্র চিত্রমিবাভবৎ ॥ ৪২

নৃত্যগীতধ্বনির্যত্র শ্রূয়তে স্ম নিরন্তরম্।
দিবাপ্যামিষলুব্ধানাং শিবানান্তত্র নিঃস্বনঃ ॥ ৪৩
শবানাং ভুজমূর্দ্ধাদি শিবাভিঃ ক্ষিপ্তমধ্বনি।
তস্মিন্ সুভীষণে কালে ভীষয়ামাস মানবান্ ॥ ৪৪
পুরাহঙ্গারাগৈর্নারীণাং দীর্ঘিকা যা সুরঞ্জিতা।
ভীষণাসীত্তদাত্যন্তং শবানাং সা বশাদিভিঃ ॥ ৪৫
ক্রমেণ জনতালোপাদ্বিপিনানাঞ্চ সম্ভবাৎ।
অপূর্বী নগরী ঘোরৈর্হিংস্রৈঃ শ্বাপদবাসিভিঃ ॥ ৪৬
পূর্ব্বমন্বর্থতা যস্যা ধীবৈরাসীদ্যবস্থিতা।
শার্দূলৈরদ্য সা তস্যা হন্ত ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিতঃ * ॥ ৪৭
দিবাপি হন্ত নগরে শিবাঃ ক্রোশন্তি কুত্রচিৎ।
তথাপি ধনিনো নাত্র ভ্রূক্ষেপমপি কুর্ব্বতে ॥ ৪৮
ভো ভূমিস্বামিনো যূয়ং যতধ্বমধুনা যথা।
পূর্ব্ববান্বর্থতামুষ্যা ভূয়োপি স্যাত্মনোরমা ॥ ৪৯
ভূস্বামীষু গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বমুচ্চৈর্বিভূষিতঃ।
কীর্ত্তিনারায়ণোঽগচ্ছৎ, প্রসিদ্ধিং কীর্ত্তিচন্দ্রমাঃ ॥ ৫০
স হি বীরঃ পরান্ কামমজয়ৎ সঙ্গবে বলী
তস্য দেবীব দেবী সা পত্নী সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৫১
তৎ সংস্থিতমিয়ং দেবী সাধ্বীনাং ধ্রুবি সংস্থিতা।
চন্দ্রিকেব শরচ্চন্দ্রমন্বগাদ্বিগতক্লমা ॥ ৫২
শুচিবাসো বসানা সা শুচিক্ষেশমনন্যধীঃ।
প্রবিবেশ সহসাস্যা সুপ্তেব জলাশয়ম্ ॥ ৫৩
উদারচরিতারম্ভঃ সুতরাং ধার্ম্মিকাগ্রণীঃ।
ভীমনারায়ণশ্চাসীৎ প্রসিদ্ধঃ সাধুকর্ম্মকৃৎ ॥ ৫৪

* পারস্যভাষায়াং 'সের' শব্দঃ শার্দ্দূলবাচকঃ।

যস্মিন্ গ্রামেন চাল্লাপি ভূমি র্ব্রাহ্মণসাৎ কৃতা।
অশুদ্ধমিব তং সাধুর্মণ্যতে স্ম স শুদ্ধধীঃ॥ ৫৫
প্রতাপনারায়ণনামধেয়ো মহানুভাবঃ সুতরাং মনস্বী।
গুণৈরুদারৈঃ সবিশেষরম্যৈস্ততঃ প্রসিদ্ধিং স্থিরধীঃ প্রপেদে॥৫৬
স্ফূর্জদ্ভিঃ পৌরুষৈঃ খ্যাতিং জগামোর্জ্জিতবিক্রমঃ।
ব্রজনাথোপি সদ্বুদ্ধিঃ শরণাগতবৎসলঃ॥ ৫৭
প্রসিদ্ধোরাজচন্দ্রশ্চ সিদ্ধকল্পঃ সুসিদ্ধবাক্।
আজানুলম্বিতভুজং প্রাংশুঃ স মনসা সমম্॥ ৫৮
দেবীপুত্রঃ স ধর্ম্মাত্মা দেবীপুত্র ইবাপরঃ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং যস্য ধর্ম্মশেষত্বমাযযৌ॥ ৫৯
ততোনবকুমারোঽভূদ্বিখ্যাতঃ স্বগুণৈর্ভুবি।
তথা নন্দকুমারশ্চ ভূরিবিদ্যাবিশারদঃ॥ ৬০
ন্যায্যাচারপরাবেতৌ সুতরাং বুদ্ধিমত্তরৌ।
গুণিনৌ চ গুণজ্ঞৌ চ গুণিনাম্পরিপালকৌ॥ ৬১
সর্ব্বদাঽবিতথারম্ভঃ প্রযোগেষু বিচক্ষণঃ।
নীতের্নবকুমারোঽভূৎ স্তরাং সুমহত্তরঃ॥ ৬২
তস্যসর্ব্বৈঃ সুপ্রসিদ্ধৈঃ পবীতোগুণরাশিভিঃ।
নৈকোপি পূর্ব্বমত্রাসীদদ্যাপি চ ন দৃশ্যতে॥ ৬৩
যোষিৎসু বিজয়া বাজলক্ষ্মী স্তারামণি স্তথা।
সুপ্রসিদ্ধা অদ্য তাসাং বিদ্যতে বিজযেতবে॥ ৬৪
এতাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ পুণ্যতীর্থপরায়ণাঃ।
উদারচরিতোদারাঃ করুণাপূরিতান্তরাঃ॥ ৬৫
তনযে বাজচন্দ্রস্য ব্যসনৈঃ কিল সংস্থিতে।
গোবিন্দচন্দ্রদাসোঽভূত্তাগিনেযস্তদংশভাক্॥ ৬৬

তস্য গোবিন্দচন্দ্রস্য পত্নী তাবামণিস্তু সা।
সোযমংশো নন্দিবংশাদন্যবংশমুপাশ্রিতঃ॥ ৬৭
যুগ্মাঙ্গযুগ্মেন্দু (১২৬২) মিতে মহাভাবতমুত্তমম।
মহত্যা বাচযামাস সমৃদ্ধ্যা শ্রদ্ধযাচ সা॥ ৬৮
নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাহূতাঃ পণ্ডিতাঃ গুণমণ্ডিতাঃ।
সামত্য শোভযামাসুঃ সভান্তত্র সভাসদঃ॥ ৬৯
কৃত্ব সুচতুবা তস্মিন বিনশ্বধনব্যযম্।
অবিনশ্বমত্যাচ্চর্যশ পুণ্যঞ্চ সাংচিনোৎ॥ ৭০
পান্থানাং ক্লেশমালোক্য বহ্নিমণ্যদ্রিভূ (১২৭১) মিতে।
সেব তাব পান্থশালং নির্ম্মমে করুণান্বিতা॥ ৭১
কেনাপি দুর্ব্বিপাকেন পার্ব্ববাং কবিবেধসং।
প্রবাযশঃ শবীবাণাং নির্ম্মাতাবো ভবন্তি ন॥ ৭২
অবশ্যবেদনীযাপি প্রবৃত্তিং পৌর্ব্বকালিকী।
তস্মাদজ্ঞানপাথোধৌ নিমগ্ন হন্ত সাম্প্রতম্॥ ৭৩
আস্তে স স্কতশাস্ত্রাণাং বিদ্যালযচতুষ্টযম।
অন্যদিংলণ্ডবঙ্গীযশাস্ত্রাণাঞ্চাত্র সাম্প্রতম্॥ ৭৪
একং চিকিৎসাভবনং পাত্রপ্রেবণিকস্তথা।
বিচাবাগাবমপ্যন্যৎ শান্তিবক্ষাকবং পবম্॥ ৭৫
ভো ভো ভূস্বামিনোমুখ্য নগবস্য তথাপি য।
দুদ্দশা বত্ততে সা কিং কথ্যতে হৃদযব্যথা॥ ৭৬
বেবলং জনতাযা যৎ পূর্ব্বমাসীন্নিকেতনম।
তদদ্য তরুগুল্মাদ্যৈবিঙ্কক্লম্পবিদৃশ্যতে॥ ৭৭
কিং ন পশ্যথ, যুষ্মাবং নিবাসো গৌববোর্জ্জিতঃ।
শোচনীযতমাং প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং নিযতীং দশাম॥ ৭৮

যাদোগণৈঃ পূর্ণমিবার্ণবাম্ভো জ্যোতির্ভিরুচ্চৈরিব দেবমার্গঃ।
যঃ সঙ্কুলোভূদ্রজনীষু লোকৈঃ স রাজমার্গোঽল্পজনো দিবাপি॥
যস্মিন্নজস্রাং প্রতিবেশ্মপূর্ব্বং মৃদঙ্গধীরধ্বনিরাবিরাসীৎ।
তস্মিন্নিদানীমশিবাভিরুচ্চৈর্বিক্রুশ্যতে শ্রোত্রভয়ং শিবাভিঃ॥৮০
যস্মিন্ শিশূনাং কলনিঃস্বনোঽভূৎ
সচেতসাং শ্রোত্রমনোহরঃ প্রাক্।
শার্দূলকাক্রান্তগবাদিকানা-
মাক্রন্দিতং ভীষণমদ্য তস্মিন্॥ ৮১
যা দীর্ঘিকাঃ পূর্ব্বমতীব রম্যা মুক্তাবদাতৈঃ সলিলৈর্ব্বভূবুঃ।
তত্রাধুনা কুম্ভিমুখৈস্তৃণৌঘৈশ্চক্রে পদং হন্ত নিরন্তরালৈঃ॥ ৮২
প্রমোদচিহ্নানি মুখেষু যস্মিন্ ভান্তিস্ম পূর্ব্বং সততং জনানাম্
ম্লানানি তান্যদ্য ন কস্য চেতস্তুদন্তি হাহন্ত নিতান্তমেব॥ ৮৩
তৃণাদিভিঃ সম্প্রতি জনতে যো দুর্গন্ধযুক্তো বিষবাষ্পরাশিঃ।
তেনাত্র লোকাঃ সুতরাং ক্রিয়ন্তে শোকাহতা হন্ত গদাকুলাশ্চ॥৮৪
যুষ্মাসু দীপ্যমানেষু স্বদেশস্যেযতী দশা।
উদাস্যতে চ যুষ্মাভির্হতা হন্ত মনস্বিতা॥ ৮৫
বিধূয় তস্মাদালস্যং যতধ্বমধুনাঽঞ্জসা।
গতে তু কালে যত্নোঽপি বিফলো হি ভবিষ্যতি॥ ৮৬

গ্রাবঙ্কশৈলেন্দুমিতে শকাব্দে বেদাশ্বিমানে মকরস্য যাতে।
মত্তোঽধুনেযং কৃতিরল্পবুদ্ধেরাসীৎ সমাপ্তা গদিনঃ কথঞ্চিৎ॥৮৭
তদেতয়া প্রীতিমুপৈতু দেবো বাণী সমস্তাস্তব এব যস্য।
দয়ানিধানাঃ স্বত এব সন্তঃ কুর্ব্বন্তমুষ্যামপি দৃষ্টিপাতম্॥ ৮৮

পূবার্য্যবাজৈঃ পরিপালিতাসীৎ ন্যায়েন যা ভারতরাজ্যলক্ষ্মীঃ।
প্রধর্ষিতা সা যবনৈর্দুরন্তৈরিংলণ্ডদেশাধিপতিং প্রপন্না। ৮৯
রাজ্ঞী শ্রিয়া বিজয়িনী দ্বিষতাং নিহন্ত্রী
মিত্রাশ্রিতাখিলসুদুর্গতপালয়িত্রী।
শাস্ত্যদ্য ভারতমতীব গুণানুরক্তং
শৌর্য্যাদিনা চ কৃপয়া চ মহাপ্রভাবা ॥ ৯০

সন্ত্যদ্য কেচিৎ করদাশ্চ যস্যাঃ স্বাধীনকল্পাঃ সুহৃদস্তথান্যে।
সম্যক্ স্বতন্ত্রাশ্চ পুরাণবংশ্যা মহীক্ষিতো ভারতবর্ষমধ্যে ॥ ৯১
গুপ্তা সদা নেতৃভিরপ্রমত্তৈঃ শিক্ষাবিশেষাদ্রণকর্ম্মদক্ষা।
যস্যাঃ সুভীমেষ্বপি সঙ্গরেষু বরূথিনী নাম করোতি সার্থম্ ॥৯২
সাম্রাজ্যদীক্ষামভিতঃ প্রপন্না যা সর্ব্বভূপাবলিমাননীয়া।
নাম্নৈব যস্যাঃ প্রভুতাতিরেকাৎ প্রকম্পমানা সহসাঽচলাপি ॥
চিরায় সা চারুগুণাবলীনাং স্থলী বিলুপ্তাখিলশত্রুবর্গা।
ঈশপ্রসাদেন মহাপ্রভাবা পুত্রানিবাত্রত্যজনান প্রপাতু ॥ ৯৪

গুণৈরমেয়োপি স মেয়নামা তদাজ্ঞয়া নীতিবিদাং বরিষ্ঠঃ।
মহানুভাবো মহিমানুরূপমাস্তেঽধুনা ভারতরাজ্যশাস্তা ॥ ৯৫
মন্ত্রেষুগুপ্তির্নগরেষু গুপ্তী রাজ্যেষু গুপ্তিশ্চ বিভাতি যস্য।
বিশেষতঃ সন্ধিফলানুবন্ধী প্রায়ঃ প্রভাবেন নয়প্রয়োগঃ ॥ ৯৬
স্মৈগ্র্যগুণৈরগ্রসরোঽগ্রণীনাং গ্রেনামকো বঙ্গভুবোঽদ্য শাস্তা।
নীতিপ্রয়োগেষু বিচক্ষণত্বাদমিত্রবর্গৈঃ পরিশঙ্ক্যতে যঃ ॥ ৯৭
অস্য ভারতরাজ্যস্য রাজধানী বিরাজতে।
কলিকাতেতি বিখ্যাতা বীরৈর্ধীরৈশ্চ পূরিতা ॥ ৯৮

ধনেশবদ্বহুবিধনপ্রদানৈর্লীলাবিলাসপ্রতিমৈরজস্রম্।
লোকস্য লোকত্রয়গীতকীর্ত্তিঃ করোতি সা মঙ্গলমস্য রাজ্ঞী ॥ ৯৯

বিধায় বিদ্যানয়বৃন্দমুচ্চৈঃ প্রতিপ্রদেশ প্রচুরপ্রযত্নং।
স্বশিষ্যবৈঃ শিক্ষয়তি স্বয়ং যা প্রজাঃ প্রজাপালনকর্ম্মবিজ্ঞা॥
যা ভারতস্যাতুলগৌরবশ্রীর্বিলুপ্তকল্পা কিল কর্ম্মদোষাৎ।
এতর্হি তস্যাঃ করুণাবলোকাৎ সা সভ্যতা ভাত্যুদয়োন্মুখীব॥

দন্দহ্যতে তু খমিদন্তু তীব্রংবাজ্যাং যদস্যামপি ভারতস্য।
সুসংস্কৃতায়া অপি দেববাচঃ প্রায়ো দশা সৈব বিশোচনীয়া॥
কাব্যেতিহাসাদিবিভূষিতায়া যা সর্ব্বসিদ্ধান্তমণিপ্রসূতিঃ।
যা দর্শনানাং প্রথমং সবিত্রী জ্যোতিষ্কবিদ্যাসু পুরঃসরী যা॥
পাটীষু বীজেষু বিশেষবিজ্ঞা বিজ্ঞানশস্যপ্রথমস্থলী যা।
ত্রিকোণরেখাগণিতাদিবিদ্যা বিদ্যোততেস্মাদিত এব যস্যাম্॥
অলঙ্কৃ্যাভিঃ সমলঙ্কৃতাপি যা নৃত্যগীতাদিবিচক্ষণাপি।
বসৈরুদারৈঃ সরসাপি মৃদ্বী যুদ্ধেপি নৈপুণ্যবতী পুরৈব॥ ১০৫
চিকিৎসিতে চারুমতপ্রসূতির্নিদানভৈষজ্যবিধানদক্ষা।
অস্ত্রপ্রয়োগাদিপদপ্রতিষ্ঠা শারীরবিজ্ঞানবতী চিরায়॥ ১০৬
বন্যাচারেষু চান্যেষু সভ্যতাফলবল্লিতাম।
নীতিবিদ্যামুদারাং যা জনয়ামাস ভারতে॥ ১০৭

ভূতত্বহৃত্তত্ত্ববিবেকবিদ্যা বিদ্যোতমানা সুতরাং পরস্তাৎ।
উদ্ভিজ্জতত্ত্বাদিকমাস যস্যাং রসায়নস্যাপি বিধিবরিষ্ঠং॥ ১০৮
যা সর্ব্বধর্ম্মোদয়মূলভূতং ধর্ম্মং পুরস্তাৎ সুষুবে প্রশস্তম।
যা কোবিদেনাপি নহি প্রমাতুং সর্ব্বপ্রযত্নৈরিয়তীতিশক্যা॥
যদীয়বিদ্যা কিল মিশ্রদেশে যুরোপদেশেপি পুরা প্রবিষ্টা।
অরোপয়দ্বীজমুদারমুচ্চৈ বিদ্যালতায়াঃ পরিপুষ্কলায়াঃ॥ ১১০
যা সর্ব্বভাষাবলিমূলভূতা যা সর্ব্বদেশাদিমবোধচক্ষুঃ।
তস্যা দশা সম্প্রতি শোচনীয়া সচেতসঃ কান নরোতি দুনান॥

দৈবৈঃ পুরাবোদ্ধনৃপৈশ্চপশ্চাত্তত পরস্তাদ্ যবনৈদুর্বৃত্তৈঃ।
উপপ্লুতা কল্পলতেব সেয়ং ধিগার্য্যবংশস্য সুদুষ্কৃতানি॥ ১১২
তথাবিধাযা অপি পুস্তকানি যান্যেবশিষ্টান্যধুনাপি সন্তি।
কিমস্তি তত্রাপি, ন কোপি হন্ত তদ্বোদ্ধুমিচ্ছত্যপপক্ষপাতঃ॥
যান্যার্য্যশাস্ত্রাণি ন তেষু কশ্চিদ্ধিতোপদেশোস্তি নচাস্তি সত্যম্
পরং কুসংস্কারময়ানি তানীত্যম্লানবক্ত্রাঃ কথয়ন্তি কেচিৎ॥
অস্যাং সুবিজ্ঞোপি ন লোকমধ্যে
মান্যঃ সমাস্তাং ন ভবেদ্বিগণ্যঃ।
অনাদরস্তস্য পুরঃসরঃ স্যা-
দুৎসাহ দাতৃস্ত কথৈব নাস্তি॥ ১১৫

বাজ্ঞ্যা ন দোষো নচ মন্ত্রিণোস্মিন্নরা প্রশাস্তঃ পরিশঙ্কনীযঃ
অস্মাকমেতাং পঠতাং নিতান্তং সুদুষ্কৃতানাং পরিপাক এষঃ॥
আহ্লাদকস্যৈব বিধোর্নদোষোযদ্রোদিতি প্রস্তরখণ্ডমস্য।
জগৎপ্রদীপস্যরবে র্নদোষো যৎ কৌশিকস্যৈব তমোনযাতি॥
তমস্যমুষ্মিন্ কবয়ঃ কিলৈকে কৃপাপরাস্তৎপ্রতিকারকামাঃ।
একাং সভাংকামপি চক্রুরুচ্চৈর্যস্যাঃ সদস্যো যুবরাজকোপি॥
লুপ্তকল্পার্য্যশাস্ত্রাণাং মুদ্রয়া পুনরুদ্ধৃতিঃ।
তস্যাঃ প্রযোজনং সোচ্চৈস্তদ্বিশেষকৃপাশ্রয়া॥ ১১৯
ভো ভো ভারতবর্ষীয়া লণ্ডনে নগরেঽধুনা।
সা সংস্কৃতসভা ভাতি কুরুধ্বং প্রমদধ্বনিম্॥ ॥ ১২০
স জয়তু যুবরাজো জীবতাদ্দীর্ঘকালং
পরমবিমলকীর্ত্তিগ্লৌপ্রকাশীকৃতাশঃ॥
পরিহরতু পরেষাং সঙ্গরে গর্ব্বমুচ্চৈ-
র্ভবতু গুণগরিম্না সর্ব্বলোকৈকমান্যঃ॥ ১২১

মেযোঽধুনা সর্ব্বগুণৈকসিন্ধুঃ করোতু কিঞ্চিৎ করুণাবলোকম্।
ইদং মহাভাগমমুম্প্রপন্নো বিশেষতঃ প্রাঞ্জলিরেষ যাচে॥ ১২২
বঙ্গপ্রশান্তাপি কৃপান্বিতঃ সন্নস্যাত্র সাহায্যকমাতনোতু।
অস্মিন্ প্রজানাং প্রণয়ে প্রজেশী রাজ্ঞী চ বিজ্ঞানুমতিং দদাতু॥
সুদুর্ব্বলানাং বলমেব রাজা জনপ্রবাদোযমতীবরূঢ়ঃ।
বঙ্গপ্রজাএব বিশেষতোঽস্যাস্তথাবিধত্বেন ভুবি প্রসিদ্ধাঃ॥১২৪
তস্যাস্মনোদুঃখমতীবতীব্রং কং মাতরন্যং বিনিবেদযামি ?
ক্ষুদ্রে গুরৌ বাপি মনোবথেঽম্বা মন্দ প্রজানামবলম্বনং স্যাৎ
কৃতাঞ্জলিস্তং গললগ্নবাসা বিদ্যৈকবন্ধুং যুবরাজমুচ্চৈঃ।
এষ প্রযাচে কৃপয়া প্রজানামস্মাকমাশ্বাসনমাতনোতু॥ ১২৬
যেপ্যার্য্যবংশে প্রভবন্তি ভূপা ধনাধিপা ভারতবর্ষমধ্যে।
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে করুণাবলোকং কৃতাঞ্জলি স্তানিদমর্থযেহম্॥ ১২৭
কীর্ত্তিঃ স্থিরা নশ্বরমন্যসর্ব্বং রাজ্যাদিকং পুণ্যমতে বদন্তি।
সতধ্রুমধ্রুবাসদযাস্তদস্মৈ যদ্যর্থিতা কামমুদারকীর্ত্তেঃ॥ ১২৮
স দীনবন্ধুঃ করুণৈকসিন্ধুরনাথনাথো জগতাং প্রণেতা।
উদারবুদ্ধিং হৃদযান্তরালে করোতু তেষাং প্রণযানুরূপাম্॥১২৯
যাচ্ঞৈব তাবন্ননু যাচকস্য কৃতং, কৃতং তৎককুদেষনিন্দ্যম্।
বিহঙ্গমঃ ক্রোশতি তারমুচ্চৈঃ পযোদমুদ্দিশ্য পবম্পযোর্থী॥১৩০

সতী-পরিণয়ম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

যদাত্মতত্ত্বং যতযোগতেহা
বিন্দন্তি সাক্ষাৎ ক্ষত পুণ্যপাপাঃ।
অগম্যমপ্যাত্মবিশেষ গম্যং
পরাৎপরন্তৎ পরিচিন্তয়ামি॥ ১

যস্যাঙ্ঘ্রি-পাথোরুহ-বিস্ফুরদ্ভিঃ
শশিপ্রভেদৈর্নখরৈঃ প্রভাভিঃ।
তমঃপ্রদীপৈরিব, বিঘ্নবৃন্দং
নিরস্যতে, নৌমি গণেশ্বরন্তম্। ২

তাং রাজহংসীমিব রাজিতাঙ্গাং
স্ফুরৎ প্রভাজাল সমুজ্জ্বলাঙ্গীম্।
অন্তস্তমস্তোম-সুধাংশুরেখাং
সুধাস্মিতাং বাগধিপাং স্মরামি॥ ৩

সিসৃক্ষয়া ভিন্ন শরীরভাজৌ
স্বতোঽশরীরাবপিতারযন্তৌ।
শিবৌভবাৎ শ্রীচরণ প্রপন্নান্
পুনর্ম্মিথঃ পৃক্তভবৌ নমামি॥ ৪

অনন্তবামাং ব যশংস্বিনাং ?
মতিং ক চঞ্চলা ... চ তর্কবিদম ? ।
ক্ষিতীশ্বরত্বং সহাসবলিপ্সা
ববিঞ্চনাস্তেব বিডম্বনা মে ॥ ৫
যয়েঃ প্রবৃত্তিঃ কিযতী বথঞ্চি
দ্বিশুদ্ধবীসংযমিনামগম্যা ।
নিবন্ধুমিচ্ছামি তযোকদন্তং ।
চবন্তমন্তঃববণং নবা ... ॥ ৬
... ।ধ্বজানামবিকাশভাজা
মাযাদমাধায বিমুগ্ধচেতা ।
... প্রবেশেতব চক্ষুবীব
বৈবাব্যাত্তবং সম্প্রতি তদ্বিধোস্মি ॥ ৭
অসাধ্য নির্বন্ধপবোস্মি, বীবে
স্তিবশ্লতঃ স্যাং যদি নাত্রদূযে।
বৃত্ত্যানযাচেৎ কবযোপি শঙ্ক্যাং
কলঙ্কিন, স্তৎ খলু শোচনীযম ॥ ৮
... দস্য, বাক্যং শিবযোং কথঞ্চি
... দস্ত সংশ্লেষমিযাৎ পুনামি।
... নামি তেনাপি ভৃশং বিবিক্তং
... দং সামাদ্বিত্তব পিতেব ॥ ৯
দযোতি দাক্ষিণ্য গুণোপপন্না
মনোম্বুবাশর্মনসো নিযন্তং।
শশীব সাক্ষাৎ কমনীয বিম্বঃ
... ॥ ১০

ক্রমাদ্‌গুণানাং কমলাসনস্থো
গণোগুণৈকাস্পদতামুপেতম্‌ ।
যমাপ কার্পাসমথাবদাতং
বীজাক্ত-লাক্ষারস-রক্তিমেব ॥ ১১

বিশেষপাত্রত্বমিবোপযাতং
ত্রয়ী সমালোচ্য যমাললম্বে।
বসালমালম্বিতুমাবিলোলা
নিযুজ্যতে, কেন লতাজনেন ? ॥ ১২

প্রভৌষধীনামিব নক্তমদ্রৌ,
দ্রুমান্তরে বল্লিরিবাবতীর্ণা ।
সামূলদেশেঽপি সমুল্লসন্তী
ললামভূতা লসতিস্ম তস্মিন্‌ ॥ ১৩

সুদক্ষিণস্য প্রিয়তেব পত্ন্যো-
র্দ্যাবাপৃথিব্যোরিব সূর্য্যরশ্মিঃ ।
দ্বযোর্বিভক্তাপি সরস্বতী সা
সমৈব সর্ব্বত্র বিলক্ষ্যয়তেস্ম ॥ ১৪

অমুষ্যবিদ্যা স্তুতরামশেষা
সর্ব্বাঙ্গপূর্ণত্বমভিপ্রপন্না ।
জিগীষয়ান্যোন্যমনন্যকাম্যা
ধ্রুবম্পরামুত্তমতাম্পুপোষ ॥ ১৫

বিশেষতঃ সর্ব্বগুণাস্পদেস্মি-
ন্নমৎসরত্বাদি, পদঞ্চকার ।
ন চাক্ষপাদাদি-মহর্ষিপক্ষ-
মপক্ষপাত্তাদগণযাম্বভূব ॥ ১৬

বিশুদ্ধসত্বস্য নিরাকরিষ্ণোঃ
ক্ষয়িষ্ণু শাস্ত্রোক্ত ফলস্তদস্মং।
অমুষ্যকর্ম্মাণি নজাতু কেলু-
র্নচ প্রচক্রুর্ব্যভিচাব বুদ্ধিং॥ ১৭
যস্মিন্নশক্তং জুষতি প্রযত্নাৎ
সম্পাদিতা পদ্মভুবাপদেষু।
সা চাকৃতা তৎফলমম্বরাসীৎ
পরাৎপরে মান পরস্পবেব॥ ১৮
প্রদোষ সংরূঢ় তমাংসি ভিন্দ-
ন্নিন্দীববাণীব সতাং মনাংসি।
আনন্দয়ন্নন্দিত বন্ধুপদ্মো-
ররাজ রাজেব বিরাজিতোষঃ॥ ১৯
নিরস্তযত্নস্য কৃতপ্রযত্নাঃ
সমস্ত ভাবা বশিনঃ পরস্য।
চকা শিবে যস্য মনস্যশেষাৎ
সতাং প্রসঙ্গঃ স্পৃহনীয় এব॥ ২০
দিনন্দিনং সৃষ্টি পরম্পবাযা
যাং নিত্যসর্গং কবয়ো বদন্তি।
তস্যাযমেকং মুনয়ঃ পুরাণং
পুবাবিদঃ কারণমামনন্তি॥ ২১
যোঽধশ্চকারাত্মভুবং ভবেষু
বিশেষ সামর্থ্যচযৈঃ সমর্থঃ।
তথাহি, তং সৃষ্ট জগৎ সমৃদ্ধি-
মলক্ষয়িত্বাঽজজনিঃ সসর্জ্জ॥ ২২

গুরোরনূনো গুরু সত্বদৃপ্তঃ
পদ্মোদ্ভবাত্তস্তবমেত্য সোপি।
খ্যাতঃ পুরাণেষু পুরাণবিদ্ভি-
র্ব্রহ্মেতি নাম্না পিতুরেব তাবৎ॥ ২৩

স, সর্গকর্ম্মণ্যবদাতকর্ম্মা
গুরোর্নির্দেশেন পরস্প্রবৃত্তঃ।
সুতাননেকানতিশুদ্ধসত্বান্
সঙ্কল্পমাত্রেণ বশী সসর্জ্জ॥ ২৪

তে, নারদেনাথ যদোপদিষ্টা
বীতানুরাগাঃ প্রভবেবভূবুঃ।
তদা বৃথাভূত মনোরথোঽসৌ
সর্গায় পাণিগ্রহণং চ কাঙ্ক্ষ; ২৫

দ্বন্দান্বিতাদ্বন্দচরী প্রজাপি
দ্বন্দোদ্ভবৈব প্রভবিষ্যতীতি।
কার্য্যাণিসর্ব্বাণ্যুদয়ানুরূপং
প্রায়েণ পুঞ্চন্তি গুণানুদাবান্॥ ২৬

যুগ্মকম্

অঙ্গ ব্যয়েনাপি গুরোরনুজ্ঞা
স্থানে সদা পালয়িতুং মহদ্ভিঃ।
কিন্তেন ?—ধর্ম্মোদয়মূলভূতং
নপীড্যতে যেন বরং শরীরম্॥ ২৭

সঙ্কল্পিতার্থোদয়-যোগ্য-রূপাং
মনোঃ সুতাং মানস কাঙ্ক্ষিতাং সঃ।
প্রসূতিমুচ্চাবচ-সূতিমুচ্চৈ-
স্ত্রয়ীবিধিজ্ঞোবিধিনোপযেমে ২৮

মনোরমা সা মনসঃ ক্রমানাং-
হন্ত্রী, প্রজাঃ সংসৃজতোমনস্তঃ
তস্যাত্মশক্তিং স্তিমিতায়মানাং-
সন্ধুক্ষয়ন্তীববধূশ্চকাশে ॥ ২৯
ছায়েব সা সর্ব্বমনোরথেষু
নাত্যেতিতং জাতু পতিংস্ম তন্বী।
সতীহি পত্নী হৃদয়প্রবিষ্টা
ভাবানশেষানবগচ্ছতীব। ৩০
তয়া বিরেজে সুতরাং প্রজানাং
পতিঃ, পতিপ্রাণ মনস্কয়োচ্চৈঃ।
নীরাশয়ঃ সারস সঙ্কুলোপি
মন্যে নলিন্যা সবিশেষকান্তিঃ ॥ ৩১
নিবাবযামাসমনস্তমুষ্যাঃ
স, তস্থিবানন্য-মনোবধানাং।
শশীব, বাকানভসি প্রসন্নে
তথান্তরস্তারক-চারুভাসাং ॥ ৩২
যজ্ঞেষু সংযোগমুপেত্য পত্যা
পত্নীতি শব্দং মহিলা লভন্তে।
তয়া তদায়ত্ত সমস্তবৃত্ত্যা
পদন্ততোপ্যারুরুহে মনোজ্ঞম্ ॥ ৩৩
তেনাপি তন্বী স্পৃহনীয়কৃত্যা
কৃত্যেষশেষেষু নলঙ্ঘ্যতেস্ম।
গুণৈকদাবাঃ খলু চারুদারাঃ
পুংসাং বিশেষোচ্ছ্বসিতং ভবন্তি ॥ ৩৪

নিশাশশীবাতিতরামপূর্ব্বাং
কামপ্যভিখ্যাং মহিতায়মানাম্ ।
পরস্পরাপেক্ষি পরস্পরস্তৎ
সমেধয়ামাস পরস্পরস্য ॥ ৩৫

অথ প্রসূতিস্ত্রিজগৎপ্রসূতি-
স্তপঃপ্রভাবপ্রবণা প্রপেদে ।
তাং জন্মনে, চন্দ্রকলোদয়ায়
প্রাচী সমর্থা, নচ বারুণীদিক ॥ ৩৬

সর্ব্বৌষধীমদ্ভিবথানতাঙ্গী
কোশৈর্জলৈরাপ্লুত গাত্রযষ্টিঃ ।
আমুক্তকেশা কৃতবেশ বক্ষা
দক্ষং প্রফুল্লাক্ষমতীব চক্রে ॥ ৩৭

নোদ্বিগ্নচিত্তান জলাবগাহা
নচাদ্র পাদা ন সদা শয়ালুঃ ।
নবৃক্ষমূলে চলিতা স্থিতা বা
বভূব সম্মঙ্গল তৎপরা সা ॥ ৩৮

জগদ্ধিতং দৌহৃদমুদ্বহন্ত্যাঃ
প্রজাপতেঃ কাঙ্ক্ষিতমাবতাক্ষ্যাঃ ।
মধোঃ সরোজং মধুবৎ প্রপেদে
স্তনান্তরং নাতিচিরং পয়োহস্যাঃ ॥ ৩৯

সা দোহদেনাভিহতাপ্য পথ্যং-
ভুক্ত্বা নতৃপ্তিং সুতনুঃ প্রপেদে ।
তথাহি, তস্যাবিরহয্য সর্ব্বং
পদং মনঃ কাঙ্ক্ষিত মাততান ॥ ৪০

মুমোচ সাম্রে মনসোহভিলাসং
দ্বিরেকমালেব রসালজালে।
নিরন্তলিপ্সেন দিগম্বরেণ
গজাজিনালম্বন মিষ্যতেস্ম ॥ ৪১
যদাতু ভুক্তেষু বিবিক্ত কান্ত্যাঃ
রুচির্বতীয়ায বসান্তরেষু।
তদাপি তস্যৈ রুরুচে মুদেকা
কৃশানুসংস্কারবতীকৃশাঙ্গ্যৈ ॥ ৪২
শবীবমর্দ্দং স্মতরামমুষ্যাঃ
স্মৃতা হবিষ্যত্যতি হারিহার্দাৎ।
ইতি স্বমূর্ত্তি ছলতোষ্টমূর্ত্তি-
স্তমেবদেশন্নুপুবঃ প্রপেদে ॥ ৪৩
ক্রমাদুপান্তে পবিপাণ্ডুরাভং
বিশেষ সৌন্দর্য্যবতী বিশেষম্।
পীনস্তনদ্বন্দমিয়ংবহন্তী
লতাং প্রসূনস্তবকাং নিনিন্দ ॥ ৪৪
অগ্রে স্তনদ্বন্দমথায়তাক্ষ্যা
নিতান্তনীলং স্মতরাং বভূব।
অদৃষ্টপূর্ব্বাম্বুজ বিভ্রমাভ্যাং
ধ্রুবং গতং লুব্ধশিলীমুখাভ্যাম্ ॥ ৪৫
রোমাঞ্চিতা রম্যপয়োধরা সা
তনু প্রকাশাবয়বা স্মতন্বী।
সংমূর্চ্ছিতামম্বুজকোরকাভ্যা-
স্তিবশ্চকাবাম্বুজবত্যাভিখ্যাম্- ॥ ৪৬

মুখেন সা পাণ্ডুময়েন মন্থা
বিমুক্ত মুক্তাভরণা চকাশে ।
আত্মামুনীনামিতি শুদ্ধসত্বা
বভার যৎকিঞ্চিদিব প্রসন্নাৎ ॥ ৪৭
তস্মিন্ বার্তে সা সময়েপি সাধ্বী
বিশেষতো বেশপরাঙ্মুখীচ ।
প্রায প্রভাতে শশিনেবনূনং
দিগ্বারুণী ভাতি ন তারকাভিঃ ॥ ৪৮
ক্ষণেক্ষণে গর্ভভরালসাঙ্গী
জৃম্ভাকুলা লোলবিলোচনা সা ।
দন্তাবলীকান্তি বিশেষযোগা
দন্তং শুক কান্তিমিবাততান ॥ ৪৯
মণালিপদ্ম প্রতিবিম্ব বক্ত্রং
বিলোচনায়াং সলিলং প্রপেদে ।
ততঃ শশাঙ্কস্য নিশাবসানে
বালাভবস্যাপ্ত চকার বিস্ময ॥ ৫
ধরাতলন্যস্তপটাঞ্চলো সা
স্বাপশয্যং শয়নং বিলগ্ন্য ।
অম্ভোনিধেরম্ভসি পত্রগাদে
বিশ্বম্ভরঃ প্রাগুদয়াদশেত ॥ ৫১
অধিত্যকায়াইব মেঘমালা
বালাধিশিশ্যে রসগর্ভনম্রা ।
কদাচিদাত্মোপম চারুলক্ষ্যাং
সখ্যাং সমুৎসঙ্গমপেত সঙ্গা ॥ ৫২

যযা জগন্মূর্চ্ছতি দৃষ্টিমাত্রা-
স্তাং বিভ্রতী কুক্ষিগতাং প্রসূতিঃ।
সেহে, ন, দেহং বিনিয়ন্তু, মস্মা-
দানর্চ্ছ মূর্চ্ছামপি সাতিবেলম্। ৫৩
জ্যোতীংষি সর্ব্বাণ্যপরাণি যস্যা
রুচৈব বাজন্তি চ বাজয়ন্তি।
ববাজ কুক্ষিং গতযা তযা সা
চান্দ্রীকলেবাক্ষবীচিগর্ভা॥ ৫৪
পিকোঽঙ্কুবাচ্যামিব চূতমালাং
গঙ্গামিবাম্ভোজমযীং মরালঃ।
পূর্ণেন্দুবিম্বামিব গাঞ্চকোর-
স্তাং প্রেক্ষ্য দক্ষোঽতিতরাং ননন্দ॥ ৫৫
সগর্ভভারেণ বিনম্রমূর্ত্তিং
প্রিয়ঃ প্রিয়াস্তাং বহুমন্যতেস্ম।
বিশেষ পুষ্পস্তবকেন কালে
লতামিবাসন্নফলাং দ্বিরেফঃ॥ ৫৬
কবীমদচ্যুৎ কবিণীমিবাগ্র্যাং
পয়োদমালামিব চাতকালিঃ।
মুহুর্ম্মুহু স্তামবলোক্য তন্বী-
ন্নৈবৈকদৃষ্টেঃ সুখমন্বভূৎ সঃ॥ ৫৭
অথ প্রসূতিঃ প্রসবোপযুক্তে
জগৎপ্রসূতিং সময়েভ্যসূত।
তীব্রামুমুক্ষেব সমক্ষবুদ্ধিং
সমক্ষবুদ্ধিঃ পরমামিবর্দ্ধিং॥ ৫৮

স্তনন্ধযানস্ত জগৎ জনন্যাঃ
স্তনন্ধয়ী স্তন্যমথাচকাঙ্ক্ষ।
পয়োধরাদাত্মরসং রসাপি
কাঙ্ক্ষত্যবগ্রাহ মহাগ্রহার্ত্তা ॥ ৫৯
রত্নাবলীব প্রভযা মহত্যা
শরৎত্রিযামেব শশাঙ্ক-কান্ত্যা।
অধিত্যকেবোল্মিত ধাতুরাজ্যা
তযা প্রসূতিঃ সুতবাং রবাজ ॥ ৬০
জগন্তি তস্যা জগদম্বিকাযা
জন্মোৎসবঞ্চক্রবিবাদবেণ।
হিরণ্যরেতাহবিরাদদানঃ
শান্তঃ সমালক্ষ্যত লক্ষণাঢ্যঃ ॥ ৬১
দিগ্বারণানাং মদগন্ধবাহী
ববৌসুখং গন্ধবহস্তদানীম্।
রযেন যস্যাপি সমস্তমেত-
ল্লযে লযং যাস্যতি নির্ব্বিশেষম্ ॥ ৬২
দিক্সুন্দবী সুন্দব পত্রভঙ্গ
মুখং, সমালোক্য, সুখং দিগীশাঃ।
তদাত্বমেবাত্ম স্বমেনিরে, তাং
শরব্যতাং পুষ্পশরাসনস্য ॥ ৬৩
নৃত্য প্রবৃত্তাসুমনোজ্ঞবেশা-
স্বনন্তরং কিম্পুরুষাঙ্গনাসু।
দিবৌকসাং দুন্দুভিনিঃ স্বনাঢ্যা
পপাত কল্পদ্রুম পুষ্পবৃষ্টিঃ ॥ ৬৪

পয়োধরাণাং স্তনিতং কথঞ্চি-
ন্নিশম্যরম্যন্ননৃতু র্ময়ূরাঃ ।
কেকারবোৎক্ষিপ্ত শিখণ্ডমালা
লীলাবিলাসৈকপরাঃ পবার্দ্ধ্যম্ ॥ ৬৫
নবাম্বুদৈঃ সম্পরিমুক্তমম্বু
মুক্তানুকল্পন্তব বোপিলব্ধ্বা ।
ননন্দুরুচ্চৈ স্তবণৈঃ করৌঘৈ-
র্নিদাঘকালে পথিকাইবার্ত্তাঃ ॥ ৬৬
অথ ললিত পুরন্ধ্রী মণ্ডলী মঙ্গলাঢ্যং
সকল পরিজনোদ্যল্লাস্য লীলা বিলাসং ।
নবমিব পবিপূর্ণং মূর্ত্তিমদ্ভিঃ প্রমোদৈ-
র্ভবন মনঘ শূন্যং প্রেক্ষ্যদক্ষো ননন্দ ॥ ৬৭
অভিলসিত সুতাবির্ভাব-বাষ্পপ্রপূবৈঃ
সকিল সকল শীলোলুপ্ত দৃষ্টি র্নদদ্ভিঃ ।
প্রসব ^{সময়} ~~সময়ে~~ মাগাদ্দণ্ড পুমাগুঃ, সুবস্ত্রৈঃ
পরিচিতমিবদীনোদৈবতোমোদ পূর্ণঃ ॥ ৬৮

ইতি সতী-পরিণয়ে মহাকাব্যে সতী-প্রাদুর্ভাবো-
নাম প্রথমঃসর্গঃ ।

——০০(০)০০——

দ্বিতীয়ঃসর্গঃ।

অথকণ্টকিতঃ প্রজাপতি-
স্তনয়াং সম্পদ মূর্জ্জিতামিব '
স্তিমিতায়তলোললোচনো-
বিলুলোকে কমলামিবাম্বুধিঃ ॥ ১

নলিনীমিবনিম্নগা জলে
শশিলেখামিব দেবতাধ্বনি।
চপলামিব বাবিদেস্থিরাং
মুকুলালীমিব বালবল্লরৌ ॥ ২

জননীমধুবাঙ্কউজ্বলা-
স্তুদগাবং রুচিরংপ্রকুর্ব্বতীম্ ।
সুতরাম্পরিতোবিসারিণা
নিজ গাত্র প্রভজেন রোচিবা ॥ '

চরণং নব পল্লবারুণং
করযুগ্মং মধুরং প্রকুর্ব্বতীম্ ।
পরিতঃ, পরিপশ্যতাং বলাৎ
স্থগযন্তী মপিপক্ষ্মপাতনম্ ॥ ৪

কলাপম্ ।

পরিমেয় মনস্থ থামিতো-
নমমৌ কস্ত সুতামুখছবিম্ ।
পিবতো গুরু হর্ষ নির্ভরো
ভ্রমরস্তেবসাবোজবিভ্রমম্ ॥ ৫

বসুবাসব বিস্ময়াবহং
সদদৌ বেদবিদগ্রজন্মনে ।
স্বয়মেব বিধাতুরাত্মনা
প্রতিহন্যেত কথং মনোরথঃ ? ॥ ৬
গুরুহর্ষবিধৌ, ধৃতাত্মনাং
হৃদয়ং ধাবতি ধর্ম্ম্যকর্ম্মণি
ইতবে হতদৈব বঞ্চিতাঃ
পবিমাদ্যন্তি পবস্তু লৌকিকে ॥ ৭
জনকেন বিপশ্চিতা সতাং
গুণতঃ শস্ততযা নযাদপি ।
সমযেষু গতেষ্বনন্তরং
বিদধেনাম সতীতি তদ্গতম্ ॥

অথ সাপিতুরঙ্গনান্তরে
পরিতোরিঙ্গিতবত্যনেকশঃ ।
অসৃজচ্চ সুধামিবাস্ফুট-
স্বরবর্ণামপিহাবিণীং গিরম্ ॥ ৯
যদুদার হৃতান্তরস্তযা
ক্ষণমাত্রং সুতযা বিযোজনম্ ।
জনকোঽক্ষতধীবপি স্বয়ং
নবিসেহে, সহসামুমোহসঃ ॥ ১০
ববৃধে রুচিরা দিনেদিনে
ধন-লিপ্সা বিষযৈষিণামিব ।
বহুলাপগমে কলাবিধো-
বিনকান্ত্যেব রুচা ররাজ চ ॥ ১১

স্ফুটবর্ণগিবং গবীয়সীং
কফমুক্তে ধমনীমুখে ক্রমাৎ।
কৃতসংস্কৃত সদগুণাবলী
প্রতিপেদে, পবিবাদিনীব সা॥ ১২
ললিতা মধুবাক্ষরাবলীঃ
কলকণ্ঠী স্বত এব হাবিণীং।
বিততান যদা, হংসবোবরা
ন তদা গীতিমিতামত হমবৈং॥ ১৩
বিগুণাপি যদা বিমোহিনী
নমু তস্যাং সবসা সবস্বতী।
পুনরুক্তবত্তচ্যতাগুদা
সগুণাযাঃ কিমিবাস্ত গৌববম?॥ ১৪
অথ কন্দুকবৃন্দনন্দিতা
তমশিক্ষী নযনৈকনন্দনম্।
লঘুবাণভিতঃ সখীজনৈ-
পবিতেনে পবিদেবনোৎসবম॥ ১৫
পব-মৌক্তিক দাম যুক্তযা
লঘু পাঞ্চালিকযা, ববাজ সা।
গ্রহ তাবক ধক্ষ সঙ্কুলা
শশিলেখা পৃথিবীমিবাগতা॥১৬
অথ তামতিমাত্র দেবিনী
ন্দিবিদেবাদদৃশুর্দাম্বিতাঃ।
মনসা জননী বিলোচনে
বিহরন্তীমনিশম্পদে পদে॥ ১৭

পিতরৌস্নুতরাস্তয়াপরা
স্মদমাজগ্মতুরক্ষরক্ষয়ৌ।
গুরুগৌররয়া বিশেষতো
নন্নু বাল্যেপুপদেশমন্তরা ॥ ১৮
বিধুমাত্মকলাইবাক্ষয়ে,
রজনীদীপমিবাত্মরোচিষং।
উপদেশমিষাদিমাস্পরাঃ
শিলবিদ্যাং সকলাং প্রপিদিরে ॥ ১৯
বিগতেসময়ে, নবং নব
প্রতিপদে মদকারণং বয়ং।
বিররাজসতীসতাহমুনা
মধুনেব ব্রততির্মধুপ্লুতা ॥ ২০
চপলা খলু লোচনপ্রিয়া
সহজাত্যুজ্জ্বলকান্তিমত্যপি।
জলদেন বিনা নরোচতে
শশিলেখা রজনীমুখেন বা ॥ ২১
পরিজল্পিতবত্যসৌ যদা
স্বভিজাতস্বরসন্ততিস্তদা।
প্রতিবাচমদান্মদোদ্ধতা
কলমঙ্কাদ্ধয় বামলোচনা ॥ ২২
চরণাম্বুরুহদ্বয়াদধঃ
স্বতএবারুণরাগরঞ্জিতা।
উপবীন্দুকলাদধোমদা
ন্মিষতো সৌনপ্ররত্বিযামিব ॥ ২৩

ক্ষণলক্ষ্যরুচং বসুন্ধরা
গমনেহস্যাং কমনীযরোচিষং।
বঠিনেতি ভযেন বিহ্বলা
বিদধৌ কোকনদাবলীমিব ॥ ২৪
পবিচিন্ত্য গতং সশিঞ্জিতং
সদমুষ্যাইব মানসং সবং।
কলহংস বধূর্যযৌ বৃতং
প্রতিপক্ষ ক্ষত সম্পদাং সুখম ? ॥ ২৫
নিজ জানু যুগাপ্ত সম্পদা
হরিণী জানুযুগং জিগাযসা।
ইতিবাষ্পপবিপ্লবেক্ষণং
মৃগবৃন্দং সততং বিসীদতি ॥ ২৬
কবভোরুগুণৈগুর্ষকত্রিযং
কদলীস্বেষু গুণেষু লজ্জিতা।
মনবন্দমিষান্মনস্বিনী
ক্রবমস্রণ জড়ানি মুঞ্চতি ॥ ২৭
কবিং পিবিচিন্ত্য সুভ্রবো
গুণমূর্ব্বোং স্বকবত্তিবোদ্ধ্।
খবনিঃশ্বসনং নচাধন
প্যবমুঞ্চন্তি তদাপ্ত তদ্বিদ ॥ ২৮
বিনিতম্ব সমাবলম্বনীং
মণিকাঞ্চীং, সুবচাপ লাঞ্ছনাম।
কলনিস্বন শৈলকালিকাং
প্রপযন্তীং সমিযায ভাবিনী ॥ ২৯

ববনাভিসবোরুহন্দধৌ
বলিনালত্রিতযোজ্বলপ্রভম ।
মিষতোরুচিবং কৃশোদবী
তনুলোম্নামলিমালযান্বিতম ॥ ৩০
সুতনোস্তন তর্জ্জিতোভৃশং
স্পৃহনীয়াকৃতি চারুবিভ্রমঃ ।
পবিতস্তনুজাঞ্চ বিক্রবো
ননু নীপপ্রসবোপি সাম্প্রতম ॥ ৩১
কমলং কমলাকবোদবে
সুতরাং শূবকবৈঃ কৃতক্রমম ।
তপএব পবং প্রতপ্যতে
তদভিখ্যাং প্রতিপদ্যতে নতু ॥ ৩২
অভিবর্দ্ধিতমপ্যনেকশে-
নযদাপ্নোতিতুলাং চিরাদপি ।
অভিবঙ্গকৃতস্তু বৈকৃতং
নচিরাদেবতদাতদৃচ্ছতি ॥ ৩৩
বয়াধস্ত্রভনা স্তনদ্বযং
দৃঢমান্যান্য জিগীষয়েব তৎ ।
অতএব পবস্পবোদ্গমা
দবিশেষঃ সুতবামলক্ষ্যত ॥ ৩৪
লঘু-চম্পকাবোবকোপমৈঃ
করশাখানিকবৈঃ করদ্বয়ম ।
শুশুভে নিতরাং নতভ্রুবঃ ,
স্মদীপশ্বনিকম্নিতৈরিব ॥ ৩৫

করপল্লবমঞ্জলাযতম
প্রদধে বাহুলতাদ্বয়ন্তযা।
অথবা বিধিনাবিনির্ম্মিতং
হরবন্ধ ক্ষম পাশযুগ্মবম্॥ ৩৬
ফণিনামমিষিদ্ধবিক্রমে
কিমিবান্যৎ কঠিনং ভবিষ্যতি?
বিপরীত মতোঽতিমার্দ্দবং
বহুমেনে বহুদর্শনোবিধিঃ॥ ৩৭।
তপ আচরতাং সুদুশ্চরং
কুলিশং যচ্চবিতুং নকল্পতে।
মৃদুলোপিততোমহত্তবং
কুসুমেষুঃ কুরুতে সমীহিতম॥ ৩৮
মৃদুকোকনদারুণাবভৌ
সমবেখাবলিরানতভ্রুবং।
বিনিষিদ্ধ মহামণিশ্রিয়া
লঘুকণ্ঠপ্রভযেবভূষিতা॥ ৩৯
দশন ছদ পত্রবর্জ্জিতং
মুখপাথোরুহ মজ্জিনীব সা।
দশনাং শুক কেশবন্দধৌ
পবিলোলেক্ষণ ভৃঙ্গ সঙ্গতম্॥ ৪০
অথবা বহুলেপ্যপক্ষয়ং
বিধুবিম্বং বিদধে বিধিঃপবম্।
রুচিবাঞ্জন ভক্তিলক্ষণং
মুখমস্যাঃ শশিলক্ষণান্বিতম॥ ৪১

তদপূর্ব্ব শশাঙ্ক বিভ্রমং
কমলং বানব মন্যদেব বা ।
ইতি লোলতবাপি নিশ্চলা
মধুবশ্রী মুখমেব শিশ্রিযে ॥ ৪২
অধবং নব পল্লবারুণং
মধুবন্তুৎ স্মিতকান্তিবেতিচেৎ ।
গত কোকনদাপি কৌমুদী
ন তদা মূর্চ্ছতি মূর্চ্ছিতাগুণৈ° ॥ ৪৩
লঘুমূলমলাঘবোত্তব°
রুচিবাঘ°ামভূগ্নমাবভৌ ।
ইষুধি° কুসুমাযুধস্য বা
বিফলত্বাদ্বিপবীত কল্পিতঃ ॥ ৪৪
অতি দীঘ বিলোচন ক্রম°
চলমস্যা মদনোবিলোক্যতু ।
প্রসশ° স নতান্ ধনুর্ভৃতা
মপি নামাঞ্চিত বিক্রমান্ শবান ॥ ৪৫
লিখিতামিব বল্লিমাযতাং
ত্রপযেব ভ্রুবমেক্ষ্য সুভ্রুব° ।
সমবাদিতবত্র নিগুণং
ক্রিযতে নিগুণমেব কার্ম্মুকম ॥ ৪৬
শশিনোর্দ্ধমিবাতিদিত্যুতে
সুমুখী চারু ললাট পট্টকম্ ।
হব বাল বিধুশ্চ যচ্চ তাং
রুচমন্যোন্যমলঙ্কবিষ্যত৹ ॥ ৪৭

কুসুমোৎখচিতৈস্মনোবমৈঃ
কচভাবৈঃ স্মুতবামুরুপ্রভৈ।
শিখিনীব বিচিত্র চারুভি-
র্গুরু বর্হৈর্ম্মদিবেক্ষণাবভৌ ॥ ৭৮
অপি সম্প্রতি চেতসি ক্ষণং
জলদালিঃ প্রকবোতি তাং যদা ॥
কচপাশরুচিং বিবোদিতি
ধ্রুবমাসারমিষাত্তদাহনিশম ॥ ৪৯
বজনী গ্রহ-তারকা-চিত
কচ হস্তং বিজিতং কচৈস্তযা।
হিম লেশ মিষান্মনস্বিনী
প্রকবোত্যশ্রুলবন্ বিভ্রতী ॥ ৫০
মনসা খলু পেলবাকৃতিং
ত্বচমস্যা বিধিনা বিনির্ম্মিতাম।
বিকলা ভবতি স্মবস্ত্যসৌ
ননু সংস্পৃষ্টশিরীষ-সন্ততি। ৫
বচসোমনসোঽপ্যগোচর
সগুণাযা গুণমস্ত বর্জ্জিতম।
কথমুদবহতাং সবস্বতী
পবিমেয়-প্রতিপত্তি পাটবা ॥ ৫২
যদি মাং পবমেশ্বরোপিসন
গুণমুগ্ধং কৃপণার্দ্ধ হবিণীম।
স্বয়মেব হরঃ করিষ্যতে
তদমুষ্যা মহিমাংস্মমীযতাম ॥ ৫৩

তদলং সমনঙ্গ-জল্পিতৈ
কুপমানাবলিমাবিতন্বতী।
উপমেযফলাং বিনির্ম্মিতা
বিধি নৈষা হব-মোহনেচ্ছয়া ॥ ৫৪

সুস্পর্শেনহিমাংশুনাপি নলিনী লজ্জাকুলেবক্ষণা
সম্পৃষ্টাপি নিমীলিতেব ভবতি দ্রাক্ স্পৃষ্টকল্পে বসা।
মার্ত্তণ্ডেন গুরু ত্বিষা কুমুদিনী তদ্বৎ কথঞ্চিৎ পর
স্পর্শাশঙ্কিত মানসাপি সুতনুঃ সেযংমুহুর্ম্র্যাতি ॥ ৫৫
তাংদক্ষোঽতিবিচক্ষণোঽক্ষতরুচং লালণ্য-লীলা স্থলীং
দৃষ্ট্বা কৌতুক হস্ত সূত্র সময়াং দধ্যৌববস্তাদৃশম্।
কামং সস্তু সুবাঃ সুরোত্তমমৃতে লক্ষ্মীর্নযাত্যন্যতো-
নোবা বাবিদমন্তবেণ চপলা চাপল্যতং ক্রীডতি ॥ ৫৬

ইতি সতী পবিণয়ে-মহাকাব্যে সতীরূপবর্ণনো-
নাম দ্বিতীয়ংসর্গঃ।

০০(০)০০ ——

তৃতীয়ঃসর্গঃ ।

কদাচিদব্যক্ত-নিসক্ত-চেতসা
মনীষিতেনৈব সুতেন কৌতুকাৎ ।
বিরিঞ্চিরাসঞ্চিত-পুণ্য-সঞ্চয়ং
জগাম দক্ষস্য পুরং সুরর্ষিণা ॥ ১

বিচিত্র-মালাবলি-তোরণাঙ্কিতং
মনোরমঞ্চারুচরৈরিবান্বিতম্ ।
প্রবাল-জালৈরিব কল্প-পাদপৈঃ
প্রসিদ্ধ-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-কিন্নরৈঃ ॥ ২

বলক্ষ-বর্ণৈর্লঘু-ভক্তি-সংস্কৃতৈ-
র্মণিপ্রভৈঃ সৌধগৃহৈর্লসচ্ছবি ।
পরার্দ্ধ্য-চিত্রীকৃত-চারু-বল্লিভি-
র্বিশেষরত্নৈর্ধবলাচলৈরিব ॥ ৩

সুধাংশু-গৌরাংশুক-রাজি-রাজিতৈ-
র্ধ্বজব্রজৈঃ প্রাংশুতবৈরলঙ্কৃতম্ ।
ধৃতোত্তরীয়ৈরমরাবতীধিয়া-
গতৈরনেকৈরিব দেব-পাদপৈঃ ॥ ৪

সুবৃত্ত-নানাবিধ-ভক্তি-লক্ষণৈ-
র্বিতান-জালৈর্নিচিতংসমন্ততঃ ।
স্ফুরত্ত তারা-গ্রহ-সংঘ-সঙ্কুলাং
প্রদর্শয়দ্ভির্গগনাঙ্গনপ্রভাম্ ॥ ৫

ইতস্ততঃ কল্পমহীরুহোদ্ভবৈঃ
সুরাঙ্গনা-কোমল-হস্তসঞ্চিতৈঃ।
পবীতমাবাৎ পবিতঃ প্রসূনকৈঃ
সুমঙ্গলানামিব কেলিকাননম॥ ৬
যদেকতঃ সিদ্ধ মহর্ষি সঙ্কুলং
নিবন্তবং শান্তিপদন্তথাহন্যতঃ।
সুবাঙ্গনা মঙ্গল-রঙ্গ-সঙ্গত-
স্থলান্তবন্যস্তমিবেন্দ্রকেতনম॥ ৭
শবৎ-সুধাদীধিতি-কুন্দ-পাণ্ডুবং
নিবন্ধ নানাবিধ বত্ন-বোচিষা।
নিকেতনং বিচ্ছুবিতং ব্যচূচুবৎ
যদীয়মিন্দ্রায়ুধসম্ভব-গুণম॥ ৮
বিতানমালা নবশাদ্বল প্রভা
সুধেপমাভিঃ খলু সৌধকান্তিভিঃ।
ববাজ যস্মিংশ্চ বিতাগভস্তিভি
স্তমালবীথীব বিভাববীপতেঃ॥ ৯
নিজোপশল্যোপবনং লতাকুলং
পিয়াল হিন্তাল বসাল সঙ্কুলম।
ন কেবলং ষট্পদমালয়াম্বিতং
মুমুক্ষুভিঃ শিষ্যগণৈশ্চ সর্ব্বদা॥ ১০
যদেকদেশে বিমলা জলাশয়া
নিষেবিতাঃ কিম্পুরুষৈর্জ্জলাশয়া।
অশঙ্কিতাকাব স্থিতাজলাশয়া
বিবেজিবে যত্র ভৃশং জলাশয়াঃ॥ ১১

নিজাসনাম্ভোজ পবাগবাজিভিঃ
পিষঙ্গমুচ্চৈঃ সহজারুণ প্রভম্।
সুবাপগাপূব মিবাংশু সঙ্কযম্
বিতন্বতাপাব যতেব পশ্যতঃ ॥ ১৮
মধুব্রতৈবোম কদম্বকচ্ছলা
দগতং স্ফুটং শোণমিবাম্বুজব্রজম
শিলোচ্চয ভ্রষ্ট সিতোপলং মুহু
র্লতা সমাশ্লিষ্ট মিবানুবুধ্বতা ॥ ১৯
কমণ্ডলুং পূর্ণমপাং মহীয়সা
স্তথাপবিত্রেচ, দধানমাসিতে।
সুবর্ণ-সূত্রেণ কৃতোপবীতিনা
হিমাংশু বোডুগণেন ভাস্বতা ॥ ২০
গভস্তিভিস্তর্জ্জিত পদ্মবাগকং
বিশেষ শোণৈর্মধুবাঙ্গ সম্ভবং।
জটাদধানেন বিতাম্র বোচিষ
সিতাম্বুজেনোর্দ্ধমিবাকণর্চিষা ॥ ২১
অশোক গন্ধেন বিননোকৃতত্বতো
ন পদ্মবাগেতি পবৈর্বিভাবিতম্।
পবাগ গৌবাদপি লুব্ধকাম্ভিদাং
গতেন মূর্ত্ত্যেব বিপাণ্ডুশাখিনাম ॥ ২২
যজং বিসামানিঋচোপ্যশেষতো
দধান মাচার্য্যকুলেপ্যপশ্রয়ম্।
পদ নিষাদস্ত গতাস্তবল্বকীং
স্বয়চ্চর্নাং বাদযতা লযোত্তবম ॥ ২৩

পবেষ্টিষু স্বষ্টিষু স্বষ্ঠু দীক্ষিতং
প্রজাপতী নামপিচ প্রজাপতিম্ ।
পিকালিমাবল্লযতামদোদ্ধতাং
সমঞ্চিতং পঞ্চম পীডনাম্মুহুং ॥ ২৪
পটং সিতাভ্রস্য বিডম্বনাস্পদং
প্রবিভ্রতংশুভ্রমদভ্র চেষ্টিতম ।
কিমস্য কণ্ঠাদ্ভুতবল্বর্ক গুণাৎ
স্ববোযমিত্যূহযতা জনাম্মুহুঃ ॥ ২৫
বিশুদ্ধমন্তঃকবণং পবাৎপবে
নিযোজযন্তং জগতোগতক্রমে ।
অজস্রমাস্ফালযতাসমুচ্চবৈ
গুণাদতস্তেনচ বল্বকীগুণান ॥ ২৬

বৃলবম।

প্রজাপতিস্তাবনযাবুপস্থিতা
বথ প্রতীযায নতঃ প্রতীতিমান ।
সপর্য্যয়াহনয্যতবাবনর্ঘ্যবী
বনর্ঘ্যযাহর্ঘ্যাদিকযাপ্যপূজযৎ ॥ ২৭
নসাধবং পাদবজোভিবিচ্ছস
পুনন্তি পুণ্যেতবকৃন্নিকেতনম ।
যথাতথাযাস্তুনদাঃ পযোনিধিং
বিশন্তিনৈবাচ্ছজলং হ্রদোদবম ॥ ২৮
জগাম তুষ্টিং মনসোন, পূজযা
তযা, তদ্ধো, সোতি বিনীতমানসঃ।
মহানুভাবাহি মহামহোদবং
মহাত্মনামর্চ্চন কর্ম্মমন্বতে ॥ ২৯

পবিশ্রমেপ্যাগমন প্রবর্ত্তিতং
সুবাসুব প্রার্থযিতব্য দুর্লভম।
কয। পুনবামভিনন্দ্যমানয৷
প্যনুগ্রহ৲ নাম গিবাঽভিনন্দ্যতে ? ॥ ৫
অকর্ষণোৎপন্নমিবাগ্র্যশস্যক
মশক্তিমাবাদিব চারুসম্পদম।
অকর্ম্মশস্মেব, ভবৎসমাগমং
পুনভবচ্ছেদফল' হিমন্ম হে ॥ ৩৭
।লোহমং মে ফলিতং প্রস' শতে'
বচ কম'স্যাৎ পুনরুক্তিদূষিত ।
সমাগম' কাঞ্চনবত্নযোবয'
মিথোযদুর্চ্চৈযু বযোঃ সমাগম ॥ ৩৮
স্য জন' পাবিত উচ্চকৈস্তবা'
ভবৎ পদাম্ভোরুহ বেণুরূষিত ।
বিশেষি তৈষাবসতি পদক্রমৈ
পবোপকাব ব্রতিনোহি সাধব ॥ '৯
ইদ দ্বহ' স্থাবব দঙ্গমাত্মাব ·
বিশেষত' সজ্জনগম্যতা গতম।
তদ পুব' পাদসবোজবঞ্জিত'
জনোযমুচ্চেশ্চ সতা' কৃতাচ্চন' ॥ ৪
উপাষ্যতে যদ্ভবতাং মতানুগৈ
স্তদেবতার্থ, যদি স'প্রচক্ষতে।
তদাত্ ভীর্থাদপি তার্থতাং ব।
নযাতু, যাগাদ্ভবদঙ্ঘ্রি সংবৃতগ ॥ ১

জগৎ প্রকাশপ্রবণৈবভীষুভী
ববেবপেষে, নমনাগপ্সীহষৎ।
তদপ্যপেতং মহদন্তবস্থিতং
তমোঽন্তবায়ো রমণীয়কর্ম্মণাম্॥ ৪২

স, সর্গকর্ম্মাপি তযোবনামযং
পিপৃচ্ছিষুর্জাতু নসর্গকর্ম্মণে।
শশাকবাচাং, স্মৃতবামতঃ ক্ষণং
বভূবপাবিপ্লব লোচনঃ পবম্॥ ৪৩

মদৈঃ সমারূঢগুরুপ্রমোদজৈ
স্তনুত্রপোবক্তু মথোপচক্রমে।
মহানুভাবানপি নামসাধবো
নিযুঞ্জতে শর্ম্মসুলোলযন্তিচ॥ ৪৪

নবিদ্যতে, যদ্যপিসিদ্ধকামযো
সমাগমে কাবণমন্বাপীহবাম্।
তথাপি চেতশ্চপলং স্বভাবতে
ভবত্যদং প্রশ্ন কুতূহলোত্তবম্॥ ৪৫

ভবন্মুখাম্ভোরুহ নিগতং বচ
স্তদদ্য মাং শ্রোতুমতীব-লালসা।
যুনক্তিধাষ্ট্যা য়, সদাঽবিচাবিণা
প্রভুপ্রসাদো মুখবত্বকারণম॥ ৪৬

যদুচ্যতে, কোঽপ্যবধির্নবিদ্যতে
স্পৃহাবলীনামুদযেপি, তত্তথা।
তথাহি, সম্পন্ন ভবৎসমাগমঃ
পিপাসুবপ্যস্মিবচোঽমৃতং পুনঃ॥ ৪৭

বদন্তমেবন্তমথোবদাং শুভি
র্বিশেষ সপ্তছদ-পাংশু-পাণ্ডুভিঃ।
পবিত্রয়ন্তাবিব, তৌ, প্রিয়ম্বদং
বিদাম্ববাবৃচতুবস্ব্বীকসৌ ॥ ৪৯

বিমত্রলোকব্যবহাব মাত্রবে
বৃথাত্রপানিম্নতযাঽভিভূযসে ?।
নিবাবিতাধ্যাসফলৈরনুষ্ঠিতৈঃ
বিমাম্ননামাত্বিদাম্প্রচক্ষতে ?॥
পবোপকাবায, পবন্তথাপি ত-
দ্বুধা অপীছন্তি, তথেদমীপ্সিতম।
তথাবিধৈবাচবিতং হিতৈষিণ-
শ্চবন্তি, লোকাহি পবানুগামিনঃ ॥ ৫০
শিবোদযাৎ সাধুসমাগমাৎ পরং
কিমস্তি শস্তংবদ, মাদৃশামপি ?।
পুবাতনোনূতনইত্যনাস্থযা
গতং, সতাধর্ম্মবতোহি পূজ্যতে ॥ ৫১
তথাপি, লোকত্রযমঙ্গলাবহঃ
শুভোঽভিলাসোপি নকশ্চিদস্তিন।
অথাত্মযোনিঃ পবমোপিপূরুষ
স্তমাত্মযোনিং গদিতুং প্রচক্রমে ॥ ৫২

ত্বমাদিতোবেৎসি যথা সুবাসুবৈ
বধিষ্ঠিতাযাং খলু চাকসংসদি।
মনোভবোনাম মনোবথোচিতং
স্বধর্ম্মইত্যেব, মযা বিনির্ম্মিতং ॥ ৫৩

নিযোগ বদ্ধাঞ্জলিকক্ত ইত্যযং
ঙ্মাত্মনোচ্চৈ র্মিথুনীক্রিযাঃ প্রজাং ।
স্ববাস্থবাণাং নিকাবেষু তে শবা
নিবন্তবাযাং প্রপতন্তহর্নিশম ॥ ৫৪
নিবধ্য তো মে নিযতি প্রভাবক
স্তথাবিধং ব্যাধিনিদান মুদ্ধতম ।
প্রভঞ্জনস্তেব সুপাদপাদিকং
প্রভঞ্জতো দোষলবোপি নেক্ষ্যতে ॥ ৫৫
বিচায্যমাণে পবমাথতং পুনং
সদাসুখোদর্ক মদোবিতর্ব্যতে ।
নচেদিদং দ্বন্দ তযা নিবধ্যতে
জগৎ, তদানাম কিমস্য গৌববম ॥ ৫৬
সচালসত্তো মবিমার্গণ ক্রমাৎ
স্ববিক্রমন্তং, চবমে, পবীক্ষিতুম ।
বিচাবমূঢৈশ্চবিভার্থতাত্মনঃ
সমর্থ্যতে সজ্জন মানহানিভি ॥ ৫৭
ভবত্যুদাবোপি গুণোভযঙ্কবং
সদাসুতুষ্টাশয নষ্ট চেতসং ।
প্রাভাশ্চলান্তঃকবণস্য কহিচিৎ
যথা প্রসাদং পবিণামগর্হিতং ॥ ৫৮
গুণোগুণিষ্বেব বিভাতি শোভনঃ
নব সুধাংশোবিব সৌধভিত্তিষু ।
ন বোচতে, প্রত্যুত দাবণাযতে
কুশেশযাস্বিব তদিপর্য্যযে ॥ ৫৯

হবস্তদা বৈরত লজ্জিতানন
নিবীশ্যসাম্মাদহসৎ সভাসুমাম।
উপপ্লবোধেন নভস্বতেব কিং
শিলোচ্চয, স্তেন মনো, নচান্যতে ? ॥ ৬
কথঞ্চিদাসাদ্য পবাৎপবাভবং
পবং নধ বং ক্ষমতে, কিমীদৃশম।
দিনাত্যযোদ্ভূত তমাংসিসন্ততং
ভিনত্ত্যশেষেণমুহুং সুধাকবং॥ ৬১
নবস্তদেতৎ পবিভাবলাঘবং
ননামশেষাদপি নামনোন্বগ
উদাসতে চেদনুভূযমদ্বিধ
মনস্বিনাং নির্ম্মনসাং বিমস্তবম •॥ ৬২
মহানুভাবাহি নিকাবমীলিতং
নজীবিতং প্রার্থযতে কথঞ্চন।
নিজার্চ্চিষাং লাঘবমর্চ্চিষাম্পাতি
বিলোক্যসিন্ধোং সলিলেমুলীযতে॥ ৬৩
মনস্বিনাং নামবধাদপিস্ফুট
পধবণ যত্র স্মৃতুংসহম্পাব।
পিবাহভিযুক্তং বুকাত প্রতিক্রিযাং
শবেণ • প্রাণহবেণকহিচিৎ॥ ৬৪
নযৎপবেষাং নকুতূহলাস্পদং
মুখপ্রসাদপ্রতিকূলমাত্মনাম।
ত্রপাবহংব্বস্যু, মলীমসংবৃথা
ধিগীদশং জীবিতমার্য্যগর্হিতম ॥ ৬৫

তদাদৃশ মেমনসোমনং বনাৎ
প্রমাষ্ট ৄমিছাতবব ন্যযাহধুনা।
পবি গহ প্রেমপবাযণেহবে
কিন্তহুর্দ্ধৈর্বদ, লীযতেহঙ্গ ॥ ৬৬

মনোবথস্যাস্য মমাপিসিদ্ধযে
মিথ সদাবেণপুবাপ্রসাদিত।
ত্বযাপিমূলপ্রকৃতি কৃতাত্বনা
চিবস্যকৃত্রং বিধিনাতপস্যতা ॥ ৬৭

স, স াক সংসমৃদ্ধিমিচ্ছতা
মসাম্প্রতং নপ্রতিভাতি, সম্প্রতম।
তদীপ্সিভুক্তে তনযামিহাংজ
শিবাং শিবস্যৈকবধূত্বমেষ্যতাম ॥ ৬৮

সতীতদাপদ্মনিবাবিতাতপা
সখীসমেতাহমিতসুন্দবচ্ছবি।
যদৃছযাতত্রগতাস্মদৃশ্যতে
মনোবথোহ্যাশুফলো মহাত্মনাম ॥ ৬৯

বাং প্রভাবেননবেনমূর্চ্ছতা
পবং বিভক্তাবযবাসুমধ্যম।
পাবববাত্ত্ব পবিণামদর্শিন
নসৃদ্ধবল্লাখলুশিল্পচাতুবা ॥ ৭

বৎপ্রবালাকণবর্ণমং শুকং
বীব বোচিশ্ছুবিতং সমন্ততং।
বিশেষপুষ্পস্তববন্তনা নবা
কাচিদ্দধতী সুমধ্যম ॥ ৭১

অনোকহানাং কমনীয়দর্শনৈঃ
কৃতোরুভূষা, কুসুমৈবনেকশঃ।
শবীব যষ্টিস্ফুবদংশুবাশিভি
র্দিবাপ্রদীপৈবিব তর্জ্জিতপ্রভৈঃ॥ ৭২
কবংধুনানাহধববিম্বমাধুবী-
প্রলোভলোল ভ্রমবান্মুহুর্ম্মুহুঃ।
নিবাবযন্তী, প্রচলদ্বিলোচনা
সুচাকসাচীকৃতবক্ত্রপঙ্কজা॥ ৭৩
কুলকম।

পিতামহস্যাদিতত্রব কন্যকা
পিতুর্নিযোগাচ্চবণাবৃযেস্ততঃ।
কপোলসম্ভাবিতকর্ণভূষণা
ননাম, মন্দাবকণাকুণক্ষিতি॥ ৭৪
বিনম্রমৌলি, স্খলদঞ্চলং, লঘু
প্রলম্বকর্ণালকলম্বিতোৎপলম্।
স্তনোচ্চলন্মাল, ম পূর্ব্ববদ্বপু-
র্গুরুকৃতশ্রোণি, তদাব্যলক্ষ্যত॥ ৭৫
অনন্যনাবী কমনীযদুর্লভো-
ন, যোগ্রহীষ্যত্যপবাং, নচাগ্রহীৎ।
লভস্বতং স্বামিনমিত্যনন্তবং
যথার্থমুক্তাবিধিনর্ষিণাচসা॥ ৭৬
সতীতদাবিদ্রুতপাণিপল্লবা
প্রবৃত্ত-লীলা-কমলালি চাপলা।
সুগুপ্ত হাস্যোৎ-কপোল বিভ্রমা
নিমীলিতাক্ষী গুকসন্নিধাবিভ॥ ৭৭

কটাক্ষ রম্যা, নখরেব বাগ্মুখী
ভুবং লিলেখাঙ্ঘ্রি সরোরুহেন্দুভিঃ।
এপাভিঘাতাদভি বামতাধিকাং
কুলাবলা, পুষ্যতি, কামপিপ্রথাম॥ ৭৮

যুগ্মকম।

বিবিক্তদাবীক্ষ্য তথাবিধাং সতী
ননন্দ সিদ্ধিং মুহুরাস সংশচ।
সমাহিতস্থাহিত জাতনুত্ত যে
যথার্থ সঙ্কল্পি মনোহি তদিব্ধম॥ ৭৯

অলক্ষ্য সংশিষ্ট মনোজ্ঞ লক্ষণা
বিলোল-নীলোৎপল কোব কেক্ষণা।
চচাল বালা তরলান্তরা, ক্ষণ-
ন্নদীনবেদেব পযোনিধিক্ষণা॥ ৮০

আগ্নেযানামিব শিখাবিশাং বাজমন্তর্ধবিত্রা
তস্যা ক্ব'লা বলযমিব সা মেখলা বাডবাগ্নিম।
ভাবং কঞ্চিদবচন জনিতং পদ্মযোনের্দধানা
স্নিগ্ধা বালাবহিবথ তথা, প্রাপকামপ্যবস্থায॥ ৮১

যুক্তা ধাতুর্মস্থণবচনৈ শঙ্করে সানলগ্না
লেখা লাক্ষাবসপবিচযা পিছিলে কল্পিতেব।
ক্ষিপ্তস্তোযে ঘৃতলবইব ব্যানশে নৈষকাম
বামং ম্লানং তুহিনবণিকা পদ্মিনীব প্রপেদে॥ ৮২

কালে বালা খনুপুলবিতা, তুষ্মনাঙ্ক্ষাপিকালে
কিঞ্চিন্নৈব স্তিমিত নবণা কাবণং নিশ্চিকায।
অর্ব্বাচীনঃ প্রণযিনি জনে ভাব বঙ্কোহবলানাং
গম্ভীরাগ্না বাংনাতিতবাং গূঢস কঢিবেব॥ ৮৩

ইত্থং তেনপ্রসভমনিশং ব্যাকুলাপ্যুৎপলাক্ষী
প্রেম্নাধীবা ক্ষিতিবিব মরুৎকম্পিতা নিশ্চলাসীৎ।
কন্দর্পস্থ প্রথযতিতবাং সাযকোঽজ্ঞাতপাতং
ভিত্বাপ্যাবং মৃদুবপি সদা দুর্জ্জযঃ স্বং মহত্ত্বম॥ ৮৪

ইতি সতী-পরিণয়ে মহাকাব্যে দক্ষাশ্রমাভি
গমনোনাম তৃতীযঃসর্গং।

——০০(০)০০——

চতুর্থঃসর্গঃ।

অথ প্রজেশোপি সুবর্ষিণাসমং
প্রজেশ সম্ভাবিত তন্মনোরথঃ।
মনোরথেনেব রথেন চারুণা
তদালযাদুচ্চলিতুং প্রচক্রমে॥ ১

অলক্ষ্য চারৌ সহসা বিচেরতু
ক্ষমাপরৌ ক্ষেম পরাযণাবুভৌ।
রসাবলি স্নিগ্ধ ধরাতলৌ ক্ষণা
দলক্ষিতৌ প্রাবৃষিতো যদাবিব॥ ২

কিমপ্যনন্যোহ্য মগুহ্য মঙ্গলং
কথঞ্চি দুদ্দিশ্য গত স্পৃহা অপি।
পরৈর্মিলন্তি ক্ষণলম্ভিতাম্বতে
স্তুটীরবৈঃ ক্ষুব্ধ তমাইবাব্ধযঃ॥ ৩

গুরৌসুরাণাং গুরুণাসুবর্ষিণা
প্রত স্মুষিপ্রাজ্যমতিঃ প্রজাপতিং।
মনংক্রমং বারযিতুং সুদুঃসহং
নপারযামাস বশীচ সোঽবশং॥ ৪

মহাত্মভিঃ সাধুমহাত্মনাং সদা
সমাগমং কাঞ্চন বস্তু যোগবৎ।
পরস্পর প্রেম বিশের বর্দ্ধনো
ভৃশংবিযোগোপি গুরুব্যথাবহঃ॥ ৫

তদাপ্রভৃত্যেব পিণাক পাণয়ে
সতীম্প্রদাতুম্পর যাচ কাঙ্ক্ষসঃ।
স্মৃতাহৃদাবোত্তর ভক্তসাৎকৃতা
নাশোচ্যতে বন্ধুজনৈর নিন্দিতৈ॥ ৬

বসুপ্রসূতী, রমণীয়তা স্মৃতা,
গুরুগুণানের গুরুনবেক্ষ্যতে।
তদস্তি কিংবান মহেশ্বরেপরে ?
সকাম্যতামেতি যতোন কামিনাম॥ ৭
ধনাধিপোযস্য ধনেশতাং গতঃ
কিমচ্যতেতস্য ধনস্য গৌরবম ?
দরিদ্রকল্পোপি দরিদ্রতাকুলং
জগৎত্রয়ং পাতি সভূতভাবনঃ॥ ৮
যদাত্মরক্তিঃ পরমাত্ম শব্দিত-
স্পরম্পদং সাধু সমাধি দুর্লভম।
প্রলভ্যতে বাপিনরা, স, লীলয়া
দদাতিতৎ, পাদ সরোজ সেবয়া॥ ৯
নভঃ প্রদীপোপি সুধৈক দীধিতিঃ
কলাধিনাথঃ পিতৃদেব বাঞ্ছিতঃ।
যদীয়নে পথ্যতযাহতিরম্যতাং
গতোহস্য রূপস্য কিমন্যদুচ্যতে ? ॥ ১
স, নির্গুণোপ্যেত্য গুণোত্তমং বশী
গুণীবিভাত্যুম্বত চারুচেতসাম।
তমোপ্যয়ে প্রাণভৃতামনুগ্রহং
করোতি সংহার পরোপ্যুপাশ্রিতং॥ ১১

বিধিং সুতালোভ বিলোল মানসং
সশিঙ্ক যামাস ধনুষ্মতাং বরং ।
প্রভঞ্জনস্য প্রভুতা তদস্যযৎ
শিলোচ্যযো প্যচ্ছ বলৈবিভজ্যতে ॥ ১১

অচিন্ত যচ্চৈবম বাঞ্ছতেময়া
কথং প্রদেয়া তনয়া পিণাকিনে ? ।
অযুক্তরূপেতি, যদিপ্রসাদিতঃ
স, নানুজানাতি সতীং, বৃথাহর্থিতা ॥ ১৩
শশাক, নাভ্যর্থয়িতুং মহেশ্বরং
স, কাঙ্ক্ষিতে চারুতরেপি কর্ম্মণি ।
সমুন্নতানাং প্রকৃতি স্তথাবিধা
যযাহর্থ নাদীনত যানদূয়তে ॥ ১৪
সএবমুচ্চৈঃ শশি মৌলি সংশ্রয়ৈ
র্মনোরথৈঃ ব্রুত্রয়লৈ বথাকুলঃ ।
নদিস্যতে জাতু, মনস্বিনাং মনং
প্রযোজনাপেক্ষি তদন্য মন্থরম্ ॥ ১৫
নিযোজয়িষ্যন্নপি তাং সুখোচিতাং
সুধাবদাত স্মিত শোভিতাননাং ।
বৃষাঙ্কমা বাধয়িতুং, তদর্থিতাং
স, ধীব ধীবর্থযতেস্ম চেতসা ॥ ১৬
অথাত্মযোনের্বচনৈর্মনস্বিনী
তথা প্রযুক্তা প্রমথাধিপে সতী ।
লতাপ্রসূন স্তবকেব, সংশ্রয়-
দ্রুমমেব সক্তেন মনোভবানুগা ॥ ১৭

ববন্ধ বালাদৃঢ মিন্দুশেখরে
মনোহ ভিলাসং মনসোপ্য গোচরে।
স্মবস্থহি প্রায়শ্ এব বিভ্রমঃ
সমঞ্জসোনেতি মুহুর্বিলোক্যতে ॥ ১৮
যুগ্মকম।
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বান বিষযান বভূব সা
মহেশ্বৈবকার্পিত হৃন্মনস্বিনী।
নিজংসমস্তেন্দ্রিযবৃত্তি, বাস্পদং
নলম্ভিতাহ স্যাইবচিত্ত সংপ্লবা ॥ ১৯
করোতিকামঃ কুসুমাযুধোপিসন
বিকার মাসাদ্য কথঞ্চিদন্তরম।
মহাত্মনামপ্যতি মাত্র তুঃসহং,
মনোহি তস্যাযযতনং প্রচক্ষতে ॥ ২০
তদেববীজং খলুকামবদ্ধিতঃ
বসৈবজস্রম্পবিবিক্তমাত্মনি।
যদান মাতিস্ম যথাযথং, তদা
কথঞ্চিদাগান্নিপুনানু মেযতাম ॥ ২১
অদৃষ্ট পূর্ব্বোপি সভূত ভাবনো
বভূবনিদ্রা প্রণযীনত ভ্রুবঃ।
নহীশ্ববাণাং কৃতিবন্ধ্য হৈতুকী,
মনঃ কিলাতীত গুনানু বন্ধিবা ॥ ২২
গজেন্দ্রকৃত্তিং ধবলাচল শ্রিযং
সুধাংশু রেখাং প্রশশংস শোভনা।
ভুজঙ্গমিন্দ্রাসন মুক্ষ কুণ্ডবং
সখীসমক্ষং মিষতঃ সুমধ্যমা ॥ ২৩

এষী বিধানে বিততে বিপশ্চিতা
প্রবর্ত্তিতাঃ শম্ভুকথা মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিমুক্ত কাঠিন্য গুণা পযোধবে
বুবোধ বালাবহু, বাষ্পবিপ্লুতা ॥ ২৪
ব্যলীকম প্রাপ্তিকৃতম্পিনাকিনঃ
পুনঃ পুনঃ প্রব্যথযাঞ্চকাবতাম।
তথাহি তস্যামকতোঽন্তবে চবাঃ
বহিশ্চন্তিস্ম, হবস্য লিপ্সযা ॥ ২৫
কপোলমূলার্পিত হস্তপল্লবা
নিষেদুষী ভূমিতলে বিলোচনা।
মিথঃ, কৃশা বেচিতবৃত্য বিহ্বলা
ব্যলক্ষ্য তালেখ্য সমর্পিতেবসা ॥ ২৬
অতীব দীর্ঘং বিধুবাচ সর্ব্বদা
ব্যমংস্তনকুন্দিব মস্তকাবণম।
সমানবুদ্ধিঃ সলিলে তথানলে
ব্যনোকিলোবৈঃ শ্রমণেবসাকুলা ॥ ২৭
প্রভাত কল্পাসু নিশীথিনীষুসা
নিমীলিতাক্ষী ক্ষণমাত্র তন্দ্রিতা।
বিশেষপাবিপ্লব চাকলোচনা
হঠাৎ জজাগাব বিকম্পিতাধবা ॥ ২৮
ত্বমাশু তোষো যদি, দেব। গদ্যসে
জনে প্রপন্নেকব ৈব যুজ্যতে।
ইতীশ্ববঃ সংলিখিতো মিথস্তযা
হৃদি প্রকামং ক্রিযতেস্ম মুগ্ধযা ॥ ২৯

তমিন্দুমৌলিং হৃদযে স্ববার্দিতে
সমর্পয়ন্তী ন চ তৃপ্যতিস্মসা ॥
শিলেব ভানোঃ কব সঙ্গতাহ্ জ্বল
ন্মুহুর্ম্মুহুঃ প্রত্যুত, পদ্মপেলবা ॥ ৩০
ন, নাম মাত্রাৎ কতকস্য তৎফলং
জল প্রসাদং কুরুতে মনাগপি।
সুবর্ণ পদ্মেন নবৈতি নির্বৃতিং
দ্বিবেফমালা মধুগন্ধ লোলুপা ॥ ৩১
অপাঙ্গযোবিঙ্গিত সাবযোঃ পদং-
শনৈঃ কৃতং শ্যামি কয়াম্বগীদৃশঃ।
বিলোচনে কিঞ্চিদ ধোগতেরুচিং
বভঞ্জতুশ্চেতসি নোমনাগপি ॥ ৩২
বিচিন্তযন্ত্যাস্তরুণেন্দুশেখবং
চিবস্য বম্যং স্তুতবাং শবীবকম।
বিশুদ্ধ লোধ্রাদপি পাণ্ডুবম্পবং
শনৈঃ শনৈবেব বভূব সুভ্রুবঃ ॥ ৩৩
শিলীমুখঃ বেবল পুষ্পকল্পিতা
ভিনত্তিচিত্তং গুরুসাব মঞ্জসা
সতী শিবীষাদপি পেলবাকৃতি-
র্নযাতু কস্মাদতিমাত্র বিক্রিযাম ॥ ৩৪
মনঃ সদা চঞ্চলমপ্যচঞ্চলং
বিধায বালা ললিতং কথঞ্চন।
মনোহবন্তত্রহবং নিবন্তবং
চকাব, বাগঃ খলুমূল কাবণম ॥ ৩৫

তথামহে শোদদৃশে বিশেষতঃ
সমাধিমগ্নেপ্যোপিতদেকচিত্তযা।
স, সর্ব্বগামীতি শবীববানপি
স্ফুটোঽভবৎ, শুদ্ধমনোগ্রহোহিসঃ॥ ৩৬
সমাধিষোগস্তপবৈব সাদশা
যথাস্বলক্ষ্যস্থিব মিথ্য তেমনঃ॥
মনোজবাণেন তদেব কুর্ব্বতা
প্রমার্জ্জিতাঽস্থামি ববাচ্যতাত্মনঃ॥ ৩৭
অলক্ষ্যবাগ্ লক্ষণ জাললঙ্ঘিতা
বভূবভূতেশ বিসর্জ্জিতাস্তবা।
মনোমযেনাপি মনোবথেনসা
ক্ষণং নিনায ক্ষণ মা সশংশচ॥ ৩৮
কদাচিদুচ্চৈঃ পবিতপ্য তেস্মসা
কদাচিদুচ্চৈর্মুমুদে মদালসা।
বিভিন্নবৃত্তি ব্যথিতান্তবা যযৌ
নজাগবং, নোশযনং, সুমধ্যমা॥ ৩৯
তদেবমুচ্চৈ র্বিবহা কুলান্তবা
গৃহীব, বালা, পবিবাব বঞ্চিতঃ।
পবে বিভক্তেতব দুঃখবাশিভি-
র্ব্যদহ্যতান্তঃকবণেষু সর্ব্বদা॥ ৪০
শবীব শাদাদ ক্ষমীকৃতাকৃতিঃ
কি মালি। পূর্ব্ববং, ন, যথা, তথাঽধুনা-।
বিলোক্যসে? মত্তচকোব লোচনে।
বৃতানুযোগেতিমিথো বযস্তযা॥ ৪১

মনস্বিনী বেচিত বাগবাগ্ম খী
ভুবং লিখন্তীপ্রপদেন মানিনী।
অলাঘবং বাল্মৃগীব জালকে
বিনিশ্বসন্তী কথমপ্যবাস সা ॥ ৪২
যুগ্মকম্।

অনুক্রমপ্যুচ্ছি ত দৈন্যকারণং
বুবোধতস্যাশ্চতুবঃ সখীগণঃ।
প্রবেশমগ্নেবিব সূক্ষ্মমাত্রয়া
জলেষু সাক্ষাদবহিকৃষ্ণণাজনঃ ॥ ৪৩
কিয়ৎক্ষণং তিষ্ঠতিকালিকান্তবে
শতদ্রূদাহদ্রুশ্য তযেতি কৌতুকাৎ।
সখীভিবস্যাঃ পবিতাপদীনতা
সমাসশংসে স্বযমেব দীপিতা ॥ ৪৪
নিতান্তকঢঃ প্রণযোনতভ্রুবো
ন পাবযন্ত্যা বিনিযন্তুমন্তবে।
নবাঙ্কুবোবীজমিবাতি কোমলং
বভূব ভিত্ত্বা হৃদযং সমুথিতঃ ॥ ৪৫

বিমুগ্ধ! কিংমামপদে প্রভাসসে?
প্রিযোত্তব প্রেম ধনৈক বঞ্চিতাম।
যযাবিলোসি প্রিযযা,হ নুনীযতাং
সমাসু সৌভাগ্যবতীষু সাহর্চ্চিতা ॥ ৪৬
অলম্প্রলাপৈ, র্নিতবামলক্ষণা
নমদ্বিধা তদ্বিধভাগ্যভাজনম।
ইতি স্ফুটংসা পবিজল্প্য কর্হিচি
ন্নিবাস তাসামবশা কুতূহলম ॥ ৪৭

।

অথোচিতৈবেব চিতৈর্ম্মনোহবৈ-
রুপায জালৈঃ সমিযাযপেলবৈঃ।
শবীব মাত্রেণ বিভিন্নরূপিণী
তনুত্রপাস্তামতি কাতবাং সখী ॥ ৪৮
নিস্বন্বিনী চাম্বুজ পত্রবীজিতা
ভৃশম্প্র জজ্বাল বৃশোদবী কৃশা।
মলীমসান্তঃকরণস্য শুদ্ধযে
প্রবর্ত্তিতা ন প্রভবন্তি সৎক্রিযাঃ
তথোপচাবৈরতিমাত্রশীতলৈ
র্নজাতুতাপঃ প্রশশাম সুভ্রুবঃ।
কবোতুকিং বা বহিবেব কল্পিতা
মনোবিকাবস্য গুবোঃ প্রতিক্রিযা ? ॥ ৫০
বিভূতিবাশি প্রতিমং মনস্বিনী
বিলেপনং চন্দন মাত্র কল্পিতম।
চকাঙ্ক্ষবালা, মনসিস্মবাবুলে
প্রিযস্যসম্পর্কল বোপি বল্লভং ॥ ৫১
তযাসন্নির্ব্বন্ধমথাশ্রুযুক্তযা
কথঞ্চিদালী কলগদ্গদাক্ষরম্।
মনোবথং সাজগদেগদোত্তরং
সমাবিলং বন্ধুমনোন বন্ধুষু ॥ ৫২
প্রবালশয্যা মধিশয্য পেলবা-
মুবাচবালাবিপুল ক্লমাকুলা।
কি মালি! সপ্রার্থিত দুর্লভশ্চিরা
দিমম্প্রপন্নম্প্রতিপৎ স্যতেজনম্ ? ॥ ৫৩

গুরোঃ সমক্ষং গুরুণাকলাক্ষর-
স্পরেণ যন্তীরু ! সমীরিতস্পুরা ।
ইমংজনং তৎপ্রভবঃ সুদারুণো-
মনোরথঃ প্রব্যথযত্য নারতম্ ॥ ৫৪
সুরাসুরৈরর্চ্চিত পাদপঙ্কজঃ
কুনীলকণ্ঠো জগতাম্পতির্হবঃ ! ।
অলক্ষণাল্লা কুচ মদিবধাতুবা ।
বিধাতু রাসংশিতমত্র নিষ্ফলম্ ॥ ৫৫
স, শুদ্ধবোধঃ কুমহেশ্বরঃ ! সখি !
কুমঙ্গলৈরস্মি নিতান্ত বর্জ্জিতা !
তদাব যোর্যোগল বোপ্য সম্ভবো
বিরুদ্ধযোর্নাম তমঃ প্রকাশবৎ ॥ ৫৬
জযা, তথা তামব লোক্য, পদ্মিনীং
দিবাকরাপায নিমীলিতামিব
উষেব, বালারুণরশ্মিভিঃ শনৈঃ
কথাভিরাশ্বাসযি তুম্প্রচক্রমে ॥ ৫৭
ত্বমালি ! নোত্তাম্য, শশাঙ্ক শেখরং
যদাশুতোষং মুনযঃ প্রচক্ষতে ।
অতস্তমা রাধযসংযতান্তরা
সকামদঃ প্রীতইতি প্রগীযতে ॥ ৫৮
তপোহিনামেদ মনন্ত সম্পদা-
মকিঞ্চনানাং ধনমাহুরুত্তমম্ ।
মহেশ্বরঃ সোপি তথাবিধাত্মনাং
তথাবিধঃ শীঘ্রমতি প্রসীদতি ॥ ৫৯

অকিঞ্চনস্যাপি কপালিনঃ স্বয়ং
নকিঞ্চনাদেষ মিহত্রি পিষ্টপে।
তদেবচিন্তায জনায, মাশুচঃ
ত্বমেবলভ্যা, নমহেশ্বরোপিসঃ ॥ ৬০
হব° স্বযম্প্রার্থিতএব সাদব-
স্প্রপৎ স্যতে প্রার্থযিতব্য দুর্লভাম।
গুণাহৃতস্তাং, বদ বত্নমুজ্বলং
জনঃপ্রমত্তোপি, ননাভিনন্দতি ॥ ৬১
নবা, নবেন্দুপ্রিযদর্শনে। শিবে,
নযুজ্যসেত্বং, স্বগুণাবমানিনি।
ত্বযাহি নূনং সভৃশং দুবা সদো-
বিধোবিবোচ্চৈঃ প্রভযাপযোনিবিঃ ॥ ৬২
পবেশ্বস্যাপি, ববোরু। কাঙ্ক্ষিতে'
ন কাঙ্ক্ষণী যেতি কথং বিশঙ্কসে?।
ববিহিসংক্রান্ত কবোনিশাকবে
প্রফুল্লযত্যুৎ পলিনীং দিনাত্যযে ॥ ৬৩
যথার্থমপ্যেব মসৌ মনস্বিনী
প্রিযঞ্চপথ্যং কথিতাবযস্যযা।
পুনস্তথোচ্চৈর্জ্বলিতান্তরুষ্ণণা
শমীবশুষ্কা, সপবীব কালিকা ॥ ৬৪
বযস্যযাহস্যা হৃদযে সমর্পিতা
নিকামতপ্তে কমনীয মুক্তযঃ।
বজোমযে কালিকযেব লম্ভিতাঃ
স্থলে ব্যলীযন্ত নবোদবিন্দবঃ ॥ ৬৫

নযাবদেতে পবিণাম দারুণাঃ
স্পৃশন্তিভাবাঃ প্রথমং মনোবমা॰।
হিতোপদেশোহৃদযে নিধাপিতঃ
স, তাবদেব প্রথিমানমশ্নুতে॥ ৬৬
আবিলেতু মনসি স্মববাণৈঃ
স্থৈর্য্যমেবলভতে, ন, গুরুণাম।
কিং কবোতু সুমহানুপদেশো?
মারুতাভিহত দীপইবোচ্চৈ॰॥ ৬৭
হৃদযে যদাহধিগত ধীবনযো
নপবিস্ফুবত্য খিলমেব, তদা।
লভতাং কথং সমুচিতাবসবং?
ননু তৎক্ষণং হিতকথাহভিনবা॥ ৬৮
আলীভি॰ সততমিযং কৃতোপচাবা
সন্তপ্তাহি মবহুলে শিলাতলহপি।
আনন্দপ্রভব বপুঃ স্বযম্পবেশী
মন্মোচে, স্মদনশবা জগজ্জযায॥ ৬৯
মলিনমুখরুচিঃ সমাবিলাক্ষী
ঘনলব সোমকলেব, সা, বিবেজে।
কিমিবহি মধুবাকৃতে র্নশোভাং
জনযতি, যত্রগুণ॰ প্রবিকিযাপি॥ ৭০

ইতি সতী পবিণযে মহাকাব্যে সতীবিপ্রলম্ভো
নাম চতুর্থঃসর্গঃ।

———০০(০)০০———

অহো, তথাপ্যস্তবাম্না নগ্রাত্যাতি যশোদয়াৎ।
পূর্বকাল্পমি বাচ্যেন প্রতিশ্রুত ধনোঽধনঃ॥ ১১
কামং নিঃসংশয়েঽপ্যস্মিন বিষয়ে সংশয়োমহান।
নাপৈতি তত্ত্বাবাবস্তবস্তুং শঙ্কাকলঙ্কিতাঃ॥ ১২
ন নানুগত শাস্ত্রার্থ এথার্থমপি বীন্দিতে।
সংবাদমন্তবানাস্তিপ্রত্যয়ঃ স্বয়মী ক্ষিতুঃ॥ ॥ ১৩
কথঞ্চিদ্দবিতব্যানাং ভবন্তি এন্যহেতবং।
স্মাবেষ্টবিকতস্তস্মিন পূর্বমস্মিনিদর্শনম॥ ১৪
অগাধ ক্ষিলমর্যাদস্পায়ো নিধিমপি স্ফুটম।
উদাবনবতি চান্দ্রী শ্রী, দৈবং খল্বতুস্ত্যয়ম॥ ১৫
মূর্ত্ত্যন্তবেণ স্বেনৈব শ্রীমযেব মহেশ্বরং।
সংশ্লেষমেষ্যতি শ্লাঘ্যং বোচিবেব দিবাকরং। ১৬
সহি পুংস্ত্রীবিভেদেন বিভিন্নতনুরীশ্বর।
ভোগ্য ভোক্তৃ স্বরূপেণ স্বয়মেব বিরাজতে॥ ১৭
তথাপ্যপেক্ষতে যোগতযোঃ প্রত্যয় মুত্তমম।
প্রাবস্তমিব যামিন্য জ্যোৎস্না দিনশশাঙ্কয়োঃ॥ ১৮
প্রথমং হেতুবেতস্মিন্ বিষয়ে কুসুমায়ধঃ।
শুদ্ধস্থাপিভবে কামমবি বেকষ্টবাঞ্জনং॥ ১৯
কিমিবান্যে কবিষ্যন্তি, নানুবাগঃ স্থিরাং যদি।
জায়তে জগদীশস্য জাতুপুষ্পোপ বিভ্রমঃ॥ ২০
এবঃ কাময়তে কিন্তিত্তদন্য স্ত্যক্তু মিচ্ছতি।
বাগাহিমূলং কাম্যস্য সৌকমার্য্যং স্বভাবং॥ ২১
কিন্তু সন্দি গ্ধাবনাশাঃ প্রমাদমদবর্জ্জিতে।
প্রান্তি ভক্তিশবাঃ শম্ভৌ ভবিতোপি মনোভুব॥ ২২

কামোপি কিমিদং কর্ম্ম ম চুপছন্দ গৌববাৎ।
অমঙ্গল ফলাশঙ্কি সার্গলম্প্রতি পৎস্যতে? ॥ ২৩
অথবা বিজযীনূনং মনোজন্মাব তিষ্যতে।
শবীব মপ্যপেক্ষন্তে যশসে নযশোধনাঃ ॥ ২৪
বামং কুসুমধম্বাপি যম্মামপ্যু দবেলযৎ।
তদস্য মহিমা, শৈলো নচলত্যু পলাহতঃ ॥ ২৫
তস্য দোলাযমানস্য মনসঃ পযসাং ভ্রমৈঃ।
বিভ্রান্তা তবণিঃ প্রাপ সাম্যং নাবিক বৰ্জ্জিতা ॥ ২৬
পুনবালোচযামাস সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
সমাহিতেন মনসা পবিণামং পরাম্বশন্‌ ॥ ২৭
সমাহিত মতির্ধাতাস্তি যিতেন্দ্রিয বিগ্রহঃ।
আসীন্নিবাত নিষ্কম্প বক্ত পদ্মাকবোপমঃ ॥ ২৮
ততোবালাৰুণেনেব তত্ত্ববোধেন সত্ত্ববম্‌।
অম্বুজানীব চক্ষূংষি বিপ্রফুল্লান্য ভবন্বিধেঃ ॥ ২৯
অথ বিজ্ঞায বিজ্ঞাতা ভূতার্থং ভূতভাবনঃ।
প্রিযাম কথযৎ প্রাজ্ঞঃ পত্নীহি দযিতাপবা ॥ ৩০
মযা পৃথগ্‌জনেনেব কিমিদম্পরি চিন্ত্যতে?
আত্মন্যনাস্থা সুলভা প্রাযেণ মহতামপি ॥ ৩১
অবিমৃষ্য মযানাম চিবং চিন্তযতাত্মনা।
অঞ্চলে কাঞ্চনং বধ্বা বহিবম্বেষণা কৃতা ॥ ৩২
কমলা কেশবস্যেব তড়াগস্যেব পদ্মিনী।
চপলে বাম্বু বাহস্য সাহবস্য ববাঙ্গনা ॥ ৩৩
যুক্তস্যাপিতযাতস্য শিখযেব শিখাবতঃ।
পুষ্পেষুণেন্দ্ধ নেনেব যোগঃ কাম্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৪

অথধাতামিথঃ সখ্যাতযাসং মন্ত্র্যমন্ত্রবিৎ।
নাবদৎ মনসাহগচ্ছৎ কুশলং কুশলেচ্ছয়া ॥ ৩৫
স্মৃতমাত্রঃ স, তেনাথ তদীযং ধামশুদ্ধধী°।
আসসাদ সদাবাধ্য মারুষ্টইব বশ্মিভিঃ ॥ ৩৬
হিমরাশিবিবা পূর্ব্বো হিমালয় শিলোচ্চযাৎ।
উৎপাত পবনাঘাতৈ রুৎপতন্ পতগাধ্বনি ॥ ৩৭
পবনাতিগ বেগেন বীণাগান পরায়ণঃ।
প্রতিমাভাস্কর প্রধ্যঃপ্রস্ফুরৎস্নিগ্ধ তেজসা ॥ ৩৮
সিদ্ধাঙ্গনাভিবভিতঃ সলীলমবলোকিতঃ।
তন্মুখামোদবিচলদ্বীণামালামধুব্রতঃ ॥ ৩৯
তড়িত্বাং নিবহৈর্দীপৈরিবনীরাজিতোহম্বুদৈঃ।
ক্ষণং মুক্তাফলপ্রখ্যৈঃ শীকবৈশ্চসমর্চ্চিতঃ ॥ ৪০
কান্তিমুল্লাসযন্তীভিঃ পবিত্রস্য সিতাভ্রবৎ।
অন্তিকেপ্রস্ফুরন্তীভির্বিদ্যুদ্ভির্দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ৪১
উন্মুখীভিঘনৈর্লোলৈঃ ক্ষণবিম্বিত দৃষ্টিভিঃ।
বিদ্যাধরীভিরুৎক্ষিপ্তো গঙ্গাতরঙ্গইবেক্ষিতঃ ॥ ৪২
শ্যামাযমানাং পৃথিবীং শাদ্বলস্থলনিস্তলাম্।
পশ্যন্ হিমালযশ্বৈত্যাৎ স্ফটিকশ্রিয়মেকতঃ ॥ ৪৩
বিলোকযন্নব্ধিলেখাং বাড়বাগ্নিমনীষসীম্।
কালিকামিবসদ্বৃত্তা মেকদেশেতভিত্তীম্ ॥ ৪৪
দিগঙ্গনাপত্রভঙ্গস্লিষ্টং মন্দাকিনীজলম্।
বাতৈর্গণ্ডিরোস্পৃষ্টঃ কিঞ্চিৎকম্পিতপক্ষবৈঃ ॥ ৪৫
স্বর্গিনাং কালবেগেন যেষাম্বুনামিবোত্থিতম্।
পততাংধ্বনিমাশৃণ্বন শ্রোত্রযোরসুখাবহম ॥ ৪৬

বদ্ধপ্রণামাঞ্জলিভিম্নরুদ্ভি ক্ষণমর্চ্চিতঃ ।
নীলোৎপলদলস্নিগ্ধৈর্লোচনৈস্তু মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৭
কুলকম ।

অথসংযমিভিস্তত্র সভৃশং নেত্রবশ্মিভিঃ ।
আকৃষ্টইবসুব্যক্তংসত্যালোকে ব্যলোক্যত ॥ ৪৮
অর্চ্চিবাদিপথেনোর্চ্চৈ বিদ্যাম্ভিস্তপস্বিভিঃ ।
আসাদনীয়মাসাদ্য মুমুদেনাবদোপিতম্ ॥ ৪৯
যেদে সদস্থির্বৈর্যৈজ্ঞে বিমযৈ র্নিযমৈর্যমৈঃ ।
সত্যসন্তোষশৌচৈশ্চ মূর্ত্তিমস্তিবধিষ্ঠিতম ॥ ৫০
পুণ্যশালৈবিশেষেণ তনযৈ রৌরসৈরিব ।
শ্রষ্ট ঃ সন্তানকছাযে নিযমৈঃশশ্বদন্বিতম ॥ ৫১
বিশেষকম ।

নাক্রোধোনমদঃ কশ্চিন্নলোভোনচমৎসবঃ ।
নাসূযানাপিপৈশুন্যং নদৈন্যং যত্রনানৃতম ॥ ৫২
অপ্রমত্তাস্তপঃসিদ্ধাঃ পৌরাযত্র চিবাযুষঃ ।
মূর্ত্তিমত্যঃস্ত্রিযোবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাববার্চ্চিতাঃ ॥ ৫৩
যত্রাধযোব্যাধযশ্চ নবাবস্তে কথঞ্চন ।
স্বযমেবস্থখান্যুচ্চৈঃ সেবন্তেভাবিতাত্মনঃ ॥ ৫৪
গঙ্গাযত্রচতুর্ভাগভিন্না ভিন্নসমাখ্যযা ।
বাযব্যাহংবহন্ত্যাস্তেপ্লাবযন্তী সমন্ততঃ ॥ ৫৫
যত্রপদ্মাসনাসীনাশ্চতুমু খসমন্বিতাঃ
পুণ্যাত্মানোবিরাজন্তে বিধাতাবইবাপরে ॥ ৫৬
সর্ব্বলোকোজ্জ্বলা লোকাদিবাকবমনীচযঃ ।
প্রতীপমুপ ছন্তি নিবস্তাযস্ত বোচিকা ॥ ৫৭

সসত্ত্বসুলভং যত্রনির্ব্বাণপদমীর্য্যতে।
সমমাত্মভুবাত্মজ্ঞৈঃ সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে॥ ৫৮
মরুতাংস্পৃহনীয়স্য মহামহিম শালিনঃ।
তস্যযোগৈক গম্যস্য কিমন্যদভিধীয়তে? ৫৯
প্রাপ্তবিদ্যাফলৈস্তত্রতৈবন্যোন্যং সভাজনম।
সভাজিতমতিঃ বুদ্ধা, স, প্রজেশান্তিকং সরৌ॥ ৬০
পদ্মাসন সমাসীনং দক্ষিণেতর বাহুন।
অবলম্বিতপত্নীকং দূরাদর্শী দদর্শতম্॥ ৬১
প্ররত্যেবময়ং সাক্ষাদ্গুরু সারঞ্চ কর্ম্মভিঃ।
বাস্থিভিঃ প্রস্ফুরন্তীভিঃ পুনস্তমিব সর্ব্বত॥ ৬২
জগত্যাংসন্তি বস্তূনিযানি হিতবহিচ।
স্বাস্থন্তি, প্রভবন্তেষামেকম প,বিকাশিনম্॥ ৬৩
ঈপ্সিতার্থোদযোদগ্রপ্রভাবং ত্রিদশপ্রভুম্।
স্মিতচারু মুখাম্ভোজ শোভিতং স্মমবজ্জিতন॥ ৬৪
কলাপকং।

চরাচর গুরোস্তস্য চরাচব সমর্চ্চিতম্।
সাদরঃসন্সদাবস্য চব-স্প্রণনামসঃ॥ ৬৫
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ প্রাঞ্জলিস্তমুপস্থিতম্।
সলোকস্থিত যে কিঞ্চিদাচ্চষ্টে বিচক্ষণঃ॥ ৬৬
বৎস! ত্বং বেৎসিতৎ সর্ব্বং যদহংবক্তুমুদ্যত।
সতীকিল বরারোহা হবস্যৈব পরিগ্রহঃ॥ ৬৭
অবশ্যং শম্ভুপত্নীসা ভবিষ্যতিন সংশয়ঃ
মনস্ত্বয়তেহ ত্ব্যচ্চে র্মাম্পুনঃ কার্য্যগৌরবাৎ॥ ৬৮
তস্মাদ্ভূযস্ত্বযোতস্মৈ যতিতব্যস্তথাহ নঘ।
যথেশমেতিসাপ্সিপ্রং প্রবালশ্রীবিদ্রুমম্॥ ৬৯

নযঘস্রইবৌম্মুখ্যস্তামাদিত্যমুখীমিব।
শূবস্তেব হবস্তোচ্চৈঃ কিরণৈবিবতদগুণৈঃ ॥ ৭০
সুধাংশু বেখামিবতাং স্নবসংঘর্ষি বেশ্ববম্।
কৃষ্ণপক্ষইবা ক্ষোভ্যস্তৎ পেষামভি পাযয ॥ ৭১
বোকিলোন্মাদনেকালেমুহুবালপ বীণয়া।
তস্যাঃ সমক্ষং শৃন্বস্ত্যা গুণান্নুচ্চৈঃ পিণাকিনঃ ॥ ৭২
চতুবোসি, কিমন্যত্তে কাবণম্পাবি কথ্যতে।
লোকাচাব প্রণেতাবো ভবন্তিহি ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৩
অচিবাদেবসাতন্বী যথাকামযতে হবম্।
সোপিতামনবদ্যাঙ্গীন্তদবেহিসমীহিতম ॥ ৭৪
তদলং জল্পিতেনাত্র ? সাম্প্রতং যদবৈষিতৎ।
কুরুষ্বসাম্প্রতং কামং বিজ্ঞোসিগুণ দোষযোঃ ॥ ৭৫
তথেতিনাবদোহর্ষাৎ প্রতিপদ্য গুবোবচঃ।
ভূশংনম্রস্তমামন্ত্র্য প্রতস্থেত চিকীর্ষযা ॥ ৭৬
অথকমলভবোহ মনান্তবাত্মা
স্থিতিকুশলং পুরুষোত্তমং দিদৃক্ষুং।
লঘুবথমবিরুহ্য সম্প্রতস্থে
প্রিযতমযাসমমীশ্ববঃ প্রজানাম ॥ ৭৭

ইতি সতী পবিণযে মহাবাব্যে নাবদসম্প্রেষণোনাম
পঞ্চমঃসর্গঃ।

——০০(০)০০——

ষষ্ঠঃসর্গঃ।

অথ প্রজোৎপাদন লব্ধবর্ণ
প্রিযাসখো ব্যোমবিগাহমানং।
বিলোকযিষ্যন কমলাযতাক্ষী-
মুবাচতামাত্মরতের্বিশেষান ॥ ১
পশ্যা বিদূরেক্ষণ মুৎপতাক্ষি।
বিভাত্যনালম্বিত সন্ধিভেদং।
ভূগোল পঙ্কেরুহ কর্ণিকাভং
প্রভাবিশেষ প্রভবং সুমেরুং॥ ২
শৃঙ্গৈং সুতুঙ্গস্তনি। ভিন্নবর্ণৈ
বযং চতুর্ভিঃ পবিলিপ্তবন্নং।
লসৎ পবাগৈবিব, চারুনেত্রে।
বিলোক্যতে কেতকপুষ্পবাশিং॥ ৩
দিবৌকসামপ্যখি লেশ্ববাণা
স্পীনোরু। নিত্যস্পৃহনীযলক্ষ্মী।
পুণ্যেতবাচাব পবাযণানা
মসৌন চক্ষুং ষিপুনাতি শৈল ॥ ৪
অনেন শৈলেন হিবন্মযত্মা
দিনাবৃত- শীবু বিবাজতেহদ।
যদোদযাদ্রিস্তটমুৎবরেণ
বাল্লাবণেনারুণ লোচনাস্তে ৫

যথোচ্ছ্রিখেনোর্ব্বমকং সখেন
সিন্ধুং, স্বপুষ্পেণ যথা হলীনং।
দ্রুমোৎ পলস্তেন যথা, তথাসৌ
দ্রোণিপ্রদেশোপিবিভাত্যনেন ॥ ৬
কিংজল্পিতৈ রেষ বিশেষবম্য
মিলাবৃতং শৈলববং করোতি।
নভং প্রসন্নং শবদীব চারু-
স্তারাধিপস্তারক ঋক্ষসংঘৈঃ ॥ ৭
বৈদুর্য্য-শৃঙ্গ-প্রভযাহনুবিদ্ধ
মালক্ষ্যতে দক্ষিণমস্য নিত্যম।
নীলোৎপল-শ্যামলতাভিবামং
রূপেণ বিরুং গগনং স্বতোপি ॥ ৮
অমুং সমন্তাৎ সততং বিবস্বান
পর্য্যেতি সপ্তাশ্ব যুজা রথেন।
তেনাপি ভূমিষ্ঠমযং বিভাতি
যথা প্রদীপং পরিবেষকেন ॥ ৯
সুরাসুরাণাং বিপরীতভাবা
দসাবহোরাত্রবিধিং বিধত্তে।
সব্যেতরাবস্থিত লোক-চেষ্টাং
যথা, বিলোলালক-চারুবক্তে ।॥ ১০
তটাদমুষ্যৈব বিনিঃসৃতঃসন্
সহস্রবশ্মিঃ পরিদৃশ্যমানঃ।
লোকস্য সংবর্ত্তযতি প্রভাভিঃ
সব্যেতরস্যস্য বিচেষ্টিতানি ॥ ১১

শালোবযন্তি ক্ষিতিজস্থমস্য
সব্যাপসব্য স্থিত দেব দৈত্যা ।
ইন্দ্ প্রতিদ্বন্দি মুখারবিন্দে ।
দিনোদযান্তে বিযুবে দিনেশম্ ॥ ১২
জ্যোতিষ্ক সংঘৈরুপপাদিতং য
চ্চক্রং মযাস্থষ্টি মুখে বিচিত্রম ।
তদত্র সন্নদ্ধমধীরনেত্রে ।
ভ্রমত্যজস্রং প্রবহানিলেন ॥ ১৩
অযং চতুর্দিক্ষু বিরাজমানে
সুরাঙ্গনাকৃষ্ট বিনম্র শাখৈঃ ।
সুগন্ধিভিঃ পুষ্পবনৈরবণ্যে
বিভ্রাজতে চৈত্ররথ প্রধানে ॥ ১৪
সুগন্ধিরেষ প্রতিভাতিমেরো
বিষ্কম্ভশৈলং, কমলাযতাক্ষি ।
ভবন্তি সন্তানক কাননেস্মিন
লীলাবিলাসা বিবুধেশ্বরস্থ ॥ ১৫
জম্বূ রসত্যত্র মহাপ্রমাণা
শৈলোত্তমে, নিত্যমুদারশীলে ।
জম্বুবিতিদ্বীপ বদন্বরেন্দ্রো
দ্বীপং প্রসিদ্ধোঽযমতো বিশালং ॥ ১৬
রসৈং ক্ষরদ্ভিঃ কিলতৎ ফলানাং
জম্বূনদী নাম নদী সুরম্যা ।
প্রবর্ততে, সিদ্ধপুরাঙ্গনানাং
তুঙ্গস্তনাস্ফালন জর্জ্জরোর্ম্মিঃ ॥ ১৭

স্বাদূদকস্তৎ পিবতাং জানানাং
দৌর্গন্ধ্যমান্দ্যাদি বিবর্জ্জিতানাম্ ।
প্রসাদ চারুণি মনাংসিশশ্বৎ
শবৎসবাংসীব ভবন্তি ভূয়ঃ ॥ ১৮
তস্যাবস প্লাবিততীবভূমি
র্বিশোবিভোচৈ র্মরুতাসুখেন ।
জাম্ব নদং নাম সুবর্ণমেতদ
বিভূষণং সিদ্ধবিলাসিনী নাম ॥ ১৯
অসৌ সুধাকান্তি র্নিষেধি বক্তে্‌ ।
বিভাতি শৈলোনিষধঃ পুবস্তাৎ ।
নাগাঃ খগেন্দ্রস্য ভযাদবি মুক্তাঃ
শেষাদযোস্মিন্‌ সুখমাবসন্তি ॥ ২০
নিশাসু যস্মিন্মদনালসানাং
বিলাসিনীনামভিসাবিকাণাম্ ।
মার্গং শিবঃ পন্নগ মস্তকস্থৈঃ
পবঃ সহস্রৈর্মণিভির্জ্জলদ্ভিঃ ॥ ২১
বুর্ব্বস্যু মুস্মিন্মুদিতালতানাং
হৈমৈঃ ফলৈর্হেমসমানভাসঃ ।
তুঙ্গস্তন শ্রোণিতযা কথঞ্চি-
ন্নাগাঙ্গনাঃ কন্দুক দেবনানি ॥ ২২
সএষ, হেমন্তনি ! হেমকূটো
বিলোক্যতে কূটইবোরুহেম্নঃ ।
যত্রাপ্সবোবিভ্রমলোলচিত্তাঃ
গন্ধর্ব্বসংঘাঃ পবিতোবসন্তি ॥ ২৩

বিনিন্দিতেন্দুপ্রতিমে। পুরস্তাদ্
গন্ধর্ব্বরাজস্য চলৎপতাকঃ।
বিদ্যোততেকাঞ্চন তোরণোযং
স্ফুরন্মণি-প্রেঙ্খিত-কিঙ্কিনীকঃ॥ ২৪
গাযন্তি চৈতামদ বিহ্বলাঙ্গ্য-
স্তন্বঙ্গি ' গন্ধর্ব্বপুরেষুনার্য্যঃ।
সম্ভাবযন্তীব কলোত্তরেণ
ত্বামাগতাং মঙ্গল গীতকেন॥ ২৫
বামেন, বামাক্ষি। বিলোকযোচ্চৈঃ
কৈলাস মালোকযিতুং দিগন্তম্।
শৃঙ্গৈরনেকৈরু রুভির্ব্বিরোরু।
ধ্রুবংস্থিতং মস্তকমুন্নমষ্য॥ ২৬
রূপেণ শুদ্ধস্ফটিকোত্তরেণ
শুদ্ধাত্মনামেব সদাধিগম্যঃ।
অদোবিদূরাদপি সংশতীব
পাপানযং, বিচ্যুতগণ্ডশৈলঃ॥ ২৭
পরস্পরস্য প্রতিবিম্বমাবাৎ
সিদ্ধাশ্চ বধ্বশ্চ সমং বিলোক্য।
পরস্পরং রোষপরা ভবন্তি
ভিত্তাবমুষ্মিন্ স্ফটিকোপলস্য॥ ২৮
প্রিযং সমাসাদ্য মদালসাঙ্গী
বিলোক্যতীরা প্রতিবিম্বমারাৎ।
মুক্তাফলানাং কবরীচ্যুতানাং
ভ্রমেণরোষাৎ প্রতিযাত্যমুষ্মিন্॥ ২৯

অস্মিন শশঙ্কোপল ভিত্তিভাগে
নিশাসুমূর্চ্ছৎসু কৌমুদীকে ।
সিদ্ধাঙ্গনানামভিসারিকানাং
চলন্তিপাদা° কলশিঞ্জিতানাম্ ॥ ৩০
নিশাসু তাবানিকরস্য শশ্বৎ
সমন্ততোহ সৌপ্রতিবিম্বিতাঙ্গঃ
শাখীব সংলগ্নতুষারগৌরঃ,
খদ্যোতমালা খচিতোবিভাতি ॥ ৩১
গন্ধদ্বিপোস্মিন্মদবিহ্বলঃসন
মুহুর্ম্মুহুর্গর্জতি শোণচক্ষু° ।
বালোযথালোক্য নিজানুবিম্বং
দীর্ঘ প্রতিধ্বান বিবৃদ্ধ মন্যুঃ ॥ ৩২
স্বচেষ্টিতান্যন্যগজস্য মত্বা
জ্বলত্যবালানব শোভি বক্ত্রে ।
পশ্যন্ত্রুতৈর্ভীক । মদৈঃ প্রকামং
নিবর্ত্ততে পঙ্কিলশৈলভিত্তি° ॥ ৩৩

যথাক্রম ।

মন্দোদরং নামসবোহস্ত্যমুস্মিন
মন্দাকিনী, নাম, নদী, যদীয়া ।
ক্রীড়ন্তি যৎকাঞ্চনবালুকাভি
র্মনোহ ভিরামং, কিল, যক্ষকন্যাঃ ॥ ৩৪
মহেশ লীলালয শৈলএব
জ্যোতির্মযো জ্যোতিররঃ স্বতেন্দো ।
আসাদ্যতেসং যমিভিঃ কথঞ্চিৎ
কল্যাণি তস্মাদ্ভব ভক্তিনম্রা ॥ ৩৫

বামোরু। মন্দার পরাগ রুদ্ধং
বহন্মৃদু স্নিগ্ধ সুগন্ধদায়ং
তাস্পৃষ্ট গঙ্গা সলিলোমুখাবজং
সুগন্ধলোভাদিবসেবতেহ সৌ ॥ ৩৬
পদ্মোল্লসৎশ্রোণি। হিমালয়োঽসৌ
তযাবর্ণৌবঃ প্রবতশ্চকান্তি
শৈলাধিরাজোধিরাজঃ সুতঙ্গ
স্তন্বঙ্গি। কৈলাস জিগীষয়েব ॥ ৩৭
ঘনস্তনি। ত্বাং ঘনএব সাঙ্গা
দবঃস্থিতোপ্যূৰ্দ্ধ তড়িদবিনেত্রে ।
সমীক্ষতে সস্পৃহমীক্ষণীয়ে।
মুহুর্মুহুর্মন্দ্র মৃদঙ্গনাদং ॥ ৩৮
সোমাদি, সোমার্দ্ধললাটপট্টে।
সুরেন্দ্র সম্প্রীণন দক্ষমেষঃ ।
জযত্যলভ্যান্যপি শৈলরাজো
রত্নানি, রত্নাকরবদবি ভর্ত্তি ॥ ৩৯
ত্বাং দেবদারুদ্রুম রাজিরেষা
সম্ভাবয়ত্যূৰ্দ্ধমুখোথিতেব ।
প্রবালহস্তে, বদ, ভাবিতাত্মা
সমুন্নতঃ কোনপরেষু নম্রঃ ॥ ৪০
আনম্র মন্দার তরু প্রবালো
হৈমাণুক্ কুঙ্কুম রেণু মিশ্রঃ ।
বাত এমম্বোহঽএসুরাঙ্গনানাং
মুক্তা নিভ স্বেদ লবাননানাম ॥ ৪১

লতাগৃহে কিম্পুরুষাঙ্গনানাং
সমাপ্ত সম্পূর্ণ বতোৎসবানাম্ ।
বম্পোহবেক্ষাত্র হিমোত্তবত্বাৎ
প্রিযাঃ পবিবস্তমবাপ্ন বন্তি ॥ ৪২
অনাবিলে চারুনভঃ প্রদেশে
শুভ্রেব সাক্ষাৎ শবদভ্রবেখা ।
ঋজ্বাযতানীল ঘনান্তবালে
সংলক্ষ্য মানেব চলদ্বলাকা ॥ ৪৩
সান্দ্রেন্দ্রনীলস্থলমধ্যলগ্না
মালোরু মুক্তাফল কল্পিতেব,
বিভাত্যপান্তদ্বয শাদ্বলশ্রী-
র্গঙ্গাহব, তুঙ্গ স্তন সন্নতাঙ্গি । ৪৪
যুগ্মকম্ ।

ব্রহ্মাদিদেশোযম দোষবক্ত্রে ।
বহ্মর্ষিস ঘৈঃ সমধিষ্ঠিতোযঃ ।
এতাহিপুণ্যোদযযোগ্যভূমি-
বিশেবতঃ স্যন্দবতাং প্রপন্না ॥ ৪৫
সাব্যেতবেমুব্য মরুপ্রদেশো
ভীষ্মঃ পিপাসাকুলমানসানাম
ভৌমাযণ নাস্পন্দিত ভাস্ববাস্রে
বাবিন্দমোযত্র ভবন্যজস্রম্ ॥ ৪৬
অযম্পু বাদেবর্ণাবিবিভাতি
য যম্মিমাভি বিযং স্রবন্তী ।
চর্ম্মণ্বতীমর্ম্মস্থতাড়িতেব
মুহুর্মু ঃ খিদ্যতি যে । পর্ম্ম ॥ ৪৭

চলৎপ্রবালা পতগৈঃ স্বনদ্ভি-
র্মন্দেন কিঞ্চিন্মকৃতা পুরস্তাৎ।
আগচ্ছতীবোদ্গমনেচ্ছয়ৈষা
তবোরু পুষ্পাভরণা বনশ্রীঃ॥ ৪৮

বিন্ধ্যোযমিন্দু-প্রতিমাননে। ত্বা
মাবাধযত্যুন্নত-শৃঙ্গ-বৃন্দঃ।
অমীহি মুক্তাফলরাশি কল্পাঃ
পাদ্যক্ষমানির্ঝরশীকরাস্তে॥ ৪৯

স্রবন্মদ প্লাবিত শৈল দেশাং
সগর্জ্জিতা ভান্তি মহাপ্রমাণাঃ।
প্রথু স্থূলশ্রোণি। লসদ্বনাবাঃ
প্রবর্ষদব্দাইব দন্তিনোঽত্র॥ ৫০

অনেন গোত্রেণ, চকোর নেত্রে।
দ্বিধাবিভক্তা গুরুণা ধরিত্রী।
হিমালযস্যাস্যচ মধ্যভাগে
বেদীব সারাবণযোবিভাতি॥ ৫১

বেদস্মৃতী বেদবতীমুখীনাং
সমুদ্রগাণাং প্রভবোঽযমস্য।
সুরাসুরাণাং স্পৃহণীযলক্ষ্মীঃ
সখেব, পীনস্তনি। পারিপাত্রঃ॥ ৫২

বিমানবেগেন, মৃগাযতাক্ষি।
ক্ষণেনতীর্ণোবিপুলোপিপন্থাঃ।
সহোযমাভাতি পুরং, পৃথিব্যঃ
সীমান্তলেখেব, বিলেখিতভ্রু। ৫৩

ঘোরং সমুদ্রস্য মহাপ্রমাণ
স্তরঙ্গসংঘৈঃ প্রতিহন্যতেযম।
গুহাভিঘাত প্রতিশব্দ বৃন্দৈ
প্রকোপিতস্থেব, এবাধবেন্দ্র ॥ ৫৪
কদাপ্যযং ঘোরতর সহিত্বা
সিন্ধোজ্জলাঘাতমমোঘবার্য্যং।
রক্ষত্যমু লোকমুপপ্লবেভ্যো
বিষ্ণোরিব প্রোদ্দ দনন্তদেহং ॥ ৫৫
ইতোঽবিদূরে মলয়াচলে হয়ং,
র মেন, বামাক্ষি বিরাজমান।
যস্যাসকচ্চন্দনপল্লবশ্রী
বিচিত্রকণাভব ক্ষম তে ॥ ৫৬
র প্রবাং শ্রমবারিলেশ
মথত্বদীয সুমুখি! শ্রবত্তে।
পুষ্পাবতীভঙ্গলবোঙ্গিতাঙ্গা
সলালমেতে মরুত সুবীর ॥ ৫৭
বেলাবনীষ লবণাম্বুরাশে
স্তরঙ্গসাপ্লাবনধুক্তশৃঙ্গা।
পুরত্যভিখ্যামতিমাত্রবম্য
মুষ্ঠিতীবাম্বুধি মধ্যভাগাৎ ॥ ৫৮
এম্বাহর্ণব পর্ণনিভাবরোষ্ঠি
প্রসক্তমন্দ্রধ্বনিভিংবরোতি।
রন্ধ্রপ্রতিশ্রুন্তি শিবে গৃহাণি
প্রতিপপীড়ানি বিমানকস্য ॥ ৫৯

তবঙ্গসংঘৈরযমম্বুবাশি-
র্ধবাধরেন্দ্র দ্বযসৈরনেকান্।
সত্বান্ ক্ষিপত্যূর্দ্ধ মনল্পমাত্রান্
মুহুর্মুহুর্ম্মত্ত-চকোব-নেত্রে ! ॥ ৬০
গ্রীষ্মে মরুদ্ভির্ব্বলবদ্ভিরুচ্চৈ-
র্ম্মবীচযোঽর্কস্থমুহুর্বিনুন্নাঃ।
আবোহযন্ত্যূর্দ্ধমপঃ প্রকাম-
মস্মাৎ ; যতঃ সংপ্লবতে নৃলোকঃ ॥ ৬১
ফণী শিবোরত্নবিলক্ষ্যদেহঃ
সমানবর্ণেপি মহার্ণবেঽযম্।
ততোঽপসারে বিফলপ্রযত্নো-
ভ্রমত্যজস্রং ভ্রমবেগসন্নঃ ॥ ৬২
ঘনোপি তোযানি বিপাতুকামো-
বিস্তারিতস্তুঙ্গ-তবঙ্গ-বেগৈঃ।
ওর্ব্বানলোত্তপ্তজলস্থসিন্ধো-
র্ব্বাতাহতো বাষ্পইবৈবভাতি ॥ ৬৩
বালাকণস্যারুণ-লোচনান্তে।
তরঙ্গ-বৃদ্ধ-প্রতিবিম্ব-বৃন্দম্।
বহন্নযশ্চক্রনিভোঽম্বুরাশি-
র্বিভাতি সন্ধ্যাভ্রমযাম্বরাভঃ ॥ ৬৪
প্রবাল-রাগাধব-বিম্ব-রম্যে।
প্রবাল-কীটাঃ পরিশ্চরন্তি।
দ্বীপং নিবাসোদয-যত্ন-সিদ্ধ-
মুৎপাদযন্ত্যত্র সমস্ততোঽমী ॥ ৬৫

নীলাম্বুদ-শ্যামল চারু বর্ণো
মহার্ণবঃ শুভ্রতরৈর্জলস্তি ।
স্বফেনপুঞ্জৈর্ভৃশ মঞ্জুবক্ত্রে ,
ভূয়িষ্ঠমাভাতি বকৈর্বিবৈবঃ ॥ ৬৬
অমীজলেভ্যঃ সমমুৎপতন্তো
ভিন্দন্তি সিন্ধোর্মহতস্তরঙ্গান ।
শ্রেণিপ্রবন্ধাদিব বিন্ধ্যমানাঃ
কবিষ্যমাণাং ক্ষণ সেতু বন্ধম ॥ ৬৭
নিশাসুতাবা-প্রতিবিম্ব বৃন্দং
তরঙ্গ সন্ধিষ্ববলোক্যতেহত্র।
বিশীর্ণ মুক্তা পটলোপমেয়ং
সবিৎপতিস্তেনভৃশং বিভাতি ॥ ৬৮
পশ্যানবদ্যাঙ্গি । তরঙ্গরাশি-
র্মহাপ্রমাণেন শিলোচ্চয়েন ।
প্রত্যাহত স্তন্বি । বিভিন্নবেগো
দূরাদপক্রামতি সাগরস্য ॥ ৬৯
অমী তরঙ্গাকুল ভিন্ন পোতঃ
সাংযাত্রিকাঃ সন্নতগাত্রি । দানাঃ ।
অনর্থমর্থোদয়-লোল চিত্তং
প্রপদ্যতে , ভাগ্য-বিপর্য্যয়েন ॥ ৭০
অপাংশুলে । প্রাংশুকদার শীলে ।
পুরোজলস্তম্ভইতো বিভাতি
অসৌ বিশীর্ণাগ্রতযা গশাখী
পুষ্পোৎকরৈবর্ষযতীব সিন্ধুঃ ॥ ৭১

তুষার-রশ্মেঃ কিরণ-প্রসঙ্গাৎ
পর্ব্বস্বয়ং ভীরু! বিবর্দ্ধমানঃ।
অম্বর্থ-নামা ভবতি প্রকাম-
স্পীন-স্তন-শ্রোণি-মদে! সমুদ্রঃ ॥ ৭২
দ্বীপোঽয়মন্যঃ খলু ভোগভূমিঃ
পুবাকৃতান্যত্র শুভানি লোকঃ।
ভুনক্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণা-
মন্যোন্য-লোভাৎ কলহং বিলোক্য ॥ ৭৩
প্রেক্ষস্ব, কিঞ্চিৎ পরিবৃত্যপশ্চা-
দেণাঙ্গনা-গঞ্জন-চারু-নেত্রে!
দ্বীপাদমুষ্মাল্লবণাম্বুবাশিঃ
সাক্ষাদ্বিদূরীভবতীববেগাৎ ॥ ৭৪
দূবাদনালক্ষিত-লক্ষ্য-সংযো-
মহান্মহানীল-পবম্পবাণাম্।
স্থলীব, নীলাতিশয প্রভাভি-
র্বিভাতি পাথোনিধিরুৎপলাক্ষি! ॥ ৭৫
বাবাং নিধির্ব্বতযাঽতিমাত্রম্
মহাপ্রমাণস্তনুতামুপৈতি।
সুগাত্রি! কালাগুরুপত্রলেখা
প্রকল্পিতেব, প্রমদে! পৃথিব্যাঃ ॥ ৭৬
বাতেঽনুকূলেঽপি সিতাপতাকা
প্রযাতিপশ্চাৎ পবিবৃত্ত্যঋজ্বী।
আভাতি লিপ্তাশবলেব ভূমি-
র্বিমান বেগেন মৃগাযতাক্ষি! ॥ ৭৭

এষা রমক্ষীণ মুখারবিন্দে ।
শীরোদধেস্তীরমুপস্থিতাসি ।
তরঙ্গবেগেন বিভিন্নশুক্তেঃ
পর্য্যস্তমুক্তাফলমুৎপলাক্ষি । ॥ ৭৮

তাদিং পুমানেষ নিষেব্যমানো
লক্ষ্যাহমলাক্ষি । ক্ষণমাত্রবুদ্ধং ।
বর্ত্তে প্রদীপৈরিবমস্তকস্থৈ-
নাগেননীরাজিতবদ্বিভাতি ॥ ৭৯

শিলোচ্চয়ঃ প্রচ্যুত ধাতুরাজ্যা
যথাহম্বুদ শ্রীর্হরিতালময্যা ।
যথোর্ধ্ববহ্নেঃ শিখযাহম্বুরাশি
র্যথাতরুং প্রোম্ফিতহেমবল্ল্যা ॥ ৮০

যথেন্দ্র দূর্ব্বা দল রাশি দেশঃ
স্বাভ্যর্ণ সৎ শষপ পুষ্প পংক্ত্যা ।
ঘনান্ধকারঃ শিখয়া যথাহগ্নেঃ
শ্যামোপথাপীত পতাবরেভং ॥ ৮১

যথা যুবৎ বারণ-পদ্ম-পংক্ত্যা
প্রতপ্ত পদ্মো । যমুনা প্রবাহ ।
শশ্বত্থাপুষ্যতি সিন্ধুপুত্র্যা
কামপ্যভিখ্যং পুরুষোত্তমোহপি ॥ ৮২

বিশেষকম্‌ ।

বামস্তুসোযং মণিভোগিভোগে
লক্ষ্যাসমং লক্ষিত ধাঁক্ষ-বৃন্দে ।
আভাত্যপাস্তে সহিতঃ স্ফুরন্ত্যা
নীলাম্বুদো ব্যোমনি বিদ্যুতেব ॥ ৮৩

তাম্রোদবাভ্যাং করপল্লবাভ্যাং
বন্ধে হঙ্গুলীনাং ছুরিত-প্রভাভ্যাম।
পদ্মালয়া লোকয় লোকভর্ত্তুঃ
সংবাহয়ত্যঙ্কনিষ পাদৌ ॥ ৮৪
তসৌ ভৃশং পালয়িতা প্রজানাং
সাঙ্গরূপায়েবিবদোর্ভিবেভি ।
উপস্থিতঃ প্রোজ্বলদায়ুধৈঃ স্বৈ
র্বিভাতিবামে। সবিশেষমীশঃ ॥ ৮৫
তথোন্মুখীভিস্তিমিতেক্ষণাভি-
র্নিবীক্ষিতস্তীবনিবাসিনীভিঃ।
বিমানমেণীনয়নাঙ্গনাভি-
র্নভোঙ্গনাভুঙ্গমবাততার ॥ ৮৬
প্রিয়াসখস্তামবতার্য্য পশ্নী
মবাতরৎ স্যন্দনতঃ পরস্তাৎ।
আপৃচ্ছনান্তে কমলায়তাক্ষ-
সমাচচক্ষে কমলাসনস্থঃ ॥ ৮৭
আত্মাত্বমেতস্য চরাচরস্য
সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বমবৈষিবিষ্ণো।
বচস্তদেতৎ পুনরুক্ত মাত্র
প্রয়োজনম্প্রেক্ষ্য বিব্রুবস্মি ॥ ৮৮
স্রষ্টাসদাহং জগতঃ ত্বতাত্মা
ত্বংপালকঃ পালনলব্ধবর্ণ।
মহেশ্বরঃ স হরাণবদক্ষো-
ন নো দ্বিতীয়স্ত্রিতয়েহপিয়ত্তো ॥ ৮৯

অত্রান্তরাযাঃ প্রভবন্তি ঘোর ঃ
সুবদ্বিষঃ কেঽপি সমীহিতেষু।
ববেস্তুযাবেদ্বিব তেষু, কামং
তেজাংসিমূর্চ্ছন্তি, ন, নঃ কথঞ্চিৎ ॥ ১০
তত্রাপিকেচিদ্ভব, কেচিদন্যে
মমৈব, কেচিচ্চ মহেশ্বরস্য।
ভবন্তিবধ্যা ববদাভদৃপ্তা-
স্তৈস্তৈঃ প্রযুক্তাঃ খলু কর্ম্মভিস্তে ॥ ১১
আস্তেপরং জ্যোতিরদার মাত্ম-
ন্যনর্থমুন্মূলযিতুং সমর্থং।
মহেশ্বরোপি স্বযমীশ্বরাণাং
সমাধিযুগ্যোপি সমাধিযোগঃ ॥ ১২
হিমালযস্যোন্মদকিন্নরীণাং
কলোদ্ভবং গীতমধিত্যকাযাম।
কিমপ্যশৃন্বন্ শ্রুতি মাত্রগম্যো
বিলোকযন বালমৃগাঙ্কমৌলিঃ ॥ ১৩
যুগ্মকম।
তাবামি বাসাবপি সদ্বিতীযঃ
সমাধিনির্বন্ধস্তুতনিরীক্ষ্যঃ।
উপারত মন সহসৈব তস্মা
দযথাভবেদীশ। তথা যতস্ব ॥ ১৪
আবাবিতাঽস্মাভিবমোঘসত্ত্বা
মহেশ্বরামোহকরী হরস্য।
সতীতিদক্ষস্য সুতা ত্রিনেত্রা
সা মাত্রযা, পুষ্করনেত্র। জাতা ॥ ১৫

লক্ষ্মীসখেন সমলেখ গুরুবিসৃষ্টঃ
স্নিগ্ধ প্রসন্ন শরদিন্দু মুখারবিন্দঃ ।
আপৃচ্ছ্য তং দয়িতয়া সপদি প্রতস্থে
মন্দার গন্ধ বহ মন্দ মরুৎ প্রতীতঃ ॥ ১০২

ইতি সতী পরিণয়ে মহাকাব্যে ক্ষীরোদাভি-
গমনোনাম ষষ্ঠঃসর্গঃ ।

——০ (০) ——

সপ্তমঃসর্গঃ।

অথ লোকবিধাতারং বালার্ক-প্রতিম চ্ছবিম্।
দূরাদ্ দদর্শ মদনো মদনো যোগিনামপি॥ ১
হংসপত্রং সমাশ্রিত্য স্পন্দনং নন্দনোদ্ভবৈঃ।
পল্লবৈ গন্ধলোভান্ধৈ গুঞ্জদ্ভিশ্চালিকোটিভিঃ॥ ২
রত্নালঙ্কাররোচির্ভিঃ সাবিত্র্যাশ্চুম্বিত-চ্ছবিম্।
ধাতুজাতদ্রবচ্ছেদং লোহিতাদ্রিমিব স্থিতম্॥ ৩
সমাশ্লিষ্টমিব প্রেম্না পতিদেবতয়া তয়া।
ছায়াছলেন হৃদয়ং গতয়া প্রণয়দ্রুতম্॥ ৪
হৈমোপবীতং বসনে বসানং জলজাসনম্।
আহতে, হতপাপ্মানং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ৫
ত্রয়ীনিবাসশুদ্ধানি মুখানি মখপূজিতম্।
দধানং, মধুগর্ভাণি পঙ্কজানীব, বাজিতম্॥ ৬
গুণহীনমপি স্বেচ্ছাগুণং, সাধুসমীহিতম্;
নিরীহমপি, সর্গর্দ্ধিমিচ্ছন্তং বিগতস্পৃহম্॥ ৭
অনুবক্তপ্রজং বক্তমপি রাগবিবর্জ্জিতম্।
বিধানপ্রভবং সাক্ষাদ্বিধানাতীতমীশ্বরম্॥ ৮
ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রণেতারং ধর্ম্মাধর্ম্মবহিষ্কৃতম্।
কর্ত্তারমপ্যকর্ত্তারমস্পৃষ্টং ফলরাশিভিঃ॥ ৯
অশরীরং শরীরীতি বিদ্যমানং বুধৈরপি।
সর্ব্বথাঽজ্ঞাতযাথার্থ্যং পদ্মযোনিমযোনিজম্॥ ১০
কুলকম্।

কামস্তমনুবব্রাজ পূজয়া জবমাশ্রিত৹ ।
অনতিক্রমণীয়া হি গুর্বাবর্চ্চা মহাত্মনাম ॥ ১১
স তেন দদৃশে দূরাদাবিষ্কৃত সুখোদয়ম্ ।
নেত্রৈর্নব জলালোক প্রফুল্ল শফরী প্রভৈঃ ॥ ১২
শিলীমুখ সমানীত চূতাঙ্কুর শিলীমুখঃ ।
কার্ম্মুকোচিত সঙ্কল্প বশ বৰ৹-কার্ম্মুকঃ ॥ ১৩
নন্দয়ন প্রণয় স্নিগ্ধ স্মিতেন রতিমানসম ।
মোদতে প্রমদাপাঙ্গসঙ্গীকুরুবরঃ পরম ॥ ১৪
দয়িতা স্তন বিন্যস্ত কুঙ্কুমাঙ্কিত বিগ্রহ ।
দ্বিরেফইব স্ব্যক্তমাকীর্ণ৹ পদ্মরেণুভি৹ ॥ ১৫
অলঙ্কৃতো বাতনির্ত্যমনঙ্গাবাঙ্গবাশিভি৹
মুহুঃ সম্পৃহনীয়স্ত্যাস্তস্থঃ সৌভাগ্যসংশিভি৹ ॥ ১
প্রিয়ামপাঙ্গ বিশিখৈঃ প্রহরমুহুবকম্পাম ।
মনাংসি কিন্নরীণাত্র ব্যথয়ন্নপি নির্ব্যথঃ । ১৭
বত্যা চ মধুনা কিঞ্চিন্মিৎঃ সস্মিতমালপন ।
প্রসাধনোচিতং চিন্বন্ পুষ্পাচ্চয়মাদৰশ ॥ ১৮

কুলকম ।

পদ্মযোনিং সমাসাদ্য মদনোহপ মিতদ্যুতিঃ ।
সাক্ষাৎ সদাচারবতামপতস্তে ধুবিস্থিত ॥ ১৯
মধ্যে নিধায় সশরং শরাসনমনন্তরৈঃ ।
প্রিয়ায়ামপি পুষ্পাণি ত্যক্তভার ইবাব ভৌ । ২০
অথ দেবেন্দ্র নেপথ্য পারিজাতাকীর্ণালী ।
চরণাবরবিন্দস্থৌ ববন্দে নতকন্ধরঃ ॥ ২১
পাদৌ তদনু তৎপত্ন্যাঃ সম্ভাব্য সমবস্থিতম্ ।
আসযামাস দৃক্‌সঙ্গমস্তিকে স্মরমীশ্বরঃ ॥ ২২

অবোচচ্চেনমাসীনমমুনৈব মনোরথম্।
সাধয়িষ্যন্ সদাবাধ্যং প্রাঞ্জলিপ্পজাসনঃ ॥ ২৩
প্রবৃত্তির্নাস্তি মে স্বার্থা কামং বিদিতমস্তি তে।
তথাপি লোকং, লতেব তত্ত্বাণি, সৃজাম্যহম্ ॥ ২৪
নিবর্গলাঞ্চ তাং কর্তুমেকোঽহং জাতু নেশ্বরঃ।
প্রতিবন্ধোঽপি সন্দিগ্ধ প্রমাতুমিব কেবলং ॥ ২৫
সর্গঃ খলু মদায়ত্তো লোকানাং, নোদয়স্তথা।
জলজানাং বিকাশঃ কিং জলমেবোপজীব্যতি ॥ ২৬
যষ্টৃ যষ্টব্য যাগাদিবন্নমস্য সমৃদ্ধয়ে।
তথাহ্যগ্নৌ হুতং হব্যং প্রজ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ২৭
প্রজাভ্যো মকৃতাস্তেভ্যস্তাসামপি সমৃদ্ধয়ঃ।
প্রায়েণোপকৃতিঃ স্বার্থবুদ্ধিমূলাঽবলোক্যতে ॥ ২৮
তত্রান্তরায়া। প্রাণেণ প্রভবন্তি স্তুবদ্বিষ।
মহান্তমুদয়ং শাস্ত্রে কঃ প্রেক্ষাবানুপেক্ষতে ॥ ২৯
দুর্ব্বারোঽপি প্রতিবন্ধী নোপেক্ষ্যং কিমু তদ্বিধঃ।
বিভূতিমভিবাঞ্ছিনিস্ম ণার্য নির্বর্গলাম ॥ ৩০
নামস্তৃণায়মানানাং শণা মপি বাবণং।
মিলিতৈর্লঘুভিঃ সূত্রৈর্গিবিসাবোঽপি বধ্যতে ॥ ৩১
প্রত্যনীকতয়া তেষাং ঘনবৎ প্রত্যপেক্ষতে।
চন্দ্রপাদবদস্মাভি বিবাহো মহিমোদয়ে ॥ ৩২
বাত্র্যান্তমঃ স্তোবমপি যাবজ্জগতি জৃম্ভতে।
তাবদাক্রমতে তাপেনকিঞ্চিত্তেজসাম্পতিং। ৩৩
তেষামন্তায় ভগবানেক এব মহেশ্বরঃ।
নিদাঘতীব্রতাপানাম্ভডিত্বানিব কল্পতে ॥ ৩৪

দ্বষবাহো হি যো ভাবস্তমেকো বোঢুমক্ষমঃ ।
তমসঃ শার্ব্বরস্যৈব শশী শমযিতা পরম্ ॥ ৩৫
মদ্বিধানাং প্রযত্নো হি তেষাং প্রত্যুতবৃদ্ধয়ে ।
সান্নিপাতিকরোগাণামুপচারইবাজড়ঃ ॥ ৩৬
জড়েন তদ্বিধেনোচ্চৈ র্জলেনেব বিভাবসুঃ ।
প্রভাবদর্পিতেনাত্মপ্রভবোঽপ্যভিভূযতে ॥ ৩৭
সখণ্ডপরশুর্নিত্য মেকশ্চরতি নির্ব্বৃতং ।
আনন্দঘনরূপেণ স্বাত্মন্যেবাত্মনা প্রভুঃ ॥ ৩৮
অধ্যাস্তে হিমবৎপ্রস্থং পরমাং স্থিতিমাস্থিতঃ ।
সমস্তেম্বিন্দ্রিয়ার্থেষু নিষ্ঠ্যূতেম্বিব নিঃস্পৃহং ॥ ৩৯
অদ্বিতীয়ো দ্বিতীয়াঞ্চেন্ন স্বীকুর্য্যাত্তদা বদ ।
অন্তরায়ান্তরায়াণামন্তকর্ত্তাপি শক্ষ্যতি ? ৪০
স হি যোগবিধেয়াত্মা ধারণাবাবিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কথং জ্ঞাস্যতি সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যসুরান পরিপন্থিনঃ ॥ ৪১
বধ্যানামপ্যবধ্যত্বেহস্তীত্যাদিপ্রযুক্তয় ।
শপোঽলোপইবাভীষ্টা০ স্ফুটয০ সম্ভবন্তি ন ॥ ৪২
প্রত্যুহশ্চেন্নবিদ্যেত, তেষাং নামবিচেষ্টিতম ।
নামধাতোরিব দ্বিত্বং যথেষ্টং প্রচরিষ্যতি ॥ ৪৩
তদ্গণস্তৎস্বভাবত্বাদ্বহুলার্থো ভবেদ্যদি ।
বাগ্লঙ্গইব মর্য্যাদাং ন নূনম্পালয়িষ্যতি ॥ ৪৪
শিবায় জগতাস্তস্মাত্তুপাবতসমাধিনা ।
শিবেন ভাব্যতে শীঘ্রং যথা, নস্তদ্ধি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৪৫
প্রায়েণ তদ্বিধে মূল৲ সন্নিস্টানা৲ যথাসুখম ।
লোকানাং চেষ্টিতে ভানো০ প্রভেব প্রমদা মতা ॥ ৪৬

হরে গৃহীতদারে তু তস্মাদেব নিরন্তরম্।
ভবিষ্যত্যপ্রতিষ্টম্ভা স্বষ্টিরেষা সনাতনী ॥ ৪৭
গৃহমেধিভিরারাধ্যং শঙ্করং গৃহমেধিনম্।
তদিচ্ছামি, ফলপ্রেপ্সু র্বদ কিংনাবলম্বতে ॥ ৪৮
বিযুক্তস্য ক্রিযা যোগস্তযা তস্য বিভাব্যতে।
গত্যর্থস্তিষ্ঠতের্ধাতোঃ প্রেণেবপ্রবণাত্মনা ॥ ৪৯
তিরোধায শরৈ স্তস্মাদজ্ঞানৈরিব তংরসম্।
তমাত্মানমিবাধ্যাসো বিনিযুঙ্ক্ষ্ব রসান্তরে ॥ ৫০
সুধাংশুরিব সম্পূর্ণঃ কিরণৈরিব সাযকৈঃ।
তংসমুদ্রমিবাক্ষোভ্যমুদ্বেলয জগদ্গুরুম্ ॥ ৫১
মহেন্দ্রমিব তং সাক্ষাৎ পরমামৃতনির্বৃতম্।
যজ্বা সোমরসেনেব স্ত্রীরত্নেনার্চ্চযেশ্বরম ॥ ৫২
অলমত্র বিলম্বেন সংলক্ষয শিলীমুখম্।
শূলিনং, সপুরালক্ষ্যঃ শরণান্তে প্রকল্পিতঃ ॥ ৫৩
ত্রিপিষ্টপানাস্তৎ কার্য্যন্তবৈব তু বিশেষতঃ।
অর্থেন যুজ্যতে তস্মাদভিখ্যা দর্পকেতি তে ॥ ৫৪
ত্বামেকং শ্রযতু স্থাস্নু যশোঽনন্যজনাশ্রযম্।
অন্ধকারাপনোদেন হরিদশ্বমিবামুনা ॥ ৫৫
এবং বাদিনি কন্দর্পো বিধৌ কিঞ্চিদিবোন্মনাঃ।
স্তোকস্তিমিতনেত্রেণ মুখেনাসীদবাঙ্মুখঃ ॥ ৫৬
প্রত্যবোচচ্চ তং কিঞ্চিদ্বিবর্ণমুখপঙ্কজঃ।
প্রণয-প্রবণশ্চেতো, রতেঃ সংগ্রপযন্নিব ॥ ৫৭
রোগঃ কালবিনির্দিষ্টো হন্তি স্বল্পো গুরূনপি।
প্রণিধীনাং বলংপ্রাযঃ প্রভূনামেব গৌরবম্ ॥ ৫৮

সিষাবয়িষিতং কর্ম্ম সাধয়িষ্যে মযেবব॰।
যদি লব্ধাবকাশাঃ স্যুর্বশিনা॰ বশিনীশ্বরে॥ ৫৯
প্রামাণ্যইব মে তস্মিন্নৈতিহ্যানামিবেশ্বরে।
শবাণাং সুপ্রসিদ্ধানামপি সন্দিগ্ধমন্তবম॥ ৬০
শিলীমুখানাং সঞ্চাবঃ শূলিনি ক্ষীণতেজসাম।
কথংনাম বিলাসাদি, চেতসাপি ন যাতি স॰॥ ৬১
শিবীষমৃদ্বী বম্যাপি বমণী নাভিবোচতে।
তৎসপত্নী জনায়েব তস্মৈ প্রযতচেতসে॥ ৬২
বন্ধবৈবাসনস্থাগ্রে হবস্য দুনদর্চ্চিষঃ।
অনলস্যেব নস্থাতুং ক্ষমন্তে মদ্বিধঃ ক্ষণম্॥ ৬৩
কল্পান্তপিশুনোল্কাভং ত্রিশূলং বীক্ষ্য বিপ্রিযম্।
নাগস্যেব সবত্নস্য তস্য ব॰ কর্ত্তুমীশ্বরঃ॥ ৬৪
কো হি নাম মৃগেন্দ্রায সংহাবস্যন্দনচবান্।
গহ্বরে সুখসুপ্তায ব্যাপাবযাত সাযকম্॥ ৬৫
স নীললোহিতো বস্মাদস্মাভি॰ শক্যতে প্রভো।
যোগাচ্চালযিতুংমুখ্যাৎ, প্রদেশাদিব ভাস্করঃ॥ ৬৬
তচ্ছাশনবশস্তস্মৈ যতিষ্যহন্তথাপি তু।
নন্তু প্রভুণামাজ্ঞাহি নির্বিবেক বিচাষ্যতে॥ ৬৭
তাং নপশ্যামি তন্বঙ্গীং যাম বিক্ষ্যত্যবাঙ্গনাম্।
লব্ধাস্তবাঃ শবা মে স্যুঃ শূলিন্যপি জিতেন্দ্রিযে॥ ৬৮
দৈবাদ্বিলাসনুলিতং বথঞ্চিত্তস্য মানসম্
শম্ভুমুষ্টিবিব ক্ষেত্রং কা ধন্যা মদ্ধযিষ্যতি? ৬৯
কামং সন্তু সহস্রাণি বহুলান্যপি যোষিতাম।
জনদন্তাস্তাব দেব চপলবাবলো ্যতে॥ ৭০

বহিরঙ্গগণস্থেব মমাপি ফলসিদ্ধয়ে।
পঞ্চৈব প্রভবন্ত্যচ্চৈগু'ণাইব শিলীমুখাঃ ॥৭১
ষষ্ঠাস্ত্রং খলু যোষিন্মে স্পৃহনীয়বপুগু'ণা।
যামন্তরা পৃষৎকানাং পঞ্চানামপি পঞ্চতা ॥৭২
ভূতনাথে মমাস্ত্রস্য গতির্নাস্তি তয়া বিনা।
সাধ্যস্য সিদ্ধবৎপক্ষে স্বানুমিৎসামিবানুমা ॥ ৭৩
অনাকৃষ্টোহি বিষয়ৈর্ভস্মাস্থিফণিভূষণঃ।
অধৃষ্যঃ স্বতএবেশঃ ফলদঃ ফলনিঃস্পৃহঃ ॥ ৭৪
প্রকৃত্যৈবোত্তরঙ্গস্য ঝঞ্ঝাবাতোঽম্বমম্বুধেঃ।
নিযোজিতাত্মা যন্তৃ যঃ স বশী পরমাত্মনি ॥ ৭৫
সান্তবায়ঃ শরস্তন্মে ফলায়ান্যদপেক্ষতে।
মণিনা সার্গলঃ কিঞ্চিদুত্তেজকমিবানলঃ ॥ ৭৬
অথ ধাতা বিধানজ্ঞশ্চিন্তাক্ষোভনিমীলিতম্।
সন্ধুক্ষয়ন্নিবোবাচ চিত্তস্তস্য রতেরপি ॥ ৭৭
অস্তি দাক্ষায়ণীদানীং তপসা পরিতোষিতা।
যোগমায়া ময়া বৎস! পুরা মন্দর-কন্দরে ॥ ৭৮
স্বতস্তদগতচিত্তাপি ভূয়োঽববিধেয়তাম্।
অনন্যকমনীয়া সা ময়াঽনায়ি বচঃক্রমৈঃ ॥ ৭৯
কেবলং দেহবন্ধেন স্থিতাপি পিতুরাশ্রমে।
সর্ব্বান্তঃকরণৈরাসীৎ সাগতৈব হরান্তিকম্ ॥ ৮০
কেতুযষ্টির্হি মরুতাং রয়-প্রচলিতাংশুকৈঃ।
প্রদেশমন্যঞ্চলন্তি স্বস্থানাদচলন্ত্যপি ॥ ৮১
তয়াসংসক্তমনসা বৃষাঙ্কে দর্শনাত্যয়ঃ।
গতৈস্তন্ময়তাং নেত্রৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥ ৮২

একএবহি বিশ্বাত্মা তেষু তেষু তথা তথা ।
মেঘনির্মুক্তবসবদীক্ষ্যতে সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ৮৩
বিশেষতস্তুতস্যৈব বিভূতিরপি সান্যবৎ ।
প্রতিমেব শশাঙ্কস্য ভাষতে মূঢ়চেতসাম্ ॥ ৮৪
তযা তম্মাত্রগামিন্যা প্রারব্ধফলমালয়া ।
আদেহপাতং যোগীব সোঽবশ্যং যোগমেষ্যতি ॥ ৮৫
প্রত্যযান্তরভাব্যর্থঃ প্রত্যযং ত্বামপেক্ষতে ।
বীজাঙ্কুরইব ক্ষেত্রং কৃষ্টপূর্ব্বং কৃষীবলৈঃ ॥ ৮৬
যতস্ব তস্মাদুচ্চৈ স্ত্বং যথা তস্মৈ যতাত্মনে ।
বোচতেঽনন্যকাম্যাপি সতীনামুত্তমা সতী ॥ ৮৭
মম ন ত্বাং বিনা সোযমভিলাসঃ ফলিষ্যতি ।
কুশুলান্তর্গতৈর্বীজৈরঙ্কুরো যদি জায়তে ॥ ৮৮
বৃষাঙ্কে সাযকানাস্ত্বং সতীসহকৃতাং গতিম্ ।
রচযস্ব যশস্তেঽস্তু দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৮৯
অস্মিন্ সর্গে সমর্থত্বাদেক এব কৃতী ভবান্ ।
সাধাবণে হি বিষয়ে লাভঃ সাধাবণং যশঃ ॥ ৯০
পযোদইব তৎ কামং চপলামিব তাং সতীম্ ।
শিলোচ্চযমিবাত্যুচ্চৈঃ সংলম্ভয় কলাভৃতম্ ॥ ৯১
তথেতি কৃচ্ছ্রাত্তামাজ্ঞাং প্রত্যাখ্যানঃ-পরাঙ্মুখঃ ।
মদনো মাননীয়স্তং মানযন্ প্রত্যপদ্যত ॥ ৯২
অথনত্রং সদারস্তং সদাবো বিহিতার্হণম্ ।
বিধির্বিধাননিপুণৈঃ পস্পার্শ কর-পল্লবৈঃ ॥ ৯৩

স্ত্রীণাং স্তন-ন্যস্ত-পরাগ-বৃন্দং
নিনীষতা চন্দন-পঙ্ক-মিশ্রম্ ।

বত্যা সমম্মন্দনভস্বতা চ
প্রস্থং হিমাদ্রে র্মদনঃ প্রতস্থে ॥ ৯৪
অথ স নিষতিং বুদ্ধাকিঞ্চিদ্বিবৃদ্ধমুখচ্ছবিঃ
কুসুমবিশিখো জৈত্রং চাপং প্রগৃহ্য সমুৎসুকঃ।
হিমমযগিরিং গচ্ছন্নুচ্চৈঃ সুবাভ্যুদযেচ্ছযা
নবইব বভৌ ধাম্না, দেব্যা তযা কৃতমঙ্গলঃ ॥ ৯৫

ইতি সতী পৰিণযে মহাকাব্যে মদনসম্প্রেষণোনাম
সপ্তমঃসর্গঃ।

——০০(০)০০——

অষ্টমঃ সর্গঃ।

অথ হিমালযমালযমীশিতু
র্ম্মধু পুবস্কৃত-পুষ্প-শিলীমুখঃ।
অচলমৈক্ষত, মোক্ষ ফল প্রদং
স, মদনো, মদ-নোদিত বিক্রমঃ॥ ১
ধবলি মানমতীব মনোবম-
ম্পবিদধানমদোষনিধানকম্।
পবিগতং নিবহেন বতিং মুহু
র্বমবতা, মবতা, পবমাক্ষবে॥ ২
নবনিকুঞ্জচযৈকপশোভিত
স্তরুববৈবভিবামমথোকভিঃ।
কুসুমিতৈবমিতোজ্জ্বলমিত্যতঃ
স্ম বমণী বমণীয়, মনেকশঃ॥ ৩
হিমমযৈবতিমাত্রবলোদ্ধতাং
পুরুষপংক্তিমনির্দযভোগিনীম্।
করুণযা বিদধানমিব চ্ছলাৎ
সম বলামবলাবলিভিঃ স্থলৈঃ॥ ৪
বিপবিমাতুমিবেদমশেষতঃ
পবিততন্ধবণীপবমণ্ডলম্।
জলনিধী স্থিতমাপ্যপবাপবৌ
শম বতামব তাপস সঙ্কুলম্॥ ৫

নগকুলৈঃ সহিতাং ধরণীমিমাং
সজলধিং, ধৃতবন্তমনন্ততঃ।
ফণিপতেঃ, ফণিনী-নযনোৎসবং
শ্রম-হবং, মহ-রঞ্জিত-কিন্নরম্ ॥ ৬
হরসমাগমপুণ্যতমং রুচা
মরকতস্থলতোঽপি মনোহরম্।
সুবগণৈঃ সমমধ্যুষিতং কচি-
ম্মঘবতাঽঘবতামপি পাবনম্॥ ৭
শুককুলৈর্দলিতৈঃ কণতামিতৈ-
র্লঘুমবীচফলৈর্নিচিতং কচিৎ।
সুমনসামিব লোহিতরোচিষা-
মুপবনাৎ পবনাচ্চলিতাণুভিঃ ॥ ৮
অখিলশৈলপতিং খলু তথ্যতঃ
সুবগণৈবপি কাঙ্ক্ষিতসঙ্গমম্।
পবিগতং সুতবামভিবর্দ্ধিতৈঃ
খনি-চয়ৈ, র্নিচয়ৈর্মণিসম্পদাম্ ॥ ৯
স্থিত-সমান-সমানন-কিন্নরং
স্রুত-তুষার-তুষাব-সুশীতলম্।
কলকলৈককলৈকমনোহরং
স-মরুতাং, মরুতাং মহিতাস্তসাম্ ॥ ১০ ॥
কুসুমিতৈরমিতৈর্লঘুপংক্তিভি-
র্ব্রততিভির্নবপল্লবমুচ্ছ্রিতৈঃ।
স্তবকিতাভিরিতৈঃ পবনেরিতৈঃ
কুববকৈ, রব কৈতব-ষট্পদম্ ॥ ১১

স্ববিতগৈরিক তাম্র বনপ্রিয়ং
ক্বচিদতীব চিতাম্রবন প্রিয়ম্
কলকলৈঃ প্রথিতঞ্চ পতত্রিণাং
নব কুলৈর্বকুলৈবপি পুষ্কলৈঃ ॥ ১২
সুবপতের্বরুণস্য বিভাবসোঃ
ক্রতুগুবোঃ ক্রমশোভিভিবাশ্রমৈঃ ।
পবিগতং প্রমদামধুবিভ্রমৈ
র্ম্মুনি শযৈর্নিশয়ৈঃ সুষমাবলেঃ ॥ ১৩
বসতিষু জ্বলিতং জ্বলিতৌষধি-
প্রসূমবৈঃ কিবণৈর্নযনোৎসবৈঃ ।
অমব মঙ্গল দীপ বিডম্বনৈ
র্দ্রুমহিতং, মহিতং মরুতামপি ॥ ১৪
মণি বিষোদ্ধত সর্প বিসর্পণং
নচ যতাস্তব জন্তু বিহিংসনম্ ।
অহিতজাতমপীশ্ববকাম্যযা
প্রিয হিতায, হি, তাদৃগুরুস্থিষাম্ ॥ ১৫
দধতমুজ্জলশৃঙ্গপবম্পবাং
ক্রমবতামব তামবসাঞ্চিতাম্ ।
প্রজনবস্তুমনস্তুসুখাস্পদং
ক্রমরতামবতামরসাঞ্চিতাম্ ॥ ১৬
স্খলিত নির্ঝব বাবি কলস্ববং
স্ফটিব সোদব শীকব পংক্তিভিঃ ।
পতিত মৌক্তিক বৃষ্টি মনোহবং
হব গণৈ, বগণৈববলম্বিতম্ ॥ ১৭

নববিভাবসুরশ্মিমনোহরৈঃ
স্থব-মহীরুহ-চারু-রুচি-প্রদৈঃ।
কিসলয়ৈর্ম্মিলদংশুমদংশুভি-
র্গুরুরুচং রুরু-চন্দ্রশিলাঙ্কিতম্ ॥ ১৮ ॥
অধিগতো য উদারলতালয়ঃ
সদয়িতৈরপি কিম্পুরুষৈর্ম্মুহুঃ।
দধতমুজ্জ্বলরত্নমরীচিভি-
র্বিতমসং তমসঞ্চিতকল্মষৈঃ ॥ ১৯
নদ-মরাল-মনোরম-মালয়া
প্রকচিরা ভ্রমরৈশ্চ কুমুদ্বতীঃ।
জল-বিহঙ্গম-সঙ্গম-মঞ্জুলাঃ
কজবনা, জবনা, দধতন্নদীঃ ॥ ২০
মৃদুল-শাদ্বল-রাজি-বিরাজিতৈ-
র্ম্মধুব-কিন্নব-গীতি-হৃতৈর্ম্মৃগৈঃ।
সরস-লোচন-পংক্তিমতাংধুবি
স্থিতিমিতৈ স্তিমিতৈঃ কৃতমণ্ডলম্ ॥ ২১
ক্বচিদতিস্ফটিকোপলবিভ্রমং
সম-সরোজ-সরোহজবনস্ততম্।
দধতমিদ্ধবিবেকিভিরাদরাৎ
সম-সরোজ-সরোজবনস্ততম্ ॥ ২২
কুলকম্।
হরিণলূনশিখাঃ কুশরাশয়ো-
মুনিজনোচ্চেরিতশ্রুতিতৎপরাঃ।
ধৃতযমাইব যত্র তমোনুদে
রুরুচিরে, রুচিরেষ্টচিকীর্ষয়া ॥ ২৩

অধিনিতম্ব মবস্থিতকালিকা-
মভিবিভর্ত্তি সুবেন্দ্রশরাসনাম্ ।
মণিময়ীমিব যো লঘুমেখলাং
প্রমদয়া, মদয়াতমুদার্পিতাম্ ॥ ২৪
স কল কূজিত বি দ্রুম বাজিতে
সলঘু, যত্রচ বিক্রম-বাজিতে ।
বিদধতি প্রমদা মদবিহ্বলাঃ
স্মরমতা, বম তান-লযক্রিয়াঃ ॥ ২৫
কুবলযাবলিচারুবিলোচনা
জলরুহৈকমুখী কলকৃৎ, কবৈঃ ।
মৃদুতবঙ্গময়ৈর্নযদুদ্ভবা
ন, সরসী, সরসীকুরুতে, জনম্ ॥ ২৬
বিটপিনাং বিচলদ্বিটপাশ্রিতা
যদুপবিস্তবকস্তনশোভিনী ।
ব্রততিরুৎকতবং কুরুতে জনং
মুরুলিতাকুলিতাঽলিবিন্যাসিভিঃ ॥ ২৭
মবকত প্রতিমৈরুপলৈর্ম্মহা-
প্রতিবরৈবিব যত্র গলদ্ধিমৈঃ ।
প্রবিজিতা সজলা জলদাবলি-
র্ক্কৃতয়া, কৃতযাপি বলাকিনী ॥ ২৮
ইতিগুরুত্রপযেব নবাম্বুদা
যবনিকাইব যত্র দবীভুবাম্ ।
অধিনিতম্ব মলম্বিতসংশ্রয়া
দুপবিতং পবিতং পবিলম্বিতাঃ ॥ ২৯

মধুলিহাং কলগুঞ্জিতমঞ্জুলে
রবভয়াদিব যত্র বনপ্রিয়ং।
প্রবিবরান্ধনিবারিতবিগ্রহং
স্মর বলো, বব লোল বধূজনং॥ ৩৬
মৃদুমরুন্মধুরধ্বনিকীচকৈ
মধুমদৈদভ্র মবৈশ্চ মনোরমম।
কৃসুমিতং যমুপেত্য সমাদরা
দগময়ং গময়ন্তি সুরা শ্রমম॥ ৩৭
স্ফটিবতীরমভিস্ফটিক প্রভৈ
র্হিমবরোপলনিঃসৃতবারিভি।
ভবতি যত্র সরঃ পরিবদ্ধিতৈ
শ্চলিতধী, বীত ধীর পয়োধরা॥ ৩৮
কিসলয়ারুণিতাম্বরশোভয়া
বিকসিত স্তবক স্তন নম্রয়া।
প্রমদয়েব ন যত্র ন চঞ্চল
শ্চলতয়া, লতয়া ভ্রমরোহনিশং॥ ৩৯
সুবগণৈরপি যস্য সকিন্নরৈ
গুণবশৈরবরীবিতমেকভিঃ।
স্থিরতরৈ সুতরামুপভুজ্যতে
মধুরিমা, ধুরি, মানযশস্বিনাম॥ ৪০
পরিচলন্মনসাং পুরযোষিতাং
সুমনসামপি যত্র মদাবি॥।
প্রভবতি স্মিতচারুমুখশ্রিয়াং
কলকলোহনাক লোচন বিভ্রমং॥ ৪১

স্ফটিকবদ্বিমলা জ্বলিতৌষধি
প্রস্থমবাভি বিতা শুরুকান্তিভিঃ।
মদবহাঃ খলু যত্র দবীগৃহাঃ
সুমনসাং মনসামপি শোভনাং॥ ৪২
পবিজিতং খলু যত্র হষাননঃ
শ্রুতিসুখস্বনযা নযকোবিদঃ
বিরতভাবতযা ধৃতপুষ্পযা
সবলযে হবলযোর্জ্জিতবিক্রমঃ॥ ৪৩
পবিবভন্ত উদাবধিযং স্বযং
প্রকুপিতাঅপি যত্র মদাবিলাং।
ভযবিকম্পিতচারুকলেববাঃ
মদকলাদবলাদবলাঃ প্রিযম॥ ৪৪
কলপবাঃ পবিলোক্য বিলাসিনঃ
কমলিনীমিব যত্র শিলীমুখাঃ
প্রিযতমাং মুহুবেব মদালসাং
বিচলিতাং চলিতাংশুকপল্লবাম্॥ ৪৫
মদযিতুং মদবর্দ্ধিতবিভ্রমৈঃ
কুসুমিতো ভ্রমবৈশ্চ পতত্রিভিঃ
পবিচিতঃ খলু যত্র দরীচযো
জলমযোঽশ্মমযো হৃদযানপি॥ ৪
প্রণযিনং বভসান্মদগর্ব্বিতাঃ
প্রণযিভি র্বিগতোরুরুষস্ত্রিযা।
উপসপত্ন্যপি যত্র সমুৎসুবং
শুচি বর্ষং, চিরযন্তি, ন যোষিতঃ॥ ৪৭

স্বনদীকমলোৎপলমঞ্জুলা
স্ববধূরিব যত্র শুচিস্মিতা।
লঘু বসা মনসোপি মলাপহা
সকলভা, কল ভাবিত কিন্নরী ॥ ৪

জলধরং ভ্রুকুটীকুটিলানন
বিমুত যত্র মুহুঃ প্রতিগজ্জতি।
স্ফুটশিরোহবিকম্পিতকেশরো
গুরুতরং, কৃত বন্ধিত ভূধর ॥ ৪৯

শিরসি যাবক শোণরুচাং মুহু
যুবতয়ো রত যত্র বিলাসিনাম।
বিফলযন্তি মদাবিললোচনা
ভুজ বগং, জব লজ্জিত সংযতাম॥ ৫০

যস্মিন্নজস্রং দশদো ন, ভান্তি
ন বপ্র দেশে, নব বাগ বক্তাঃ।
ঘনৈবনেকৈর্দয়িতে চ নাৰ্য্যা
নব প্রদেশে, নব বাগ বক্তা ॥ ৫১

মৃগারিপা যত্র ররাররারিপে
সদা, নদন্তি, প্রমুখা ঘনাঘনে।
বনে প্রিয়াভিং সভয়ং ভবন্ত্যত
স দান দন্তি প্রমুখা ঘনা, ঘনে॥ ৫২

অবিত্যরা যত্র, সমাস ভঙ্গা
সমা, সভঙ্গা, ত্রিদশালয়েন।
সস্থাস্থি৩৭াচ্চ, স মাংস মীনা
সমাসমীনাশ্চ মুহুশ্চরন্তি ॥ *৫৩

কান্তাপ্রিয়ে যত্র, সমান মত্তা,
সমানম ভামবসানতাঙ্গী।
বসানতা, হঙ্গীকৃত তাম্র ভাসা,
ততাম্র ভাসাঞ্চিত দেশ লক্ষ্মী॥ ৫৪
শালারকালঙ্কতভাবরন্দং
শালারকালঙ্কতভাবরন্দম।
শালারকালঙ্কতভাবরন্দং
শালারকালঙ্কতভাবরন্দম্॥ ৫৫
ইতি গুরুপবিবাবৈ গৌববোদীর্ণশৃঙ্গং
সুবপুবপবিহাসং চারুভাসং বতীশঃ।
ক্ষবদবসিতবর্ণৈর্গৈবিকৈশ্চিত্রগাত্রং
নবনবমিব মেনে শশ্বদালোক্য শৈলম॥ ৫৬
যুগ্মকম্।

মন্দংমন্দংশিশিবপৃষতৈর্মারুতৈঃকম্পিতানাং
বক্তুবাণৈবিব বিস্ময়বৈঃ স্নিগ্ধভাং পল্লবানাম্।
ধ্যানাবণ্যং নবশশিকলাং মৌলিভূতাং বিভর্ত্তু
স্তোকম্লানস্তিমিতনয়নং পুষ্পবাণো বিবেশ॥ ৫৭

ইতি সতী-পবিণযে মহাকাব্যে শিবাশ্রমাভি গমনো
নামাষ্টমঃসর্গঃ।

——০০(০)০০——

নবমঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ প্রপন্নে মদনে প্রদেশং
তং মাধবোপি স্বগণৈরুপেত্য।
অনুক্তসাহায্যকরো জজৃম্ভে
সমেষু সখ্যং সমমামনন্তি ॥ ১

বিলঙ্ঘ্য শৈলং মলয়ং মনোজ্ঞং
বভূব পৌলস্ত্যদিশং যিযাসুঃ।
প্রালেয়লোভাদিব, চণ্ডরশ্মি
র্নিত্যোপযোগো হি বিরাগমূলং ॥ ২

শ্রীখণ্ডশৈলং রবিরদ্য হিত্বা
কিমন্যতো যাতি গুণোপপন্নম।
ইতীব তদ্গন্ধবহোপি সংশন
কলস্বনৈস্তত্র শনৈর্জগাম ॥ ৩

আস্পৃষ্টগঙ্গাসলিলৈর্মরুদ্ভিঃ
কিঞ্চিচ্চলৎপল্লবহস্তসংজ্ঞাঃ।
কূজৎপতঙ্গাস্তরবস্তমুচ্চৈ
সভাজযাঞ্চক্রুরিবর্ত্তুরাজম ॥ ৪

রবিঃ সমাসাদ্য নবপ্রদেশং
নৃপো নবং রাজ্যমিবাততাক্ষ।
অসহ্যকল্পং সহসা প্রজানাং
প্রতাপমাবিষ্কৃতচারুভাবম্ ॥ ৫

চৈবৈ বিবাৈস্রবচিবপ্রচারৈ
বাজেব সোদগ্রতরপ্রতাপং।
চক্রে তুষাবান্ বিরলানশেষং
ক বানিবোচ্ছেতুমপাবযন সং॥ ৬
হিমানি ভাস্তিস্ম নভোহন্তবালে
ব বঃ কবাৎ পূততবে ন তাদৃক।
তত্বাববোধাদিবশুদ্ধচিত্তে
মমত্ববৃন্দান্যচিরপ্রবৃত্তাৎ॥ ৭
সূর্য্যঃ প্রতিদ্বন্দিহিমং বিজিত্য
প্রভাতকালং বিমলং চকাব।
অযুক্তকাবিত্বমপক্ষপাতাং
সন্ত প্রিযাণামপি ন ক্ষমন্তে॥ ৮
অসহ্যবন্নে বিগতে বমণ্যং
প্রালেযজালে জবনস্থলেষু।
সং যোজযন্তি স্ম সবোজমুদ্ধ্যো
মদেন পূর্ব্বাঝিতমেখলান্তাং॥ ৯
জ্যোতীংষি সর্ব্বাণি তদা নিতান্তং
গতপ্রতিদ্বন্দিতযা বিবেজুঃ।
সুবর্ণখণ্ডানি মনোহপনীতে
সমুজ্জ্বলানীব কচাহনলস্য॥ ১০
হিমব্যপাযেন নিবস্তশীত
স্তাপক্ষবৎস্বেদজলো নৃলোকঃ।
প্রশান্তশত্রুক্ষিতিপ প্রবৃত্ত
দ্বিতীয ভূপাল ইবাকুলোহভূৎ॥ ১১

বিকাশিনানাকুসুমা মনোজ্ঞা
বলধ্বনিঃ কান্তিমতী ববাজ ।
বসন্তকালপ্রবিভক্তবাগা
বনস্থলী ভূষিতসুন্দবেব ॥ ১২
প্রবলজালোদ্দামকান্তিমৎসু
বিশেষশ্চ তশিনীমুখেষু ।
ভৃঙ্গা নিপেতুর্মধুবেক এব
প্রভুশ্চমৎকারবিপর্যাসা ॥ ১৩
আস্বাদ চলাঙ্কুবমেবরীব
পুংস্কোকিল সধুন্ব চুকূজ ।
পীতাবলাবক্ত্রসুধাবসানা
বচো বিশেষামধুর নবাণাম ॥ ১৪
স পঞ্চমাস্তু পবিমাদ্য শশ্বৎ
যং পঞ্চমস্পর্দ্ধিকল চুকূজ ।
পাৰ্শ্বৰুমাবাবৰিকুন্তদেব
ব ব সাঙ্গলগীতকল্পা ॥ ১৫
স ক্তকণ্ঠ সহকারশাখা
নিষণ্ণা ং স্ফুবিতাধব ান ।
বিনম্রমৌলিশ্চলপুদেশে
মধু নামাসন মবাভ্যনন্দৎ । ১৬
বাক্ত্যে নবে সম্প্রতি পুষ্পচাপো
নাবেশ্বব নহি তাশ্চিত্তিং ।
ইতীব গচ্ছন গদিতুম্প্রজাভ্যঃ
মধুপ্রযুক্তঃ পুংস্কুবৃজ ॥ ১৭

বালাকণপ্রখ্যমশোকবৃক্ষঃ
প্রবালজালং সবিশেষকান্তি ।
অসূতপুষ্পঞ্চ সমং সমস্তাৎ,
দদৌ স্মবাযেব নবোপহারম ॥ ১৮
বিশ্লেষিতানাং হৃদযেষু কামে
নামুদদেশং বিনিবেশিতানি ।
ইতীব তেষাং রুধিরৈর্বভূবু-
রশোকপুষ্পাণ্যতিলোহিতানি ॥ ১৯
ন বেবলস্তৎ কুসুমং নবানাং
প্রিযাবতংসীকৃতপল্লবঞ্চ ।
বভূব চিত্তোন্মথনায, চিত্রং ,
পত্রৈঃ শবত্বং বিভবাম্বুভূবে ॥ ২০
প্রবালপুষ্পোজ্জলকান্তিযোগাৎ
পবার্দ্ধ্যশোভাং দুবলা বিবেজুং ।
মুখে প্রদত্তা মধুনেব সাক্ষ
দ্বস্থলীনাং নবপত্রভঙ্গাঃ ॥ ২১
বিনাপি যোষিন্মুখমদ্যলেশং
সদ্যং প্রফুল্লা বকুলা বভূবুঃ
মধুপ্রভাবান্মধুনস্তথাপি
পুষ্পাণি গন্ধং পুপুষু বিশেষম ॥ ২২
পুষ্পোদ্গমং প্রাপ্য নবং সমস্তা
চ্চকাশিরে স্বাধুতরম্পলাশাঃ ।
জিহ্মার্নিখাতা মধুনেব যন্ত্রা-
ন্নবা জযস্তম্ভচযঃ স্মরস্ত ॥ ২৩

প্রবাল-বিস্পর্দ্ধি-পলাশরাশিঃ
প্রবালিনী নূতনপুষ্পরম্যা ।
বনস্থলী বালবধূরিবোচ্চৈ-
রক্তাংশুকা রাগবতী রবাজ ॥ ২৪

দ্বিরেফ-কালাগুরু-পত্রভঙ্গা
স্ফুরৎপ্রবালা নবপুষ্পশোভা ।
স্পৃষ্টা কথঞ্চিন্মলয়ানিলেন
সতী পরেণেব লতা, চকম্পে ॥ ২৫

আমোদ সন্তর্পিত-কামিলোকা
নব-প্রসূন-স্মিত-লোভনীয়া ।
বাতাহতা, কিঞ্চিদিব প্রকম্পা
কংসপুলা নো মদয়াঞ্চকার ॥ ২৬

সরাংসি চারুস্ফটিকপ্রভানি
রেজুর্ভৃশং স্বামবসপ্রকাশৈঃ ।
শমাদিশুদ্ধাদিপবৈর্মুনীনাং
জ্যোতিঃপ্রবোহৈরিব মানসানি ॥ ২৭

শ্রুতিপ্রমোদস্বনচারুকান্তি
র্বসন্তকালোচিতচঞ্চলা চ ।
কৃতপ্রযত্না মধুপানমত্তা
বোলম্বমালাম্বুজমাললম্বে ॥ ২৮

যথানুবক্তো জলসংস্থিতায়া
মলির্নলিন্যাং, নতথা কিমস্যাম্ ।
ইতীব রোষাদ্বিসিনী স্থলস্থা-
বিখণ্ডিতা মার্দবমুম্মোমোচ ॥ ২৯

সুজাত-কিঞ্জল্ক বিশেষ-রম্যঃ
মধুব্রিরেফোজ্ঝিতচারুকান্তি।
সুবর্ণ-বর্ণ-প্রতিমেখি পুষ্পং
বনশ্রিয়োঽস্যাভরণঞ্চকার ॥ ৩০
বনশ্রিয়ঃ প্রস্ফুটচারুহাস্যে
প্রবালরাগারুণিতাধরোষ্ঠে।
মুখে বসন্তেন বিশেষযত্না
দ্বিরচ্যমান স্তিলকো ররাজ ॥ ৩১
লগ্নালিবৃন্দোজ্জ্বলচারুলক্ষ্মা
বিলাসিনীনাং বিলসন্মুখশ্রীঃ।
শশাঙ্কবিম্বপ্রতিবিম্বকল্পো
ন মন্দ-কুন্দ স্তবকো জজৃম্ভে ॥ ৩২
নবপ্রবালদ্বিগুণীকৃতশ্রীঃ
স্বয়েঽপি বাতেঽধিকচঞ্চলঃ সন্।
বিলাসিনঃ ক্লান্ত্যপনোদনায়
চলক্রমঃ সম্ভ্রতমাজুহাব ॥ ৩৩
পরার্দ্ধ্যবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ প্রযত্নাৎ
যথাপ্রদেশং বিনিবেশভাগ্‌ভিঃ।
মধুর্বিলাসী প্রমদামিবোচ্চৈ
র্বনান্তলক্ষ্মীং সমলঞ্চকার ॥ ৩৪
অপাঙ্গসঙ্গা মধুলোভনীয়া
চলৎপরাগাচ্চ সমর্দ্ধরাচ।
গন্ধোদ্গমান্ধীকৃতষট্‌পদালি-
র্বনস্থলী সাধুতরং ররাজ ॥ ৩৫

কালোচিতব্যক্তসমস্তভাবঃ
সমন্ততং শান্ত জনাস্তরাবং ।
বিলাসিলোকস্ত বিশেষকান্তঃ
ক্রমাদ্বসন্তোৎসব উজ্জৃম্ভে ॥ ৩৬

ভূর্মৌবিবেজুর্বলিকর্ম্মলূনা
ইতস্ততঃ কিম্পূরুষাঙ্গনাভিঃ ।
নামাঙ্কবাঙ্কাইব নির্বিশঙ্কা
লগ্নালযশ্চূতশরাঃ স্মরস্য ॥ ৩৭

বাতেরিতৈঃ কীর্ণতরাবজোভি
র্যযে চহুশাঙ্কা লসদন্দলেশা ।
বিলাসিনাং কিঞ্চিদিবাবিলশ্রী
র্দিনান্তলক্ষ্মী বতযে তথাপি ॥ ৩৮

হিমাল্পকত্বাদ্বিশদপ্রভানি
কিঞ্চিৎ সমুৎসারিতসিক্থকানি ।
বালপ্রবালারুণিতাধরাণি
কান্তানি রেজুঃ প্রমদামুখানি ॥ ৩৯

সুধাংশুবিম্বোদযপাণ্ডুবাস্যা
বিমূল্য তারাভরণপ্রকাশা ।
বালপ্রবালাবলিবীজিতাপি
ক্রমেণ বাত্রিস্তনুতাস্তুতান ॥ ৪০

বিশেষতঃ প্রোষিত ভর্ত্তৃকানাং
নিতান্ত চিন্তাকুলিতান্তরাণাম ।
আবিষ্কৃতাষাম তমা ত্রিযামা
কৃশাপ্যনল্পং ক্রমমেব চক্রে ॥ ৪১

বিসেন বৃত্তিং পরিকল্পয়ন্তো
বিযোগিলোকা ইব চক্রবাকাঃ।
লীলাবিলাসাঃ কমলালযেষু
তস্থুঃ স্ত্রিয়াভিঃ প্রমদোত্তমাভিঃ ॥ ৪২
বল্লী নু কল্পদ্রুম মঞ্জরী নু,
নারী নু, পদ্মত্রযপদ্মিনী নু।
ইতীব লোলা যুগপৎ দ্বিরেফা
যোষিৎসু পেতুর্ধৃতপুষ্পিকাসু ॥ ৪৩
হিমব্যপাযাদ্বিগতান্তরাযে
বসন্তকালে শশিমণ্ডলেন।
লঘুপ্রকাশেন বিলাসিনীনা
মদৃষ্টপূর্ব্বঃ স্মর উদ্দিদীপে ॥ ৪৪
লতাবধূনাং মধুপানমত্তা
জগুঃ কলং লোলতরা দ্বিরেফাঃ।
কান্তাধরাস্বাদনিতান্ততৃপ্তা
বিলাসিন স্তদ্‌গুণমালপন্তি ॥ ৪৫
প্রফুল্লপুষ্পাং সহকারশাখাঃ
সিষেবিষুং ভৃঙ্গমনঙ্গতুল্যা।
মধুপ্লুতা, লোলবিলোচনান্তা
কান্তানুমেনে মদবিহ্বলাপি ॥ ৪৬
আবদ্ধ পৌষ্পাসব পানরম্যা
প্রবালরাগং বসনং বসানা।
বিলাসিলোকাকুলিতা বনশ্রীঃ
প্রসূনমালা রমণীব রেজে ॥ ৪৭

স্মরানলেন জ্বলিতেন সদ্যো
মধুপ্রভাবোপনতোদয়েন।
স্তনান্তরং সুভ্রুবিবাঙ্গনানাং
পুনঃ পুনঃ স্পন্দনমাজগাম ॥ ৪৮

অথপ্রিযোপাত্তরসা প্রকামং
মধু, শ্রমঘ্নং মধুরং মদাঢ্যাঃ।
মুদাপিবন্তিস্ম সমানতাঙ্গ্যো-
বিরিক্তপদ্মালিসমাকুলান্তাঃ ॥ ৪৯

বালাতপে তামরসে তদানীং
প্রিযামুখে ব্যক্তসুধাময়ে চ।
বিলাসি-লোকস্য গুণোত্তরত্বাৎ
আসীৎ দ্বযোস্তুল্যরসোঽনুরাগঃ ॥ ৫০

বালপ্রবালেষু সুরাম্মুদারাং
নিধাপযন্তী সমকান্তিযোগাৎ।
অজ্ঞাতসংবর্দ্ধিতপানপাত্রা
ত্রপাকুলা কাচিদনাবিলাক্ষী ॥ ৫১

সখীসমক্ষং দযিতেন সাক্ষাৎ
কৃতোপহাসা রসগর্ভমেব।
জগাম বৈমুখ্যমলক্ষ্যহেতু-
কদ্যেতি মানঃ সহসৈব যূনোঃ ॥ ৫২

যুগ্মকম্।

মুক্তাফলস্পর্দ্ধি, মদালসাযাঃ
জালং জলানাং শ্রমনিঃসৃতানাম্।
মুখে প্রিযাকর্ষণলক্ষ্যমাসীৎ
মনোহরং নাম মনোভবস্য ॥ ৫৩

কলোত্তরাং বাচমবালকেন্তা
মদো বলীবান্ স্খলযাঞ্চকার ।
প্রিযস্ততোঽস্থা মুমুদে মদান্ধঃ
ন কামিলোকে কিমিবানুকূলম্ ॥ ৫৪

প্রিযামুখস্যন্তমনোবিনেত্রঃ
কশ্চিত্তদীযং মধুনির্ব্বিবেশ ।
ব্যতিক্রমোদ্দীপিততীব্রমন্যো-
শাপাগ্নিমুচ্চৈর্ম্মুনের্ব্বিবেদ ॥ ৫৫

অপথ্যসেবীব মহামযাবী
কামীব বাজ্ঞাং প্রিযদাবগামী ।
তদাত্বমত্যল্পসুখায দুঃখং
মোহান্ধচিত্তো মহদভ্যুপৈতি ॥ ৫৬

গুর্ব্বৌ বিকাবে মদিরেক্ষণানাং
জলে বিলাসোদাযিতাম্বিতানাম ।
বভূব সংপ্লাবনকীর্ণপুষ্পে
বিঘট্টিতব্দন্দচরাগুজালৌ ॥ ৫৭

প্রক্ষালিতৈঃ কুমকযপত্রভঙ্গ
গৌবোচনাভিশ্চ গবিৎ পরীতা ।
অভ্রৈঃ কবৈর্ত্তানুমতশ্চ তাম্রৈঃ
ববাজে সাক্ষাৎ কপিশেব সন্ধ্যা ॥ ৫৮

ধৌতাঙ্গবাগা লসদার্দ্রবস্ত্রা
বিলক্ষমানাবযবা রমণ্যঃ ।
মনাংসি জহ্রুঃ, সমুদেতিত্তাসাং
তথাবিধানাং সবিশেষশোভা ॥ ৫৯

ছন্ন বিগাহমান
মপূর্ববনাদবপিনং গণানাম।
প্রভাবতঃ সংযতভাবজাতং
তোযান্তরে বিম্বিতবদ্বভাসে॥ ৬০
স্মরস্ত সাশঙ্কমনুপ্রবিষ্টো
হরাশ্রমং পাপহরং চিরেণ।
ক্ষরত্তুষারোক্ষিতবৃক্ষসংঘং
মধ্যে মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলাঢ্যম॥ ৬১
তপস্বিভিঃ সন্নশরীরবন্ধৈ
সমং বনৌকোভি রনোকহানাম।
পুষ্পোদ্গমাদ্যুৎবিহঙ্গবৃন্দৈ
রাকীর্ণমভ্যর্ণবিরূঢ়শষ্পম॥ ৬২
সন্ধ্যাদ্বযে বর্দ্ধিতহোমধূম
স্নিগ্ধসানধ্বনিধীবনাদম।
ধর্ম্মাণ সাক্ষাদিব বক্ষ মাণং
ছলাদেহাদ্রস্য সুধাসিতস্য॥ ৬৩
উপান্ত সংজ ত জলপ্রপাত
কল ধ্বনি শ্রোত্র মনোভিরামম।
ফলানপেক্ষৈ মুনিভি পবীতং
বাদরাগঞ্চ বিরাগমূলম॥ ৬৪
আন্দোলিতানাংকলভৈঃ সলীলং
প্রবৃদ্ধসানা সবনদ্রুমাণাম।
পরার্দ্ধ্যগান্ধোত্তরমারুতেন
বীতশ্রমং, স্পর্শবতাশ্রমেপি॥ ৬৫
কুলকম্।

মৃগাঙ্কমৌলিং স, দদর্শ সাক্ষাৎ
সমাধিভিং কিঞ্চিদিবাধিগম্যম।
স্বয়ং সমাধায মনঃ সমাধিং
তপশ্চরন্তং তপসোপি মৃগ্যম॥ ৬০

গঙ্গোর্ম্মি ধৌতোপলভিত্তিভাগে
সুখং সমাসীনমনূনসত্ত্বম।
দেবদ্রুমেবিম্বিততাপলেশং
নন্দীশ্বরাসন্নতবপ্রদেশম॥ ৬১

লক্ষ্যপ্রদেশপ্রহিতেক্ষণত্বা
দনাবিলং বালমৃগাঙ্কলেখাম।
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলোক্ষিতাঙ্গীং
জ্যোতিষ্মতীং স্নিগ্ধতমাং দধানম॥

অসঙ্গলং সোমমিব প্রকম্প
শূন্যং শবমেঘমিব প্রকাণ্ডম।
শৈলাৎপবিদস্টমিবান বা ণ
বস্পৃষ্টমাপাণ্ডুবণগুশৈলম॥ ৬৯

কলাপকম।

ততস্তমালোক্য তপোনিধা
শুদ্ধেন্ধনং বহ্নিমিব জ্বলন্তম।
সন্নাতুমিচ্ছন্নপি পুষ্পধন্ব
স্রোতস্তু ণাপ্রপ্রতিমশ্চদম্পে॥ ৭

তদাস্পদাৎ কম্পিতদেহযষ্টি
শ্চচাল লোলেক্ষণ লক্ষ্যঃ সঃ।
ব্যতিক্রমং লোকধিযামতর্ক্যং
বিশেষতো বেদ সদাত্তবাত্মা॥ ৭

মৃগব্রজৈঃ কিম্পুরুষৈশ্চ সিদ্ধৈ
রধিজ্যধন্বা মদনস্তথাপি ।
আবত্তসংলম্বিতবৃক্ষকল্পঃ
ক্ষণে ক্ষণেঽলক্ষ্যত লক্ষকৈস্তৈঃ ॥ ৭২

ক্রমেণতস্মিন্মধুনা চ বত্যা
লক্ষাবকাশে চিরবদ্ধমূলে ।
তৎকাননং সোৎকসমস্তসত্ত্ব
মপূর্ব্ববৎ সর্ব্বমথাপ্যলক্ষ্যে ॥ ৭৩

সকিন্নরৈরপ্সরসাং গণৈশ্চ
পুরস্কৃতোদগ্রবিকারবৃন্দম ।
বিলোক্য লোকোত্তরশক্তিকৈশ্চ
র্ম্মনোরথং সিদ্ধমিবামমর্শ ॥ ৭৪

তপস্বিনো বীক্ষ্য বিলক্ষণন্তং
ঘোরস্তপোবিঘ্নকরং বিকারম ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বেপ্যজিতেন্দ্রিয়াস্তে
ক্ষণং বভূবু বিফলপ্রযত্না ॥ ৭৫

হরস্তু তস্মিন্নপি নির্বিকল্প
স্তথৈব তস্থৌ মনসঃ সমাধৌ ।
শক্রোত্থযস্কান্তময়ঃ সকাশা
চ্চিরাদপাবর্ত্তয়িতুং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৭৬

ব্রজন্তি চেৎ সংযমিনোপি কালে
কৃপালবাদৃষস্থ জিতেন্দ্রিয়ত্বম ।
তস্থেন্দ্রিয়ার্থাঃ শতশ প্রযুক্তাঃ
কুর্ব্বন্তু ভানোরিব বিস্তমাংসি ॥ ৭৭

কর্ত্তুং স সাক্ষাৎ ক্ষণলক্ষলক্ষ্যো
নগাবযন্নাত্মবশে তমীশম।
স্মবঃ প্রণাল্যা যতেস্ম তস্মৈ
ধন্বং গ্রহোদুষ্টইবান্যবিঘ্নৈঃ ॥ ৭৮

সমাধিনির্বন্ধসুহৃর্নীবীক্ষ্যং
সুগন্ধিবেণুপ্রচুবৈর্মরুদ্ভিঃ।
কামস্তমত্যন্তসুখৈঃ সিষেবে
কবৈবিবান্যোনব লোকপালম ॥ ৭৯

ধ্যানাবসানে সমৃগাঙ্কমৌলেং
পুরোমৃগদ্বন্দমনিন্দিতাত্মা।
অলক্ষিতো লক্ষণলোভনীযং
পবস্পবং সঙ্গমযাঞ্চকাব ॥ ৮০

অপাঙ্গলীলাঃ কমলেক্ষণানাং
সিদ্ধাঙ্গনানাং মধুবা বিধিজ্ঞঃ।
সমক্ষমীশস্য সমক্ষতাত্মা
স, কাবযামাস শবৈবজস্রম্ ॥ ৮১

সংশৃন্বতঃ কিন্নবসুন্দবীণাং
মদালসানাম মদালসস্থ।
গণংগুণোদীর্ণবসং বসজ্ঞঃ
স গাপয়ামাস বিশেষদর্শী ॥ ৮২

ক্রিয়াভিবব্যক্তযলাভিরেবং
চিবাযনোদ্বেগমিযায কামঃ।
প্রকামমুৎসাহ নবীকৃতাত্মা
স কোপি সর্গোধ্যবসাযমূলঃ ॥ ৮৩

কালেনোচ্চৈঃ স্বল্পশঙ্কাকলঙ্কঃ
সজ্যং চাপং জৈত্রমুদ্যম্য কামং ।
আকর্ণান্তং কৃষ্টবাণৈর্গণনাৎ
ক্ষোভং নিন্যে প্রত্যুদগ্রং মনাংসি ॥ ৮৪
যমিনাংহৃদয়ংবগাহ্যপশ্চাৎ
স চকার প্রতিপন্নবাগলেশম্ ।
নন্বদৈবমতীবদুর্নিবারং
গুণরাশিং সহসা করোত্যধস্তাৎ ॥ ৮৫
গিরিশঃ পরিতঃ প্রমুগ্ধসত্বং
বিপিনস্তন্মনসা মুদা সসংশ ।
ভবিতব্যতয়া নিধিযতেঽর্ব্বা
পদমুচ্চৈ র্গহনেষ্বপি স্থলেষু ॥ ৮৬
ঈশ্বরস্য মনস স্বগুণেষু
প্রেমলেশমনুভূয় মনোভূঃ ।
প্রীতিমাপ পরমাং গুরুকর্ম্মা
সিদ্ধিমূলকলনাম্মুদমেতি ॥ ৮৭
শম্ভোরেবংভাবমবেক্ষ্য ক্ষতভীতি
র্ভূযশ্চক্রে চারুবিলাসংদ্বিগুণং সঃ ।
প্রাপ্তছিদ্রঃ কাঙ্ক্ষিতসিদ্ধিপ্রতিসর্ব্ব
সর্ব্বপ্রাণৈঃ সংযততে খলুলোকঃ ॥ ৮৮
উৎসাহপূর্ণমনসা, মনসাপ্যধৃষ্যং
কামঃ ক্রমেণ গিরিশং ভৃশমাচকর্ষ ।
অপ্যুৎকটায় চপলেতরকালবিদ্ভিঃ
সম্যগ্বিবিচ্য বিহিতো হি নয়ঃ ফলায় ॥ ৮৯

প্রান্তে পুবন্নত তথাবিধ বিক্রমোপি
মেঘো মহানিবস লোকবিজৃম্ভিতাত্মা।
সাক্ষাৎ শশাক মকদেশইবেশ্বরে ন
স্বাত্মপ্রভাব ললিতপ্রতিলম্ভনায়॥ ৯০

ইতি সতী পবিণয়ে মহাকাব্যে মদন বিলাসো
নাম নবমঃসর্গ ।

——০ (০)০০——

দশমঃসর্গঃ।
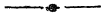
ইন্দুমৌলিগতমানসা সতী
বিপ্রলম্ভপরিলম্ভিতত্রপা।
সা তথা বিপুলদুঃখবিহ্বলা
কালমল্পমপি বন্ধমন্যত॥ ১

যঃ শিবেষু পরিলক্ষ্যতে লঘুং
স্যাদগুরুঃ স সুতরাং শিবেতরে।
ওষধীশরহিতা নিশীথিনী
দীর্ঘতামিব গতা বিভাব্যতে॥ ২

ক্লিশ্যমানকরণা মুহুর্মুহু
স্তপ্যতেস্ম বিবসাংস্তকঞ্চনা।
চন্দনস্য মরুতা বিঘট্টিতা
সা লতেব, ললিতক্রমোচিতা॥ ৩

সাভিষঙ্গবিমনা মনস্বিনী
নৈবমিত্রবচসা সমাস্বসীৎ।
জায়তে হি বিরহে গুরুব্যথং
চিত্তমন্যদিবমন্যুবিহ্বলম্॥ ৪

সা নিবদ্ধবিতচিত্তবৃত্তিকা
লুপ্তবাহ্যকরণাবলিক্রিয়া।
শঙ্করস্য চরিতে দিবানিশং
মানসং বিচরবে স্মরেষুণা॥ ৫

সম্মতস্য মনসাপি চিন্তনং
বাগিনাং লঘযতি ব্যথাবলিম্।
তুষ্যতি ভ্রমিতভোগিনোজন
শ্চন্দনস্য ননু গন্ধমাত্রত° ॥ ৬
তৎসমাধিলবমূর্চ্ছিতচ্ছবি
বর্দ্ধমানতমসা পুন° সতী।
ম্লাযতিস্ম চপলোদযা ক্ষণং
মেঘজালমলিনেব শর্ব্বরী ॥ ৭
কেনচিচ্চ নযযৌবপ্রতিকথা°
বারণেন বিবহে হবস্য সা।
ফুল্লচূত মববন্দ যোলুপা
নৈতি তৃপ্তিমপরেণ ষট্পদা ॥ ৮
স্ব ন এব নবন্দব শোভনঃ
বা কথা স্বস্মুষুপ্তিগোচবা।
মোচ এব বিবহান্তবাপহ°
প্রাগমৎ প্রণযিতা নতভ্রব ॥ ৯
সা সদৈব সতিশম্মদে পদে
দৃযতে স্ম বিবহে হবস্প্রতি।
নূতনংহি সুখিনামমঙ্গল°
সন্দুনোতি লঘুলাঘবোজঝিতম ॥ ১০
সৈ° হিকেযপবিবিম্বিতাংশুকা
পার্ব্বণস্য শশ্মলাঞ্ছনস্য সা।
নিম্নগাকুমুদিনীব বঞ্চিতা
নো বরাঙ্গ বৃষবাজকেতুনা ॥ ১১

সা, করেণ কচিবত্যমেষ্যতী
শঙ্কবস্থ তবণেৰিবাদিতঃ।
যাবতিস্ম দিবসোদবা বিধো
ধূসবেব মলিনচ্ছবিঃ কলা॥ ১৪
সংবিচিন্ত্য মনসা নিবন্তবং
নান্যলভ্যমবলাত্রিলোচমম।
একমেব স্নুতপস্তপস্বিনী
নির্নিনায কবণং মনোবথে॥ ১৩
বাচ্যতা বিবহিতে সমীহিতে
সাববাদমবদাতকাঙ্ক্ষিতা।
আচকাঙ্ক্ষ, চপলেক্ষণা পিতু
মাতুবেব মতিমাত্রবষিতা॥ ১৪
তাতযোবনুমতিং শুভেপি সা
কর্ম্মণিস্ম বহুমন্যতেশুভা।
শুদ্ধবৃত্তনযাহ্যপেক্ষতে
আবিবাহমনুসাশনং গুবোঃ॥ ১৫
এতদেব মহিতং মহীযসা
মীদৃশেপি যদ্দুতান্ত্বিতা।
সর্ব্বদাহ্যবিচলাং মণীষিণো
বৃত্তমেব পবমং প্রচক্ষতে॥ ১৬
সাতিবেলমবলা সমাকুলা
স্বালিবক্তবচনৈবষাচত।
তাতমেবমপিমাতব, মিথ
শ্চন্দ্রমৌলিভবলাপ্তবাতপ॥ ১৭

গূঢমস্য রুবণং ন জগ্মতুঃ
কামমেব খলু দেবনোপমম্ ।
বালতাবিলসিতং তদিত্যুভৌ
মোদমেত্য সদযং বিবেদতুঃ ॥ ১৮

তাতমাতৃবচনাদনন্তরং
সা সমাধিমবলম্ব্য নিশ্চলাম্ ।
সংযতা চ নিযতেন্দ্রিয়াণ্যহং
সঞ্চচার কিল দুশ্চরং তপঃ ॥ ১৯

ইন্দ্রনীলরুচিবিন্দ্রবন্দিতা
সান্দ্রনীলকুমুদাবলীব সা ।
দুশ্চরেণ তপসা বিপর্য্যযং
রোচিষেব নচিরাদ যযৌ রবেঃ ॥ ২০

নির্ম্মলঃ প্রণয এব লাঘবং
ক্লেশজালমখিলং নযত্যপি ।
যৎ শিবীযমুদুরপ্যসৌ মুদা
প্রত্যপদ্যত সুদুশ্চরং তপঃ ॥ ২১

সাহসহিষ্ট তপসামসংশযং
ভাস্করস্য মহসামিবানিশম ।
পদ্মিনীব পরিণামমঞ্জুলং
নিষ্প্রকম্পকরণা ব্যতিক্রমম্ ॥ ২২

সা হরস্য বিরহে যদা তপো
দুশ্চরঞ্চ চরিতুং প্রচক্রমে ।
শঙ্করং কমলজো হরিস্তদা
দ্রষ্টুমুৎকমনসৌ বভূবতুঃ ॥ ২৩

হংসযানমধিরুহ্য সুন্দরং
শোণপদ্মরুচিরারুণপ্রভং ।
পন্নগারিমপরশ্চ জগ্মতুং
শৈলরাজমতুলং প্রিয়াসখৌ ॥ ২৪
তৌ ররাজতুরুপত্যকাগতৌ
লব্ধশৈলসুষমোজ্জ্বলেক্ষণৌ ।
তত্র গোত্ররুচিরুন্মোষতে
লক্ষ্যতে চ নববৎ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ২৫
পাদবৃন্দপরিবেষ্টিতঃ পরং
পর্ব্বতাধিপতিরেষ, যুজ্যতে ।
এবমেব বিধিনা বিতৃপ্যতা
মাধবেন চ বিলোকিতোঽচলং ॥
গন্ধমাদনগিরির্যথার্থতো
বন্যগন্ধনিবহৈর্মনোহর ।
জম্বুচেব মুনিবাসপাবনং
পাবনোপবনতামিবাযযৌ ॥ ২৭
ইত্থমেভিরপরৈশ্চ বস্তুভি
স্তৌ প্রসন্নমনসৌ ননন্দতুং ।
মন্দমন্দগতিনা নভস্বতা
সেবিতৌ লযবতারমোদকম ॥ ২৮
যুগ্মকম ।
কিংগিরেগুর্ণপরম্পরা গিরা
বর্ণ্যতে যমবলোক্য লোককৃৎ ।
আত্মনৈব পরিনির্ম্মিতং মুদা
বিস্ময়স্তিমিতলোচনঃ স্থিতঃ ॥ ২৯

পুষ্পরেণুপাবিপীড়িতেক্ষণৌ
তৌ বিশেষমুদিতাবপশ্যতাম।
পশ্যতামভিমতামুপত্যকা
দেশচারুবিলসদ্বনশ্রিয়ম ॥ ৩০
আতপত্রনিকরৈ রিবোল্লস
দ্বালবশ্মিপতিতুল্যপল্লবৈ।
চারুদণ্ডনিবহৈবিবাহিত
প্রাপ্তপুষ্প লঘুবল্লিভিদ্রু মৈ ॥ ৩১
আত্মবাসভবনৈর্বিবাম্বিতাং
ফুল্লপুষ্পময়ভক্তিচারুভিঃ।
চঞ্চলালিকলিতৈঃ সুগন্ধিভি
র্মন্দমন্দপবনৈর্লতাগৃহৈঃ ॥ ৩২
হৈমবিন্দুবৃতহারবিভ্রমা
বীতরাগমনসামপীপ্সিতাম্।
বল্লিবাহুমুপশল্যধাতুভি-
শ্চিত্রিতং বিশদমম্বুজোৎপলাম্ ॥ ৩৩
কুঙ্কুমাগুরুযবাঙ্কুবাম্বিতাং
পল্লবারুণকরাং কৃতক্ষণাম্।
সঞ্চরদ্গুরুমদোদযাবিলাং
কামিনীমিব মনোরমাং মিথঃ ॥ ৩৪
কুলকম্।
সংনিবীক্ষ্য সুষমামথেদৃশীং
তত্রতত্র ভৃশনন্দিতান্তরৌ।
ধাতুবস্তুনিকরৈরলঙ্কৃতাং
তৌ বিচেরতুরুভাবধিত্যকাম্ ॥ ৩৫

তত্রহৈমশকলানি জাহ্নবী
মূর্দ্ধ্নিভিনিজরুচীনি নিম্নতীং ।
ঈর্ষ্যযেব পরিদৃশ্য হর্ষিতৌ ।
জগ্মতুর্হরতপোবনান্তরম্ ॥ ৩৬
চন্দ্রমৌলিবিপিনে বিশেষতঃ
সান্দ্রকান্তিনিচিতে চতুর্মুখম্ ।
দত্তচক্ষুরথ পক্ষিবাহনঃ
সঞ্চচক্ষযিদমক্ষতং বচঃ ॥ ৩৭
পশ্য, তালতরুভিঃ সমস্তত-
স্তোরণস্থরুচিবধ্বজৈরিব ।]
উল্লসচ্ছবিলযূপশল্যকং
যাতশল্যমমলস্তপোবনম্ ॥ ৩৮
আতপেন তপনস্য তাপিতান্
সংবিলোক্য মহিতাং স্তপোধনান্ ।
উল্লসৎকিসলযৈ র্দযালুভি-
র্নমেভিরুপসংবৃতং নভঃ ॥ ৩৯
শান্তমেব সকলস্তপোবনং
নাস্তি তত্র কিল তাপকারণম্ ।
ইত্যকাবি তরুভির্দ্ধ তত্রতৈ-
রাতপস্য বিরহোঽথবাঞ্জবম্ ॥ ৪০
প্রান্তমস্য মহিতং সমুজ্ঝিতৈ-
র্বন্যধান্যশকলৈ র্ললামভিঃ ৭
আশ্রমোন্মুখবিহঙ্গমোচিতৈ-
রাতিথেযনিপুণৈস্তপোধনৈঃ ॥ ৪১

পশ্য, ফুল্লকমলালয়ে জলে
মন্দমন্দমমিলেন চঞ্চলে
বল্লভাভিরপি যন্তি ন দ্বিজাঃ
শ্চাপলং, নচপলস্তপোবনম॥
মুক্তচারুকুসুমৈ র্মহীরুহা
বদ্ধপত্রনিকরাঞ্জলিব্রতাঃ।
বাতধূতশিরস ত্রিশূলিনং
পূজয়ন্তি পতগস্বনা ধ্রুবম॥ ৪৩
ধাতুজাতশবলাং শিলোচ্চয়ে
প্রেক্ষ্য চারুবিমলোপলপ্রভাম।
কৃষ্ণসারনিকরা মদোদ্ধতা
ভ্রান্তিলোলমনসো ভ্রমন্ত্যমী॥ ৪৪
হোমধূমমলিনা দিনে দিনে
পল্লবাশ্চলয়ঃ পলাশিনাম।
বাগমুজ্ঝতি, বাগবর্জ্জিতং
চক্ষতে হি করযস্তপোবনম্॥ ৪৫
নূনমেবমথবা মলাপহৈ-
র্নির্ম্মলেষু নিযমৈর্ব্বিশেষতঃ।
তাপসেষু বিরলস্থিতি র্মলঃ
পল্লবেষু ভৃশমেষু তিষ্ঠতি॥ ৪৬
আলবালমভিতো মদদ্বিপাঃ
বর্দ্ধয়ন্তি মদবারিভিঃ সদা।
ফুল্লপুষ্পকবট ক্ষণোদয়া-
গাঢমেষু মধুপাঃ সমাসতে॥ ৪৭

বল্কলপ্লব বষাবিতোদকং
বাতবা জলচবাঃ পতত্রিণঃ ।
ক্লেশসন্নবপুষঃ পিবন্ত্যমী
স্তোকমেব বিবসং ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪৮
চারুগন্ধি চরু হব্য বর্দ্ধিতো
বক্র বাত পবিবীজিতোঽনলঃ ।
সন্তনোতি মহিতং গুণং ভুবঃ
পাবযন্নিব বনে, বনেচবান্ ॥ ৪৯
বর্হি বর্হ পবমান শীতলাঃ
সংবিশন্তি ফণিনো যথাসুখম্ ।
শীলমন্যদিদমন্যদিত্যলং
সংশযেন , ননু বিদ্যতে তপঃ ॥ ৫০
গৌবিকাদিচিতমগ্রসংশ্রযাৎ
গণ্ডশৈলমবলোকয চ্যুতম ।
পীতচারুমদিবামদাবিল
শ্রোণিশালিসুকপোলপাটলম ॥ ৫১
পশ্য চিত্রমপবং শিলোচ্চযে
শৈলবৃন্দপবিবন্দিতোদযে ।
জাতরূপনিকবাকবে পবং
বত্নমত্র বহুশঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ৫২
স্ফাটিকেচ পবমশ্মনি স্ফুবৎ
পদ্মবাগমণিবত্নমূর্চ্ছতি ।
যুক্তরূপমনুযাতি সর্গতো
বস্তুজাতমিতি হি প্রচক্ষতে ॥ ৫৩

পদ্মবীজকৃতমালমেকতো-
বম্যহৈমকববস্তথৈকতঃ।
জগ্মতুর্গতমনঃক্লমৌ ক্রমাৎ
ধ্যানবেশ্ম গিরিশস্ততাবুভৌ॥ ৫৪
তত্র হৈমশকলে শিলাতলে
ব্যাঘ্রচর্ম্মপিহিতে কৃতাসনম।
তৌ বৃষাঙ্কমমনাত্মসংস্থিতং
পশ্যতঃ স্ম মনসোপ্যগোচবম॥ ৫৫
কিঞ্চিদুদ্ভুতবলেতেবঙ্কণং
লক্ষ্যবন্ধঋজুলম্বিতাংসকম্।
জ্যোতিবামপগমাদনাবিল
বালচন্দ্রকিবণৈলসম্মুখম॥ ৫৬
শ্বাস[illegible]মনিকদ্ধমাকৃতং
তাম্রকল্পকবপল্লবদ্বয়ম্।
শণ্ডশৈলমিব গৈবিবাঙ্কিতং
নিষ্প্রকম্পমচলেন্দ্রবিচ্যুতম্॥ ৫৭
বিশেষকম।
তাবুভৌচ তদবাপতু গৃহং
শঙ্কবশ্চ বিববাম যোগতঃ।
আদিদেশ নযনান্তস[illegible]জ্ঞয়া
নন্দিনং স তরুণেন্দুশেখবঃ॥ ৫৮
নন্দিনোপনতমাসনদ্বযং
সুন্দবং ত্রিদশবৃন্দবন্দিতৌ।
তৌ বিলোক্য মুদমাপতুঃ পবাং
সৎকৃতির্হি মহতাং সমৃদ্ধযে॥ ৫৯

তে বিভজ্য জগতঃ ক্রিয়াক্রমং
স্বাধিকারনিকরেষু তৎপরাঃ।
রেজুরেত্য মিলিতাঃ পরস্পরং
কোবদণ্ডবিনয়া ইব ত্রয়ঃ॥ ৬০
অংশুভিঃ শবলিতাললামভী
রেজিরে চ্ছুরিতগাত্রযষ্টয়ঃ।
একবর্ণমিয়তো ন ভিন্নতাং
খ্যাপয়ন্ত ইব তে পরস্পরম্॥ ৬১
তৌ বিনন্দ্য বচসা যথোচিতং
সুপ্রসন্নবদনো বৃষধ্বজঃ।
নিঃস্পৃহোপি গমনপ্রয়োজনং
নান্বযুঙ্‌ক্ত ন, স, নিঃস্পৃহাবপি, ৬২
বাসুদেবপরিবোধিতো বিধিঃ
সংজগাদ, বদতাম্বরো হরম্।
তম্পুরেব নিয়তিপ্রণোদিতো
দ্ব্যক্ষরং রুচিরমাদিপূরুষঃ॥ ৬৩
একএব গুণভেদকল্পিতং
দেহভেদমবলম্ব্য বিন্দতি।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরশব্দমীশ্বরং
শূরসোমশুচিশব্দবন্মহঃ॥ ৬৪
সপ্রয়োজনতয়া বিভিন্নতা
মাগতা বয়মভিন্নরূপিণঃ।
সত্ত্বমূর্ত্তিরজএব পালকো-
মৎস্যকূর্ম্মমুখদেহবানিব॥ ৬৫

তদ্বিভক্তমহমেবচ প্রভো।
পালযাব ইহ যৎ প্রকল্পিতম।
স° যতেন্দ্রিযগণোবিনিশ্চলাং
ত্বংসমাধিমবলম্ব্য তিষ্ঠসি ॥ ৬৬
স্বপ্রযোজনবিপর্য,যেতুনে
নিষ্ফলঃ খলু কালববগ্রহঃ।
দেবপিত্রতিথিবেদবর্জিত
প্রাণিনোবিবলবান্ধবস্য বা॥ ৬৭
লোকবৃত্তপবিপালনাযন
সর্ব্বদাতদভিধেণ বোববৎ।
কল্পতে খলু পবস্পাবোদ ম
প্রত্যনপ্রবৃত্তিকার্য্যযোগবৎ। ৬৮
নত্বমপ্যচলযোগবন্ধনাৎ
যোগিব দ্য নাবিবস্তুমর্হসি।
কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতাম্পো
বেদঈশানবর্ত্তিশ্চসিদ্ধযে॥ ৬
সঙ্গএব কিল নর্ব্বকর্ম্মণা°
াশমাহুবমলাত্ম ন বুধা।
নৈব ন না বা ভক
পূর্ব্বদম্ম ৬৬ ॥ ৭০
স্বার্থলেশপ রবর্জিতেন ত
দ্বিশ্বকার্য্যকবণায, সম্প্রতি।
লক্ষ্যমূর্ত্তিবি পূর্ব্বমুত্তম
কাপি ব মনযাপ্রগৃহ্যতাম॥ ৭১

স্মারয়ামি, পরমীশ ! সাম্প্রতং
নোপদেশপরএব মন্যতাম্ ।
কিংগণেশ ! গণশোপি সৈনিকৈঃ
শিষ্যতে সুনিপুণৈর্গণেশ্বরঃ ॥ ৭২
যা সতীতি খলু দক্ষকন্যকা
সর্গতঃপ্রকৃতিবৎ ত্বদুন্মুখী ।
কিং চরস্য শরণার্থিনীং, স্ম, তা-
মাশুতোষ ! সুকৃশামুপেক্ষসে ॥ ৭৩
পদ্মিনীব হিমলেশবিপ্লবা
সা তপোভিরনিশং কৃশোদরী ।
ম্লায়তিস্ম মলিনচ্ছবিং, প্রভো !
লোকনাথ ! তদলং বিলম্বিতৈঃ ? ॥ ৭৪
সা স্তুবন্ধবতিরীশ ! পাদয়ো
রন্তবেত্তদিতরো ন মূর্ছতি ।
বালভানুকমনীয়দীধিতিঃ
কৈরবে শশি[illegible] যথা ॥ ৭৫
ফুল্লপদ্মমিব সদ্যতদ্বিধং
কৌমুদীব শশিনো, ব্যপেক্ষয়া ।
সা ব্যপোহ্য, তব, ভাস্করার্চ্চিষা
মীলিতেব তপসা সুমধ্যমা ॥ ৭৬
তৎশশাঙ্ক ইব কৌমুদীমিমা
মাশুনন্দয়, শশাঙ্কলাঞ্ছন ! ।
ত্বত্তপঃ ফলদএব বীর্য্যবৎ
বেদবাদবিদুষা বিশেষতঃ ॥ ৭৭

তাস্তপঃ ফলবশেন তাদৃশা
বিহ্বলাম্মনুগৃহাণ, মাচিরম্ ।
মুদ্রিতাং কমলিনীমিবারুণং
সপ্তসপ্তিরুদসীব রোচিষা ॥ ৭৮
আশুতোষ ইতিনাম সার্থকং
তৎকুরুষ্ব, করুণাকর ! প্রভো !
ত্বাং প্রপদ্য যদি নো ফলোদয়ো-
লোকনাথ ! কলনালসা বৃথা ॥ ৭৯
একএব যদিচ ত্রিধাস্থিতো-
দুষ্টসত্ত্বদমনিগ্রহস্তযি ।
পার্থিবেপি খলু হীরকে যথা
লৌহভেদপটুবক্তি বিক্রমঃ ॥ ৮০
ত্বৎপ্রভাব পরিলক্ষিতাত্মনো-
বধ্যতামমরবিদ্বিষঃ পুরা ।
কেচিদপ্যনুভবন্ত্যনাতপা-
লক্কহং সমহসোহনলাদিব ॥ ৮১
লোকনাথ ! ত্বদলং সমাধিনা
রক্ষ লোকমখিলং ত্রিলোচন
ম্লানবক্তমলেন সত্বরং
বীতমেঘইব শীতদীধিতিঃ ॥ ৮২
এতদুক্তবতি দক্ষবিগ্রহে
বিষ্ণুরপ্যকথয়ৎ কথান্তরে ।
শঙ্কর ! ত্বমবিশঙ্কএব ত
ত্মোচিরায় নমুপাচরেরিতি ॥ ৮৩

তৎকালং কুসুমশরঃ প্রভাবমুচ্চৈ
র্ব্যাতেনে হরসবিধে মৃগাদিকেষু ।
কঃ প্রাপ্য ক্ষণমপি কাঙ্ক্ষিতানুকূলং
স্বচ্ছন্দঃ প্রথিতপরাক্রমোপ্যুদাস্তে ॥ ৮৪
তৌ বীক্ষ্য দারসহিতৌ বৃষবাজলক্ষ্মা
প্রাদুষ্কৃতস্মরমনোহরচেষ্টিতঞ্চ ।
তৎকাননং সপদি সোৎস্বকমানসোহসৌ
কাম্যামুথায সতবাং [illegible]হযাম্বভূব ॥ ৮৫
[illegible]
সম্ভাবযন্ হরবিবিঞ্চিসমাগমঞ্চ ।
কান্তিং ভৃশং দ্বিগুণযন কথযাম্বভূব
বালেন্দুখণ্ডলসিতাং দশনপ্রভাভিঃ ॥ ৮৬
এবং যদাথ, ন মম স্পৃহনীযমাস্তে
সাম্যে স্থিতস্য ভুবনত্রিতযেপি কিঞ্চিৎ ।
কামস্তথাপি ভবতাং জগতাঞ্চ গুপ্ত্য
দাবাম্মুদাবচবিতানহমাহবিষ্যে ॥ ৮৭
তন্নির্বিশেষমধুনাবসবেষু সর্ব্বে
সর্ব্বাত্মনা স্ববিষযেষু বযং ভবামঃ ।
সৃষ্টিস্ততঃ স্থিতিমতী ত্রিভিবস্তহীনৈঃ
সাক্ষাদুপাযনির্বহৈরিব সংভবিত্রী ॥ ৮৮
এবং বৃষধ্বজবচো বিনিশম্য কান্তং
তৌ মোদমাপতুরতীব বিধুর্বিধিশ্চ ।
অপ্যল্পকাঙ্ক্ষিতফলোদযভাবিতাত্মা
কোনাম নন্দতি [illegible] নিম্নু তদ্বিধেন ॥ ৮৯

আপৃচ্ছ তং সপদি ধাম তদিঙ্গিতজ্ঞৌ
স্বংস্বং প্রজগ্মতুরুভৌ বিধিরচ্যুতশ্চ।
চারুপ্রভাতসময়েবিতসোমসূর্য্যা
বস্তোদয়াচলমিব প্রতিকূলদেশম॥ ৯০

ইতি সতী পরিণয়ে মহাকাব্যে হরসমাগমো
নাম দশমঃসর্গঃ।

——০০(০)০০——

একাদশঃ সর্গঃ ।

তথাপ্রপন্নাপি শিরীষমৃদ্বী
তপঃ, সতী, দৈবহতা লভেত ।
আত্মাবসাদং ব্যতিরিচ্য কিঞ্চিৎ
ফলং ন লেভে ব্যবসায়গম্যম্ ॥ ১
ঘনান্তবালক্ষ্য সুধাংশুবিম্বা
তমোময়ী দ্যৌরিব লুপ্তবিদ্যুৎ ।
মূর্চ্ছদ্ব্যলীকা নিমিলৎকটাক্ষা
ময়ৌ মুহুর্ম্লানমুখী ভৃশার্ত্তা ॥ ২
অথাবিলান্তঃকবণাকুলা সা
ছিন্নাভ্রলেখেব বিলীনকল্পা ।
আত্মানমুচ্চৈরভিলাসদুঃস্থং
সখীসমক্ষং সুমুখী নিনিন্দ ॥ ৩
ক, তৎফলং দুর্লভমেব লোকে,
পাপাঃ কচাল্পা বযমল্পসত্ত্বাঃ ।
তপোঽভিলাসোপহতং কচেদং,
কামাত্মতা লাঘবমূলমেব ॥ ৪
মনোরথেনোপহতা বরাকী
সুরাসুর-প্রার্থিত-দুর্লভেন ।,
আত্মানমুচ্চৈঃ পিতরঞ্চ কিঞ্চিদ্-
দুনোমি নূনং নমু দুর্বিদগ্ধা ॥ ৫

সুখোপভোগোপহতং গৃহেষু
তপোযদি প্রার্থিতসিদ্ধিদং স্যাৎ।
নজাতু কুর্য্যুর্তকর্শিতাঙ্গং
তদাম্মদেহং মুনযো বনেষু॥ ৬
সুখৈর্হিলৌল্যং মনসোঽতিমাত্রং
সমাধিভির্নির্ব্বিবরত্বমস্য।
মণীষিণঃ শোভনমেব তস্মাদ্
বিরুদ্ধমেতৎ দ্বিতযং বদন্তি॥ ৭
সমাধিযোগোপরমেস্মুখানি
তদেকতানত্বমুপস্থিতানি।
ক্ষণাদুপঘ্নন্তি, নযাদনীতি
শ্চিরায়চিত্তে লভতেঽবকাশম্॥ ৮
শব্দাদি নির্ব্বিশ্য নভৈর্ব্বিকৃষ্টো
যোনাম কশ্চিৎ প্রভবত্যদাবং।
তপোবনঞ্চাস্য গৃহঞ্চ তুল্যং
তথাবিধো দুলভএব লোকে॥ ৯
তপোবনেপি প্রভবন্তি দোষা
রসাদিভিশ্চেচ্চপচিত্তবৃত্তেঃ।
প্রলোভনানাং বিগমাদগৃহেভ্যো
বরন্তদেতৎ দ্বিতযাস্পদেভ্যঃ॥ ১০
অনন্য গত্যামনসঃ কদাচিৎ
সম্ভাব্যতে তত্র বিনিগ্রহোপি।
নিগৃহ্যতেঽস্মত্র সুখৈর্মরুদ্ভিঃ
শিখেব দীপস্য, জনস্তবুদ্ধিঃ॥ ১১

শুভাবহঃ প্রার্থিতদুর্লভেপ্সি
ম্নুচ্চৈঃ ফলে তদ্বিধএব হেতুঃ ।
প্রসিদ্ধযত্নৈরিবলব্ধজন্মা
তত্বপ্রবোধঃ পরমো বিমোক্ষে ॥ ১২
সদালি ! তাতস্যগৃহং বিহায
বনৈঃ ফলৈঃ কল্পিতপাবগাস্মি ।
ইতঃ প্রভৃত্যেব তপশ্চরিষ্যে
ফলোদয়াদা, যতচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ১৩
বনৌকসামেব দিবৌকসোপি
প্রসন্নমীশংমুনযোবদন্তি ।
কিমিত্যুপাযে সুলভেপিদূযে
দুবাশয়া জর্জ্জবিতাতিমাত্রম । ১৪
অলং বিচাৈবথবা যদা মে
মানোবনায স্পৃহযাম্বভূব ।
তদা তদেবাস্ত্রযিতব্যমুচ্চৈ
র্মনঃ প্রসাদোহি সমাধিমূলঃ ॥ ১৫
তপস্যতোযত্র মনঃপ্রসন্নং
সএব দেশোবিহিতঃ সমাধৌ ।
অন্যত্র সৈদত্যতিমাত্রমেব
স্তোকোপি তৎকর্ম্মণি কর্ম্মঠস্য ॥ ১৬
বিক্ষিপ্তমর্থেষু মনোনিযন্তু
স্তোযেষু সাক্ষাদিবতৈলবিন্দুম্ ।
ন ধাবণা পাবযতি দ্বিপেন্দ্রং
মণ্ডং মহামাত্রকৃতক্রিযেব ॥ ১৭

আজ্ঞা গুরুণাযপি পালনীযা
তদালি। তাবন্নিপুণা যতস্ব।
যথা ন বিঘ্নং জনয়িষ্যতো মে
স্নেহেন তাতোজননীচ মুগ্ধৌ॥ ১৮
স্নেহোঽথবা স্থাস্যমিচেত্তদেবং
সর্গো ন তাভ্যাং প্রতিষেধনীয়ঃ।
তপঃকৃশাযা অপি মে কথঞ্চি
ত্তযোর্নিতান্তং যদি দর্শনেচ্ছা॥ ১৯
এতাবদুক্ত্বা বিররাম বালা
সালীষু বাষ্পাকুললোলদৃষ্টিঃ।
তথৈব তাভির্দদৃশে চ তাসা
মশব্দসংমন্ত্রণমেবমাসীৎ॥ ২০
জয চ তস্যা বিজযা চ সখ্যৌ
চিকীর্ষিতন্তৎ সমকাবিষাতাম।
প্রবৃত্তিমিথ্যাধিষণে জনানা
মশেষমূলপ্রকৃতেবিবাদৌ। ২১
শ্রুত্বা প্রসূতিস্তুপসে নিতান্তং
বনেষু বালাং স্পৃহযালুমেব।
বাষ্পাবিলাক্ষী কমলাযতাক্ষীং
সমাসদৎ সত্বরমাদবেণ॥ ২২
তৎপূর্ব্বসংলক্ষিতবিক্রিযাস্তাং
হিমোদযাদিন্দ্বিব পদ্মপঙক্তিম্।
নিরীক্ষ্য দুঃখোপহতাতিমাত্রং
তস্থৌ ক্ষণং লেখ্যগতেব মাতা॥ ২৩

অথাকুলা সা যততেস্ম বালাং
নিবারয়ন্তী বিতথং বচোভিঃ
সুতাসুহি স্নেহবিশেষবন্ধং
বিশেষতো নাম মনো জনন্যাঃ ॥ ২৪
বৎসে। কিমেতদ্ব্যবসায়রৌক্ষ্যং
নির্দগ্ধুমস্মানিবসং প্রবৃত্তম্।
শরীরকস্তে মৃদুলং প্রকৃত্যা
প্লুষ্টং যদত্যন্তমনল্পতাপৈঃ ॥ ২৫
ত্বমাবয়োর্নেত্রমনোভিরামা,
সখীজনোদুঃখসুখানুরাগঃ।
কিমিত্যকাণ্ডে মলিনাসি। মেঘৈ
রাচ্ছন্নচন্দ্রেব শরৎত্রিযামা ॥ ২৬
মিলদ্ধিমোপপ্লবপঙ্কজেব
মৃণালিনী, বুদ্ধিবিবালসানাম।
লনপ্রবালেব বসন্তবল্লি
র্ম্লানাসি বিং ? প্রোষিতভর্তৃকেব ॥ ২৭
মলীমসাদর্শতলান্তরেব
ছায়াম্বুদৈঃ সঙ্কুলকৌমুদীব।
কান্তিস্তবেযং মলিনা নিতান্তং
দুনোতি নোকস্য মনো জনস্য ॥ ২৮
আসন্নদর্শেব শশাঙ্করেখা
বিশীর্ণবর্হেব শিরীষমালা।
শুচৌ স্রবন্তীব, শরীরযষ্টি
স্তবাতিতন্বীচ দুনোতি চেতঃ ॥ ২৯

ইতঃ পবং যস্তু শদারুণস্তে
সঙ্কল্পিতস্তৎখলুচিন্তযন্তী।
আভ্যন্তরৈর্বৈকৃতকৈর্নিতান্তং
কম্পেচ দীর্ঘ্যেচ রসেব সাক্ষাৎ॥ ৩০
বপুর্ম্মণালাদপি কোমলস্তে
তপস্তু বৃদ্ধৈরপি দুশ্চরস্তৎ।
নহি প্রতাপং সহতে কথঞ্চি-
ন্নীলোৎপলং বালবিবস্বতোপি॥ ৩১
বযোহি নেপথ্যবিধিক্ষমস্তে
কালোহস্য এব প্রথিতো ব্রতায।
যযোঽস্মুন্নপৈব হি ধর্ম্মচর্য্যা
কার্য্যা জনৈর্বেদবিদো বদন্তি॥ ৩২
অনঙ্গনারেচিতমীক্ষণস্তে
বপুর্বিরিক্তাভরণক্রিযঞ্চ।
শীতাতপাভ্যামতিমাত্রখিন্নং
দহেন্নকম্প্যান্বদমাং নিতান্তম্॥ ৩৩
কথং ভবিষ্যস্যপি নাম ঘোরং
তপঃ প্রপদ্যোৎপলপত্রমূর্ত্তি।।
উন্মূল্যতে মারুত-রংহসা চেৎ
তরু, র্লতাবাস্তু কথৈব নাস্তি॥ ৩৪
অত্যন্তপীডাকরমাত্মনোযৎ
ন তৎ প্রসংশন্তি শুভঞ্চ কর্ম্ম।
ত্বং ধর্ম্মমূঢ়ে পরিহায সাক্ষা-
ত্তৎ, সাহসং কর্ত্তুমসি প্রবৃত্তা॥ ৩৫

যদেবর্ত্তং বহুলস্তদেব
বৃত্তং নিবর্ত্তস্ব বিমুগ্ধচিত্তে।।
কথঞ্চিদেতাঞ্চ বৃথা শ্বসন্তীং
দ্রষ্টুন্তবাস্তে যদি সত্যমিচ্ছা॥ ৩৬
অবৈমি তাবদ্বয়সা কৃতন্তে
বিকারমেবং নবচাপলেন।
বাল্যে হি বালে। হৃদয়ং বিলোলং-
মণীষিণামপ্যতিমাত্রমেব॥ ৩৭
ক্ষান্তং ময়া, তন্ন চ চিন্তয়ে ত্বং
সস্নেহমিত্যন্বশিষৎ সুতাং সা।
নাবুদ্ধ তস্যা হৃদয়ং হৃদীশে
প্রেম্নঃ পরাং কোটিমধিষ্ঠিতস্তু॥ ৩৮
দৈন্যাবলোকাকুলিতান্তরা সা
তাং সান্ত্বয়ন্তী পুনরপ্যুবাচ।
কোনাম, লোকে, ন চলত্যনল্পং
ম্লানং মুখং প্রেক্ষ্য সুহৃজ্জনস্য॥ ৩৯
কমাপনোদায় যদেতদুক্তং
তদেবজাতং বিপুলক্লমায়।
দৈবস্য সত্যাং প্রতিকূলতায়াং
নচানুকূলত্বমুপৈতি কিঞ্চিৎ॥ ৪০
ত্বন্তাবদুচ্চৈঃ পরিভূয় কৃচ্ছ্রং
মনঃ স্থিরীকৃত্য বিচারয়স্ব।
মণীষিণো নীতিবিদো বদন্তি
বিচারণামাত্মকৃতাং হিতায়॥ ৪১

বিপৎসু ধৈর্য্যং শ্রুতকার্য্যমাহুঃ
শ্রুতং ত্বয়া সম্যগধীতমেব।
পৃথগ্জনানাং সুলভং তবাপি
বৈক্লব্যমেতদবদ সাম্প্রতং কিম্? ৪২
বচঃপবেষামপবক্তৃকৃত্যং
যতস্তু চিত্তস্তুতএব তাপঃ।
অপৈতি সাম্যেন বিনা ন ধাতো
র্বিকাবদাহো বহিবার্দ্রবাতৈঃ॥ ৪৩
বিক্ষিপ্তমাত্মানমতস্ত্বমেবং
সংস্তম্ভযালং ত্রপযাত্মমৈব।
মণীষিণামপ্যুপদেশবাশিঃ
পন্থানমেব প্রকটীকবোতি॥ ৪৪
বালাথ শালীনতযা ন মাত্রে
শশাক বক্তুং প্রণযস্য পাত্রম্।
বাস্পাবিলামালিষু লোলদৃষ্টিং
সমাকুলা কেবলমাসসর্জ্জ॥ ৪৫
স্নিগ্ধা বযস্যা মনসোঽভিলাসং
সসংশ তস্যা বিজয়া জনন্যৈ।
স্নেহাতিবেকাৎ প্রণিনায চাস্যা-
শ্চিকীর্ষিতন্তাং প্রণিপাতপূর্ব্বম্॥ ৪৬
নিষেদ্ধুমস্যাঃ পরিণামবম্যং
শশাক সর্গং ন চ সাংস্তুমন্তুম্।
বিচাবমূঢেব চিরায তস্থৌ
বাষ্পাবিলাক্ষী স্তিমিতা প্রসূতিঃ। ৪৭

ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলবারিবাহৈ
রাচ্ছন্ননির্মুক্তমৃগাঙ্কবিম্বা।
জ্যোৎস্নেব তৈস্তৈরভিভূতচিত্তা
ম্লানাচ সাভূন্মুদিতাচ ভাবৈঃ॥ ৪৮

অবাঙ্মুখী সা নলিনীব বালা
তস্থৌ মিলল্লোচনপদ্মপংক্তিঃ।
কুলাবলানাং গুরুসন্নিধানে
লজ্জা ভবেন্মূর্তিমতীব সাক্ষাৎ॥ ৪৯

কিমত্র মাতা প্রতিপৎস্যতে, তৎ
সন্দেহদোলাকুলচিত্তবৃত্তিঃ।
চিন্তাসুখাস্তৈকতবন্নিদান্তং
চিবং গমিষ্যামি কিমস্মি বেত্তি॥ ৫০

ননির্বৃতিং সা লভতে স্ম বালা
জাতাববোধা ধ্বজিনী নবেব।
স, সঙ্কুলঃ কোপি সমস্তবালঃ
সুখস্য দুঃখস্য চ ভীম্মএব॥ ৫১

যুগ্মকম।

কৃতাভিযোগেব কুলাবলা সা
বিচারকস্যেব বচো জনন্যাঃ।
শ্রোতুং কথঞ্চিৎ পরিবেপমানা
কক্ষং হিতংবাহ্বহিতা বভূব॥ ৫২

পাবিপ্লবত্বোপরমে কথঞ্চি-
দুপপ্লবান্তে খলু কৌমুদীব।
চিবেণ লব্ধপ্রকৃতিঃ প্রসূতি
বচিন্তযচ্চিন্তযিতব্যবিজ্ঞা॥ ৫৩

মনোরথশ্চেৎ প্রমথাধিনাথে
জাতস্তদা যত্নশতৈবপীয়ম্।
ন শক্যতে বারয়িতুং নবাস্যা
নিবারণং বন্ধুজনোচিতং স্যাৎ॥ ৫৪
সতীব যোষিৎপ্রিয়তা প্রকাম
মেকাশ্রয়া ন শ্রয়তে তদন্যম।
ক্রমাদপাবর্ত্তিতরূঢবল্লি
দ্রুমান্তরে ম্লায়তি যোজিতাপি॥ ৫৫
লোকস্য দুঃখাকুলমানসস্য
প্রেমাপরং জীবন মাদধাতি।
বিশেষতোহবগ্রহশুষ্যতোপি
শস্যস্য সাক্ষাদিব বারিবাহঃ॥ ৫৬
নাস্থাস্যদস্মিন্ যদি নাম হার্দং
জগত্তদেদং কিমিবাভবিষ্যৎ।
অতি প্রবীণৈরুপপাদিতাপি
প্যাঞ্চালিকা মুঞ্চতি নো জড়ত্বম্॥ ৫৭
সমুদ্ধতো যাতি বিনম্রভাবং
সুকর্শো মার্দবমভ্যুপৈতি।
বক্রোপিসাক্ষাদৃজুতাং বিভর্ত্তি
প্রেম্নাসতোচ্চৈ র্নিরুপাধিকেন॥ ৫৮
ইমাঞ্চ দৈবাদমুনা কথঞ্চিৎ
সুহৃজ্জনপ্রার্থিতদুর্লভেন।
শ্লাঘ্যেন যুক্তামপি নাম কস্মা
দ্দ শ্খা কবিষ্যে চিরমন্তরায়ঃ॥ ৫৯

ইত্যেবমালোচ্য সমাকুলাস্থা
মুদাবচিত্তা জননী জগাদ ।
চিরায বৎসে ! সুখমাপ্নুযা, ত্বং
ত্রিলোচনং প্রেমনিধিং লভস্ব ॥ ৬০
মনোঽভিলাসং কুলদেবতাস্তে
বুর্ব্বন্তু শীঘ্রং ফলবৎপ্রসন্নাঃ ।
অকৃত্রিমেণ প্রণযোত্তমেন
সুবার্চ্চিতং শঙ্করমর্চ্চযস্ব ॥ ৬১
বনঞ্চ বৎসে ! বহুদোষদুষ্টং
গৃহেচ, তে, নাস্তি মনঃসমাধিঃ ।
আবামমাশ্রিত্য যতস্ব তস্মা
ন্মহেশ্বরো যাবদনুগ্রহী স্যাৎ ॥ ৬২
যথোক্তমাঙ্গে কৃতসংশ্রযত্বাদ
গঙ্গাঽকরোৎ স্বৌ পিতরৌ কৃতার্থৌ ।
হবস্য বক্ষোনিলযা ত্বমেবং
তথাবিধৌ নৌ, সুখিনৌ চ, কুর্য্যাঃ ॥ ৬৩
ব্রতাবচুক্ত্বা পরিরভ্য বালং
বাষ্পাবিলাক্ষী বিররাম মাতা ।
স্নেহঃ সতাং চারুফলানুবন্ধী
নাত্যেতি সীমানমিবাম্বুরাশিঃ ॥ ৬৪
অথীবচিন্ত্য নবস্য কামং
বিচারমূঢস্য সুহৃজ্জনেষু ।
স্নেহো ন জাত্বিষ্টকলোঽপবাখ্যা
সা শক্রতা মূর্ত্তিমতীব সাক্ষাৎ ॥ ৬৫

আলিভির্দয়িতমনোরথানুকূলা
সা নেত্রৈঃ কমলসমৈর্বিলোক্যতেস্ম।
সম্পত্তৌ বিপদি চ যৎ সমানমাহু

তস্যাঃ শ্রুত্বা সকরুণবচো ভাবমিশ্রং মনোজ্ঞং
তস্থৌ বালা পুলকিততনুর্লক্ষ্যবক্ত্রপ্রসাদা।
স্পৃষ্টা ভানোমসৃণকিরণৈঃ কণ্টকশ্রেণিরম্যা
ফুল্লাম্ভোজা তুহিনপতনস্যাত্যয়ে পদ্মিনীব॥ ৬৭
পশ্চাদাজ্ঞং পিতুরপি সতী প্রাপ্য সুস্নেহগর্ভা
মাবামং সা নবকিসলয়িতা বল্লবীব প্রপেদে।
সিন্ধুঃ সিন্ধোরভিমুখগতিঃ সত্বরং দিগ্দিগন্তা
দ্গাচ্ছত্যুচ্চৈরপি শিখরিণাং বিঘ্নজালং বিলঙ্ঘ্য॥ ৬৮

ইতি সতী পরিণয়ে মহাকাব্যে তপোবনাভি
গমনোনামৈকাদশঃ সর্গ।
—— ০(০) ০——

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

মিথঃ সখীভ্যাং সুমুখীপ্রপন্না
তপোবনং সম্প্রধনপ্রবীণা।
অনিন্দিনীব প্রতিপক্ষ সৈন্যং
সমুৎসুকা বর্দ্ধিতকান্তিরাসীৎ ॥ ১

বিশেষতঃ শ্যামলতাভিরামং
শষ্পাবলীভিঃ কলিতং লতাভিঃ।
প্রবালরাগারুণিতাভিরাবা
দধিষ্ঠিত্যাভির্বনদেবতাভিঃ ॥ ২

ছায়াক্রমৈ বাতপবাশিবিক্তং
পত্রান্তরে কেবলমর্ককান্ত্যা।
নবপ্রবালশ্রিয়মাদধানং
সৎসু প্রচণ্ডোপি মৃদুত্বমেতি ॥ ৩

এলালতাভিঃ কৃতচারুমালং
সনাগবল্লী বলয়ৈশ্চপূগৈঃ।
অন্যৈব কাচিন্নয়নাভিরামা
স্বাভাবিকী নাম ভবত্যভিখ্যা ॥ ৪

সুশ্রেণিবন্ধাদ্বকুলৈঃ সমন্তাৎ
সহংসমাসিক্ত বপ্র শোভম্ ।
কৃতং মুদে তদ্বনদেবতানাং
পুরা প্রকৃত্যেব পুরোপমন্তৎ ॥ ৫

স্রোতস্বতীভির্বিমলোদকাভি
বনেককুল্যাভিবিরাভিরামম্ ।
প্রসূনবেণুপ্রচুরাভিরুচ্চৈ
র্মনোহরাভির্মসৃণপ্রভাভিঃ ॥ ৬

লতাভিরুচ্চাবচভাভিরুচ্চৈঃ
পুরস্কৃতাগারবিশেষকান্তি ।
অভ্যন্তরে যস্য দলান্তরালাঃ
স্নিগ্ধাঃ করা ভানুমতো বিশন্তি ॥ ৭

কুলকম্ ।

সরঃ সুকেশীকলহংসলীলং
সুধাবদাতোর্ম্মিভিরপ্যজস্রম্ ।
অলক্ষ্যপাতং স্ফটিকোপলাসু
দদর্শ সোপানপরম্পরাসু ॥ ৮

ততঃ পিয়ালদ্রুমরাজিরম্যং
প্রদেশমাসাদ্য মনস্বিনী সা ।
দ্বিজাবলীচারুকলং বিলোলৈ
র[illegible] মৃগীগর্ভনন্দা ॥ ৯

স্রোতস্বতীং কামপি তত্র বালা
সহস্রপত্রোৎপলিনীং বিলোক্য ।
তত্রৈব বাসং চকমে কৃশাঙ্গী
বিস্মৃত্য কৃষ্ণপ্রণয়র্গৃহস্য ॥ ১০

শুদ্ধোদকা সা কলহংসশব্দা
নাত্যায়তা নাপি কৃশাতিমাত্রম্।
স্তোকৈস্তবঙ্গৈস্তটমাপ্নুবদ্ভিঃ
সবিৎ স্বহস্তৈরিব তাং জুহাব ॥ ১১
সপুষ্পবেণুঃ স্তবভির্লতানাং
[illegible] ।
[illegible] জহাব চেতোমকরন্দপায়মুষ্যাঃ ॥ ১২
সা, নিম্নগায়াঃ, কিল, নিম্ননাভি
র্বয়স্যয়া বোধসি সন্নিষন্না ।
উপান্তকুঞ্জানিজলানি তস্যা-
বিলো'ক্য বালা ব্যমুৎসসর্জ ॥ ১৩
তস্যা বিনোদায় জয়া তদানী
দয়াবিবেষা বদতাং পুরোগা ।
শবদ্গুণামোদমুখপ্রসাদা
সমাদদে বাচমুদারচিত্তা ॥ ১৪
সপ্তচ্ছদানাং বিশদৈঃ পরাগৈ
র্ভক্তিপ্রপূবৈবিব পুষ্কবাক্ষি ।
আকীর্ণমেতদ্বিপিনং সমস্তাৎ
স্থামেব সম্ভাবয়তীব ভাতি ॥ ১৫
আকম্পয়ন্ পদ্মদলং সলীল
মানত্রয়ন্ননিলবন্নভস্বান ।
কাশ প্রসূনং নময়ন্নজস্রং
[illegible] প্রথামসাবপাস্ত ॥ ১৬

প্রাপ্তপ্রসাদা সবিশেষসম্প
ন্নদী জলাত্থিতবালুকাভিং।
দুকূলবাসঃ, সবসা, বসানা
নিতম্বিনীব প্রতিভাতি তন্বী॥ ১৭
চিরায লব্ধস্য নদীবযস্য
মন্দস্য দৈবাদিব বল্লভস্য।
— র — — —— —
বিধেযত তি চ মোদতে চ॥ ১৮
ঘন সমুৎসৃষ্টবসোঽবদাতো
জনোবিবেকীব ভৃশং বিভাতি।
ক্রিযা হি পাত্রে সুফলা, বিধত্তে
মদস্তদন্যত্রতু ঘোবমেব॥ ১৯
দন্দহ্যতে যেন ববেণ কালে
মরুস্থলী তিগ্মরুচোঽতিমাত্রম।
তেনাম্বুদ লিনযনাভিবামাং
সুচারুচাপশ্রিযমাদধাতি॥ ২০
ক্ষেত্রে স্বকৃষ্টে কিল শস্যমুষ্টিং
সূতে ফলং পুষ্কলমুজ্জ্বলশ্রীং।
পবং ন সূতে ফলমস্থলে সা
তৃণাবলীভিঃ পবিভূযতে চ॥ ২১
প্রান্তে, সুধাদীধিতিপাণ্ডুরাভং
বৃত্তং, স্ববৃত্তে। ঘনখণ্ডমেতৎ।
স্ফুবদ্দুকূলৈবিব কীর্ণমভ্রে
স্তবাতপত্রত্বমিব প্রযাতি॥ ২২

প্রসন্নতাবাপতিনাতিমাত্র
মত্র প্রসন্নং গগনং বভূব্যাম।
পরে সমাধৌ পরমাত্মনাম্না
যোগীব সাক্ষান্মহসোদিতেন ॥ ২৩
শুভ্রাভ্রসংঘৈঃ কণশোবিকীর্ণৈঃ
ক্বচিৎ পবীতং গগনং, ক্বচিচ্চ।
বাশীকৃতৈস্তৈঃ, ক্বচিদিন্দ্রনীলৈঃ,
সমর্পিতপ্রস্তরভাশ্ছলেন ॥ ২৪
দিগঙ্গনাচন্দনপত্রভঙ্গ-
বেখেব শুভ্রা শবদভ্রপংক্তিঃ।
চোতো হবত্যুৎপলপত্রনেত্রে।
তন্বীব গঙ্গাপযসোহস্তবৃত্তিঃ ॥ ২৫
নক্ষত্রতাবেশ্বব তাববাভি
বলঙ্কৃতাযাইব বাত্রিলক্ষ্যাঃ।
আমুক্ত মুক্তাফলবাশিবদ্য
ছাযাপথোহাবইবাবভাতি ॥ ২৬
মদোদযঃ সম্প্রতি কালবেগাৎ
পবং ককুদ্মৎসু নর্বর্হিণেষু।
চিবং ন কস্মিন্নপি নামলোকে
[illegible] স্থিরত্ব [illegible] ॥ ২৭
বর্ষাসু বর্ষাদিভিবাকুলোব-
মাল্যানপঙ্কাং পদবীং বিলোক্য।
কালেহত্রলোকো নগবেতবস্মৈ-
নবপ্রমোদো নবমভিভাতি ॥ ২৮

লোধ্রপ্রসূনৈশ্চ সহস্যমাসে
সা শঙ্করং পূজয়তিস্ম পূজ্যম।
প্রবেপমানাং পবমানসঙ্গাৎ
প্রিয়ঙ্গুমুদ্বীক্ষ্য দয়াং প্রপন্না ॥ ৪১
বিসৃষ্ট কালীয়ক-দেহযষ্টি
র্বিলুপ্ত পত্রাবলি ভক্তি বক্ত্রা।
নিবৃত্ত কালাগুরুধূপ কেশা
পুপোষ লক্ষ্মীং সুতনুস্তথাপি ॥ ৪২
বভাব বিম্বাধরমম্বুজাক্ষী
ব্রতস্থিতা, সিক্‌থকশূন্যমেব।
সুখোপযোগোপবতাতিমাত্রং
নিতম্বিনী বল্কলিনী বভূব ॥ ৪৩
যোষিজ্জনপ্রার্থিতদুর্লভাস্যাঃ
স্বাভাবিকী শ্রীস্তু তথৈব তস্যৌ।
ন পদ্মপংক্তির্ভ্রমরৈস্তএব
তয়া প্রযান্তি স্পৃহনীয়কান্তিম্ ॥ ৪৪
শোভা হি নৈসর্গিকসুন্দরীণা
মাকল্পসংঘৈঃ পরিকল্পিতাপি।
ন কেবলং ম্লায়তি সৈব, কিন্তু
স্বাভাবিকীং ম্লাপয়তে চ লক্ষ্মীম ॥ ৪৫
সমুৎসুকানাঞ্চ মৃগাঙ্গনানাং
মৃগাঙ্গনানাং স্পৃহনীয়নেত্রা।
বিলোক্য মালামমলাস্তবা সা
দয়ামুদারাং প্রতিপদ্যতে স্ম ॥ ৪৬

পতত্তুষার-ক্ষত-পদ্ম-পংক্ত্যাঃ
সমুদ্রপত্ন্যাঃ পুলিনে নিষণ্ণা।
পদ্মাবলীং পদ্মমুখী পুপোষ
মরুৎপ্রবৃদ্ধপ্রতিমাচ্ছলেন॥
মাঘেপি মাসে চিরমার্দ্রবস্ত্রা
তুষারশীতৈর্বিধুরা মরুদ্ভিঃ।
চকোরনেত্রা সরিতোপি তীরে
চকার সা জাগরণং রজন্যাম্॥ ৪৮
ততস্তপস্যানিরতা তপস্যে
সেন্দীবরৈঃ সাদরমিন্দুমৌলিম্।
অবাধ্য বালা কিল বারি মাত্রঃ
পরং শরীরস্থিতয়ে বভার॥ ৪৯
ব্রতস্থিতা তীব্রসমাধিমগ্না
নিরুদ্ধসর্ব্বেন্দ্রিয়ভিন্নবৃত্তিঃ।
উপাহৃতং চারু, সখীভিরন্নাৎ
করীষধূমং ন চ সানুমেনে॥ ৫০
সমিদ্ধমগ্নিং নিয়তাসমিদ্ভি-
রুদর্চ্চিষং সাধু বিশুদ্ধসত্বা।
বৃষাঙ্কমূর্ত্ত্যন্তরমিত্যমস্তা
নলিপ্সয়া সা বহুমন্যতে স্ম॥ ৫১
মধৌচ সাধ্বীমধুমদ্ভিরুচ্চৈ
শ্চূতাঙ্কুরৈঃ শঙ্করমর্চ্চয়িত্বা।
পলাশপুষ্পাবলিদোলিকায়াং
প্রতিষ্ঠিতাস্তৎ প্রতিমাঞ্চকার॥ ৫২

সা মাধবেপি প্রমথাধিনাথ
মাবাধযামাস বিধূতবাধা।
বিলোলভৃঙ্গ বলিমঞ্জুলাভিঃ
পদ্মাননা পদ্মপবম্পবাভিঃ॥ ৫৩
নিদাঘকালেপ্যনঘা নদীভিঃ
সমং যযৌ সা কৃশতান্তথাপি।
সংকল্পিতার্থান্ন চচাল বালা
পবেব, সোমধ্বজবদ্ধভাবা॥ ৫৪
শিরীষপুষ্পাদপি পেলবাঙ্গী
সা পাটলৈবালমৃগাঙ্কমৌলেং।
অলুপ্তপূজা পবিতপ্তগাত্রী
শুচৌ শুচিঙ্কেশসমাকভাভিঃ॥ ৫৫
মৃদু প্রতপ্তাপি তথাঽতিমাত্রং
মম্লৌ ন সা পদ্মপবম্পবেব।
সন্ধ্যেব বালারুণরাগমল্প
মাপাণ্ডুবে গণ্ডযুগে বভাব॥ ৫৬
সা মারুতাসারবিকীর্ণপাংশু
বপাংশুলা সংযমতৎপবাসীৎ।
বিশেষতং সাবতবান্তবাণা
মবান্তবং কিঞ্চন নান্তবাযং॥ ৫৭
সা বারিমাত্রাদপি সচ্চবিত্রা
ন্যবাবযৎ প্রাব বসা বসজ্ঞাম্।
দ্বিজিহ্ববৃত্তিত্বমুপেত্য কামং
নতু দ্বিজিহ্বত্বমপি প্রপেদে॥ ৫৮

গিরীশমুচ্চৈর্গিরিমল্লিকাভি-
র্জাতীকদম্বৈশ্চ নিতম্বিনী সা ।
সমর্চ্চযামাস বিশেষভক্ত্যা
শ্রুতান্বিতা শ্রাবণিকে শ্রীতশ্রীঃ ॥ ৫৯
নবোদবিন্দুঃ শ্লথচারুবন্ধে
নিপাতসম্পর্কমুপেত্য বালাম্ ।
মনাগ্‌ধুনোতি স্ম সবেগমেনাং
স্তনদ্বযে কণ্টকিতাঙ্গযষ্টিম্ ॥ ৬০
নিরন্তবাসারপরম্পরাসু
ঘনান্ধকারাস্বপি যামিনীষু ।
অনাবৃতা কেবলমুজ্জ্বলাঙ্গী
বিদ্যুৎপরিদ্যোতিতকান্তিরাসীৎ ॥ ৬১
সা গর্জিতৈঃ স্ফূর্জথুশব্দমিশ্রৈ-
র্ধারাপ্রপাতৈশ্চ তড়িৎপ্রকাশৈঃ ।
সমাধিভেদং ন কিল প্রপেদে ;
ভযাবকাশো বশিনাং কিমস্তি ॥ ৬২
ব্রতানুরোধাদ্বিনিবিদ্ধমিত্রা-
মেকাকিনীমন্যসখীব রাত্রিঃ ।
আলোকযামাস দযাকুলেব
ক্ষণেক্ষণে তাং চপলাচ্ছলেন ॥ ৬৩
তথা নভস্যেপি ভবৈকচিত্তা
ঘনাবলীভির্নভসি প্রভিন্নে ।
বভূব সা ভাববিশেষনম্রা
মনস্বিনীনাংধুরিমাননীযা ॥ ৬৪

অথাশ্বিনে মাসি কৃতাভিবেকা
প্রসন্নতোয়ৈঃ সরিতাং নতভ্রুঃ।
সা পূজযামাস বিশেষভক্ত্যা
তমিন্দুমৌলিংগ্লপিতেন্দুকান্তিঃ॥ ৬৫
আপ্তোপদেশান্নগুণং সমাপ্তে
নন্দাব্রতে নিন্দিতশাবদেন্দুঃ।
দিগম্বরারাধনযা সমাধিং
নিতম্বিনী সাধু সমাললম্বে॥ ৬৬
অথ দিবসপবার্দ্ধে, চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলিঃ
স্ফুটকমল-মুখশ্রীঃ, কামরূপাভিরামঃ।
গুরুতর-নিযমালি-ম্লান-বক্ত্রাম্বুজাযা-
মনসি লসিতমূর্ত্তিঃ সোপি সাক্ষাদ্বভূব॥ ৬৭
বতিমধুপরিবারঃ, সাধুসন্ধানদক্ষঃ
কমলজনি-নিদেশাৎ পুষ্পধন্বাপি বেজে।
তমভিমতনিদানং দেশমাসাদ্য সদ্যো-
মলযপবনলেশৈর্ধূতচূতপ্রবালম্॥ ৬৮
হৃদযনিহিতমূর্ত্তিং ধ্যানযোগাবসানে
বহিরপি কিলভীরুর্বীক্ষ্য সা বিস্মিতাসীৎ।
অথ পরিগততত্ত্বাহ্গচ্ছদন্যামবস্থাং
নবমিব বপুরন্যচ্চাকভাবং ব্যবোধৎ॥ ৬৯
অথ গুরুতরমোদোদ্ভেদবাষ্পপ্রপূরঃ
ক্রমদবদহনালী দগ্ধকল্পাং চিরায।
নভসি সলিলবর্ষীলুপ্তবর্ষোপলাদি-
র্ঘনইব মলিনাস্তাং শীতলত্বং নিনায॥ ৭০

বিপুলপুলকলক্ষ্যাঃ সম্মদোঽস্যাঃ স্বকেশ্যাঃ
নপরমচিরকালং কণ্ঠদেশং রুরোধ।
অপিতু জড়বদেতাং সম্যগাচারমুগ্ধাং
মদইব সদপত্নীং লুপ্তবিদ্যাং চকার ॥ ৭১

ইতি সতী-পরিণযে মহাকাব্যে সতীতপশ্চ-
র্য্যাবর্ণনোনাম দ্বাদশঃসর্গঃ।

——০০(০)০০——

ত্রয়োদশঃসর্গঃ।

মুগ্ধ ভাব বিগমে, তনুমধ্যা
ভক্তি নম্র শিবসা প্রণনাম।
নিম্নগেব শবদো মৃদুবেগা
নিঃস্বনা জলনিধিং বিধুমৌলিম্॥ ১
সা চিবায বচনব্যযদীনা
কেবলং মুকুলিতা খলু তস্থৌ।
চূতযষ্টিবিব বিক্তপতঙ্গা
মাধবেপি সবিধে বিবিবন্দ্য॥ ২
ভূতলে বলিতচাকবিলোকা
নান্ধবৎ কিমপি সা বিলুলোকে।
চিন্তযাপি বিপুলক্লমদীনাঽ
চিন্তযন্ন কিমপি স্থিবলক্ষ্যম॥ ৩
লোচনে চপলতা নমদোবা
বিভ্রমস্তু রুচিবঃ কুতএব।
পুষ্যতিস্ম সুতনুস্তনুলক্ষ্মীং
সা তথাপি নিপুণং লিখিতেব॥ ৪
তদ্বিধাপি সুমুখী শশিমৌলেঃ
বল্লতেস্ম মনসশ্চলতাযৈ।
ফুল্লতা মুকুলতা ন বিশেষঃ
সর্গতোহি লঘুতা কমলিন্যাঃ॥ ৫

তন্বি। তে বরদ এষ বৃষাঙ্ক
স্তোষিতোস্মি তপসা কৃশমধ্যে।।
তদ্বরং বরয় মাচিরমেতৎ
শঙ্করে কথয়তি স্মিতবক্ত্রাং॥ ৬
মৌনমেব সমগাদ্বিনতাঙ্গী
তেন তদ্বচনসংশ্রবণার্থম্।
জানতাপি স্তনুং পুনরুচ্চৈ
রুচ্যতেস্ম, রুচিরে! বরয়েতি॥ ৭
যুগ্মকম।
এবমালপিতয়াপ্যলসাক্ষ্যা
কাঙ্ক্ষিতং ন জগদে হৃদয়স্থম।
কামমুদ্বলিতয়া তদমুষ্যা
লজ্জায়া মুকুলিতং খলু জাতম॥ ৮
সানুরাগমনুমায় বৃষাঙ্কং
লোচনব্যতিকরৈঃ কুসুমেষুং।
প্রেক্ষিতৈঃ সুললিতৈঃ কৃতবর্ম্মা
স্বাসসংশ মনসা নিজকৃত্যম্॥ ৯
কার্ম্মুকং স মধুপাবলিমৌর্ব্বী
যুক্তমাশু বিদধে স্মিতপূর্ব্বম্।
আমমর্শ মুহুরুজ্জ্বললক্ষ্মীঃ
শঙ্করস্য হৃদয়ন্নুগুণন্নু॥ ১০
প্রাপ্য তস্য বিবরং চিরমুন্যং
মার্গণং স মৃগলোচনচারুঃ।
হর্ষণং ধনুষি সঙ্গতহর্ষঃ
সন্দধে, মৃদুহিতং খলু বন্ধুম্॥ ১১

ভূতনাথনয়নান্যপি পেতু
শ্চারু ভাবি দয়িতা মুখপদ্মে।
লোলতা কবলিতে খলু লোকে
বঃ পরোহস্তি বশিনামপি কেশং॥ ১২
মোহনঞ্চ ধনুষি স্মর উচ্চৈ
সায়কং সপদিতং খলু চক্রে।
উৎসুকত্বমচিরাচ্চ স পেদে
চন্দ্রমৌলিবরবালাবলিবক্ত্রে॥ ১৩
তন্মুখেন্দু কিরণৈরতিমাত্রং
ভূতনাথ হৃদয়াম্বুধিরধ্বা।
অন্তিকস্থমিতি সম্পরিবৃদ্ধো
ধৈর্য্য লোপমমলঃ প্রতিপেদে॥ ১৪
তদ্বিলোক্য হৃদয় স্পৃহনীয়ং
সোৎসুকত্বমখিলোদয়পুত্রী।
ন ত্রপাকুঞ্চিতা পৃথুনেত্রা
সন্দদর্শ ন সুধানিধিমৌলিম॥ ১৫
ভূয় এব রুচিরং হরিণাক্ষী
কথ্যতে স্ম বয়যেতি হরেণ।
সংপ্রগৃহ্য চতুরা স্মিতপূর্ব্বং
তদ্ভৃশন্তমবশং কুরুতে স্ম॥ ১৬
সা বিলোক্য শশিমৌলি চলত্বং
লক্ষিতোৎপল বিলোচন লীলা।
ইত্যুবাচ ললিতং তনুলজ্জা
দেহি মে বরমলোকললামম্॥ ১৭

স্নিগ্ধভিন্নরুচিরাঞ্জনলক্ষ্মীঃ
সা হবস্য সবিধে কলকণ্ঠী ।
কালিকেব চপলাপরিমুক্তা
পার্ব্বণস্য শশিনঃ কিল রেজে ॥ ১৮

তত্রচোঽন্তমনপেক্ষ্য বৃষাঙ্কঃ
সুন্দরি ! ত্বমচিরান্মম পত্নী ।
প্রত্যুবাচ, ভব বা প্রভুরুচ্চৈঃ
ক্রীতএব তপসা ননু দাসঃ ॥ ১৯

সারসৈশ্চ পরিপূরিতমধ্যা
সিদ্ধকামহৃদয়া কৃশমধ্যা ।
মৌনমাশু ভজতে স্ম নতভ্রূ
র্ভূয এব বশনেব ববোরুঃ ॥ ২০

সা স্মিতেন পরিনিন্দ্য নবেন্দুং
বল্কলান্তমবরাস্য সলীলম্ ।
তাচকর্ষ মনসা শশিমৌলেঃ
কান্তমেব ললিতং খলু নার্য্যাঃ ॥ ২১

হাবভাবসবলঃ খলু তস্যা
মন্মথস্তদুভয়োঃ প্রবিবেশ ।
মানসং, স্মবহবোপি স আসীৎ
সর্ব্বথা স্মবহবঃ স্বয়মীশঃ ॥ ২২

যঃ পুরেব সুতরাং শরভস্তং
যাস্যতি স্মবহবেক্ষণবহ্নৌ ।
তঞ্চকার সহসা স শরব্যং
কৃষ্ণসারমিব বক্রকিরাতঃ ॥ ২৩

বস্তুশক্তিবতিমাত্রনিবর্থী
কাল এব বলবান্ ফলহেতুঃ।
ন প্রবেগপতিতৈর্ঘনতোয়ৈ
র্ম্লাযতে হি কমলং হিমলেশৈঃ॥ ২৪
পাবএব তমসাযপি শম্ভুঃ
সংস্থিতোপি তমসাভিবৃতোব।
বাচ্যতা কিমপবস্তু যদেষ
কামবাণবিবশশ্চলতীতি॥ ২৫
নিষ্প্রয়োজনকৃতৈরপি তস্যাঃ
কৃষ্যতে স্ম স্তবাং স বিলাসৈং।
কল্পিতে হি জগতি চ্যুতচিত্তে
পক্ষপাতিনি ন কিং কমনীযম্॥ ২৬
অস্তু তাবদণুবপ্যনুমন্যু
র্মন্যতে স্ম বহুতৎ স তু দৈন্যম্।
অস্তি সা জগতি কাচিদবস্থা
যত্র দোষগুণতা বিষবৎস্যাৎ॥ ২৭
শঙ্কবস্য বহসি স্মিতপূর্ব্বং
সা বিলোক্য চলতামতিমাত্রম।
আবিলোল ললিতেক্ষণ লীলা
সঞ্জগাদ চতুবা হবমিত্থম্॥ ২৮
গোচবীকুরু গুবোর্মম, শম্ভো।
ব্র৺মেঙদচিবেণ স তু ত্বাম।
পূজযিষ্যতি মযা ননু নম্রো
মাত্রযেব জলধিং জলসংঘং॥ ২৯

ধৰ্ম্ম এব মহতাং সুবরেণ্যো
বণ্যতে হি সুতরাং স, দ্ভরদ্ভিঃ ।
কিং পৃথগ্‌জনইব স্বয়মূর্ণঃ
পূর্ণএব কুরুষে মলিনত্বম ? ৩০
বাচ্যতামতিতরামপি নীচা
ন নযেতি সুমহানপি লোকে ।
ভূপতেরপি জনা নযদোষং
নির্বিশঙ্কমনসঃ কথয়ন্তি ॥ ৩১
তেজসাপি জনতামুখরন্ধং
বার্য্যতে, ন মহতামপি লোকে ।
ভাস্করস্য নিতরামতিতন্বী
নীলতাপি নিপুণৈঃ পরিমেয়া ॥ ৩২
লভ্যতে চ জগতি চ্ছলতন্ত্রে
গ্লানিমূলমসদপ্যতিমাত্রম্ ।
যদ্ধি ভূমিবলয়ে রমণীয়ং
তৎকলঙ্কিতকরণং বিধুবিম্বে ॥ ৩৩
ক্ষম্যতামিতিবিনম্য নতভ্রূ
স্তঞ্চচাল সবিধাদপি তস্য ।
তদ্ধি চিত্তমতিমাত্রমসারং
কৃষ্যতে সুমধুরৈ র্নযদর্পৈঃ ॥ ৩৪
মন্মথোপি পরমাং মুদমাপ্তো
বেধসঃ সপদি ধাম জগাম ।
ঈঙ্গিতেন বিদিতং পুনরস্মৈ
সিদ্ধমর্থমখিলং বদতি স্ম ॥ ৩৫

শঙ্করস্তু কথমপ্যতিমুগ্ধ
স্তাং বিসৃজ্য হৃদয়ঙ্গমমূর্ত্তিম্।
শৈলরাজমতুলং প্রতিপেদে
তৎপ্রয়াণসবশেশ্চিরদর্শী॥ ৩৬

অথকরনিকরৈরিবাভিতপ্তো
দিবসকরঃ সলিলাবগাহলিপ্সুঃ।
অপরজলনিধৌ পতন্ ললম্বে
পতত্রি পরং পবিতপ্য, তেজসাহৃদঃ॥ ৩৭

মধুরকমলিনীং করৈর্বিবস্বান
বিরহভিয়া মৃদুলৈস্তদেকপত্নীম্।
সকরুণমখিলাং স্বলোহিতাভে'
নিষক্তিবশঃ সুতরাং পরামমর্শ॥ ৩৮

লাক্ষারসোপমকরাস্তরসৈর্দিনান্তে
সম্পর্কমেত্য নিতরাং নবপল্লবৈস্তৈঃ
ভান্তি স্ম বিচ্ছুরিতকান্তিভৃতঃ সমন্তাৎ
সান্দ্রেন্দ্রনীলকিরণৈরিব পদ্মরাগাঃ॥ ৩৯

তাম্রারুণেষু তরুপল্লবজালকেষু
লগ্না দিবাকরকরাঃ সুতরাং বিরেজুঃ।
কান্তাধরেষু খদিরাদিসমৃদ্ধরাগা
স্তাম্বুলজাইবরুচং পরভাগরম্যাম॥ ৪০

ভূয়ো জলানি সরিতাং তুহিনানি তাসু
লাক্ষারসোপমরুচা কপিশানি কুর্ব্বন্।
জীর্ণচ্ছদান্ কিসলয়ানি, ব, চক্রনাম্নাং।
দ্বন্দ্বানি সংবিঘটয়ন্ কঠিনঃ প্রতস্থে॥ ৪১

অত্যন্তদূরতবদেশতযা, পৃথিব্যা-
বেখাসু সঙ্গততযাচ, তদা বিবস্বান।
নালোক্যতেস্ম সকলৈবপি জীবলোকৈ
বাস্তাদযৈর্বিবহিতোপি সদৈকরূপঃ। ৪২
গাঢস্তমো নভসি পূর্ব্বদিশি, স্বযস্তো
শ্চিত্তেপি, তদযুগপদেব পদঞ্চকাব।
সন্ধ্যা হি নাম দযিতাবিবহাকুলনাং
বক্তাক্ত কাল কববাল লতেব ভাতি॥ ৪৩
একত্র গাঢতমসা, কপিশেন তস্মা
দন্যএ মেঘনিবহেন, নভোবিভিন্নম।
ইন্দীবরেণ নিতবামরুণোৎপলেন
ব্যাপ্তং সবোববমিবাভিপুপোষ লক্ষ্মীম॥ ৪৪
ভৃঙ্গাবলিঃ কমলিনীক্রমমাবিলোক্য
সংরুদ্য গুঞ্জিতমিষেণ ততঃ প্রতস্থে।
প্রায়ো বিপৎসু বিমুখত্বমুপৈতি লোক
স্তত্রাল্পদুঃখবিকলোপি নিতান্তবন্ধুঃ॥ ৪৫
ধীবাহবলেব নলিনী কিল বাগ্যতাপি
ম্লানা বভূব বহিরুত্থিতবর্হপৃষ্ঠে।
বাচাং নিযন্ত্রিততযা মনসোপি দৈন্যং
লীযেতচেৎ, জগতি শোককথৈব নাসীৎ॥ ৪৬
বিত্তাবলেপলঘুতা পবিলুপ্তবিদ্য
মহ্নায লোকমিব লব্ধপদং প্রদোষে।
গাঢস্তমঃ সকলমেব নভোহন্তবালং
ব্যাপপ্রভাতবলমূক্বকুলং কবিষ্যৎ॥ ৫৭

খদ্যোতরাশিখচিতং নবশষ্পবৃন্দ
মুৎফুল্লকৈরবকুলং যমুনাপ্রবাহম্।
উর্ম্মিপ্রভিন্নতরণিপ্রতিমঞ্চ সিন্ধুং
রূঢ়াঙ্ককাবভগণং গগনং জিগায় ॥ ৪৮
লীনে ঘনে, বজনিচাবিপতঙ্গবৃন্দে
সানন্দমুচ্চরতি, চারুনভোহন্তরালে।
বাত্রিবধূরিব বিনোদপরা বিলুপ্ত
মাদর্শকল্পশশিনং সহসা চকর্ষ ॥ ৪৯
তস্যোদয়ং প্রতিগমিষ্যত উন্মযখৈং
প্রাচ্যান্তমোবজতদণ্ডনিভৈর্বিভিন্নম।
তেনাবলেন্দ্রতুহিনান্বিতমেকদেশে
প্রত্যন্তশৈলবলয়ঞ্চ নভোহন্বুচক্রে ॥ ৫০
উদ্যচ্ছশাঙ্ককিরণৈ শকলীকৃতানি
গঙ্গাম্বুভিন্ন যমুনাজলবত্তমাংসি।
কান্তাবিযোগবিধুরেষু নিবেশ্য নূন
ম শানিব প্রতিপদন্তনুতাং সমীয়ুঃ ॥ ৫১
আলোক্য হন্ত তনুমণ্ডলমল্পকান্তি
ন্তং, ব্যাকুলা কুমুদিনী বিবহাদমেব।
ধীবেব সাঞ্জনবিলোবজলানি সদ্যো
ম্লানা বিনি সবদলিচ্ছলতো মুমোচ ॥ ৫২
তেনোদ্যতা বিবহিনাং রুধিরাসবানি
পী ত্বব লোহিতরুচিবিভবাম্বুভবে।
দেবস্তমোহন্তকবণায় পটুর্যদেনং
তেনাবলোক্য গত সত্ত্বইবাভিভূতং ॥ ৫৩

সোমঃ ক্রমেণ পরিশুদ্ধসুধাবদাতো
ধ্বান্তান্যপোহিতুমশেষমপারযানঃ।
শেষাণি বাষ্পমভিভূততমানি কুর্ব্বন্
ব্যোম্নি ব্যলোকি কমলাবলিকালকল্পং ॥ ৫৪
কান্তামুখচন্দ্রবিনির্জ্জিতচারুকান্তি
বীর্য্যাবশাদিব চকার স সুন্দরীনাম।
ম্লানানি তানি খলু বল্লভবিপ্রলম্ভ
দোলায়মানমনসাং পরিলব্ধবন্ধু ॥ ৫৫
সম্মার সোমমবলোক্য স সোমমৌলি
স্তামিন্দুসুন্দরমুখীমরবিন্দনেত্রাম্।
ধৈর্য্যঞ্চ তেন মুমুচে স্বয়মীশ্বরেণ
তোষং মৃগাঙ্কমণিনাচ সমস্তদানীম ॥ ৫৬
ফুল্লোৎপলাবলিমবেক্ষ্য শশাঙ্করশ্মি
স্তোমোপমাং ক্লমমবাপ শশাঙ্কমৌলিঃ।
আসীদ্দয়ালুরবলাবিরহাকুলেষু
লোকেষু কেবলবিতাপপরায়ণেষু ॥ ৫৭
গঙ্গা ন, চন্দ্রকিরণো ন ভুজঙ্গমো ন
নীলোৎপলন্ন, কমলন্ন বিলেপনন্ন।
তাধূতপল্লবদলো মলয়ানিলো ন,
গ্লানিং নিবাস, কিল তস্য, হিমাবনির্ণ ॥ ৫৮
কান্তান্বিতো বিলসতি স্বয়মেব লোক-
স্তদ্বিপ্রযোগবিকলো মলিনত্বমেতি।
পুষ্ণাতি কান্তিমতুলাং খলু শুক্লপক্ষে
ম্লায়ত্যতীববহুলে কিল কৌমুদীশ ॥ ৫৯

যোগেনিযুক্তমপি চঞ্চলমস্য চেতঃ
সদ্যঃ স্বলক্ষ্য পদতঃ স্খলিতং প্রপেদে।
নো লোহকান্ত মণি শক্তি বিধেয় লোহং
শক্যং বিধাতুমিতরাভিমুখং কথঞ্চিৎ॥ ৬০
চিত্তে সমাধিস্থলভেপি সুকোমলাঙ্গী
সৈবাস্য বামনয়না স্ফুরিতিস্ম কামম্।
নেত্রদ্বয়াদপিপরাং পদবীং প্রপন্না
সালোচনৈঃ শতগুণৈরিব বীক্ষতেস্ম॥ ৬১
যৈবান্যদেশ বিষয়া প্রমদামদায়
সৈবাদ্যহৃদ্বিলসিতা মনসঃ ক্রমায়
কিংকথ্যতে প্রণয়িনাং বিপরীত রীতি
র্জানাতিতাং প্রণয়শুদ্ধধিয়স্তএব॥ ৬২
একাপি দক্ষতনয়া শশিলক্ষ্মণঃ সা
সর্ব্বাস্বদিক্ষু নয়নাতিথিতাং প্রপেদে।
সোহত্যন্ত তাপতরলো হৃদয়ঞ্চ তাভি
শূন্যং বিভিন্নমিব তৎ খলু মন্যতেস্ম॥ ৬৩
রাত্রির্নিতান্তমবলা বিরহাকুলানাং
সাকং ক্রমেন ববৃধে মহতাত্রমেণ।
সর্ব্বস্ততাং প্রিয়তমাং বিমলে হৃদব্জে
সাক্ষাচ্চকার মনসাস্তু সমাহিতেন॥ ৬৪
তং চিন্তয়াপি মনসি স্থিরতামুপেতা
মালোক্য বাঁরবিধুমৌলিবরালকেশীম্।
সাক্ষাদ্বিলোকন সুখাদধিরামবস্থং
স্থাণুর্জগাম মহতীমতিমাদবম্যাম॥ ৬৫

কামঃ কামাকুলিত-হৃদয়ৈঃ সদ্ভিরপ্যুল্লসদ্ভি-
স্তৈ স্তৈর্ভাবৈঃ পরমবিষমৈর্নির্ভরং ক্রীড়তীব ।
যদ্বিশ্লেষঃ ক্ষণমপি মনাগ্ লক্ষ্যতে প্রাগসহ্য
সহোপ্যাস্তাং সুখয়তিতরাং সাধুতদ্বিপ্রলম্ভঃ ॥ ৬৬
অথ কথমপি স্বস্থাবস্থোনিনায় নিশীথিনীং
সকল বশিনাং মৌলিঃ সাক্ষাৎ শশাঙ্কবিভূষণঃ ।
অপি বিচলিতস্তদ্গাম্ভীর্য্যং ন মুঞ্চতি বাবিধিঃ
প্রকৃতি মহতাং যল্লোলত্বং তদস্য সমাহিতম্ ॥ ৬৭

ইতি সতী-পরিণয়ে মহাকাব্যে হরবিপ্রলম্ভোনাম
ত্রয়োদশঃসর্গঃ ।

—০(০)০—

চতুর্দশঃসর্গঃ ।

অথ সোমার্দ্ধমৌলেঃ সা শবদাং শতপীবরা ।
বিপ্রলব্ধেব সোমেন কৃশতামানশে নিশা ॥ ১
নিভৃতেপি নিশানাথে তথৈব কুমুদাবলী ।
তস্থৌ প্রফুল্লবিমলা, নিমিমীলত্ত কৌমুদী ॥ ২
লক্ষ্য নক্ষত্রমালাপি ত্রিযামা ম্লানিমা যযৌ ।
হিমাশ্রুলেশা, বালেব প্রত্যগ্র প্রিযবিপ্লবা ॥ ৩
স্তোক সম্ভাবিতা বাত্রিঃ কামং কুমুদবন্ধুনা ।
ম্লানা বভূব, সাধ্বী নামপ্রেমাপি প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪
অন্তর্নাড়ীষু নির্ব্বিশ্য বিষযান্ বিগতক্লমাঃ ।
বলং নবমিব প্রাপুঃ পরবাত্রে মনীষিণঃ ॥ ৫
নিত্যমেকবিধেষ্বেব বিষযেষু নিবেশিতম্ ।
চিত্তং দুর্ব্বলতামেতি নচোচ্চাবচ বস্তুষু ॥ ৬
উচ্চচাব মহর্ষীণাং সামাধ্যযননিঃ স্বনঃ ।
শুশ্রূষযেব সূর্য্যোঽস্য স বভূবোদযোন্মুখঃ ॥ ৭
উষা তমাংসি নিদধে কাষ্ঠাসু কুমুদেষুচ ।
প্রসাদমপি লোকানাং মনঃসু কমলেষুচ ॥ ৮
প্রাতঃ সবন যাজগ্মুর্মুনযোনয়-কোবিদাঃ ।
বল্কল প্লব রুক্ষাসু শ্রবন্তীষু শ্রুতান্বিতাঃ ॥ ৯
কাকলীষু পতঙ্গানাং তে, লীনং পুষ্কলধ্বনিম্ ।
বিভেজুর্গীতমালাসু মৃদঙ্গা ইব যোষিতাম্ ॥ ১০
আসীত্তাম্রারুণাপ্রাচী চিরেণোদয মেষ্যতঃ।
ভানোঃ সা ভক্তিরচনাং নবামিব বিনির্ম্মমে ॥ ১১

নবং বলং নবাস্ফূর্ত্তির্নবা শোভা নবঃ ক্রমঃ।
উৎসাহোপি নবঃ, সর্ব্বং নবং নবদিনোদয়ে ॥ ১২
বিদূরতর ভাবস্থ বিগময়াদুদয়োন্মুখঃ।
ভূমিরেখা বিনিষ্ক্রান্তো ভূযোপি দদৃশে রবিঃ ॥ ১৩
ভিত্ত্বেব ভূমিমুদগচ্ছন্ সর্ব্বদৈব ব্যবস্থিতঃ।
ব্যলোকিলোকৈঃ সবিতা কামমত্যল্পবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৪
অরুণস্তমসাং রাশিং নিরাস সহসোদিতঃ।
বিদ্যালবমদোন্মত্তং পারদৃশ্বেব পণ্ডিতঃ ॥ ১৫
বিদূরভাবাৎ সবিতা বিরশ্মিত্বমুপাগতঃ।
বক্তোপ্যমুষ্ক এবাসীল্লোকানাং বিমলপ্রভঃ ॥ ১৬
অরুণারুণ কান্ত্যেব তর্জ্জিতা কুমুদাবলী।
নিমিমীলময়াল্লানালীনে কুমুদবান্ধবে ॥ ১৭
দুশ্চরিত্রাহি রমণী ব্যসনে স মুপস্থিতে।
দয়িতং সুহৃদং বেদ তাসু প্রেম, ন বিদ্যতে ॥ ১৮
প্রসাদিতাপি বিরসা ভর্ত্তুর্বহুমতাপিচ।
নদীব যাতি বৈমুখ্যং তস্মাদব্ধিরয়াদিব ॥ ১৯
প্রতীকারাক্ষমং প্রেক্ষ্য দুঃখং কুমুদসন্ততেঃ।
ভৃঙ্গাঃ প্রতস্থিরে ধীরাঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ ॥ ২০
সুহৃদামাপদাং লোকোহৃদয়ালুঃ সমাকুলঃ।
মন্যতে দুর্নিবারাণাং বরঞ্চানবলোকনম্ ॥ ২১
স্তোক সত্বাস্ত্ত সংত্যক্তুং নজাতু প্রভবিষ্ণবঃ।
প্রেম্নাহত্যা মুগ্ধ মধুপা গর্ভশয্যাং.প্রপেদিরে ॥ ২২
হিতমপ্যহিতোদর্কং প্রেম মোহান্ধ চেতসাম্॥
রণেষু রণবন্দীনাং নিপুণত্বমিবোত্তমম্ ॥ ২৩

নিবাস রজনীবধ্বাঃ পুষ্পোৎকর বদম্বরাৎ।
তাবা বত্ন-শলাকাভিবিব শূরোমরীচিভিঃ॥ ২৪
মুক্তাগুণবিশুদ্ধানি মুক্তানি বনরাজিভিঃ।
হিমান্তর্হিমদোঃ কান্তিলব্ধ সুন্দরকান্তিভিঃ॥ ২৫
ইন্দ্রনীলস্থলেষুক্তামাশেব তুহিনাবলী।
নবর্দুর্বাদলে লগ্নাবক্তৌ বিভবসংস্কৃতা॥ ২৬
উদয়ন্ সবিতাস্নিগ্ধৈঃ করৈঃ সপ্রেমপদ্মিনীম।
পবামমর্শ বিধুবাং দয়িতাং দয়িতাসখঃ॥ ২৭
সা সুখস্পর্শমুদিতা প্রফুল্লমুখপঙ্কজা।
নিঃসরন্মধুপশ্রেণিচ্ছলাৎ ক্রমমিবাত্যজৎ॥ ২৮
চঞ্চরীকাঃসমীযুস্তাং শতশঃ কলগুঞ্জিতাঃ।
তস্যাঃ সমুদবামোদাদানন্দমিব পেদিরে॥ ২৯
অথবা মধুলোভেন মধুপাঃ স্বার্থতৎপবাঃ।
বহিঃপ্রকাশযামাসু র্বৃথা সৌহৃদকঞ্চুকম॥ ৩০
আকম্পিততবা সাতু নিবাস্থ তানিবার্চ্চিষাম।
ববেতুর্জাতবন্ধ মাং বহুমানমিবাকবোৎ॥ ৩১
নিশাসু ছায়মণ্ডং পাদোশ্চন্দ্রমেন্দুং সমাশ্রিতাঃ।
মুদ্রিতামপিতাং যস্মাদবস্থিস্ম কথঞ্চন॥ ৩২
প্রত্যগ্রোৎফুল্লপদ্মানাং পরাগ স্তুবভির্মকৎ।
সিষেবে স তুষাবঃসন্ কৃতজ্ঞইব ভাস্করম॥ ৩৩
করৈঃ সবোদসীবক্তঃ সময়েব সমাস্পৃশন্।
উচ্চৈ প্রকাশযামাস.পত্ন্যাবিব সুদক্ষিণঃ॥ ৩৪
দ্বন্দ্বানি চক্রবাকানাং যোজযামাস ভাস্করঃ।
জানাতিহি বিশেষেণ সগুর্ব্বীং বিবহব্যথাম॥ ৩৫

অন্ধকারাঃ সমুদিতে শূবে সত্রাজিদম্ভবঃ ।
বক্ষোদযাইব পুনর্দরীমেব প্রপেদিবে ॥ ৩৬
আলোহিতমিবালোক্য শূবং ভয়নিমীলিতৌ ।
নূনমগ্নিশ্চ সোমশ্চ রোচিঃ প্রত্যর্পণোন্মুখৌ ॥ ৩৭
কামং জড়ময়স্তেন্দোঃ প্রভযাতর্জিতস্ত সঃ ।
কেবলং লাঞ্ছনং সূর্য্যো নতেজঃ পর্য্যশেষ যৎ ॥ ৩৮
দহনোনাতিনিস্তেজাঃ সন্দধে পদ্মবন্ধুনা।
সর্ব্বথাহি সমুচ্ছেদোদুষ্করঃ সাবশালিনাম্ ॥ ৩৯
অভিভূয়, স তৌ, পশ্চাৎ প্রসাদমগমদ্রবিঃ ।
সংবস্তোঽপৈতি মহতাং প্রশমাৎ পরতেজসাম্ ॥ ৪০
নবোদয়স্য তস্যোচ্চৈঃ প্রতাপোভুবি পপ্রথে ।
যাদগুণ্য পরিশুদ্ধস্য পার্থিবস্যেব সর্ব্বতঃ ॥ ৪১
বিনেতাদুষ্টসত্বানাং সতাঞ্চ পরিবক্ষিতা ।
সম্রাড়িবৰাভৌ ভাস্বান্ পাদেনাক্রম্য ভূভৃতঃ ॥ ৪২
অথ পূর্ব্বকথা ধ্যান ত্রপামুকুলিতাত্মনা ।
হবো বিবহসন্তপ্তঃ সস্মার পবমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪৩
বালেন্দুমৌলিনাধ্যাতো মুমুদে কমলাসনঃ ।
মদমাবগতোদন্তোঽনুমিমানঃ প্রযোজনম্ ॥ ৪৪
অথপ্রমোদ পুলকশ্চতুর্ব্বদন পঙ্কজঃ ।
প্রতস্থে হিমবৎ প্রস্থং সাবিত্র্যা ত্রস্তনেত্রযা ॥ ৪৫
দূবাদৈগবিকরোচির্ভিঃ প্রভাতিশ্চ বিবস্বতঃ ।
ছুরিতাং গিবিবাজস্য শোভাং প্রেক্ষ্য ননন্দ সঃ ॥ ৪৬
মহানীলাদিমণিভিঃ প্রস্ফুরদ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
নয়নানন্দসন্দোহাং কল্পিতামিব শিল্পিভিঃ ॥ ৪৭

রক্তনীলাদিভিঃ পদ্মৈঃ পদ্মরাগাদিবিভ্রমৈঃ।
অলক্ষ্য সন্ধি ভেদাদ্যৈবপূর্ব্বামিব সর্ব্বতঃ ॥ ৪৮
বিশেষকম্।

পরাগ মিশ্র তুহিনঃ কম্পিতালকমঞ্জুলং।
আচবাম মরুৎপত্ন্যাঃ শ্রমবাবিন্দবং বিধেঃ ॥ ৪৯
বথাঙ্গমন্দ্রধ্বনিভিঃ কিঞ্চিদুৎসুক বর্হিণম।
গিবীশবিপিনং প্রাপ পবমেষ্ঠী প্রিযাসখঃ ॥ ৫০
স্যন্দনাদবতীর্ণঃ সন্নদূরে হবগৌববাৎ।
তদাশ্রমপদং প্রাপদ্বিধির্বিশ্রব্ধঃ হিংস্রকম ॥ ৫১

ততো দদর্শ নিষ্কম্পং প্রতিমা ভাস্কবপ্রভম।
অভিষঙ্গজডং কিঞ্চিৎ প্রজাগব কৃশং হবম্ ॥ ৫২
কেনাপি তমসা জ্যোতিস্তমঃ পাবে ব্যবস্থিতম।
অলক্ষ্যেন বলাদ্ব্যাপ্তং ভস্মনেব বিভাবসুম্ ॥ ৫৩
স্ফুবদুচ্চাব চরুচাগেশেন পবিবেষ্টিতম্
স্বপ্রভা পবিণামেন ভানুং পবিধিনা যথা ॥ ৫৪
তীব্রসন্তাপ সন্তপ্ত ম্লানেন্দুশকলাঙ্কিতম।
নিষ্পন্দকরণেনারান্নন্দিনা প্রত্যুপস্থিতম্ ॥ ৫৫
বিশেষকম্।

অথোপকণ্ঠমাসাদ্য শূলিনং কমলাসনঃ।
আপৃচ্ছতমিম ৎ বাচমাদদে, স, বিদাম্ববঃ ॥ ৫৬
করণীযং নপশ্যামি পূর্ণস্য পবমাত্মনঃ।
তদাচক্ষ বিরূপাক্ষ। স্মতোস্মি কিমহংত্বযা। ৫৭
ত্বং যৎ কর্ত্তুংনশক্নোষি স্যাস্যস্তৎ কর্ত্তুমীশ্বব।
বজ্রস্য কুণ্ঠতা যত্র শবণাস্তত্র কা কথা ॥ ৫৮

নচেৎ প্রয়োজনং কিঞ্চিৎ কিমাত্মপরিচিন্তনাৎ ।
উপারতোসি ভগবন্নযত্নসুলভাদপি ॥ ৫৯
অথবা লঘু পর্য্যাপ্তং সাধনং লঘুকর্ম্মণে ।
নহি দীপ-দশা লোকে চামীকর বিনির্ম্মিতা ॥ ৬০
কর্ম্ম যৎ কিঙ্করাণা তন্নকর্ত্তব্যং মহাত্মনাম্ ।
ন সেনাপতি-সাধ্যের্থে রাজাব্যাপার মৃচ্ছতি ॥ ৬১
তদাদিশ, মহেশান । যৎকিঞ্চিৎ সিতমস্তি তে ।
নিদেশ্যতাহি সুহৃদাং স্বপ্রেম্না সার্ব্বভৌমুখী ॥ ৬২

কবেরাদ্যস্য বচনং নিশম্য বিষমেক্ষণঃ ।
প্রত্যুবাচ স্মিতমুখশ্চতুর্মুখমুপস্থিতম্ । ৬৩
মহেশ্বরেণ তেনাপি যত্নেন সমুদীরিতা ।
ভারতী চরিতার্থত্বাৎ পবিত্রত্বমিবানশে ॥ ৬৪
ব্রহ্মন্ ! বিশ্বার্থতঃ প্রেম্না পুরা যৎ প্রার্থিতং ত্বয়া ।
তৎস্বার্থমিব মেভাতি সাম্প্রতং গতচেতসঃ ॥ ৬৫
তপোমহৎ প্রপন্নাসীৎ সতী নিযমিতাসতী ।
বল্লবীব শমীবৃক্ষমেতদ্বিদিতমেবতে ॥ ৬৬
অনন্য সাধারণয়া ভক্ত্যা প্রীণিত ইত্যহম্ ।
অদর্শয যথাত্মানং তদধীনাহি মদ্বিধাঃ ॥ ৬৭
ততঃ সুরভিনিঃশ্বাসা সুরভৌ পরিমূর্চ্ছতি ।
মামেব সা পতিং বব্রে তপসামিব নিষ্ক্রযম্ ॥ ৬৮
মদনস্ত তদা তীব্রৈর্বিব্যাধ হৃদয়ে শরৈঃ ।
নাবারয মহং তত্তু মোহেনেব সমাবৃতঃ ॥ ৬৯
পযোবিমলয়েনেব হিমেনেব সরোরুহম্ ।
তেন লব্ধাবকাশেন মনোমে ম্লানি মানসে ॥ ৭০

ববদানাদনুপদং বিনম্রা করুণাকৃতিঃ।
কথঞ্চিদ্গতবত্যাসীৎসতী, পববতীহি সা ॥ ৭১
মনস্তদাপ্রভৃত্যেব সমাধিপবিমন্থবম।
আকৃষ্যতে মমাত্যর্থং তৎস্মিতস্বর্ণবশ্মিভিঃ ॥ ৭২
নবেব চপলা কাচিচ্চপলাযত লোচনা।
সৈবাবলোক্যতে ব্রহ্মন! নির্ব্যাপাবেণ চক্ষুষা ॥ ৭৩
মামপ্যেবং ক্ষিণোত্যেষ পুষ্পেষুর্বত শাশ্বতীম্।
ভিনত্তি খলু মর্য্যাদাং ক্ষুদ্রঃ সদ্ভিরুপেক্ষিতঃ ॥ ৭৪
সত্বং যতস্ব নিবতো যথা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
অচিবেণৈব তাং মহ্যং দদাতি রুচিবাননাম্ ॥ ৭৫
যথা তদ্বিপ্রযোগেন হৃদয়ং মে ন দীর্য্যতে।
ব্রহ্মন্! তথা বিধেহি ত্বং কিমন্যদভিধীযতে ॥ ৭৬
শবদেব সমাক্রান্তং বুধানামপি বাধযা।
মনঃ পঙ্কবদত্যন্তং দীর্য্যতে হি বিযোগিনাম ॥ ৭৭
এবমুক্তবতঃ পত্ন্যা পশ্যতঃ সহিতং বিধিম্।
অতীব স্মৃতবাং সত্যাবিবহস্তস্য পপ্রথে ॥ ৭৮
অথাবলোক্য বদনং বিধাতুবিধুলাঞ্ছনঃ।
তুষ্ণীং বভূব, ত্রপযাবাগিবাস্য তিবোদধে ॥ ৭৯
বাসনা শতবর্ষাণামকস্মাদপি সিধ্যতি।
লোকবাদমিমং বেধাস্তদা সত্যং ব্যবুধ্যত ॥ ৮০
সমুৎসুকমথালোক্য বিকলঞ্চ ত্রিলোচনম।
অবদদ্বদতামগ্রো মুদিতঃ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৮১
ববদোসি বিরূপাক্ষ! দক্ষপুত্র্যা যদি প্রভো!
লজ্জাতু গর্হিতং কিঞ্চিৎ প্রত্যুতাভ্যর্হিতংহি তৎ ॥ ৮২

ধর্ম্মরক্ষৈব লোকানাং স্বশরীরপ্রযোজনম্ ।
অস্মাকং যদি, দেবেশ ! তদা তচ্চুচিতং ন কিম্ ॥ ৮৩
প্রাণিকর্ম্মানুরোধেন ভুঞ্জানোপি ভবদ্বিধঃ ।
অপরাগতয়া তৈর্ন্নো বিবিধৈরপি বধ্যতে ॥ ৮৪
জবাকুসুমরাগেন রক্তোপি স্ফটিকোপলঃ ।
স্বচ্ছত্বং নির্ম্মলত্বঞ্চ ন মুঞ্চতি কথঞ্চন ॥ ৮৫
আত্মাহি ভোগনির্ম্মুক্তোনির্ম্মলঃ স্ফটিকোপমঃ ।
শরীরস্যৈব স পরং, হীযতে তস্য তে ন কিম্ ॥ ৮৬
মিথ্যাপ্রকল্পিতৈর্ভোগৈর্ন কিঞ্চিৎ পরমাত্মনি ।
বিকল্পৈরিব দুর্লক্ষ্যে রজতে পারমার্থিকে ॥ ৮৭
কম্পিতেষ্বপি ভিন্নেষু প্রতিবিম্বেষু বীচিভিঃ ।
বিম্বভূতো নিষ্প্রকম্পঃ সুমেরুরিব ভাস্করঃ ॥ ৮৮
ন পারমার্থিকো ভোগো নির্ম্মলস্যাত্মবস্তুনঃ ।
উপাধিভি র্বিশুদ্ধস্য স্ফটিকস্যেব রক্তিমা ॥ ৭৯
ভুঞ্জ্বাপি বিবিধান্ ভোগান্ মনস্বী যোগমশ্নুতে ।
আশাপাশশতগ্রাসাদিতরস্তু নমুচ্যতে ॥ ৯০
ভোগাদুপারতঃ সাক্ষাত্তৎপরম্পরিচিন্তযন্ ।
নজাতু পদমত্যুচ্চৈস্তদাসাদযতি স্বযম্ ॥ ৯১
মিথ্যাজ্ঞানবতামেব ভোগঃ খলু ভযাবহঃ ।
অকারণস্তু যৎকার্য্যমাভাসস্তত্র সংশযঃ ॥ ৯২
স্থূলপুষ্কলভোগাংশ্চ বিশ্বস্ত্যজতি কশ্চন ।
তৈজসস্তু ন সূক্ষ্মাং স্তান্ কশ্চিৎপ্রত্যুতকাঙ্ক্ষতি ॥ ৯৩
এবমাত্মবিদঃ সর্ব্বে বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ।
তদবেদনমূঢ়াণাং নরাণামত্র কা কথা ॥ ৯৪

কা ব্রীডা ? বশিদামাদ্য। ভবদাবপবিগ্রহে।
নজাতু মহতাং লজ্জা কর্ত্তব্যপ্রবিরোধিনী॥ ৯৫
নাত্মার্থং কিন্তুবিশ্বার্থন্তুমিদং নাত্রসংশষঃ।
পবমানন্দকপাণামিন্দ্রিযার্থেষু কা কথা॥ ৯৬
ভবন্তঃ খলু বম্যাণামচাবাণাং প্রদর্শকাঃ।
পুষ্কলপ্রতিবিম্বানামাদর্শাইব নির্ম্মলাঃ॥ ৯৭
মাতাবৎ প্রপন্নাত্মানং শুদ্ধং মণিমিবাখিলৈঃ।
দোষৈবস্পৃষ্টমত্যন্তমমূলপবিকল্পিতৈঃ॥ ৯৮
তদেষ দক্ষনিলযং গমিষ্যামি মহেশ্বর।।
মঙ্গলায ত্রিলোকানাং সত্যাশ্চ কল্পিতাষে॥ ৯৯
তুভ্যং ত্বদেকলভ্যাং তাং স্বযমেব স দাস্তি।
সংস্কৃতায হবির্জ্জোক্তে যজমানইবাহুতিম্॥ ১০০
ব্যাপাবমহমপ্যত্র প্রতিপৎস্যে প্রসিদ্ধযে।
বিততস্যাধ্ববস্যেব পূবে ধা বিহিতৎপবঃ॥ ১০১
বিবাহযজ্ঞে নিবতমবেহি খলু দীক্ষিতম।
ত্বমাত্মান, মনাদিত্যেনমুচ্চৈ র্ভূ্যত্তমাপ্রভা॥ ১০২

ইতি নবশশিমৌলিং বাগ্ভিবাশ্বাস্য দৃপ্তং
সপদিদযিতযাসৌ দক্ষধাম প্রপেদে।
অপধনমিব লোকং লোকবন্ধু র্দযালু-
র্দ্রবিণনিলযমুচ্চৈর্গীতকীর্ত্তিঃ ক্ষণেন॥ ১০৩
সচ, পবিণয চিন্তা ম্লান বক্ত্রঃ, সুতাযাঃ
সমধিগত সমস্ত প্রস্তুতোদস্ত দীনঃ।
তদনুগুণচিকীর্ষুঃ প্রাপ চৈনং বিধাতা
ভবতিহি মহতাং নো কামনা ক্লেশমূল্যা॥ ১০৪

তরুরিব পরিতপ্তো বারিবাহৈস্তপান্তে
নরইব মরুভূমৌ সম্পতদ্ভিস্তুষারৈঃ ।
অমৃতসমবচোভিঃ পদ্মযোনের্নিষিক্তঃ
সরস-রুচির-কান্তিস্তৎক্ষণং স প্রপেদে ॥ ১০৫

অনধিগতকলঙ্কামিন্দুলেখামিবৈকাং
সপদি স নিজপুত্রীং দাতুকামঃ শিবায় ।
জলনিধিরিব লক্ষ্মীং পুণ্ডরীকাক্ষনাম্নে
প্রবিততগুরুধাম্নে প্রাপদুচ্চৈঃ প্রমোদম্ ॥ ১০৬

অভিলসিতমথৈবং পদ্মযোনিস্তু লব্ধা
পরিণযতিথিমারাচ্চাবধার্য্য প্রশস্তাম্ ।
হরমমৃতসমানৈর্নন্দযিত্বাচ বাক্যৈঃ
স্বলঘুনিলযমাগাদ্বেগনিষ্কম্পকেতুঃ ॥ ১০৭

পশুপতিরপি নিত্যন্তাস্তিথিংপ্রার্থ্যমানাং
কথমপি গমযিত্বা দীর্ঘবাত্রীশ্চতস্রঃ ।
মুদমগমদনল্পাং;—প্রাপ্য নারী সসার-
মপি তটমিব বেগান্নিম্নগা সংভিনত্তি ॥ ১০৮

ইতি সতী-পরিণযে মহাকাব্যে হরসমাশ্বাসনো নাম
চতুর্দ্দশঃসর্গঃ ।

—০(০)০—

পঞ্চদশঃসর্গঃ।

অথানুকূলেঽহনি শুক্লপক্ষে
বিলক্ষ্যমানামল লোকলক্ষ্মীঃ।
দাক্ষায়ণী বল্লুবিবাহদীক্ষা
মহোৎসবঃ সাবয়বো বভূব ॥ ১

মহানুভাবাদ্বিবণস্য পুত্র্যাঃ
পত্যুঃ পুরী কৃত্রিম কারু কৃত্যৈঃ।
নৈসর্গিকোচ্চাবচবস্তুজাতৈঃ
সমর্পিতশ্রীর্জগতীব রেজে ॥ ২

প্রবালপুষ্পাবিরলপ্রচারৈঃ
বৃক্ষৈ রুপান্তদ্বয়দীপ্যমানৈঃ।
নক্ষত্রবৃন্দৈঃ শবদীব চারু
শ্ছায়াপথো, রাজপথো ররাজ ॥ ৩

স, তোরণে কাঞ্চনবত্নভাসং
নিবেশয়ামাস লসৎপতাকম্।
ধ্বজব্রজং মঞ্জুলপবিজাত
পুষ্পস্রজং শিল্পিভিরপ্রমত্তৈঃ ॥ ৪

সচন্দনৈর্মন্দিরমধ্যমার্গো
বসৈর্নিষিক্তঃ সুতবাং সুগন্ধিঃ।
নিবাতনিষ্কম্প ইব প্রবাহঃ
সুবাপগায়াঃ সপরাগ আসীৎ ॥ ৫

শুভ্রাভ্রসংঘোহকণবিদ্যুতেব
ছায়াপথস্তারকরাশিনেব ।
কোকব্রজেনেব সরিৎপ্রবাহো
বালার্ক ভাসেব সিতোপলাদ্রিঃ ॥ ৬
শোণাম্বুজেনেব হ্রদঃ, প্রতপ্ত-
হেম্নেব শুভ্রোজ্জ্বলরত্নরাজিঃ ।
ভূয়োবিভাতিস্ম সরাজমার্গঃ
কল্পদ্রুমাণাং কুসুমোচ্চয়েন ॥ ৭

যুগ্মকম্ ।

সৌধাবলী সাধু সুধাবদাতা
বিলম্বি সন্মঙ্গলপুষ্পমালা ।
শরৎত্রিযামা স্ফুরদিন্দুবিম্বা
নক্ষত্ররাজীব বিরাজতেস্ম ॥ ৮
সৌধাবলী সা বিচলৎপতাকা
শুভ্রাভ্রমালা চল চঞ্চলেব ।
অধিত্যকেবোদ্গতধাতুরাগা
নগাধিরাজস্য ভৃশং ররাজ ॥ ৯
প্রাসাদমালাসু সুবর্ণকুম্ভাঃ
সম্ভাবিতাঃ শিল্পিভিরূর্দ্ধভাগে ।
প্রালেয়শৈলে হরিতাল বিম্বং
বিড়ম্বয়ামাসুরুদারভাসঃ ॥ ১০
স্বচ্ছোরুভিত্তিম্বপি সুন্দরীণাং
প্রমোদনৃত্যাঙ্কিতবক্রিমাণাম্ ।
বিলক্ষ্যমানপ্রতিমা মুহূর্ত্তং
স্ফুরৎপ্রভা ভক্তিবিবাবভাসে ॥ ১১

সুগন্ধিকালাগুরুযোনিবস্যাঃ
পুরোঽন্তরালে কিল পৌরবর্গৈঃ।
নিষ্পাদিতো বাতবশাদ্বিলোলং
ধূপঃ পতাকাকুলমুৎসসর্প॥ ১২
মান্দারপুষ্পাদিকগন্ধমিশ্রো
ধূপঃ সকামং সুরভির্বিভিন্নঃ।
আচান্ত দিঙ্‌নাগমদৈর্মরুদ্ভি
র্নারীমুখামোদভবং ন সেহে॥ ১৩
তস্যাঃ পুরঃ সান্দ্রমদাধিদেবী
সাক্ষাদভিব্যক্তিমিব প্রপেদে।
বিনাপি যত্নেন মনোঽভিরামা
বভূব ভিন্নৈব সমষ্টিশোভা॥ ১৪
পুরোপশল্যোপবানান্তরালে
প্রবালপুষ্পাবলিরাবিরাসীৎ।
পর্য্যায়সেবামৃতবোপি শঙ্কে
সান্দ্র প্রমোদাবিজহু স্তদানীম॥ ১৫
নকেবলং পৌরসখস্য তস্য
সতীবিবাহোদিততূর্য্যমিশ্রঃ।
প্রত্যেকপৌরাধিকৃতেষু চাসী
ন্মহোৎসবঃ স যস্থভক্তিমৎসু॥ ১৬
হিমাংশুরুচ্চৈরিব কৈরবাণি
রাজা ঋতূণামিব কাননানি।
সচোৎসবঃ পৌরমনাংসি চক্রে
প্রত্যেকমাহ্লাদবশংবদানি॥ ১৭

বালোবিবস্বানিব পদ্মপঙ্‌ক্তিং
হিমাত্যযো জ্যোতিরিব প্রবৃত্তঃ ।
সচ প্রমোদঃ সবিশেষলক্ষ্মীং
প্রত্যেক পৌরাননমানিনায ॥ ১৮
শঙ্খস্বনৈর্মঙ্গলতূর্য্যঘোষো
নসোঢ় সামধ্বনিরুন্মুমূর্চ্ছ ।
প্রজাইব প্রস্তুতবিস্তরার্থং
স, নোদযামাস বিনোদমগ্নাঃ ॥ ১৯
পরার্দ্ধ্যনেপথ্যপবৈশ্চপ পৌরৈঃ
পুবং সমস্তাৎ পবিগাহমানম্ ।
রেজে যথোর্ম্মিপ্রচুরং পযোধেঃ
সরত্নযাদোগণপূর্ণমন্তঃ ॥ ২০
চৈত্যান্তকঃ পৌবপুরন্ধ্রি বর্গৈঃ
সিন্দুরকল্পদ্রুমপুষ্পবৃন্দৈঃ ।
আচার ইত্যাদরপূর্ব্বমেব
প্রত্যেকশোহলঙ্ক্রিযতে স্ম সর্ব্বঃ ॥ ২১
তৈস্তৈর্যথাস্থাননিবেশবদ্ভিঃ
প্রান্তে স্থিতাভিশ্চ ততঃ সতাভিঃ ।
রবাজ সাক্ষাৎ সুরসুন্দরীভিঃ
প্রবালপুষ্পৈরিব পারিজাতঃ ॥ ২২
ক্রমেণ চারৈর্বিরণস্য পুত্রী
পুরন্ধ্রি বর্গস্পুরমানিনায ।
বিবস্বদস্ত্রৈর্বহুলাবসানে
শশাঙ্ক-লেখেব কলাকদম্বম্ ॥ ২৩

প্রত্যেকশঃ প্রাপ্তপুরন্তমুচ্চৈ
রুদারবৃত্তা পরমাদরেণ।
বিনির্ব্বিশেষপ্রতিপত্তিপূর্ব্বং
প্রত্যগ্রহীদগ্রসরী প্রসূতিঃ॥ ২৪

সা যোষিতাং রাজিরথ প্রসূত্যা
প্রত্যুদ্গতা ভাস্বদুদারবেশা।
স্ফুরৎপ্রভা সৎসরিতা ররাজ
রত্নাকরস্যোর্ম্মিপরম্পরেব॥ ২৫

যত্রৈব সা চারুবিলাসশীলা
বিলাসিনীনাং কমনীয়মালা।
তত্রৈব লক্ষ্মীং স্তবরাং চকাশে
নান্যত্র, সত্যামপি ভক্তিপঙ্‌ক্তৌ॥ ২৬

মস্মৌচ সা ভক্তিবতীব তাভি
র্বিলক্ষ্যমাণাভরণপ্রভাভিঃ।
গভস্তিভিঃ প্রাতরিবোষ্ণরশ্মে
স্তারাবলি স্তর্জ্জিত চারুকান্তিঃ॥ ২৭

ক্কচিচ্চ দেশে স্ফটিকোপলাঢ্যে
যোষিদ্গণঃ স্বপ্রতিমাচ্ছলেন।
অনন্যসাধারণচারুলক্ষ্মীং
মুহূর্ত্তভক্তিং রচয়াঞ্চকার॥ ২৮

পুষ্পাসবামোদমুখাম্বুজাভিঃ
পুরং পুরন্ধ্রীভিরথাবকীর্ণম্।
বালাতপোদ্ভিন্নসরোজিনীভিঃ
সরো যথা, চারুতরং ররাজ॥ ২৯

বিলাসিনীভিঃ কলনূপুরাভি-
স্তাভিঃ সতী সদ্ম বিভক্তিশোভম্ ।
ততঃ প্রপেদে ধৃতপুষ্পিকাভি-
র্ব্যোমপ্রভিন্নর্ক্ষমিবামরীভিঃ ॥ ৩০
বীণেব সাক্ষাদপরাঙ্কমাগা-
ত্তস্যাঃ প্রণামাঞ্জলযস্তু তাভিঃ ।
স্নেহাতিরেকাবিলমানসাভি-
র্ন সেহিরে লোলবিলোচনাভিঃ ॥ ৩১
স্নেহৈরুদারৈঃ কিলকাচিদেতাং
বিলজ্জমানামবলা চুচুম্ব ।
মুখস্তদীযস্তু তদেন্দুবিম্বং
লগ্নারবিন্দং পরিভূষ তস্থৌ ॥ ৩২
অন্যা চ, নীলোৎপললোচনাযা-
স্ত্রপাবিশেষোদযশোভমানম্ ।
বামা সলীলং চিবুকেঽঙ্গুলীভ্যাং
মুখং বিধৃত্যোন্নমযাম্বভূব ॥ ৩৩
কর্ণান্তবিশ্রান্তবিলোচনাভ্যা-
স্পরাচ তস্যাঃ পরিমন্থরাভ্যাম্ ।
চিরং পিবন্তী বদনারবিন্দং
সীমন্তিনী নৈব জগাম তৃপ্তিম্ ॥ ৩৪
উপক্রমঞ্চক্রুরমুক্রমস্তাঃ
কর্ত্তব্যমিত্যেব শুভে মুহূর্ত্তে ।
নিসর্গশোভাপুনরুক্তকল্পং
যথাবদস্যাঃ প্রতিকর্ম্ম কর্ত্তুম্ ॥ ৩৫

অথধ্বনৌ মূর্চ্ছতি সুন্দরীণাং
চলাবতংসৈঃ কৃতসম্ভ্রমাণাম্।
কিঞ্চিৎকপোলেষ্বভিতাহতানাং
তূর্য্যস্বনৈ র্মাঙ্গলিকে প্রশস্তে॥ ৩৬
তাং বেদিকাং নিম্ন্যবমল্লভক্তিং
নার্য্যো বিচিত্রাসনসন্নিষণ্ণাম্।
প্রদেশভেদস্থিতবোধশক্তি-
মন্যাদৃশীং নাড্যইব প্রতিষ্ঠাম্॥ ৩৭
যুগ্মকম্।
সুগন্ধিতৈলামলকাদি, তস্যা
নিসর্গসদ্গন্ধজিতং, ন লেভে।
নিজং, যথা চন্দন, মিষ্টগন্ধং
কাস্তূরিকাস্থানমৃগাঙ্গনাযাঃ॥ ৩৮
সা, লোধ্রকল্কাদিবিলিপ্তগাত্রী
ভূষাবলেশৈর্দ্বিবশাদিভাগে।
স্তোকাবিলা, বালমৃগাবলোকা
স্বভাবশোভেব বভৌ নতভ্রূঃ॥ ৩৯
স্নানান্তবস্ত্রাভিবিষং প্রনিন্যে
স্ফুরৎপ্রভা লোধ্রপাবগগৌরী।
নিসর্গসিদ্ধাভিবিবাভিরামা
সুধাংশুরেখা নিবমাবলীভিঃ॥ ৪০
তত্রাভিষেকোর্চিতচারুবস্ত্রা
যিতস্ততঃ কাঞ্চনকুম্ভবার্শ্রৈ।
সংস্থাপযামাসুরিমাং বযস্যো
বস্ত্রাসনে রত্নময়ীমিবোচ্চৈঃ॥ ৪১

তাং মঙ্গলদ্রব্যময়ৈঃ পয়োভি-
র্নার্য্যঃ সতূর্য্যধ্বনিমভ্যসিঞ্চন্ ।
দিঙ্‌নাগভিন্নাম্বুজরেণুমিশ্রৈঃ
পুলোমপুত্রীমিব দেবকন্যাঃ ॥ ৪২
স্ত্রীরাজিরাবর্জ্জিতহেমকুম্ভা
স্ফুরৎপ্রভালঙ্করণা ররাজ ।
উপান্তপীতোজ্জ্বলমেঘমালা
সেন্দ্রায়ুধা লক্ষ্যশতহ্রদেব ॥ ৪৩
তুষারিণী শ্যামতৃণস্থলীব
জ্যোৎস্নোত্তরা দৌরিব, যামিনীব, ।
ইন্দীবরালিঃ সলিলাপ্লুতেব
যমস্বসা প্রস্ফুটকৈরবেব ॥ ৪৪
অত্যল্পবেগাল্পজলপ্রবাহা
দূর্ব্বাময়ী-ভূমিরিবাবলোক্যা ।
বিষ্ণোরিব শ্যামশরীরযষ্টি-
রুদ্বেলদুগ্ধোদজলাভিষিক্তা ॥ ৪৫
চলদ্বলাকেব পয়োদমালা
মুক্তাময়ীবিন্ধ্যতটস্থলীব ।
বালা প্রভিন্নাঞ্জনমঞ্জুলাভা ।
গাত্রে পতদগাঙ্গজলা ররাজ ॥ ৪৬

বিশেষকম্ ।

আশ্যানপঙ্কা শরদীব ভূমি-
র্বৈদূর্য্যমালেব মলৈর্বিমুক্তা ।
কাদম্বিনী ত্যক্তজলেব রেজে
সা শুক্লবস্ত্রেণ হৃতাঙ্গতোয়া ॥ ৪৭

ভুর্ব্বাস্থলী লক্ষিতসৈকতেব
কলিন্দকন্যেব সরাজহংসা।
বভৌ সফেণেব পযোধিবেলা
বালা দুকূলদ্বযমাদধানা॥ ৪৮
ধূপেষ্কনে মুক্তশিরোরুহা সা
মুখেন রেজে পৃথুলোচনেন।
সমুদ্যতা দ্যৌর্ম্মৃগলাঞ্ছনেন
পশ্চাদবস্থাপিতকালিকেব॥ ৪৯
আমুক্তমুক্তাফলভক্তিযুক্তং
স্থানান্তরং বেদিবিতানবস্তম্।
মহার্হরত্নাসনমানতাঙ্গীং
নিন্যুর্মণিস্তম্ভমযং রমণ্যঃ॥ ৫০
তত্রানুরূপৈঃ শতপত্রনেত্রা-
মুচ্চাবচৈরাভরণৈর্নতাঙ্গীম্।
এনামলঞ্চক্রুররালকেশ্যো-
বিশেষনেপথ্যবিধানদক্ষাঃ॥ ৫১
কাচিচ্চ তস্যাঃ কচপাশমুচ্চৈ-
র্মনোজ্ঞবন্ধং মধুরং ববন্ধ।
সাপি প্রসিদ্ধালকশোভিবক্ত্রা
বভৌ নতভ্রূঃ সবিশেষমেব॥ ৫২
মধূকপুষ্পৈরপি নদ্ধকেশা
সমঙ্গলৈর্দৌরিব কৃত্তিকাভিঃ।
সহস্রপত্রৈঃ শতপত্রনেত্রা
পাণ্ডুপ্রভৈঃ সা যমুনেব রেজে॥ ৫৩

সুস্থূলমুক্তাফলতারহারা
পুপোষ লক্ষ্মীং কমলায়তাক্ষী ।
নিবাতনীলাম্বুজরাশিরম্যা
সিতাব্জরাজি স্থিতযেব সিন্ধুঃ ॥ ৫৪
ধম্মিল্লবিন্যস্তপ্রফুল্লপুষ্পা
সাঽলঙ্কৃতা কল্পিতদন্তপত্রা
বালেন্দুসন্ধুক্ষিতকান্তিরাসীৎ
সমঙ্গলা দ্যৌরিব চারুতারা ॥ ৫৫
অলক্তরাগেণ নিসর্গরক্তা-
বারঞ্জিতৌ তচ্চরণৌ কথাচিৎ ।
অত্যন্তসারূপ্যতযা তু, সাঽভূৎ
পদে পদে বঞ্চিতচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬
কালাঞ্জনং মাঙ্গলিকঞ্চ, তস্যা-
বযস্যযা যৎ সুতরামুপাত্তম্ ।
স্বভাবসৌন্দর্য্যবতোস্তদক্ষ্ণোঃ
কান্তিং নিতান্তং গ্রপথাম্বভূব ॥ ৫৭
কিঞ্চিদ্বিলিপ্তোল্লকসিকৃথকেন
স্ফুরৎপ্রবালারুণকান্তিরস্যাঃ ।
তাম্বূলরাগেণ বিনাপি লক্ষ্মীং
বিম্বাধরঃ কামপিপুষ্যতি স্ম ॥ ৫৮
গোরোচনা পত্রবিশেষকাঙ্কে
যবাঙ্কুরঃ কুঙ্কুমভক্তিমিশ্রে ।
তস্যাঃ কপোলে পরিলম্বমানঃ
কর্ণাবসক্তঃ সফলত্বমাপ ॥ ৫৯

সাক্ষাদ্বিভিন্নাঞ্জনমঞ্জুবর্ণা
স্ফুরৎপরার্দ্ধ্যাভরণব্রজেন।
ইন্দ্রায়ুধেনেব নবাব্দমালা
বরাজ বালা রুচিরপ্রভেণ ॥ ৬০
শতহ্রদাঢ্যামিব মেঘমালা
মলঙ্কৃতাস্তামবলোক্য শশ্বৎ।
প্রজাঃ প্রতপ্তা ইব ঘর্ম্মতাপে
স্তৃপ্তিং রমণ্যাং স্মুতরাং ন জগ্মুঃ ॥ ৬১
অথামলাদর্শতলে বিলোক্য
নিতম্বগুর্ব্বী প্রতিবিম্বমাত্মনঃ।
সিতোপলস্তম্ভভবঞ্চ বালা
ত্রপাকুলা স্মেরমুখী বভূব ॥ ৬২
সম্মঙ্গলদ্রব্যমযেন বালা
ববাজ পশ্চাত্তিলকেন ভূযঃ।
বিলক্ষ্যমাণামলপূর্ব্বসন্ধ্যা
নবোদিতেনেব দিনাধিপেন ॥ ৬৩
আনন্দবাষ্পাবলিলোলদৃষ্টি
স্ততঃ প্রসূতির্দুহিতুঃ কথঞ্চিৎ।
চিরেণ বস্তে মণিবন্ধমধ্যে
ববন্ধ সম্মঙ্গলহস্তসূত্রম্ ॥ ৬৪
শবেণ সা চারুচকোরনেত্রা
ধৃতেন সাক্ষাৎ দ্বিজবাজকন্যা।
বেখাপ্রমাণেন সমুদ্গতেন
করেণ রেজে রজনীব বালা ॥ ৬৫

কুন্দাবদাতস্তবকা লতেব
কালিন্দকন্যা প্রতিমেন্দুনেব।
সিতৈবকপদ্মেষ নদী দিদীপে
সমাদধানা নবদর্পণং সা॥ ৬৬
পুরন্ধ্রি বর্গং ক্রমশো বিনম্রা
মাত্রা প্রদিষ্টেন্দুমুখী ববন্দে।
আশীর্ভিরেনাঞ্চ পুরঃ ফলাভি-
বানন্দযাঞ্চক্রুরিমাঃ প্রকামম্॥ ৬৭
বাষ্পাতিবেগোদয়সন্নকণ্ঠী
সতীঃ প্রসূতিঃ ক্রমশো যযাচে।
যুষ্মাকমাশীর্ব্বচনানুরূপং
ভূযাদিযং ভাগ্যবতী সুতেতি॥ ৬৮
তযা পুরন্ধ্রিপ্রচুরা সভা সা
স্ফুরৎপ্রভালঙ্করণা বিরেজে।
শরৎত্রিযামাঽমলঋক্ষতারা
বিশেষরোচিঃ শশিরেখযেব॥ ৬৯
ইতঃ পরং দুর্লভদর্শনেয-
মিত্যেব বালা দ্বিগুণাদরেণ।
পরং ন পিত্রোঃ, পুরবাসিনাঞ্চ
সস্নেহমাসীদবলোকনীযা॥ ৭০
স্নেহোদযপ্রস্নবিতস্তনাগ্রা
মাতৃপ্যদালোক্য মুহুর্মুহুস্তাম্।
অলঙ্কৃতাং নির্ম্মলদর্পণান্ত-
শ্ছাযামিবাত্মপ্রভবাং প্রসূতিঃ॥ ৭১

খদ্যোতবর্গৈঃ স্ফুতবাং লতেব
নক্ষত্রবৃন্দৈরিব চন্দ্ররেখা।
ইতস্ততোমঙ্গলবত্নদীপৈঃ
প্রকল্পিতৈঃ পদ্মমুখী চকাশে॥ ৭২

অথ কথমপি বালামালিভিঃ সম্পরীতাং
সজলনয়নলক্ষ্মীঃ ক্ষুব্ধবুদ্ধির্বিসৃজ্য।
অগমদপরদেশং দোষনির্মুক্তচিত্তা
পুবযুবতিজনানাং মাননার্থপ্রসূতিঃ॥ ৭৩

ন খলু সহজতস্তাযত্নত৽ কিন্তু নার্য্যো
ক্বচিবকচিকৃশাঙ্গ্যাঃ কামমস্যাশ্চিবায।
স্তিমিতনযনপঙ্ক্তিং ম্লানবক্ত্রাঃ কথঞ্চিৎ
পবিজননতিযাচ্ঞা সম্ভ্রমাদাচকর্ষু৽॥ ৭৪

প্রতিনিযতবিধেঃ সমাপনান্তে
মৃদমগমৎ সুতবাং পতিঃ প্রজানাম।
অথ সদসি সুহৃদ্ভিবাশ্রিতায ং
স্ফুটকমলৈঃ সবিতীব ভানুবিম্ব৽॥ ৭৫

ইতি সতী পরিণযে মহাকাব্যে সতীপ্রসাধনোনাম
পঞ্চদশঃসর্গঃ।

—০(০)০—

ষোড়শঃসর্গঃ।

শৈলাধিরাজং দ্বিজরাজমৌলে-
র্বিবাহদীক্ষাবিধিমঙ্গলার্থম্।
তৌ জগ্মতুঃ কৈটভজিদ্বিধিশ্চ
পত্নী সমেতৌ কমনীযমুচ্চৈঃ ॥ ১

বিলম্বিতৈরংশুভিরুজ্জ্বলাঙ্গৈ-
বাকৃষ্টকেতু-দ্যুতিকল্পবৃক্ষম্।
পুষ্পোপদীযৈঃ কৃতভক্তিশোভ-
মুপাহৃতৈঃ কিম্পুরুষাঙ্গনাভিঃ ॥ ২

পতত্তুষারৈঃ পরিধৌতমার্গ-
মলঙ্কৃতং কাঞ্চনবল্লিভাসা।
শৃঙ্গৈরনেকৈরপি তুঙ্গবেশ্ম-
বিলাসমুৎজৃম্ভিত ধাতুরাগৈঃ ॥ ৩

নিসর্গসিদ্ধৈরপি রত্নসংঘৈ-
রতিপ্রসিদ্ধৈস্তপনীযপদ্মৈঃ।
আনন্দিতাভিঃ সুরসুন্দরীভি-
স্তিরস্কৃতা কল্পমনল্পশোভম্ ॥ ৪
কলাপকম্।

সন্দর্শনেনৈব ননন্দতুস্তা
বমন্দমানন্দিতচন্দ্রমৌলেঃ।
পীযূষনিস্যন্দন এব সাক্ষাৎ
প্রেমাখ্যযা কোপি নবঃ পদার্থঃ ॥ ৫

নদৎসু তূর্য্যানকমর্দ্দলেষু
গণেষু কোলাহল-তৎপরেষু।
বিধিশ্চ পাণিগ্রহণোচিতোঽভূৎ
ত্রিলোকভর্ত্তুর্মহিমানুরূপম॥ ৬
বিধিঃ স্বযং যত্র বিধাযকোঽভূৎ
পদ্মা পুরন্ধ্রিঃ, পুরশাসনশ্চ।
নেপথ্যভাক্, তৎ খলু সিদ্ধিমূলং
কিং কথ্যতে তস্য বিশেষলক্ষ্মীঃ॥ ৭
পদ্মালযা পদ্মজ-বল্লভাভ্যাং
সম্পাদিতা কিম্পুরুষাঙ্গনাভিঃ।
প্রফুল্লবিদ্যাধরসিদ্ধসংঘা
তদুৎসবশ্রীঃ সুতরাং চকাশে॥ ৮
তুঙ্গস্তনাভিঃ সুরসুন্দরীভি-
র্মুহুস্তদাস্ফালনভিন্নপদ্মৈঃ।
গঙ্গা জলৈর্বালমৃগাঙ্কমৌলে-
শ্চক্রে মুদা মাঙ্গলিকাভিষেকঃ॥ ৯
তস্যৈকসৌন্দর্য্যনিধেঃ পুরস্তা-
ন্ন্যস্তং শ্রিযা, যাবদুদীবিতশ্রি।
সম্মণ্ডনং, কালিকযোক্তবক্ষোঃ
সাক্ষাদিবাখণ্ডলচাপখণ্ডম্॥ ১০
অচিন্ত্যশক্তেঃ স্বযমেব তাব-
দ্বিভূষণত্বং সুতরাং প্রপেদে।
কপালমালাদিকমুজ্জ্বলত্ব-
মতীত্যনেপথ্যললামজাতম্॥ ১১
যুগ্মকম্।

স, কামরূপঃ স্বতএব রম্য-
স্ত্রিলোকসৌভাগ্যমধশ্চকার ।
বপুর্ম্মহিম্না, কমলাপি যেন
গোবিন্দ সৌন্দর্য্যমদং মুমোচ ॥ ১২
শার্দ্দূলচর্ম্মৈব ছুকূলমাসীৎ
চিত্রাণ্যভূবন্‌রুচিরাণি তত্র ।
উরঃস্থলে তারকপালমালা
সুস্থূলমুক্তাফলকল্পিতেব ॥ ১৩
বভূব সা তাম্রজটালকশ্রী
র্গঙ্গৈব চূড়ামণিরুজ্জ্বলাঙ্গী ।
বালেন্দুলেখৈব বিশালভালে
ভক্তির্বিভোশ্চন্দনপঙ্কশুভ্রা ॥ ১৪
স্থূলেন্দ্রনীলামলচারুভাসং
যথাপ্রদেশং পুপুষুর্ভুজঙ্গাঃ ।
বীত্রৈঃ ফণাস্থৈঃ খচিতান্তরত্না
দাহার্য্যসৌন্দর্য্যগুণং ব্যতীযুঃ ॥ ১৫
ভস্মৈব সম্মৈরমুখস্য তস্য
ব্যাবৃত্য তস্মাদপরপ্রদেশাৎ ।
চক্রে যথাস্থানমনন্তশোভং
সিতাঙ্গরাগত্বমনঙ্গদীপ্তি ॥ ১৬
সমস্পৃশৎ কেবলমীশ্বরস্তং
বিবাহনেপথ্যবিধিং বিধিজ্ঞঃ ।
আলম্বতে জাতুচিদুজ্জ্বলার্থং
নহ্যং শুমানং শুকমন্যদীয়ম্ ॥ ১৭

লক্ষ্মী হ্রিযা কেবলমস্য ভালে
গোরচনামিশ্রমনঃশিলাঢ্যম।
চক্রে মুদা মঙ্গলমিত্যুদাবা
লোলাঙ্গুলিঃ সা তিলকং কথঞ্চিৎ॥ ১৮
স, দর্পণে নন্দিকবাবলম্বে
নিসক্তমাত্মপ্রতিবিম্বমীশঃ।
বিলোক্য তৎ কিঞ্চিদিবাবলোক্যং
স্মযাদপেতঃ স্মিতমাচকাব॥ ১৯
স, কিন্নবাদ্যৈবনবদ্যবেশৈঃ
পবার্দ্ধ্য চিত্রাভবণোজ্জ্বলাযাম্।
সমাশ্রিতাযাং পবিতঃ সমিত্যাং
যযৌ মুদা নন্দিকাবাববম্বী॥ ২০
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে সুতবাং গণানাং
বিশেষকোলাহলশব্দমিশ্রঃ।
আন্দোলিতানামিব পঙ্কজানাং
সামাজিকানাং পবিসম্ভ্রমোঽভূৎ॥ ২১
সদঃ সমাসাদ্য সদোরুকীর্ত্তি
র্দোষাকবঃ পূর্ণ ইবাম্ববং সঃ।
তারাগ্রহৈকজ্জ্বল, মুজ্জ্বলশ্রী
র্ভূযোবভৌ বর্দ্ধিতচারুবোচিঃ॥ ২২
ততঃ সভাযামুপবিশ্য শূলী
সস্মার সপ্তর্ষিগণং গণেশঃ।
বিলোড়িতাস্তে মকতেব তূর্ণং
প্রাদুর্বভূবুঃ পুরতঃ পুবারেঃ॥ ২৩

তাং নারদঃ সৎপরিবাদিনীকঃ
স্তত্যং স্তবৈস্তচ্চরিতানুবন্ধৈঃ ।
তুষ্টাব তৎকণ্টকিতাঙ্গযষ্টি-
রুপাসিরে প্রাপ্তমহর্ষযোঽন্যে ॥ ২৪
শুভে মুহূর্ত্তে বৃষরাজলক্ষ্মা
বৃষং সমারুহ্য বৃষংস, সাক্ষাৎ
সংক্ষোভয়ন্ ব্যোম, ততঃ প্রতস্থে
সপস্থিতস্তৈর্মুনিভিঃ স্তুবদ্ভিঃ ॥ ২৫
স্ফুরৎপ্রভাকল্পকৰিক্ষিরাদ্যৈ-
র্বিগাহমানোগগনং বৃষাঙ্কঃ ।
বিমাননক্ষত্রগণৈরিবোচ্চৈঃ
স, শোভয়ামাস নিশীথিনীশঃ ॥ ২৬
প্রয়াণ তূর্য্যধ্বনিমিশ্রঘোষ-
স্তস্মিন্ মুহূর্ত্তে ববৃতে গণানাম্ ।
স, ব্যানশে ব্যোমবিগাহমানঃ
সমস্ততো দেবনিকেতনানি ॥ ২৭
আগত্য তে প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ
সুরেন্দ্রমুখ্যা নবচন্দ্রমৌলিম্ ।
তদাবলোকোদিতমোদপূর্ণাঃ
পুনঃ সসর্জ্জুর্জয়শব্দমুচ্চৈঃ ॥ ২৮
অগ্রেসরাণাং প্রমথর্ষভাণাং
নভঃ প্রমোদধ্বনিপূর্ণমধ্যম্ ।
তরঙ্গঘোষৈঃ পরিপূর্য্যমানং
পয়ঃ, পয়োধেরিব সংবভূবঃ ॥ ২৯

উদীরিতাশীর্জ্জয়শব্দপূর্ব্বং
মহর্ষিবৃন্দং প্রভুমভ্যনন্দৎ।
নন্দীপুরোগোঽস্য সহেমবেত্রো
ব্রহ্মাচ্যুতৌ পার্শ্বগতাবভূতাম্॥ ৩০
গন্ধর্ব্ববর্গৈ পরিগীতকীর্ত্তে-
র্ভাসাং যথাস্থাননিবেশশোভি।
স্ফুরৎপ্রভাময়মদৃষ্টপূর্ব্বং
তস্যাতপত্রত্বমিয়ায় ভানুঃ॥ ৩১
তমশ্বিনৌভক্তিবিশেষচিত্রে
মহৌষধী কল্পিতদীপ্তমালে।
অসেবিষাতামুপনীয়, তেন-
তদ্গৌরবাত্তে, পরিপস্পৃশাতে॥ ৩২
তং মারুতঃ কল্পিতমূর্ত্তিভেদো-
দ্বিধা, সিষেবে শশিখণ্ডমৌলিম্।
আখণ্ডলস্যাপি সুবিস্ময়ার্হে
দ্বে চামরে চারুতরে প্রগৃহ্য॥ ৩৩
হুঙ্কারগর্ভং নবচন্দ্রমৌলে-
রালোকশব্দং মিলতাশ্চ রুদ্রাঃ।
উদীরয়ামাসুরুদারকীর্ত্তে-
রদূরদেশে পরমাদরেণ॥ ৩৪
তমন্বগিন্দুপ্রতিমেন্দুমৌলিং
বিলোলজাহ্নুনদজাবতংসা।
রামাবলির্মঞ্জুলরঞ্জিতশ্রী-
রিন্দ্রায়ুধশ্রেণিরিবাবভাসে॥ ৩৫

পরার্দ্ধ্যরত্নাভরণৈঃ প্রসিদ্ধৈ
র্বিচিত্রবস্ত্রৈরমরৈঃ পরীতম ।
রেজে নভঃপুষ্পিতমুক্তপত্রৈ
র্যথোজ্জিতৈর্জঙ্গমকল্পবৃক্ষৈঃ ॥ ৩৬
মুহূর্ত্তমাত্রেণ মহোক্ষবাহঃ
স প্রাপ দক্ষস্য পুরং মকল্পিং ।
মহানুভাবাদিব তস্য বীরৈ
র্নভস্যপি প্রস্তুতগুপ্তিকর্ম্ম ॥ ৩৭
ততঃ সুরৈঃ সত্বরমন্তরীক্ষাৎ
জ্যোতির্গণৈরিন্দুরিবেন্দুমৌলিঃ ।
সম্বন্ধিনো মন্দিরগোপুরাস্ত
মবাতরত্তোরণরাশিরম্যম্ ॥ ৩৮
সযাবদাসীৎ প্রথমাবতর্ণো
দাক্ষোপিতাবৎ স্বগণৈরুপেতঃ ।
মুক্তাপিধানং নগরং প্রতীতং
প্রাবেশযত্তং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ ॥ ৩৯
দ্রুমৈঃ প্রফুল্লৈরটবীমিবোচ্চৈঃ
স্ফুরৎ সরোজৈরিব সিন্ধুপত্নীম ।
সুরৈরিবেন্দ্রস্য পুরীং প্রপেদে
তাং সঙ্কুলাং হর্ষপরৈঃ স, পৌরৈং ॥ ৪০
অমন্দমন্দারপরীতমধ্যঃ
পার্শ্বদ্বয়ে সৌধপরম্পরাকং ।
অনল্পভক্তিঃ স, মনঃ সুরাণা
মত্তোরণো রাজপথো জহার ॥ ৪১

প্রবিষ্ট মাত্রে পুরমষ্টমূর্ত্তৌ
বাতায়নান্যুদ্ঘটিতান্যভূবন্।
মুখান্যলক্ষ্যন্ত বিলাসিনীনাং
পুরেব তৎকাল বিনির্ম্মিতানি॥ ৪২
তা লাজবর্ষেণ নবেন্দুমৌলি
মবাকিরন বামদৃশঃ সমন্তাৎ।
স, কিন্নরীণামপি হস্তমুক্তং
পুষ্পোচ্চয়ং কল্পতরোর্জিগায়॥ ৪৩
চিত্রাতপত্রাদি নিরন্তরালে
তন্তত্বতো দ্রষ্টুমশক্নুবন্ত্যঃ।
দুর্লক্ষ্যমাণং চপলেক্ষণাস্তাঃ
প্রাপুঃ পুরদ্বারমপি ত্বরাতঃ॥ ৪৪
অথ প্রবিশ্যোন্মদ সা রসানি
সমর্ম্মবাণ্যাশু মনোহরাণি।
সসম্ভ্রমানাং নগরাঙ্গনানাং
জজৃম্ভিরে মঞ্জুল শিঞ্জিতানি॥ ৪৫
বিশালনেত্রে। ত্বরদন্তপত্রং
শ্রোত্রচ্যুতং প্রচ্যুতমানেহদঃ।
অয়ি প্রমত্তে। নবচন্দ্রলেখা
স্বপাহবোন্মাদিনি। পালয়েমান্॥ ৪৬
কিং ক্লিশ্যসে?—ক্ষিপ্রগতিক্রমেণ,
পৃথুস্তনি। স্তোকমিতোত্রজত্বম।
কচোচ্চয়ং সংযময়োচ্চগণ্ডে।
বিমিত্যকাণ্ডে কৃতসম্ভ্রমাসি?॥ ৪৭

ত্বমুত্তরীযং কুরু মস্তকোর্দ্ধে
প্রস্নাযসে প্রৌঢ়রবের্ময়ূখৈঃ।
অবস্তমুগ্ধে। কিমলক্ষি যাভি-
র্দূরাদপক্রামতি দৃশ্যবস্তু॥ ৪৮
ইত্যঙ্গনানামভিষঙ্গিতানা-
মনঙ্গসন্ধুক্ষণসম্ভ্রমাণাম্।
অপাঙ্গসঙ্গোপনমন্থরাণাং
প্রশুশ্রুবে শ্রোত্রসুখঃ প্রলাপঃ॥ ৪৯
কলাপকম্।

পুরান্তরালাৎ পরভাগমাপ্তো-
যোষিদ্‌গণো রাজপথং প্রপেদে।
কেনাপি বেগেন সমুদ্রগান্তং
হ্রদাদিবোন্মুলিতপদ্মপঙ্‌ক্তিঃ॥ ৫০
মুহূর্ত্তমাত্রেণ মনস্বিনীনাং
সসার রাজিঃ সরণিং সমন্তাৎ।
প্রতপ্তহেমদ্যুতিরব্দমালাং
নভস্বতাম্নুন্ন শতহ্রদেব॥ ৫১
প্রত্যগ্রলাক্ষারসলিপ্তপাদা
মদালসা কাচিদরালকেশী।
রক্তোৎপলানামি বলূনবর্হৈ-
শ্চকার বামা সরণিং সবাগাম্॥ ৫২
সুস্থূলমুক্তাফলহারমন্যা
করে সমালম্ব্য নিতম্বগুর্ব্বী।
মূচ্ছন্বিরাগা স্ফটিকাক্ষমালাং
ব্যলোকি তৎকালমিব প্রপন্না॥ ৫৩

বিচিত্রবস্ত্রাচ পবা সুকেশী
গোবোচনা গৌবশরীবযষ্টিঃ।
পশ্চাদ্বিলগ্নোজ্জ্বল কালিকাসী-
দিন্দ্রাযুধাশ্লিষ্টতড়িল্লতেব॥ ৫৪
কাচিৎ করালম্বিতকাঞ্চিদাম্না
বিমুক্তকেশা কুসুমৈঃ স্খলদ্ভিঃ।
সুধামদস্বেদমুখী পদব্যা-
মুক্তাফলৈর্ভক্তিমিব ব্যধত্ত॥ ৫৫
তা যোষিতো রাজপথে বিলজ্জা
বালেন্দুমৌলিং পরিলোকযন্ত্যঃ।
ন পস্পৃশুঃ কিঞ্চন শুশ্রুবু র্বা
তদেকতানত্বমিব প্রপন্নাঃ॥ ৫৬
নিষ্পন্দতাং প্রাপ্য পুরাঙ্গনাস্তা-
স্তুঙ্গস্তনৈর্হৈমমযাঙ্গলক্ষ্ম্যঃ।
স্থূণা ইব প্রস্তুতহেমকুম্ভা-
হেমন্তবা মাঙ্গলিকা বিরেজুঃ॥ ৫৭
বিলোললোলেক্ষণভৃঙ্গবম্যা
তাসাং শ্রীঃস্তুতবাং চকাশে।
কামং রমণ্যোমধুরাঃ স্বভাবা-
দলঙ্কৃতাঃ প্রাপ্য কিমুৎসুকত্বম্॥ ৫৮
হরস্তু তাসাং স্তিমিতেক্ষণানাং
কটাক্ষপাতং প্রতিগৃহ্য দৃষ্ট্যা।
মনঃস্বমূর্ত্তিং বহুধৈব ভিন্নাং
নিশেশভূষঃ প্রবোধৌ নিবেশ্য॥ ৫৯

তস্মিন্ ব্যতীতেপি বিলোকনীযে
বিলোকমার্গং কুলকামিনীনাম্।
তথৈব তস্থুঃ স্তিমিতালসানাং
বিস্ফারিতান্যেব বিলোচনানি ॥ ৬০
সম্বন্ধিনঃ সন্ম মহেশ্বরশ্চ
ক্ষীরোদধিং বিষ্ণুবিবাসসাদ।
সচৈনমব্যাদবতার্য্য বাহাৎ
প্রবেশযামাস পুরং পুরোগঃ ॥ ৬১
ক্রমেণ কক্ষাঃ সমিযায তস্মি-
ন্নাক্রান্তপূর্ব্বাক্রহিণাচ্যুতাভ্যাম্।
তপঃশমাভ্যামিব জীবরাজী-
র্নিরঙ্কুশো মোক্ষইবাসমাক্ষঃ ॥ ৬২
পুরঙ্কৃতে তত্র চতুষ্কমধ্যে
পুরঃ সমাবিষ্কৃতরত্নরোচিঃ।
সম্বন্ধিনা দর্শিতমাদরেণ
প্রভুঃ সুবর্ণাসনমধ্যুবাস ॥ ৬৩
তত্রাষ্টমূর্ত্তিঃ কুশপত্রপুঞ্জে
প্রবিষ্টরাগ্র্যে কিল সন্নিবিষ্টঃ।
রত্নপ্রভাবিচ্ছুরিতান্তরালে
যথা মহানীলময়ে ররাজ ॥ ৬৪
দূর্ব্বাদলাক্লিষ্টমবেন্দুলেশ-
মর্ঘ্যং গৃহীত্বা সুতরামনর্ঘ্যঃ।
জগ্রাহ পশ্চাদপিধানযুক্তং
সর্পির্মধুভ্যাং মধুপর্কমীশঃ ॥ ৬৫

স, দুকূলবান্দময়থেন্দুমৌলিঃ
সম্বন্ধিনা দত্তমনিন্দিতেন।
অদূরপাণিগ্রহণাগ্রগামি
প্রত্যগ্রহীদাগ্রহপূর্ব্বমেব ॥ ৬৬
বিধৌতবাসাঃ স বধূসকাশং
বিধানবিদ্ভিঃ পুরুষৈর্বিধাতুঃ।
স্থানান্তরঞ্চারুরিবার্চ্চ্য চারৈ-
র্নিন্যে মরুদ্ভিঃ শরদভ্ররাশিঃ ॥ ৬৭
স, চন্দ্রলেখামিব মর্ত্যলোকঃ
পীযূষপাত্রীমিব দেববর্গঃ।
সমৃদ্ধিমুচ্চৈরিব সিদ্ধকর্ম্মা
ননন্দ তামিন্দুমুখীং বিলোক্য ॥ ৬৮
অগ্নিং সমাধায় সমিদ্ভিরীশঃ
পুরোধসাবেদিমথাধ্যুবাস।
বভৌ চ ভূয়োহস্তিকলঙ্কিতোঙ্কঃ
সাক্ষাদিবোঙ্কাগমশীতরশ্মিঃ ॥ ৬৯
বিলোলজাম্বুনদকর্ণপূরাং
জাম্বূনমালামমলাস্তরাত্মা
স, কারযামাস বিধেঃ পুরোধাঃ
পুরঃ কুমারস্য তথা কুমার্য্যাঃ ॥ ৭০
তযোর্বিলোলানি বিলোচনানি
মুহুর্ম্মুহুর্ম্মীলিতপুষ্পিতামি।
মিথঃ কথঞ্চিন্মিলিতানি লজ্জা
চিরেণ লক্ষ্যাবসরা জহার ॥ ৭১

অথোপনীতং পৃথুলোচনায়াঃ
স্ফুরৎপ্রভাসুন্দরমিন্দুমৌলিঃ ।
হস্তং বিহস্তোদিতসাধুযত্নো-
দীনঃ পবং বত্নমিবাললম্বে ॥ ৭২
তাম্রারুণং তাম্ররুচা কুমার্য্যাঃ
করং করেণ প্রতিগৃহ্য শম্ভুঃ ।
বক্তাম্বুজং বালইবোষ্ণরশ্মিঃ
সমুচ্ছ্রিতাং তচ্ছ্রিয়মানিনায় ॥ ৭৩
ভানুপ্রভায়াইব শীতভানু-
র্হেমব্রততত্যাইব পারিজাতঃ ।
তস্যাশ্চকাশে সুতরাং মহেশঃ
সম্পর্কমভ্যর্হিতমভ্যুপেত্য ॥ ৭৪
অন্যোন্যসম্পর্কমুপেত্যকাম্য-
মন্যোন্যমেতান্মিথুনং মনোজ্ঞম্ ।
লাবণ্যসাফল্যমিব প্রপেদে,
প্রসন্ন পদ্মাকরপদ্মকল্পম্ ॥ ৭৫
প্রত্যেকশোপিপ্রথিমানমাপ্তৌ
রুচ্যোর্যুতৌ তাবভূভৌ যদা স্তঃ ।
তযোস্তদা সঙ্গতযোঃ সুতুঙ্গা
কিং রত্নমণ্যোরিব কথ্যতে শ্রীঃ ॥ ৭৬
সৌন্দর্য্যমাত্রামুপজীব্য কাঞ্চিদ্-
যযোর্জগত্যন্যভুপৈতি লক্ষ্মীম্ ।
তযোস্তু বাচাং মনসাঞ্চ সত্য-
মতীত্য, কামং, পদবীস্তদাস্তে ॥ ৭৭

বভূব ভূতাধিপতি স্তদানীং
স-বেপথুঃ কণ্টকিতা কুমারী।
পরস্পরস্যেব মনশ্ছলেন
যুক্তং বহির্ভূয পরস্পবেণ ॥ ৭৮

ততো নিদেশেন পুরোধসস্তৌ
পরস্পবস্পর্শবসানুবিদ্ধৌ।
প্রচক্রতুঃ প্রক্রমণং কথঞ্চিদ্-
বারত্রযং প্রজ্বলিতস্য বহ্নেঃ ॥ ৭৯

অন্যোন্যকান্ত্যা চ্ছুরিতান্তবেণ
নিজপ্রভাভিশ্চ বধূবরেণ
পবিপ্রকাশেন কৃশানুরুচ্চৈ-
র্ব্বভৌ বিবস্বানিবমণ্ডলেন ॥ ৮০

ততঃ সমিদ্ধার্চ্চিষি কাঞ্চনাভে
বহ্নৌ বধূর্লাজবিসর্জ্জনং সা।
পুবোধসা বেদবিদা প্রযুক্তা
বিধানতো বুদ্ধিমতী ব্যধত্ত ॥ ৮১

তত্রেশ্বরঃ স্বাঞ্জলিনোজ্জ্বলশ্রী-
র্ব্বধ্বঞ্জলিং সম্পরিগৃহ্য কামম্।
লেভে প্রমোদং চিররূঢ়মস্যাঃ
সম্প্রার্থিতং মূর্ত্তমিবানুবাগম্ ॥ ৮২

পত্যুঃ করস্পর্শরসানুবন্ধা-
ত্তাম্রাঙ্গুলেঃ, কিঞ্চিদিবাবসন্নাৎ।
পপাত তস্যাঃ করতোম্বুবিন্দু-
বক্তাম্বুজাতাদিব লাজবাজিঃ ॥ ৮৩

বহ্নৌ শমীপল্লবখণ্ডমিশ্রা
সা লাজরাজিঃ পরিতঃ পতন্তী ।
মেরৌ স্ফুরৎ শ্যামমণি প্রভিন্না
মুক্তাময়ী বৃষ্টিরিবাবভাসে ॥ ৮৪

সাধূমমগ্নেশ্চ মধূমদামা
লজ্জাবিধেয়া কিল জিঘ্রতিস্ম ।
ভূয়োবিভাতিস্ম চ তেন বালা
সুধাংশুলেখেব সমেঘলেশা ॥ ৮৫

তদীয় ধূমাবিলমুৎপলাক্ষ্যা-
মুখং লঘুস্বেদলবং প্রপেদে ।
ছলাদমুষ্মাৎ কিলনিহ্নুতেস্ম
পত্যুঃ করস্পর্শ সুখোদয়ং সা ॥ ৮৬

মুহূর্তমাত্রেণ যযৌ সধূমঃ
স্তোকার্দ্রমস্যা বদনং বিধায় ।
ভূয়োবভৌতচ্চ ঘনে পনীতে
বাতেন সাক্ষাদিব সোমবিম্বম্ ॥ ৮৭

ততঃ প্রযুক্তা ধ্রুব কীর্ত্তিনেযং
ভর্ত্তা ধ্রুবং প্রেক্ষ্য পৃথুত্রপার্ত্তা ।
প্রযুক্ত কল্পাসুচিরাদবোচ-
দপশ্যমিত্যপ্সরসাং ধ্রুবাসু ॥ ৮৮

তস্মৈ চ বিস্ফারিত চারুনেত্রা
যদৃচ্ছয়া ভর্ত্তৃমুখং বিলোক্য ।
চিরেণ বালা বিবশা কথঞ্চিৎ
হ্রীহর্ষযোঃ সা, কিলতং দদর্শ ॥ ৮৯

তৌ মঙ্গলৈকপ্রভবৌ ত্রিলোক্যাঃ
স্থলান্তরে লৌকিকমঙ্গলান্তে।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বপুরন্ধ্রিনৃত্য
মালোকয়ামাস তুরাসমস্তৌ॥ ৯০
তৌ রোধসংস্থানবশাদ্বিভিন্নং
বিভিন্নসপ্তস্বরসন্নিবেশম।
সুবিশ্রুতৌ, শুশ্রুবতুর্মনোজ্ঞং
গীতং নদোদারমুদারশীলৌ॥ ৯১
জায়াপতী তৌ পরমর্ষিসংঘাঃ
স্তবৈঃ স্তুবন্তি স্ম মনোভিরামৈঃ।
কথাং পবিচ্ছেদকথাব্যতীতাং
মন্থান্যবর্তন্ত তয়োঃ পরস্তাৎ॥ ৯২
অথেন্দ্রমুখ্যৈরমরৈর্ম্মিলিত্বা
স, চন্দ্রমৌলিঃ সুতরাং সিষেবে।
উৎফুল্লনীলোৎপলবক্ত্রকান্তিঃ
পত্নী তদন্তে চ সমপ্রযত্নৈঃ॥ ৯৩
অথ সুরগণসেবাপ্রাঞ্জলিং প্রাজ্যদৃষ্ট্যা
পুলকিত তনুরীশঃ সম্প্রগৃহ্য স্মিতেন।
মুকুলিত কমলাক্ষ্যা দক্ষপুত্র্যা সমেতঃ
কথমপি নিয়তঃ সন্ বিষ্টরে সংবিবেশ॥ ৯৪
বেধাস্তথাবিধমনোরথসিদ্ধিবাসী
দানন্দসিন্ধুসলিলেষ্বিব গাহমানঃ।
সংকল্পনা হি সফলৈব ভবত্যুদারা
বিদ্যেব কল্পলতিকেব কৃতক্রিয়েব॥ ৯৫

ইত্থং পুত্রীপরিণয়বিধিং সাধু সম্পাদ্য দক্ষঃ
পশ্চাদর্চ্চামপি স, মরুতাং কারয়ামাস ধীরঃ।
লেভে প্রীতিং সুবিপুলতমাং সাত্বিকীং শুদ্ধসত্বঃ
কংবা, লোকে, ন পরিণয়নং প্রীণয়েদাত্মজায়াঃ॥ ৯৬
দেবাঃ সর্ব্বে পুলকিতবপুর্লক্ষ্যবক্ত্রপ্রসাদা
গন্ধর্ব্বাণামপি সুললিতং গীতমাসীত্তদানীম্।
বল্লী পূর্ণা নবকিসলয়ৈর্মঞ্জুলস্ত্রীশ্চ লোকো-
মন্যে মূলপ্রকৃতিবকুলং মঙ্গলং সম্প্রপন্না॥ ৯৭

ইতি সতী পরিণয়ে মহাকাব্যে সতী পরিণয়োনাম
ষোড়শঃ সর্গঃ।

সম্পূর্ণম্।

অত্রৈব শিবম্।

শুদ্ধিপত্রম্।

গ্রন্থকর্ত্তুর্নিবেদনানি।

পৃষ্ঠ	পংক্তৌ	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম্
/০	২।৩	সাণ্ডিল্য, সুবান মাপৎ	শাণ্ডিল্য, সুবানামাপৎ
/০	১৩।১৬	বাইজ্যেশ্বর, মাম্নকোণা	বাজ্যেশ্বর, মানকোণা
৶১	১৬	যযামমুষ্যাঃ	যযাবমুষ্যাঃ
৶০	২৪	বিদ্যালবম্বোক্তা	বিদ্যালবোক্তা
৶০	২।২১	তুষ্ঠী, কামাপহত	তুষ্টী কামোপহত
৶০	২২	মাতবমভিগসমানঃ	মাতরং কামযমানঃ
।০	২২	মুখভজিভি	মুখভঙ্গীভি
।/০	৮	অপূবী	অপূবি
।/০	১৪	পূর্ব্ব, স্যাম্মান্মানেবমং	পূর্ব্বৈ, স্যাম্মানেবমং
।/০	১৫	ভূম্বামীত্র	ভূম্বামিষু
।৵০	১	সাধুমণ্যাতেস্ম	সাধুর্মন্যাতেস্ম
।৶০	২০	সুপ্রিসিদ্ধা, বিদ্যতে,	সুপ্রসিদ্ধা, বিদ্যতে।

সতী-পবিণয়ম্।

৩	১৬	বিলক্ষ্যমাতে	বিলক্ষ্যতে
১১	৭	বোল্মিত	বোধিত
১২	২	মর্ষবাঃ	মর্ষূরাঃ
১৩	২	কণ্ঠকিত	কন্টকিত

পৃষ্ঠ	পঁাক্তী	অশুদ্ধম	শুদ্ধম
ঐ	১৩	প্রভষেন	প্রভবেন
১৪	৪	প্রতিহম্যেত	প্রতিহন্যেত
১৬	ঐ	বাল্যোপুপদেশ	বাল্যোপ্যপদেশ
১৭	১০	জিগ যস	জিগাযসা
১৭	১৬	ক্রেবমন্ত্রণ	ক্রেবমন্ত্রণা
১৭	২৪	ভাবিনী	ভাবিনী
১৯	১	মঞ্জুন্দাষ	মঞ্জুল য
১৯	৫	মনিষিদ্ধ	মনিষিদ্ধ
২১	২২	হবিণীম	হাবিণীম
২১	১৪	হনুনীযভাম	হনুমীষতাম
২৪	১০	নিবন্ধ	নিবদ্ধ
২৬	১২	হিমাংশু	হিমাংশুমে
২৬	৭	বিনমে	বিনা
২৬	২২	মাচর্ষ	মাচর্যা
২৭	২০	হ্নদোদবম	হ্রদোদবম
৩০	২৪	মম্ব পী	মম্বপী
৩৪	৮	ক্রবং	ক্রচং
৩৫	৩	এপা	ত্রপা
৩৬	৯	তদিবধ	তদ্বিধ
৩৬	২১	স্কাপি	ক্কাপি
৩৭	১	ইলুং	ইত্থং
৩৮	১৭	স্মৃষি	স্মৃসি
৪০	১১।১৩	শুধাবিধ, নৌলি	শুধাবিবা, মৌলি
৪০	৪	ক্রত্র	ক্রচ
৪১	১৩	ভস্যায়বতমং	ভস্যাম্বতমং

পৃষ্ঠে	পঙক্তৌ	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম
৪৪	১	তথা, মূর্চ্ছৈ	তথা, মুচ্ছৈ
৪৫	৪	বিনিশ্বসন্তী	বিনিশ্বসন্তী
৪৫	৬	মপুাচ্ছিত	মপ্যাচ্ছিত
৪৫	৯	বহ্নিকম্পণা	বহ্নিকম্পণা
৪৫	১	যথা, প্রিয়মা	যথা, প্রিয়ম
৪৬	৫।১৬	নিক্ষম্বিনী, বল্লভং	নিতম্বিনী, বল্লভঃ
৪৭	৭।৯।১২	কুচ, কু, কু	কচ, ক, ক
৪৮	১৯	কম্পণা	কম্পণা
৫৩	১৭	শ্যাম	শ্যাম
৫৪	৬	বিদ্যাস্তি	বিদ্যাবস্থি
৫৫	৮।১০	দূবাদর্শী সর্ব্বত	দূবদর্শী, সর্ব্বতঃ
৫৫	২১।২৬	চ্চক্ষে, যন্ত্বযো	চচক্ষে, যন্ত্বযা
৬০	১	জানানাং	জনানাং
৬৪	১৯	ভৌ মোষণমা	ভৌমোম্বণা
৬৭	২২	পবিশ্চবস্তি	পবিতশ্চবস্তি
৭৩	১৫	ফলস্তোব	ফলস্তোব
৭৬	২১	পারিজাতাকণালী	পারিজাতাকণাজ্‌লী
৭৭	৬	প্রতিবন্ধোহপি	প্রতিবন্ধোহপ্য
৭৮	১৬	স্বষ্টষঃ	স্বষ্টযঃ
৭৯	২৩	স্বল্পো	স্বল্পা
৮৪	৯	বর্মতা	বর্মতা
৮৯	৮।১৭	ভ্রম, স্তুট	ভ্রম, স্তুট
৯৩	১১।১২	বর্ণে, শৈলম	বর্ণৈ শৈলম
৯৫	১৬	পূর্ব্বোঝিত	পূর্ব্বোজ্‌ঝিত
৯৫	২০।২২	সমুদ্ধেলানীব, মৃলেকিঃ	সমুজ্জ্বলানীব, মৃলোকঃ

পৃষ্ঠে	পঁক্তৌ	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম্
৯৭	১৬	হু ন্দুলী	হুনন্দুলী
৯৭	১৭।২১	যোষিম্মুখ, সমস্তা	যোষিম্মুখ, সমস্তা
৯৮	১৫।২২	শুদ্ধাদি, স্থিতাষা	শুদ্ধানি, স্থিতাষা
৯৯	৭	বিষেশষ	বিশেষ
১০০	৪।১৮	উজ্জ্ব্স্তে, বিমূল্য	উজ্জ্জ্স্তে, বিমৃগ্য
১০১	১	পবিকল্পমস্তো	পবিকল্পযস্তো
১০১	১	কমলালযেস্ব	কমলালযেষু
১০২	২১	মাদালাষা	মদলাষা
১০৩	১৪ ১৭	দাষিতা, কুমকুম	দযিতা, কঙ্কুম
১০৩	২।২২	বরাজে, বিলক্ষমানা	ববাজ, বিলক্ষ্যমাণা
১০৫	১০	দলাবিলং	দলাবিলাং
১০৬	১৯	শক্তম	শক্ত্য
১০৮	৩	গণনং	গণানাং
১০৯	২	মহানিবস	মহানিবস
১১০	৩।৯	বঙ্কমন্য, কঙ্কনা	বহ্বমন্য, কঙ্কণা
১১১	৯	ষঘৌব	ষবৌ
১১২	১	রুচিবতা	রুচিবত্ব
১১৪	৯	ক্রমোদকম	ক্রমোদকম
১১৭	৬।১৫	বঙ্ক, মুঞ্জহতি	বঙ্ক, মুঞ্জহতি
১১৮	১৩	গৌরিকাদি	গৈরিকাদি
১১৯	১৪	গৈবিকাজ্কিত	গৈরিকাঙ্কিত
১২১	২২	বিশ্ব	বিশ্ব
১২২	৭।১৭।২২	চবসা, সদা, যাশু	চিবস্য, সদ্ম, যাশু
১২৩	২।১০	গৃহান, স্তুষি	গৃহাণ, স্তুষি
১২৪	১০	হর	হরি

পৃষ্ঠে	পংক্তৌ	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম্
১২৫	১	আপৃচ্ছ	আপৃচ্ছ্য
১২৭	১৩	নৰ্ত্তে	নর্তৈ
১২৮	৬	বর্নৈঃ, পাবগাম্মি	বর্ন্যৈঃ, পাবগাম্মি
.২৮	১৫	তদাস্থবিতব্য	তদাশ্রযিতব্য
১২৮	২০।২৪	শ্লোকাপি, মশুৎ	শ্লোকেপি, মত্তৎ
১৩০	১৬	র্স্নানাসি	স্নানাসি
১৩৩	১০	ত্রপষাস্ত্রমৈব	ত্রপষাস্ত্রৈনব
১৩৫	১৮	সুকর্ক্শো	সুকর্কশো
১৩৬	১১।১৪	যতস্ম, শক্র	যতস্ম, শত্রু
১৩৭	১	আলি	আলী
১৪১	১২	মাস্যান	মাশ্যান
,৪৩	২০	স্থিতষে ঃ	স্থিতাষ ঃ
.৪৪	৬	গুড়ৌদনৈঃ	গুড়ৌদনৈঃ
১৫৬	১৬।১৯	কলঙ্কিত, মসাবং	কলঙ্ক, মসাবং
.৫৯	২।১১	প্রবাহম, তেনাবলেন্দ্র	প্রবাহম, তেনাচলেন্দ্র
১৫৯	২২	লোহিত	ত্বমদ
১৬০	২	মণাববানঃ	মলং নভাবং
১৬০	১০	হিমাবলি র্ণ	হিমাবলি র্ন
১৬১	৩৮	স্ফুবিতিস্ম, বীক্ষতেস্ম,	স্ফুরতিস্ম বীক্ষাতেস্ম
১৬২	৩	প্রাগসহ্ম	প্রাগসহ্মঃ
১৬৫	১১	চঞ্চবীকাঃ	চঞ্চুবীকাঃ
১৬৫	২৫।১৭	নিবাস্থ, পাদো	নিবাস্থং পাদা
.৬৬	১৮।২৩	মদনা, প্রভাতিশ্চ,	মদনা, প্রভাভিশ্চ
.৬৭	৫	আচলান, বিশ্রব্ধঃ	আচাম, বিশ্রব্ধ
১৬৭	২২	তদাচক্ষ, ত্বষা	তদাচক্ষু, ত্বষা

পৃষ্ঠে	পঙ্ক্তৌ	অশুদ্ধম্	শুদ্ধম্
১৬৭	২৩	নানা	মান্য
১৬৮	৫	কিঙ্কুরুণাং, যথাম্মনং	কিঙ্করাণাং, যথাম্মনং
১৭৩	২৩	পঁবমর্ষয়ঃ	পরমর্ষয়ঃ
১৭২	৫'১১	মচবণাং, ত্বাং	মাচরণাং, তাং
১৭৫	৭।১৩	মান্দাব, বানান্তরালে	মন্দার, বনান্তরালে
১৭৫	২০।২১	সম্বন্ম, কৈববাণি	সম্মন্ম, কৈববাণি
১৭৬	৯'১৭	পর্বৈশ্চপ, নিবেশবস্তিঃ	পর্বৈশ্চ, নিবেশবস্তিঃ
১৮৬	৯	সংদৈম্ন	সংঘৈ
১৮৭	১৮	কালিকযোষ্মবশ্মেঃ	কালিকযোম্মরশ্মেঃ
১৮৯	১২	কারাবলম্বী	করাবলম্বী
১৯০	১।২৪	তাং, সংবভূবঃ	তং, সংবভূব
১৯১	৫।১৮	বর্গৈ, মিলতাশ্চ	বর্গৈঃ, মিলিতাশ্চ
১৯২	৩	নৃম্নপর্টৈত্র	নৃম্নপর্টৈত্র
১৯৬	২০	স্নুপা, পালযেমান্	মুপা, পালযেমান্
১৯৪	২৩	মূচ্ছ্ছিরাগা-	মূর্চ্ছ্ছিবাগা-
১৯৫	১৬।১৮	হেমস্তবা, শ্রীঃ	হেমোস্তবা, মুখশ্রীঃ
১৯৮	১১	মেতাম্মিথুনং	মেতম্মিথুনং
১৯৮	১৮	কচোম্মুতৌ	কচোম্মুতৌ
২০০	৫।১৮	মধুম, ভর্ত্তা	মধুক, ভর্ত্রা
২০২	৭	মঞ্জুলস্ত্রীশ্চ	মর্ঞ্জলস্ত্রীশ্চ

নৈষধচরিত।
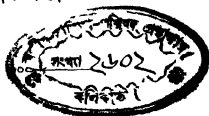
শ্রীনিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুদিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ববাট প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ববাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১৬।

মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্রং।

কীর্ত্তিং যস্য বিতন্বতে সুরগৃহং রম্যঞ্চিকিৎসালযো
বাপী লব্ধধনো বনীযব্গণো বিদ্যালযঃ পদ্ধতিঃ।
গাম্ভীর্য্যে জলধিঃশ্রুতো সুরগুরুদ্দানে সুতোভাস্বতঃ
শ্রীযুক্তঃ সনবেশ্বরো বিজযতাং যোগীন্দ্রনারাযণঃ॥

বাজং স্বদাশ্রযমিতস্য সমাগতামে
প্রাযাহদ্য সপ্ত বহুবোপ কৃতিশ্চলব্ধা।
পুস্তীমিমামুপহৃতাং কৃপযা গৃহীত্বা
ত্বং মা মনন্যবিভবং কব লব্ধকামং॥

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	৭	নলেব	নলেব
	২০	যাহাব	যাহাব
ৎ	২৭	ব্যাত্যাকৃপ	বাত্যাকৃপ
৫	২৪	সবোবব	সবোবব
,,	১৮	শ্যামলিত মধ্য	শ্যামলিত মধ্য
		পদ্ম কদম্ব	পদ্ম কদম্ব
৭	৮	হইতেছ	হইতেছেন
৮	৫	বন্ধুব	বন্ধুব
,,	১০	দ্রম	দম
৯	৩	সম্পন্না	সম্পন্ন
,	২১	দময়ন্তীব	দময়ন্তী
১০		পাদকট	পাদকটক
	১৫	দমন্তী	দময়ন্তী
,,	২৩	বৎস	হংস
১১	১	সম্মোহিনী	সম্মোহিনী
১২	৮	নগবীতে	নগবী
১৩	১	অপ্সসবোগণ	অপ্সবোগণ
,	৬	পক্ষপুটেব	পক্ষপুটেব
,,	১৭	তোমাবা	তোমবা
,,	২০	পক্ষীবিশেষ	পক্ষিবিশেষ
,,	২১	সুয্য	সূর্য্য
১৫	১০	বাখে	বাখেন
১৬	৪	অমুঢা	অনঢা

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২০	৩	বিষম শাযক	বিষম-শাযক
২৩	১৫	মথামৃগেব	মথমৃগেব
৩২	২৬	অথিতি	অতিথি
৩৬	২২	দমস্তাৎ	সমস্তাৎ
৫৫	১১	কদর্য্যিত	কদথিত
৬৫	১২	সখিগণেব	সখীগণেব
৬৬	৩	কমলফুল	কমলফুল
৬৭	১৬	কাষ্য	কাষ্য
৭১	১	বণিতা	বনিতা
,,	৯	,,	,
৭৩	১১	স্থখে	সুখে
,,	১৬	ভ্রুভঙ্গি	ভ্রূভঙ্গি
৭৮	১৮	বর্ণানুযাযী	বর্ণানুযাযী
৭৯	২১	দময়ন্তী	দময়ন্তীব
৯৮	১১	শুকচঞ্চু চ্ছন্ন	শুকচঞ্চু চ্ছিন্ন
,,	২২	অর্ব্বপূ	অপূর্ব্ব
১০২	২০	লক্ষ্মীকুমদবন	লক্ষ্মী কুমুদবন
১০৩	১১	অদ্ভূত	অদ্ভুত
,,	২২	প্রণম	প্রণাম
১০৪	২	কবিতে	কবিতে
১০৯	১৮	পবিত্যগে	পবিত্যাগ
১১০	১১	প্রিযে	প্রিয

নৈষধচরিত

প্রথম সর্গ।

নিষধদেশে অলোকিক গুণসম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী নল নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন বোধ আচরণ ও প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দশ বিদ্যা চতুর্দ্দশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার অনন্ত বিদ্যা ত্রয়োদশাব অঙ্গগুণে বাহুল্য প্রাপ্ত হইয়া যেন অষ্টাদশ দ্বীপের পৃথক পৃথক জয়শ্রীর ভগিনীযা অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত হইয়াছিল। নরপতিগণ দিক্পালগণের অংশসম্ভূত, এজন্য বোধ হয় তিনি পশুপতি অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিক লাচাদ্বাযর ভংি বহু কন্দর্প প্রসবের বিঘ্ন স্বরূপ শাস্ত্রালোচন ধারা করিতেন। তিনি ধ্যান, যজ্ঞ, তপঃ ও দানরূপ পাদ চতুষ্টয়যুক্ত ধর্ম্মকে সুস্থির করিয়াছিলেন এক বর্ণ সত্যযুগ সদৃশ বত নু গ অ ন্যব ক।। কিন্তু স্বপ্নেও কৃশ হইলে এক চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলের দ্বারা ভূতল স্পর্শপূর্ব্বক উপস্থিত অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহার যুদ্ধযাত্রা কালে সৈন্য সমুত্থাপিত ধূলিজাল অম্বুধার্ণবে পতিত হইয়া কর্দ্দম হইত এবং সেই বোধ হয় অদ্যাপি ক দ্ধব প চন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। এগণের অংশ তাহার বিস্তর বাণবর্ষণ নিবারণ প্রতাপের ক্রুর অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডল ঈতিশূন্য করাতে অতিবৃষ্টি আর কুত্রাপি অবস্থান করিতে না পারিয়া তাহার শত্রু রমণীগণের নয়নে অশ্রুরূপে ... । লোক ... প্রতি পক্ষ ভূপতির ন্যায় বিরোধী ধর্ম্মও বোধ হয় পরস্পর বাধা ... করিয়াছিল এজন্য তিনি স্বপ্রভাব মিত্রজিৎ হইয়াও অমিত্রজিৎ ও বচোদর্শী হইয়াও চারুদর্শী ছিলেন। তিনি যাচকগণকে দীনতা দূর করিয়া তাহাদের ললাট লিখিত 'এই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে' এইরূপ বিধাতার লিপি মিথ্যা করেন নাই।

তাঁহার পদদ্বয় প্রবাল ও পদ্মকে পরাজয় করিবে ও নিখিল রাজগণের নমস্ত হইবে এই ভাবিয়া বিধাতা বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নিমিত্ত তাহা উর্দ্ধরেখা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে বিভাগ করিয়া যে যাচক গণকে দান করেন নাই এবং উৎসর্গ জলগ্রহণে সমুদ্র শুষ্ক করেন নাই, সেই অংশদ্বয়ই বোধ হয় তাঁহার মস্তকস্থিত দ্বিধাবিভক্ত চিকুরজালরূপে শোভা পাইত। নলের প্রতাপ ও যশ থাকিতে এই সূর্য্য ও চন্দ্র বৃথা, বিধাতা যে সময়ে এইরূপ মনে করেন তখন পরিধিচ্ছলে নিষ্ফলত্ববোধক বৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে বেষ্টন করেন।

রাজা নল যৌবনের প্রারম্ভে সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করিয়া ধনাগার পরিপূর্ণ করিলেন। বসন্তকালের বনের ন্যায় যৌবনকালে তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইল পদ্ম তাঁহার চরণের নিকট পরাভূত হইল পল্লবে তাঁহার হস্তর কান্তিকণাও দৃষ্ট হইল না, শারদীয় পার্ব্বণ হিমাংশু তাঁহার বদনের দাসত্ব করিতেও অক্ষম হইল। বোধ হয় বিধাতা লোমচ্ছলে কোটী কোটী রেখা দ্বারা তাঁহার গুণ গণনা করিয়াছিলেন এবং লোমকূপচ্ছলে প্রত্যেক রেখায় নির্দ্দোষ সূচক বিন্দু দিয়াছিলেন। চন্দ্র ও পদ্ম তাঁহার হাস্য ও চক্ষুর নিকট পরাজিত হইয়াছিল সুতরাং অন্য সুন্দর বস্তু না থাকাতে ভূমণ্ডলে তাঁহার বদনের উপমান দ্রব্যের অভাব হইয়াছিল। চমরীগণ তাঁহার কেশের সাদৃশ্য লাভে অভিলাষী হইয়া স্বীয় কেশসমূহের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত লাঙ্গুল চালন ব্যপদেশে বারংবার কেশচাঞ্চল্য প্রকাশ করিত।

দেব রমণীগণ নির্নিমেষলোচনে নলকে অবলোকন করিয়া যে অভ্যাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের লোচনের সেই নির্নিমেষভাব অপনীত হইল না। সর্পরমণীগণ আমাদের নয়ন নলগুণ শ্রবণ করিয়াছে অতএব ইহার জন্ম সফল এবং তাঁহাকে দর্শন করে নাই, অতএব নিষ্ফল' এইরূপে স্ব স্ব লোচনের প্রশংসা ও নিন্দা করিত। মর্ত্ত রমণীগণ নিরন্তর ভাবনা প্রযুক্ত নেত্র নিমীলন সময়েও নলকে দর্শন করিত এজন্য নল দর্শনে তাহাদের বিঘ্নলেশও উপস্থিত হয় নাই। এক দময়ন্তী ব্যতীত কোন রমণী সৌন্দর্য্যে 'আমিই নলের উপযুক্ত এই অহঙ্কারে দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক হতাশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ না করিত?

যৌবনকাল সমাগত হইলে দময়ন্তী নলের একান্ত অনুরাগিণী হইলেন তিনি চর প্রভৃতির মুখে নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজের অনুরূপ বর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বন্দীগণের স্তবপাঠকালে পিতৃ সমীপে আগমন করিতেন এবং তাহাদিগের প্রতিভূপতির গুণাবলী কীর্ত্তনকালে নলের গুণবিশা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইতেন। তাঁহার সখীগণ কথা প্রসঙ্গে তৃণবিশেষ উদ্দেশেও নল নাম প্রয়োগ করিলে তিনি নিজ প্রিয়তম নলের নাম করিতেছে বিবেচনায় আহ্লাদে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহা শ্রবণ করি বার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেন। নিষধ দেশ হইতে দূতাদি আসিলে তিনি তাহা দিগকে নলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহাদের বর্ণিত নলের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইতেন। তিনি মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিতেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে নিদ্রা অদৃষ্ট বস্তুকেও নয়নের অতিথি করে। শীতকালীন দিবস ও গ্রীষ্মকালীন রাত্রি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত।

রাজা নলও দময়ন্তীর বুধধৈর্য্যলোপী গুণনিকর শ্রবণ করিলে বিষম শর অবসর বুঝিয়া তাহার মহৎ ধৈর্য্য নাশ করিবার নিমিত্ত শরাসনে শর সন্ধান করিলেন। কন্দর্প ধৈর্য্যশালী নলের পরাজয়ে সাহস করিয়া ত্রিভুবন জয়ে উপার্জ্জিত যশ সংশয়ে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। বিধাতা দময়ন্তীকে নলের সহিত যোগ করিবেন বলিয়াই বোধ হয় পুষ্পময় কুসুমশরশায়কে নলের ধৈর্য কঞ্চুক ছিন্ন হইল। যাহার অস্ত্রে পীড়িত হইয়া পিতামহ বোধ করি অদ্যাপি পদ্মে বাস করিতেছেন তাঁহার অস্ত্র তরুণবয়স্ক নলের যে ধৈর্য চ্যুতি হইবে তাহার বিচিত্র কি? মানী ব্যক্তিগণ সুখ অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন তথাপি নিজের অযাচিত ব্রত ভঙ্গ করেন না এজন্য নল কন্দর্প পীড়িত হইয়াও বিদর্ভরাজের নিকট তাঁহার কন্যা দময়ন্তীকে প্রার্থনা করেন নাই। তিনি মিথ্যা বিষাদ প্রকাশ করিয়া দময়ন্তী বিরহ জনিত দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিতেন এবং বিলেপনে কর্পূরের ভাগ অধিক হইয়াছে বলিয়া শরীরের পাণ্ডুতা অপলাপ করিতেন।

জিতেন্দ্রিয় নল বহু চেষ্টা করিয়াও যে সময়ে কন্দর্প বিকার গোপন করিতে

সঙ্কুল শশধরকুল ধারণ করিত, যে সরোবর শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সরোরুহজাল ছলে চন্দ্র ও কালকূটের শোভা উদ্দীপন করে বলিয়া বোধ হইত, নল সেই সমুদ্রসদৃশ শোভাসম্পন্ন সরোবরে তটসমীপচারী এক হিরণ্ময় হংস অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে বাধাশূন্য, সুতরাং তৃণ যেরূপ বাত্যার অনুগমন করে, সেইরূপ মনুষ্যচিত্তও অবশ হইয়া তাহার অনুগমন করে।

কিয়ৎক্ষণ পরে হংস গ্রীবাদেশ বক্রভাবে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইল, তদ্দর্শনে নলের হংসধারণ ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অশ্ব হইতে অবরূঢ় হইলেন। তৎকালে তাঁহার পাদুকাযুক্ত পদদ্বয় অবলোকনে বোধ হইল যেন তাহারা প্রবাল ও পদ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বদ্ধ বৃত হইয়াছে। নল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তটান্তদেশে গমন করিয়া করপঙ্কজ দ্বারা সেই হংসকে ধারণ করিলেন। হংস আপনাকে রাজগৃহীত অবলোকন করিয়া উড়িবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পরে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া নলের হস্ত দংশন করিতে লাগিল। সরোবরস্থ অন্য জলচর পক্ষিগণ ভয়ে উৎপতিত হওয়াতে পর্য্যাকুল হইয়া তরঙ্গচালিত সরোরুহ কর দ্বারা নলকে হংসগ্রহণে যেন নিষেধ করিতে লাগিল। তাদৃশ রমণীয় হংসবিহীন সরোবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিত লক্ষ্মীর পাদপঙ্কজের শব্দায়মান নূপুর সদৃশ তীরস্থিত কলহংসমণ্ডলী শব্দ করিতে লাগিল।

মহারাজ নল হংসকে হস্তে ধারণ করিয়া বারংবার আমি পক্ষীর এরূপ হিরণ্ময় পক্ষ সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় সেই হংস তাঁহাকে বলিতে লাগিল 'হে মহারাজ! তুমি আমার হিরণ্ময় পক্ষ অবলোকন করিয়া লোভে চঞ্চল হইয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্! তুষারবিন্দুতে সমুদ্রের ন্যায় ইহাতে তোমার কি পরিমাণে কমলোদয় (১) হইবে। আমি তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, সুতরাং আমাকে বধ করিলে কেবল প্রাণিবধ পাতক হইবে না। বিশ্বস্ত বধ জনিত পাতকও তোমাকে কলুষিত করিবে। ধার্ম্মিকগণ কৃতবিশ্বাস শত্রুবধেরও বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে রণদুর্ম্মদ

(১) কমলোদয় = সম্পত্তির বৃদ্ধি, পক্ষে জলবৃদ্ধি।

বীবগণ বহিয়াছে, তাহাদিগেব দ্বাবা কি তোমাৰ এই হিংসাবৃত্তি পবিপূবিত হয় না? হে বাজন! যে বিহঙ্গম স্বভাবতঃ দীন, অতএব দয়াব পাত্র, তাহাব উপব তোমাব এই কুবিক্রম প্রকাশ অত্যন্ত অনুচিত। আমি পদ্মের ফল মূল ভক্ষণ কবিয়া মুনিব ন্যায় জীবন ধাবণ কবি। তুমি আমাব প্রতিও দণ্ডবিধান কবিতে উদ্যত হইযাছ, সুতবাং পৃথিবী তোমাকে পতিত্বে বরণ কবিযা লজ্জিত হইতেছে।' হংস এইরূপ বাক্যে নলকে আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত কবিয়া তাঁহাব হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব কবতঃ কহিতে লাগিল "হ বিধাতঃ! আমি আমাব বৃদ্ধা মাতাব একমাত্র পুত্র, আমার পত্নী নূতন প্রসূত হইযাছে, এই দুই জনেব আমিই একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ ব্যক্তিকে বধ কবিতে কি তোমাব দয়া হইতেছে না? তুমি যে হস্তে প্রিয়াব কোমলতা ও শীতলতা নির্ম্মাণ কবিযাছ সেই হস্ত হইতে 'তুমি বনিতা বিযুক্ত হইবে' এই রূপ ললাটস্থপ নিষ্ঠুব লিপি কিরূপে বহির্গত হইল। হে জননি! আমার দয়ালু বন্ধুগণ মুহূর্ত্তমাত্র সংসাবের নিন্দা কবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিগতশোক হইবে। কেবল তুমিই দুস্তব পুত্রশোক সাগব উত্তীর্ণ হইতে পাবিবে না। হে প্রিযে! আমাব স্বামী আমাব নিমিত্ত সন্দিষ্ট মৃণাল লইয়া কতদূবে আসিতেছেন' এই কথা তুমি আমাব সহচর পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা কবিলে তাহাবা যখন আমাব শোকে বোদন কবিবে সে সময তোমার কিরূপ হইবে? তুমি অদ্য আমাব মবণ বার্ত্তা শ্রবণ কবিয়া নিঃসন্দেহ দশদিক শূন্য বোধ কবিবে। অয়ি সুন্দরি! তুমি যদি আমাব শোকে বিদীর্ণহৃদয় হইযা বিপদ গ্রস্ত হও, তাহা হইলে আমি হত হইযাও পুনর্ব্বাব দৈব কর্ত্তৃক হত হইব। আমবা দুই জন পবলোক গত হইলে অচিবোৎপন্ন শাবক সকল নিশ্চয়ই অনাহাবে গতাসু হইবে। হে শাবকগণ! যদি তোমাদেব জননীও পবলোক গত হয়, তাহা হইলে তোমরা অব্যক্ত শব্দ কবিযা আব কাহাকে আহ্বান করিবে, নিঃসন্দেহ মুখ কম্পিত কবিযা বথাবশেষ হইবে"।

এইরূপ বিলাপ কবিতে কবিতে হংস মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তব নলের নয়ন জলাসেকে তাহাব মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, দীন দয়ালু নল, তাহাকে "আমি তোমাকে যাহার জন্য ধবিয়াছিলাম সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। এক্ষণে যথেচ্ছ গমন কব" বলিয়া পবিত্যাগ কবিলেন। হংস মুক্তিলাভ করিলে

তাহাতে আগ্রহ বা অনাদর করেন না। তুমি মদীয় বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা না করিলেও তোমাকে শুনিতে হইবেক। আমার বাক্য পক্ষিবাক্য বলিয়াও কি শুক বাক্যের স্থায় তোমার আনন্দ বিধান করিতে পারিবে না? অরাতিগণের পক্ষে সার্থকনামা ভীম নামে এক নরপতি আছেন। বিদর্ভভূমি তাঁহাকে অধিপতি লাভ করিয়া বাসব পরিপালিতা অমরাবতীকেও উপহাস করে। সত্যবাদী মহর্ষি দমন প্রসন্ন হইয়া বরদান করাতে তিনি অলৌকিক গুণ সম্পন্না একটি কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছেন। সেই কন্যা নিজ দেহ কান্তিতে ত্রিভুবন রমণীগণের রমণীয়তা দমন করিয়াছে বলিয়া তাহার নাম দময়ন্তী হইয়াছে। হে রাজন। তুমিও দময়ন্তীর নাম শুনিয়া থাকিবে। ব্যবধান থাকিলেও পশুপতি মৌলিস্থিত চন্দ্রকলাকে কে না জানে? বিদুষী দময়ন্তী মস্তকে যে কেশকলাপ ধারণ করেন, কে পশু কতৃক ও পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত চামরের সহিত তাহার তুলনা ইচ্ছা করে? হরিণগণ খুব দ্বারা কণ্ডূয়ন ব্যপদেশে, দময়ন্তীর বিশাল লোচনের সৌন্দর্য্যে পরাজিত হইয়া ভয়ে মুদ্রিত স্ব স্ব লোচনের সান্ত্বনা করে। দময়ন্তীর লোচনদ্বয় অঞ্জনশূন্য অবস্থায় পদ্মকে এবং অঞ্জনযুক্ত অবস্থায় খঞ্জনকে সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিরস্কার করে। তাহার বদনচ্ছদবাচী অধরবিম্ব পদটী, বিম্বফল ইহা অপেক্ষা হীন বলিয়া উপযুক্ত অন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বোধ হয় বিধাতা দময়ন্তীর বদন নির্ম্মাণ নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলকে সার শূন্য করিয়াছিলেন, এজন্য চন্দ্রের মধ্যস্থিত গভীর গর্ত্তে শ্যামবর্ণ আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সৌন্দর্য্য পরীক্ষায় পদ্ম সকল দময়ন্তীর মুখের নিকট পরাভূত হইয়াছে, এজন্য এখনও তাহারা পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ জল হইতে উত্থান পরিত্যাগ করে নাই। হে শূর। দময়ন্তীর হস্ত দ্বারা জল দুর্গস্থিত মৃণাল পরাজয় করাতে এবং করবিলাস দ্বারা মিত্রসেবী পঙ্কজগণের শ্রী গ্রহণ করাতে সর্ব্বথা তোমারই উপযুক্তা। বোধ হয়, দময়ন্তীর চিকুরজাল বর্হিকে পরাভূত করাতে ময়ূর তৎসদৃশ সৌন্দর্য্য কামনায় ষডাননের সেবা করে। বোধ হয়, বিধাতা কৌতূহলী হইয়া মুষ্টি দ্বারা দময়ন্তীর মধ্যদেশের পরিমাণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার উদর রত্নময় কাঞ্চী বিশোভিত বলিত্রয় রূপে অঙ্গুলী চতুষ্টয়ের চিহ্ন বহন করিতেছে। বোধ হয়, দুইটি পদ্ম সূর্য্যের অত্যন্ত আরাধনা করিয়া দময়ন্তীর পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিধাতার

বাহন হংস দম্পতী শব্দায়মান পাদকটব্যপদেশে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি সরোবরে অবগাহন উদ্দেশে নানা জনপদে ভ্রমণ করিয়া থাকি। একদিন বিদর্ভদেশে গমন করিয়া সেই কৃশমধ্যা দময়ন্তীকে নয়নের অতিথি করিয়াছি। 'বিধাতা কাহাকে স্বর্গরমণীগণ অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী দময়ন্তীর পতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তাঁহার অনুরূপ বরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনন্তর অন্যান্য যুবকে পূর্ব্বপক্ষতা দূর করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাতে সিদ্ধান্তবুদ্ধি নিবেশিত করিয়াছি। যদিও অনেক দিন হইল আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কারের উদ্বোধন হওয়াতে সেই চারুহাসিনী এক্ষণে আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছেন। হে বীর! সেই দময়ন্তীর সৌন্দর্য্য কেবল তোমাতেই শোভা পায, মণিহারের রমণীয়তা কেবল যুবতী হৃদয়েই শোভা পায। দময়ন্তী ব্যতীত তোমার এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য এই ধনপূর্ণা পৃথিবী ও কোকিল কাকলী সম্পন্ন এই বিলাস কানন বন্ধ্য বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কুমুদের পক্ষে জলদাবৃত চন্দ্রিকা যেরূপ, দেবগণ বাঞ্ছিত সেই দময়ন্তীও তোমার পক্ষে সেইরূপ। আমি দময়ন্তী সমীপে গমন করিয়া তোমার এরূপ প্রশংসা করিব যে, ইন্দ্রও তাঁহার, তোমাকে বরণ করিবার সঙ্কল্প দূর করিতে পারিবেন না। আমি কেবল তোমার সম্মতি জানিবার নিমিত্ত এই সমস্ত জ্ঞাপন করিলাম। যাহা হউক, এইরূপ বলা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, সাধুগণ নিজের উপকারিতা কণ্ঠে প্রকাশ না করিয়া কার্য্যে প্রকাশ করেন।

রাজা নল দ্বিজরাজের এই বচনামৃত পান করিয়া অতি তৃপ্তিবশতঃই যেন তাহার উদ্গারস্বরূপ হাস্য প্রকাশ করিলেন। অনন্তর হস্তদ্বারা হংসের গাত্র মার্জ্জন করিয়া তাহার সন্তোষনিমিত্ত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার আকৃতি যেরূপ নিরুপম, সুশীলতাও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়। গুণ আকৃতি অনুযায়ী, এই যে সামুদ্রিকমত, তুমিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তোমার শরীর যে কেবল সুবর্ণময় তাহা নহে, বাক্যও সুবর্ণময়। আকাশে যে কেবল পক্ষপাতিতা আছে তাহা নহে, আমাতেও তোমার পক্ষপাতিতা আছে। ধনীগণ পদ্মাদি নিধি পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, সাধুগণও

গুণবানের সমাগমে সেইরূপ আনন্দিত হন। ত্রিভুবন বশীকরণে সম্মোহিনী বিদ্যাস্বরূপা দময়ন্তীর বিষয় আমি অনেকবার শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার কথায় স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি দময়ন্তী বিরহানলে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছি। দক্ষিণানিল মলয়স্থ সর্পগণের বিষ ফুৎকারময় বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রকিরণ আমাকে অত্যন্ত অভিতপ্ত করে, বোধ হয় চন্দ্র প্রতিমাসে যে সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হন, তাহাতেই তাঁহার কিরণের শীতলতা অপগত হইয়াছে। যদি কন্দর্পশায়ক বজ্র না হইয়া কুসুম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা বিষবল্লীজাত হইবে, যেহেতু ইহা আমার হৃদয়কে অতিমাত্র তাপিত ও বিমোহিত করিয়াছে। হে হংস! তুমি বিধাতৃপ্রেরিত হইয়া অকস্মাৎ এখানে উপস্থিত হইয়াছ। অকস্মাৎ সমাগত পোত যেরূপ সমুদ্র বিপন্ন ব্যক্তির অবলম্বন হয়, তুমিও সেইরূপ আমার অবলম্বন হও। অথবা তোমাকে নিয়োগ করা আমার পিষ্টপেষণ হইতেছে। সাধু ব্যক্তিগণের পরোপকারিতা জ্ঞানের প্রামাণ্যের ন্যায় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। পথে তোমার কুশল হউক, আবার যেন শীঘ্রই সাক্ষাৎ হয়। সত্বর আমার অভিলষিত সম্পন্ন কর। হে বিহঙ্গম। সময়ে আমায় স্মরণ করিও।

রাজা নল এই বলিয়া হংসকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিস্মিতমনে উপবনস্থ ক্রীড়াগৃহে প্রবেশ করিলেন, হংসও দময়ন্তী দর্শনে সেই দিনকে সফল করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ কুণ্ডিন নগর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সে প্রথমে সিদ্ধিসূচক জলপূর্ণ কলস, অনন্তর ক্ষণকাল গগনমার্গে মন্দগতি অবলম্বন করিয়া নলের উপবনস্থিত রসাল ফল এবং পরে করি শাবক সদৃশ মেঘজাল সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত দর্শন করিল। হংস এইরূপ শুভসূচক পদার্থ অবলোকন করিয়া প্রসন্নমনে গমন করিতে লাগিল। তাহার দ্রুতগতি বশতঃ সূক্ষ্ম শরীরকান্তি অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, সে কষপ্রস্তর সদৃশ নভোমণ্ডলে নিজের পক্ষ সুবর্ণ পরীক্ষা করিতেছে। অধঃস্থিত পক্ষিগণ তাহার পক্ষের শাঁ শাঁ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্যেন পতনশঙ্কায় এক চক্ষু দ্বারা তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। লোকে তাহার পৃথিবীপতিত ছায়া দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু হংস মহাবেগে তাহাদের লোচনপথ অতিক্রম করাতে কিছুই দেখিতে পাইল না।

এইরূপ নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত গমন করিয়া হংস কৈলাসসদৃশ-সৌধমালা পরিশোভিত মনোহর ভীম পালিত কুণ্ডিন নগর দর্শন করিল।

যে নগরে অন্ধকার সূর্য্যের ভয়ে রাজগৃহস্থিত ইন্দ্র নীলমণির কিরণচ্ছলে গৃহে প্রবেশ করতঃ ঘনীভূত হইয়া বাস করিত, যে স্থানে দীপ্যমান স্ফটিক মণি বিনির্ম্মিত গৃহ সকল পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিদূরিত করাতে প্রত্যহ পূর্ণিমা তিথি বলিয়া বোধ হইত, যে স্থানে বাপী সকল সুন্দরীগণের স্নানপ্রক্ষালিত কুঙ্কুমে রক্তবর্ণ হইয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞা মানিনীর ন্যায় সমস্ত রাত্রিতে প্রসন্ন হইত না যে নগরীতে রাত্রিতে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যোগিনীর ন্যায় মণি বিনির্ম্মিত গৃহগণের প্রাকার মধ্যস্থিত নির্ম্মল জ্যোতিঃ দর্শন করিত, যাহাতে প্রাসাদ সকল চঞ্চল পতাকাপ্রান্তের তাড়নায় আকাশগামী সূর্য্য সারথি অরুণকে অশ্বচালনবিষয়ে বিশ্রাম দান করিত, দিবাভাগে সূর্য্য কান্ত মণি নির্ম্মিত প্রাকার প্রজ্বলিত হওয়াতে যাহা অনলবেষ্টিত বাণপুরীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইত, যেরূপ মার্কণ্ডেয় নারায়ণের উদরে সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রেতৃগণ যে স্থানে আপণে বিস্তারিত জগতের সমুদায় বস্তু দর্শন করিত যে নগরে শীতকালে সূর্য্যকান্ত মণিময় সেতু সমস্ত দিন তাপ গ্রহণ করিত বলিয়া রাত্রিতে তাহার উপর দিয়া গমনকালে পথিক গণের চরণ হিমে পীড়িত হইত না, যাহার চন্দ্রকান্ত মণিময় পথ সকল চন্দ্র কিরণজাত জলে নলের স্বভাবের ন্যায় শীতল হওয়াতে সূর্য্যকিরণ গ্রীষ্ম কালেও তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে পারিত না যে নগরী পরিখামণ্ডল ব্যপ দেশে অন্যের আয়ত্তীকরণের অবিষয় হইয়া ফণিভাষ্যের কটপ্রশ্নের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন ধারণ করিত, যাহার মাণিক্য নির্ম্মিত গৃহ সকল দিবাভাগে সূর্য্যতাপে পিপাসাতুর হইয়া রাত্রিতে আরক্তপতাকা জিহ্বা দ্বারা বারম্বার চন্দ্রমণ্ডল লেহন করে বলিয়া বোধ হইত, চন্দ্র কলঙ্ক যাহার পীতবর্ণ বলভী পতাকার সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডলীভূত শেষশায়ী কৃষ্ণের সাদৃশ্য লাভ করিত, যাহার শুভ্র পতাকা সকল নীলকান্তমণি নির্ম্মিত গৃহকিরণে শ্যামবর্ণ হইয়া যমুনার ন্যায় সূর্য্য ক্রোড়ে ক্রীড়া করিত, হংস এইরূপ বিদর্ভ নগরীতে প্রবেশ করিয়া দময়ন্তীর ক্রীড়াবন সন্দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইল। অনন্তর নক্ষত্রমধ্যস্থিত চন্দ্রলেখার ন্যায় সমান সৌন্দর্য্যশালিনী সখীগণমধ্যে বিশেষ

রূপে শোভমানা দময়ন্তীকে দর্শন করিল। সেই ক্রীড়াকাননে সখীগণ পরিবেষ্টিতা দময়ন্তীকে দর্শন করিয়া হংসের মনে হইল যে, শচী ও ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ পরিবৃত হইয়া এইরূপে নন্দনকাননে ভ্রমণ করেন।

— —

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর হংস পক্ষদ্বয় আকুঞ্চিত করত বেগে নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া দময়ন্তীসমীপে উপবেশন করিল। তাহার পক্ষপুটের আঘাতে ক্ষিতি হইতে যে আকস্মিক শব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে দময়ন্তী অন্য বিষয় নিবিষ্ট চিত্ত বশতঃ চমকিত হইলেন। সখীগণও অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যশালী হংসকে দর্শন করিতে লাগিল। তাদৃশ রমণীয় হংসকে সমীপবর্ত্তী অবলোকন করিয়া দময়ন্তী তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হংস তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াও, না উড়িয়া ভ্রমণ কৌশলে তাঁহার ধরিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। দময়ন্তীর হংস ধারণ চেষ্টা বিফল হইল অবলোকন করিয়া সখীগণ করতালিকাপ্রদানে হাস্য করিয়া উঠিল। দময়ন্তী তাহাতে ঈষৎ কুপিত হইয়া তাহাদিগকে 'তোমরা করতালিকা প্রদানে হংসকে চঞ্চল করিও না এবং কেহই আমার পশ্চাৎ আসিও না' এইরূপ তিরস্কার করিয়া সূর্য্যের অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় হংসের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। সখীগণ তাঁহাকে "তোমার হংসাভিমুখে (১) যাত্রা প্রশস্ত নহে" এইরূপ শব্দ শ্লেষে উপহাস করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, "হে সখীগণ। এই হংস অশকুন (২) নহে, আমার

(১) পক্ষীবিশেষ, পক্ষে সূর্য্য।

(২) অশুভ চিহ্ন, পক্ষে অপক্ষী নহে অর্থাৎ ইহা সূর্য্য নহে, পক্ষী।

ভাবী প্রিয়ের (১) আবেদক"। হংসও হংসগামিনী সুদতী দময়ন্তীর অগ্রে অগ্রে অব্যাকুলভাবে গমন করতঃ যেন লজ্জা জন্মাইবার নিমিত্তই তাঁহার গতির অনুকরণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। দময়ন্তী যাহাতে প্রতি পদবিক্ষেপে 'এইবার নিশ্চয়ই ধরিব,' এইরূপ মনে করিতে পারেন, সেইরূপ মন্থর গমনে হংস তাঁহাকে ক্রমশঃ লতাগহনমধ্যে আনয়ন করিল।

হংস যখন দেখিল যে, দময়ন্তী একাকিনী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার শরীর গমন পরিশ্রমে অত্যন্ত স্বেদাপ্লুত হইয়াছে, তখন শুকপক্ষীর ন্যায় মানুষ বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "অয়ি অল্প বুদ্ধি শালিনি। আর কতদূর যাইবে? কি নিমিত্তই বা বৃথা এরূপ পরিশ্রম করিতেছ? এই নিবিড় বনাবলী অবলোকন করিয়া তোমার কি শঙ্কাও হইতেছে না? আমি আকাশ গামী, তুমি কেবল পৃথিবীচারিণী, সুতরাং তুমি আমাকে কিরূপে ধরিবে? কি আশ্চর্য্য। এই যৌবনকালেও তোমার শিশুত্ব দূর হইল না। আমরা বিধাতৃবাহন হংসগণের বংশসম্ভূত, আমাদিগের প্রিয়বাক্য দেবতা ব্যতীত অন্যের দুর্লভ। হে ভৈমি। কার্য্য সমবায়ী কারণের গুণ প্রাপ্ত হয়, এজন্য আমরা স্বনদীজাত স্বর্ণকমলের নালা ও মৃণাল ভক্ষণ করিয়া অন্নের অনুরূপ শরীরসৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্ণহংসগণ বিধাতার আদেশে নলের ক্রীড়া সরোবরে অবগাহন করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমি একাকীই ভূমণ্ডল দর্শনে উৎসুক হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। একদা আমি বিধাতার ভ্রমণ সময়ে পরিশ্রম ক্লিষ্ট আত্মীয় প্রধান হংসগণের ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম, তদ বধি নিরন্তর ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও পরিশ্রান্ত হই না। সেই প্রসিদ্ধ বিবশোদয় (২) নবের স্বর্গ ভোগ জনক অদৃষ্ট ব্যতীত কোন পাশাদি মাদৃশ স্বর্গীয় পক্ষীকে বশীভূত করিতে পারে না। দেবগণ পুণ্য কার্য্য প্রভাবে নলের বশীভূত হইয়া এই পৃথিবীতেও তাঁহার স্বর্গভোগ বিধান করিতেছেন, একারণ অচেতন বৃক্ষগণও ধূপদান ও জলসেকপ্রভাবে অসময়ে ফল ও পুষ্প উদ্গীরণ করিতেছে। আমরা সুমেরু পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চামর

(১) মঙ্গল, পক্ষে কান্ত।

(২) বিগত হইয়াছে 'ব' যাহা হইতে এবং "ল" এর উদয় যাহাতে এমন নব অর্থাৎ 'নল" পক্ষে কদাচিৎ জন্মা।

সদৃশ মন্দাকিনী জলসিক্ত পক্ষদ্বারা তাঁহার ক্রীড়া পরিশ্রম অপনোদন করিয়া থাকি। রম্ভা আমাদিগের মুখে নলের সৌন্দর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল, অবশেষে তাঁহাকে না পাইয়া তৎসদৃশনামা নলকূবরকে ভজনা করিয়াছে। হে দময়ন্তি! আমরা ক্রীড়া কালে নলের গান শ্রবণ করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের গায়ককে যে হা হা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহার নাম 'হা হা" হইয়াছে। ইন্দ্র শচীর সহিত নলের উদারতা শ্রবণে আনন্দবাষ্পে আবৃত নয়ন হইয়া ভাগ্যবশতঃই শচীর বারম্বার রোমাঞ্চিত শরীর অবলোকন করেন নাই। মহাদেব নলের মনোহর গুণ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার শরীরার্দ্ধভাগিনী অপর্ণাও কর্ণকণ্ডূয়নচ্ছলে অঙ্গুলীদ্বারা কর্ণদ্বার রোধ করিয়া রাখে। চন্দ্র আমাদের মুখে নলমুখের স্বরিজয়িনী উক্তি শ্রবণ করিয়া লজ্জায় কখন সূর্য্যমধ্যে, কখন সমুদ্রমধ্যে, কখনও বা মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে তিরোহিত হন। বোধ হয় বিধাতা দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক দন্তময় রেখার দ্বারা নলে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ দুই প্রকার বিদ্যারই অবস্থিতি ব্যক্ত করিয়াছেন। নলের কান্তি ও সম্পত্তি অবলোকন কালে কন্দর্প ও বাসবে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয় এবং তিনি ক্ষমাদ্বয়ের (১) আশ্রয় বলিয়া শেষ ও বুদ্ধ স্মরণপথে পতিত হয় না। যদি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণী গণনা করিতে আরম্ভ করে, যদি তাহাদের আয়ুঃশেষ না হয় এবং পরার্দ্ধের অতিরিক্ত সংখ্যা থাকে, তাহা হইলে নলের গুণ নিঃশেষে গণিত হইতে পারে। হে বৈমি! পক্ষিগণের অবারিত দ্বার বলিয়া আমরা নলের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমাণুমধ্যাদিগকে মনোহর গতির উৎকর্ষ শিক্ষা করাইয়া থাকি এবং নানারূপ প্রিয় কথায় তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করি। আমি ত হাঁদিগের অত্যন্ত বিশ্বস্ত, আমার সমীপে কোন কথা বলিতে তাঁহারা লজ্জা করেন না। বিধাতা চতুর্ম্মুখে যে সমস্ত যোগশাস্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এরূপ নীরন্ধ্র হইয়াছে যে, আমি যাহা শ্রবণ করি, তাহা পরিহাসোক্তি হইলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করি না। হে বৈদর্ভি! কুমুদ্বতী যেরূপ হিমাংশু আশ্রয়ে পদ্মিনী দুর্লভ জ্যোৎস্নাসুখ উপভোগ করে, সেইরূপ অন্য রমণী নলাশ্রয়ে তোমার দুষ্প্রাপ্য নিরুপম স্বর্গ সুখ উপ-

(১) পৃথিবী ও ক্ষান্তি।

ভোগ করিতেছে। যেরূপ রসাল বল্লী বসন্ত ভিন্ন ঋতুতে ভ্রমর গুঞ্জন প্রভৃতি সোভাগ্য প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তুমিও নলের অনূঢ় হওয়াতে আমাদিগের প্রিয়বাক্য সুখ লাভ করিতে পারিতেছ না। অথবা তুমি নিরুপম সৌন্দর্য্য শালিনী ও অনূঢ়া, তুমি যে নলের হস্তে পতিত হইবে না, তাহা কে বিধা তার মনে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিয়াছে? বিধাতা নিশার সহিত শশাঙ্কের, গোরীর সহিত গিরীশের এবং লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর যোজনা করাতে, যোগ্য বস্তুর পরস্পর মিলনে তাহার স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রসিদ্ধ আছে। তুমি নিখিল রমণীগুণভূষিতা, সুতরাং নল ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত বিবাহ তোমার অনুপযুক্ত, কোমল মল্লীমালা কর্কশ কুশসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না। আমি বিধাতার যান বহন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাহাকে নলের উপযুক্ত বধরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন? তৎকালে চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে তাঁহার বাক্য ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না, তিনি যেন তোমার নাম করিলেন বলিয়া বোধ হইল। অথবা তুমি যদি অপর পুরুষের সহিত সংযোজিত হও, তাহা হইলে বিধাতা বিবেচকতা কীর্ত্তিতে চিরকাল যাপন করিয়া এক্ষণে কিরূপে জনাপবাদ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন? থাকুক, আর অপ্রস্তুত বিষয়ের অনুশীলনে প্রয়োজন নাই। হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করিয়াছি, এক্ষণে সেই অপরাধ অপনয়ন করিতে তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করিব বল এই বলিয়া হংস দময়ন্তীর অন্তগত অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত বিরত হইল।

দময়ন্তী হংসবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে হংস! তুমি অপরিচিত হইলেও আমি যাহার প্রেরণায় তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি, আমার সেই শিশুচাপল্যকে ধিক্। নিম্মলচিত্তবশতঃ তুমি সাধু গণের আদর্শস্বরূপ, আমি অপরাধযুক্ত, সুতরাং আমি অগবর্ত্তিনী থাকাতে সেই অপরাধ তোমাতেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হে সৌম্য! আমি বালিকা, অতএব যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তুমি অগ্রে তাহা ক্ষমা কর। তুমি হংস হইলেও দেবাংশ বলিয়া মৎস্যমূর্ত্তি নারায়ণের ন্যায় পূজনীয়, তুমি আমার এমন কি প্রীতি সম্পাদন করিবে, যাহা আমার নয়নদ্বয়ের তদীয় দর্শনজনিত আনন্দকেও অতিক্রম করিবে? চন্দ্র নিজে অমৃতময় কিরণ

দ্বারা লোকনয়নের আনন্দ ব্যতীত আর কি করিয়া থাকেন? আমার অন্তঃকরণ যে অভিলাষকে পরিত্যাগ করে না তাহা কিরূপে কণ্ঠপথে আগমন করিবে। দ্বিজরাজ (১) পাণি গ্রহণে অভিলাষ কোন বালা নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ করে।

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে হংস তাঁহার বাক্যে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হে ভৈমি। তুমি হস্ত দ্বারা চন্দ্র ধারণের ইচ্ছার ন্যায় যাহা কহিলে তাহা শুদ্ধ বাক্যের ন্যায় আমি কি শুনিতেও পাই না? যাহা মনোমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কি জন্য অর্থের ন্যায় গোপন করিতেছ? দেখ যাহা চিন্তার অগোচর অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই লক্ষ্য কত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃশাঙ্গি। যদিও আমি অনভিজ্ঞ পক্ষী তথাপি তুমি আমাকে লক্ষ্য সাধক ও স্বাধীন ও বাগ্মীজন গণের অগ্রগণ্য বলিয়া জানিও। অনবরত বিধি মুখ হইতে বেদ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ এমন পবিত্র হইয়াছে যে আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না। তুমি যদি সমুদ্র মধ্যস্থিত লঙ্কাপুরী গমন করিতে অথবা অন্য কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা কর তাহাও নিজ বাক্যে আমাকে বিবেচনা করিও।

এই বলিয়া হংস বিরত হইলে দময়ন্তী লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়া আমার চিত্ত লঙ্কাগমনে কিম্বা অন্য কার্য্য বিষয়ে অভিলাষী নহে বরং আমার চিত্ত নলকে প্রার্থনা করে অন্য কাহাকেও প্রার্থনা করে না এই অর্থদ্বয় যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। অবলাগণ লজ্জাবশতঃ অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারে না বিবেচনা করিয়া হংস পুনর্ব্বার দময়ন্তীকে কহিল দময়ন্তি। আমি নির্ব্বোধ নহি, তোমার চিত্ত রাজার সহিত বিবাহ অভিপ্রেত ও আমার চিত্ত নল ব্যতীত অন্য পর এই অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ চঞ্চল বলিয়া সন্দেহ বশতঃ আমি অজ্ঞের ন্যায় হইয়াছি। মুগ্ধমনের অতিশয় চঞ্চল, এজন্য বক্তব্যকেও তাহাতে

(১) কোন স্ত্রী দ্বিজরাজ (চন্দ্র) কে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবার অভিলাষ নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ করে। অথচ হে দ্বিজ রাজাকে বিবাহ করিবার ইত্যাদি। অথচ হে দ্বিজরাজ (পক্ষিশ্রেষ্ঠ) বিবাহ অভিলাষ ইত্যাদি।

কর। হে বিজ্ঞ! তুমি মদীয় প্রার্থনায় অবহেলা করিও না, যাহাতে ভূজ্জনেরাও তোমার কীর্ত্তি গান করিবে, এরূপ কার্য্য করিতে বিরত হইও না, দাতৃগণ যাজকদিগকে নিজের জীবনও দান করেন, কিন্তু তুমি এরূপ কৃপণ যে, আমার জীবন আমাকে দান করিতেছ না। অতএব ইহাতে তোমার অধর্ম্ম ও অযশ সঞ্চিত হইবে। জীবনদাতাকে জীবনদান করিয়াও অঋণী হওয়া যায়, কিন্তু যিনি জীবনের অধিক বস্তু দান করেন তাঁহাকে কি দিয়া অঋণী হইব? অতএব আমি যত তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারি, এরূপ বস্তু আমাকে দান করিয়া অধমর্ণ কর। তুমি সদা জীবন ক্রয়কর, তাহাতে আর কিছু না হউক পুণ্য হইবে, তুমি আমার জীবনেশ্বরকে প্রদান করিলে আর কিছু বলিতে না পারি তোমার যশোগানও করিতে পারিব। ধনিগণ এক কপর্দ্দক দ্বারাও কৃপণ লোকের উপকার করেন না কিন্তু সাধুগণ প্রয়োজন না থাকিলেও জীবন দিয়াও তাঁহাদের উপকার করেন। রাজা নল দিকপালগণের অংশসম্ভূত আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী বলিয়া দিকপালগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এজন্য তুমি স্বয়ং আগমন করিয়া আমার নলপ্রাপ্তির প্রতিভূ হইয়াছ। এক্ষণে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন কর, বিলম্বের ন্যায্য বিচার করা প্রয়োজন। ছাত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যেরূপ গুরুর উপদেশ প্রতীক্ষা করে না সেরূপ বিবক্ষিত বাক্যের প্রয়োজন নাই। নল যে সময়ে অন্তঃপুর সুখ ভোগে সন্তুষ্ট থাকিবেন, তখন তাঁহাকে আমার কথা বলিও না। জলপানে প্রীত ব্যক্তির সুগন্ধি সুশীতল সলিলও রুচিকর হয় না। তিনি যখন কুপিত থাকিবেন, তখন তাঁহাকে আমার কথা বলিবার আবশ্যক নাই। পিত্তাভিভূত রসনার শর্করাও তিক্ত বোধ হয়। তিনি যখন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত থাকিবেন তখনও তাঁহাকে আমার কথা বলিও না প্রার্থিত বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পাইলে অবজ্ঞা করা হয়। অতএব তুমি শুভ সময় অবলোকন করিয়া আমার বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইবে, একেবারেই অসিদ্ধি ও বিলম্বে সিদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে বিলম্বে সিদ্ধিই মঙ্গলজনক। এই সকল কথা বলিবার সময়ে দময়ন্তী যে লজ্জাত্যাগ করিলেন, আমরা তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি কিন্তু যিনি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া এই সমস্ত কথা বলাইয়াছেন সেই কন্দর্পই তাঁহার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী।

এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ হংস দময়ন্তীকে নলে একান্ত অনুরাগিনী জানিয়া কহিতে লাগিল, "রাজপুত্রি! যদি তোমার বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে আমার নিজের কর্তব্য কিছুই দেখিতেছি না, বিষম শায়কই তোমাদের মিলন নিদ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নল ভিত্তিসংস্থাপিত ত্বদীয় প্রতিমূর্ত্তি নিনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিগলিত বাষ্পবারি দ্বারা স্নানরাগ সম্পাদন করেন। লজ্জাশীল নলের লজ্জা সাংক্রামিক পীড়ার ন্যায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণেও সংক্রমিত হইয়াছে অধিক কি কহিব তিনি তোমার বিরহে মৃতকল্প হইয়াছেন। তিনি আমাকে তোমার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এক্ষণে আমি সমস্ত জানিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। হে বৈদর্ভি! তুমি স্বীয় রমণীয় গুণে ধীরপ্রকৃতি নলকেও যে আকর্ষণ করিয়াছ ইহা তোমার প্রশংসা। চন্দ্রিকা সমুদ্রকেও চঞ্চল করে, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রশংসা আছে? তোমরা নিশা ও চন্দ্রের ন্যায় মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিশোভিত কর।" হংস এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে সখীরা দময়ন্তীর অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন হংস দময়ন্তীকে "তোমার কল্যাণ হউক আমাকে পরিত্যাগ কর" এই বলিয়া নিষধ দেশাভিমুখে গমন করিল।

হংস প্রস্থান করিলে দময়ন্তী সাদর লোচনে তাহার পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সে অনক্ষণেই তাহার বাষ্প পূর্ণ লোচনের অন্তরাল হইল বটে কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তরাল হইল না। সখীগণ দময়ন্তীর বাষ্পপূর্ণ লোচন অবলোকনে, দময়ন্তি! তুমি কি পথভ্রান্ত হইয়াছ, রোদন করিও না, আইস গৃহে গমন করি" এই বলিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিল।

হংস প্রস্থানের পূর্বে নৈষধ হংসের প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন করিল। নল হংসকে অবলোকন করিয়া অতিমাত্র ব্যস্ত হৃদয়ে তাহাকে দময়ন্তী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার মুখে শ্রবণ করিয়াও বারম্বার জিজ্ঞাসা দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর, দময়ন্তী বিরহ শাযর নিপীড়নে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। যাহা কোন বস্তুর অব্যবহিত বিক্ষণে জন্মে, তাহা সেই বস্তু হইতেই জন্মে, এজন্য বোধ হয় দময়ন্তী প্রিয়তম দূত বংসমেব গমনবেগ হইতেই স্থিতি (১) বিরোধী অবরতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বদন, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মান শশধরের ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। স্তনদ্বয় শুষ্ক সরোবরের শূন্য কিনলগ্ন সরোবরের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যিনি, চরণতলে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে অতিমাত্র ক্লেশানুভব করিতেন, সেই কোমলাঙ্গীর হৃদয়ে ভূভৃৎ (২) প্রবেশ করায় যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার বদন, বাষ্পবারিপরিপ্লুত হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে বোধ হইত যে হৃদয়স্থিত প্রিয়তম নলকে সম্ভাষণ করিয়া আগমন করিতেছে। তিনি নিরন্তর মনঃপীড়া বশতঃ বারংবার যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার পরিহিত বসন বিকম্পিত হইত আর ক্রীড়া করে সকলেই কম্পিত হয়। তিনি তাপ শান্তির নিমিত্ত যে সময়ে হৃদয়ে নাবাং স্থান করিলেন, তৎকালে কেহই তাহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না। যদি যদি কন্দর্প ধনু হৃদয়ে স্থাপন করিয়া চিতানলে কন্দর্পের অনুমৃতা হইতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারিতেন। কন্দর্প স্বীয় কুসুমশায়কে দময়ন্তীর হৃদয় নিপীড়িত করায় স্বীয় হৃদয়ের কোমলতা সূচাবরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাপশান্তি নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে কমলদল অর্পণ করিবার সময়ে অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পবনে অর্দ্ধপথেই তাহা শুষ্ক হইয়া যাইত। তিনি কন্দর্পশায়কে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া সূর্য্য কিরণনিপীড়িত চন্দ্রকলার ন্যায় সকলেরই অন্তঃকরণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।

---

(১) মর্য্যাদা, পক্ষে অবস্থান।
(২) রাজা, পক্ষে পর্ব্বত।

দময়ন্তী কন্দর্পশাযকে এইরূপ নিপীড়িত হইয়া বারম্বার শশাঙ্কের নিন্দা ও রাহুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বপার্শ্বস্থিতা, বাষ্পাবৃতনয়না সখীকে কহিতে লাগিলেন, "হে সখি! যেরূপ ব্রহ্মা, দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে একের অল্প সময়ে অপরের এক যুগ হয়, সেইরূপ সংযোগীগণের এক ক্ষণে বিযোগীগণের একযুগ হয়, একথা জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই কেন? সতী কন্দর্পপীড়িতা হইয়াই হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া নহে এবং মহাদেবের ললাটে মূর্ত্তিমান সতী বিরহই প্রদীপ্ত হয়, লোচন নহে। যদি বহ্নি অপেক্ষা বিরহ পীড়ার গুরুত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সতীগণ কখনই বিরহের ভয়ে মৃত পতির সেবা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে অনলে প্রবেশ করিতে পারিত না। সখি! তুমি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর, 'হে মূর্খ! তুমি কি শিবের কণ্ঠস্থিত গরল হইতে অথবা সমুদ্রস্থিত বাড়বানল হইতে এইরূপ দাহকতা শিক্ষা করিয়াছ?' এবং একথাও জিজ্ঞাসা কর, 'তুমি এরূপ কুকার্য্য অভ্যস্ত করিয়াছ কেন? তুমি যদি নিজের রত্নাকরে জন্ম বিচার না কর, তাহা হইলেও কি শিরে চরণে মস্তকে বাস বিস্মৃত হইলে? হায়! সমুদ্র মন্থনকালে তুমি মন্দর পর্ব্বতের সংঘট্টনে বিচূর্ণিত হও নাই কেন? এবং অগস্ত্যের সমুদ্র পান সময়ে কেনই বা তাঁহার উদরে প্রবেশ কর নাই? হে মূর্খ! তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ যে, দময়ন্তী বিরহযাতনায় প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন আমাতে নিলীন হইবে, এরূপ মনেও করিও না। মন চন্দ্রে নিলীন হয়, একথা শ্রুতি আছে বটে, কিন্তু মনোভূ আমাকে চন্দ্র শব্দে নলের মুখচন্দ্র অর্থ করিয়া দিয়াছেন। হে মৃগাঙ্ক! আমাকে বধ করিলে তোমার বিচুমাত্র গৌরব হইবে না, বরং অযশঃ ও কুলনিন্দা সমস্তাৎ প্রচারিত হইবে। হে রবি! রাত্রিতে সূর্য্য অবিদ্যমানে তাহার দাহকতা শক্তি লইয়া আমাকে যথেচ্ছ সন্তাপিত কর, আমি তাহাতে কিছুই বলিব না, কিন্তু আমিও দিবাভাগে তোমাকে সূর্য্য বিক্রমে নির্জ্জিত করিব। হে সখি! বুদ্ধি অসময়েই স্ফুরিত হয়, যেহেতু অমাবস্যা অতীত হইয়াও চলিয়া গেল, পুনর্ব্বার যদি কখন আগমন করে, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিব, তাহা হইলে চন্দ্রের মুখ আর দেখিতে হইবে না। আমার এই চকোর শিশু কি অগস্ত্যের শিষ্য হইতে পারে না?

যদি হয়, তাহা হইতে তাঁহার নিকট হইতে সমুদ্রপান শিক্ষা করিলে অনা
যাসে চন্দ্র কিরণ জাল পান করিতে পারিবে। সমুদ্র এই বিষম বিধুরকে কেন
বাড়বানলের ন্যায় নিজ জঠরে স্থাপন করেন নাই? লোকের উপকারক
স্মরহর শিবও কেন সমুদ্রপরিত্যক্ত এই চন্দ্রকে বিষের ন্যায় ভক্ষণ করেন
নাই? কালকূট এক দেবাংশ ভক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় নাই,
কিন্তু ইহাকে দেবগণ ভক্ষণ করিয়া ক্ষয় করিলেও পুনর্ব্বার নূতন হইয়া উদিত
হয়। বিরহিগণ যত সমান করে বলিয়াই কৃষ্ণপক্ষ, বহু নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে এবং যে পক্ষ বিরহিগণের অপরিমিত সম্মানভাজন, পণ্ডিতেরা
তাহার অংশ স্বজ্ঞা করিয়াছেন। বোধ হয় রাহু নিজ শত্রুর সুদর্শন চক্র
ভ্রমে চন্দ্রকে গ্রাস করে তাহা না হইলে পুনর্ব্বার ইহাকে পরিত্যাগ করিবে
কেন? হে সখি! রাহু মুখমধ্যগত চন্দ্রকে স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করে না, চন্দ্র
ভক্ষিত হইয়াও তাহার কণ্ঠনালী হইতে বহির্গত হয়। অদূরদর্শী পৌরাণিক
গণ নারায়ণকে বিরহি মস্তক ছেদক না বলিয়া রাহুমস্তক ছেদক বলেন,
যদি রাহুর কণ্ঠনাল থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র কোথায় থাকিত? কন্দর্প
শত্রু মখমৃগের মস্তকচ্ছেদ করিলে কন্দর্পমিত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা যোজনা
করিয়াছিলেন, কিন্তু রাহুশির কে যোজনা করিবে? হে সখি! তুমি জবাকে
জিজ্ঞাসা কর যে জবাকুসুম ন্যায় রাহুকে কেতুর সহিত সংযোজিত
করিতেছ না কেন? ও মহাদেব বা কে রাহুকে বল যে 'হে রাহো! তুমি
কি নিমিত্ত দ্বিজরাজ গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছ?' চন্দ্র যদি প্রকৃত
দ্বিজরাজ হইত তাহা হইলে কখনই বারুণী সেবা করত পতিত হইয়া
পুনর্ব্বার দিবে আগমন করিত না। চন্দ্র তোমার কণ্ঠনাল কাটে বলিয়া
নিষাদপুরভক্ষণকারী গরুড়ের ন্যায় দ্বিজরাজ বোধে ইহাকে পরিত্যাগ করা
ভাল হয় নাই। ইহার শক্তিহ দাহিকা, তাহা না হইলে নিরপরাধে
আমাকে দগ্ধ করে কেন? বিধাতা ষোড়শকলারূপ দন্তাগ্রে ইহাকে নির্ম্মাণ
করিয়া বিরহিনীগণের চর্ব্বণ নিমিত্ত যমকে দান করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে
দ্বিজরাজ বলে। বিধাতা হরলোচনানল হইতে প্রজ্বলিত কন্দর্পবদন গ্রহণ
করিয়াছিলেন তাহাই চন্দ্র এবং তাহার বহু বিরহি বিনাশ অপরাধই
শশকলঙ্ক।”

অনন্তর দময়ন্তী দূরস্থিত চন্দ্রমাকে এইরূপ তিরস্কার করা বৃথা ভাবিয়া হৃদয়স্থিত কন্দর্পের নিন্দা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কন্দর্প। তুমি যদি আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে এরূপে দগ্ধ করিতেছ কেন? হে হতাশ। ক্ষণকালমধ্যে ইহা ভস্মীভূত হইলে স্বাশ্রয়ভক্ষক অনলের ন্যায় তুমিও বিনষ্ট হইবে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? মহাদেব ত্রিনয়নত্বের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া তোমাকে অদৃশ্য করিয়াছেন, তুমি যদি দৃষ্টিগোচর হইতে, তাহা হইলে সকলেই ত্রিনয়ন হইত। তুমি রতি ব্যতীত কুত্রাপি একাকী অবস্থান কর না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ে বাস করিতেছ, তথাপি আমার রতি (১) নাই কেন? বোধ হয়, রতি তোমার অনুমৃতা হন নাই বলিয়া এক্ষণে তাহার সহিত তোমার সঙ্গতি নাই। হে আত্মপরজ্ঞানশূন্য। তুমি আমার নারী বাতবিরক্ত অঙ্গকে তাপিত করিতেছ কেন? তুমি যদি সন্তাপশূন্য হইতে, তাহা হইলে তোমার সংস্রবে আমার হৃদয়ও তাপিত হইত না। হে মন্মথ। রতি প্রসিদ্ধ পতিব্রতা হইয়াও কিজন্য তোমার অনুমৃতা হন নাই? তুমি বরাঙ্গনাকে বধ করিয়া পাতকী হইয়াছ বলিয়া কি তোমার প্রিয়তমা রতিও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? হে কন্দর্প। তুমি কুসুমের দ্বারা মহাদেবকে প্রহার করায় যে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার ভয়েই বোধ হয় ভক্তগণ কুসুম দ্বারাও তাঁহার পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্যান্য দেবতার সেবা করিলে অমৃত, অপমৃত্যু ও শরীর বৈরূপ্য বিনষ্ট হয়, কিন্তু তোমার উপাসকগণের অমৃত, অপমৃত্যু দর্শন ও পাণ্ডুরোগ হইয়া থাকে। হে স্মর। তুমি নৃশংস বলিয়া বিধাতা তোমার বাণ পুষ্পময় করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি তোমার নিমিত্ত দৃঢ় বজ্র ও লৌহময় বাণ সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট হইত। মহাদেবের আশুগ বহ্নি যেরূপ ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও শরাগ্নিও যদি ত্রিলোকী দগ্ধ করে, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া বোধ হয় বিধাতা তোমার বাণ পুষ্পময় করিয়াছেন এবং তাহার অভ্যন্তর মধুযুক্ত করিয়াছেন। লোকের অন্তঃকরণ নিরবয়ব, সুতরাং অভেদ্য, এই ভাবিয়া বোধ হয় বিধাতা তাহা কেই তোমার লক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি বজ্রকেও তোমার লক্ষ্য

(১) প্রীতি।

করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহাও তোমার শরে বিদীর্ণ হইত। বিধাতা তোমার বাণ কুসুমময় করিয়াও নিশ্চিন্ত হন নাই তিনি গণনা করিয়া পাঁচটী বাণ তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। হায়! তাহাতেও সমস্ত জগৎ জর্জ্জরিত হইয়াছে। হে কন্দর্প! তুমি অতনু হওয়াতে জগতের অনেক উপকার হইয়াছে তুমি যদি হস্ত দ্বারা আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতে পারিতে, তাহা হইলে এমন কোন মুনি নাই যিনি তদীয় বাণে বিচলিত না হইতেন। হে কন্দর্প! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ মহাদেবেরও তোমার দাহনজনিত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, তুমি দেবগণের হিতের নিমিত্ত স্বশরীর ত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যে সত্বরতাৎ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আর তোমার ন্যায় পরোপকারে নিপুণ কখনও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, তুমি আলিঙ্গন দ্বারা ত্রিভুবন সন্তুপ্ত করিবার নিমিত্ত স্বকীয় চন্দনের আলা ক্রমে দগ্ধ করিয়াছ। শিব তোমাকে নানানাবেদন করিয়া ভস্ম করিয়াছেন কিন্তু হায়! হরি তোমার বসন্ত মধুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুদানবকে বিনাশ করিয়া কি করিলেন? এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার বিরহপাণ্ডুবদন শুষ্ক হইয়া উঠিল বোধ হইল যেন কন্দর্প তাঁহার তিরস্কারে কুপিত হইয়া শাণিত বাণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

দময়ন্তী অধিক ক্ষণ সহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন করিলে, সখীগণ নানাবিধ বাক্যে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কেহ কহিল, রাজপুত্রি! এক্ষণে স্বাভাবিক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া নির্দ্দয় কুসুমশায়ক হইতে জীবন রক্ষা কর। দময়ন্তী কহিলেন সখি! জীবনই আমার শত্রু, তুমি তাহাকে রক্ষা করিতে বলিতেছ কেন? কেহ কহিল প্রিয়সখি! কোকিলারুত বৃক্ষ তরুবরে চন্দ্রবিরোধী তিমিরকে আহ্বান করিতেছ, তবে তাহার উপর বিরক্ত হইতেছ কেন? দময়ন্তী কহিলেন তাহার। শব্দই আমি বিস্মৃত হইতেছি অথচ চিন্তার সঙ্গম হইতেছি না। এইরূপে বিষণ্ণমনা সখীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া দময়ন্তী প্রবল সন্তাপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ তাঁহার মুখে জলসেচন ও শরীরে মৃণালাদি শীতল দ্রব্য স্থাপন করিয়া সত্বর তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে যত্ন করিতে

(১) অমাবস্যা। পুত্ৰ শিশিরন মাস্তব।

লাগিল। অনন্তব তাঁহাব মূৰ্চ্ছিতভাব অপগত হইলে তাহারা কর্ণোৎফুল্ললোচনে চাৎকাব ক বয়া উঠিল।

বাজা ভীম সহসা কন্যার অন্তঃপুব মধ্যে কোলাহল আকর্ণন কবিয়া সংত্রস্ত হৃদয়ে তথায আগমন কবিলেন এবং কন্যার শাবীবিক অবস্থা অব লোকন কবিয়া বিষম পীড়াব আশঙ্কায় মন্ত্রী ও বৈদ্যবরকে আহ্বান কবিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাবা আসিয়া একবাক্যে কহিলেন, বাজন। আমবা সুশ্রুত (১) চরকবাক্যে সমস্ত বিষয় অবগত আছি নলদ (২) ব্যতীত কেহই ইহাঁব তাপশান্তি কবিতে পাবিবে না।'

বাজা দুহিতাব তাদৃশী অবস্থা অবলোকন কবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এজন্য যদিও তাহাদেব বিভিন্নার্থবোধক বাক্য শুনিতে পাইলেন না তথাপি দময়ন্তীব ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দর্পক শায়ক পীড়িতা বলিয়া বোধ কবিলেন। অনন্তব তিনি লজ্জাবনত্রা দময়ন্তীব মস্তক উন্নমন কবিয় আশীৰ্ব্বাদচ্ছলে কহিলেন বৎসে! তুমি কতিপয় দিবসেব মধ্যে স্বযম্বরে অভিমত স্বামীলাভ কবিবে। অনন্তব তাঁহাব সখীগণকে কহিলেন হিমঋতু গত হইলেই এইরূপ কোমলাঙ্গীগণেব শবীবে কুসুমও শবতুল্য হয় অতএব তোমবা ইহাব উপযুক্ত শুশ্রূষা কব। তোমাদিগেব বয়স্যা কতিপয় দিবসেব মধ্যে স্বযম্বরে অভিমত পতিলাভ কবিবেন। এক্ষণে তোমবা সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগে ইহাব শবীব কাশ্য অপনয়ন কবিতে চেষ্টা কব। বাজা যে কন্যাকে কিছুই জিজ্ঞাসা কবিলেন না এবং তাঁহাব শবীবেব পাণ্ডুত প্রভৃতি দর্শনে বিষম শবপীড়া বোধ কবিয়া আশীৰ্ব্বাদচ্ছলে যে সান্ত্বনা করিলেন, তাহা স্মরণ কবিয়া দময়ন্তীব সখীগণ যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত হইল।

---

(১) মন্ত্রিপক্ষে উত্তমরূপে আকর্ণিত চবেব বাক্য। বৈদ্যপক্ষে সুশ্রুত ও চবকনামক গ্রন্থদ্বয়েব উক্তিতে।

(২) নলদাতা। পক্ষে বেণাব মূল।

পঞ্চম সর্গ।

মহারাজ ভীম ২ সময়ে রাজগণকে স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের দর্শন মানসে ত্রিদশ নিলয়ে গমন করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার সপক্ষ পর্ব্বতও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। নারদ বিমানে আরোহণ না করিয়াও অনায়াসে আকাশে উত্থিত হইলেন, সাধারণ লোকের যানাদিতে প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যোগীগণের তপস্যায় সমস্ত সিদ্ধি হয়। বিমানপতিগণ চন্দ্রলোক প্রভৃতির অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহাদের অতিথি হইলেন না। দিবাকর তাঁহার সন্তাপ শঙ্কায় দিবসীয় শশধরের ন্যায় সংযতরশ্মি হইলেন, তিনি নিজ কিরণ জালে দ্বিজরাজকে (১) পরাভূত করিতেন, এক্ষণে দ্বিজরাজও (২) স্বীয় কিরণে তাঁহাকে পরাভূত করিলেন।—এই পৃথিবীতে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল উপভোগ করে।

অনন্তর নারদ স্বর্গীয় স্রোতস্বতী মন্দাকিনী সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। এইরূপে অনন্ত সুররাস্তা উত্তীর্ণ হইয়া নারদ ইন্দ্র নিকেতনে উপস্থিত হইলে বাসব তাঁহাকে ও তদীয় সহগামী পর্ব্বতমুনিকে যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজগণের অনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া নারদকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ঋষে! যাহারা পরপ্রহরণে বিক্ষতদেহ হইয়া অবনীপৃষ্ঠে পতিত হয়, এক্ষণে নৃপ বংশ (৩) সকল কি সেরূপ বীরকবীর প্রসব করে না? বীরগণ সংগ্রামে স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক স্ব স্ব পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া মদীয় অতিথি সৎকার উপভোগ করে, এক্ষণে তাহারা আমাকে অভিশপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে, একারণ কেবল নিজ সুখসাধন কদর্থিত এই সম্পত্তি

(১) চন্দ্র। (২) বিপ্রশ্রেষ্ঠ। (৩) কুল, পক্ষে বৃক্ষবিশেষ।

সকলেই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চিত্ত বশীকরণ নিপুণা স্ব স্ব দূতী দময়ন্তীসমীপে প্রেরণ করিলেন এবং পরস্পর গোপন করিয়া স গামসন্তোষকপটে ভীমের নিকট মণি মুক্তা প্রভৃতি উপায়ন প্রেরণ করিলেন। হায়! তাঁহারা বিবুধ হইয়াও যে স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে আগমন করিলেন ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক। অথবা স্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন স্থান নাই চিত্ত যে স্থানে অনুরক্ত হয় তাহাই স্বর্গ।

দেবগণ দ্রুতগামী যানে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বরদেশ অতিক্রম করত পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দূরদেশ উৎপন্ন একটী শব্দ শ্রবণগোচর করিলেন অনন্তর পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে একখানি দ্রুতগামী স্যন্দন আগমন করিতেছে। তাহাকে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী নল সারথিকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজেই অশ্বচালনা করিতেছিলেন। বরুণ নলের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন তাহা তিনি জলাধিপতি বলিয়া তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। যম তাঁহার রূপাতিশয় দর্শনে যে গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই লোকে অদ্যাপি তাঁহাকে কাল বলে। বহ্নি নলের রূপ অবলোকন করিয়া যে সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন অনলত্ব (১) তাহার জনকতাবচ্ছেদক না হইলও অনলত্বই (২) তাহার কারণ। কৌশিক (৩) সহস্র চক্ষুতে আপনার ও নলের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আপনাকে কৌশিক (৪) বলিয়াই বোধ করিলেন। দেবগণ নলের নিরতিশয় সৌন্দর্য্য অবলোকনে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মৃদুস্বরে পরস্পর কহিতে লাগিলেন আমরা লোকমুখে নলের যেরূপ সৌন্দর্য্যাদি শ্রবণ করিয়াছি ইহাতেও তাহাই দেখিতেছি অতএব এই ব্যক্তিই নল হইবে। দেখিতেছি নল স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত ইহা স্বয়ম্বরের সময়ও বটে এবং এই পথে কুণ্ডিন নগরে যাইতে হয়। অতএব বোধ হয় নল দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত কুণ্ডিন নগরে যাইতেছে।

যম বরুণ ও বহ্নি প্রথমে নলের রূপাতিশয় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন পরে দময়ন্তীর বিষয় স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যম ভাবিলেন দময়ন্তী নলকে বরণ করুক বা না

(১) বহ্নিত্ব। (২) নলভিন্নত্ব। (৩) ইন্দ্র। (৪) পেচক।

করুক, কিছুতেই আমার প্রিয় হইবে না, যদি নলকে বরণ করে তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই যদি নলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ করে, তাহা হইলে সে অগুণজ্ঞা বলিয়া প্রিয় হইতে পারিবে না। বরুণ ভাবিলেন দময়ন্তী যদি আমা অপেক্ষা নলের অধিক মহত্ত্ব আছে, ইহা না জানিতে পারে, তবেই আমাকে বরণ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে না, নলের রূপাতিশয় গোপন থাকিবে না। বহ্নি ভাবিলেন হায়! দময়ন্তী যদি নলকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি লজ্জায় গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিব না, গৃহেও নিজ বনিতার নিকট কিরূপে মুখ দেখাইব? দেবত্রয় এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্ম কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক ইন্দ্র ব্যতীত সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

সহচরগণকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দর্শন করিয়া বঞ্চনাকুশল ইন্দ্র নলকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? আমরা তোমাকে বীরসেন তনয় নল বলিয়া অনুমান করিয়াছি। বীরসেন আমার অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিতেন, তাঁহার শরীরের চিহ্ন তোমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে নল! 'তুমি কোথায় যাইতেছ' ইহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, অদ্য আমাদের যাত্রা শুভ বলিতে হইবে, এজন্য অদ্ধপথে তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলাম। হে নৈষধ! ইনি দণ্ডধর, ইনি হুতাশন, ইনি বরুণ এবং আমাকে দেবগণের অধিপতি বলিয়া জানিবে। অদ্য আমরা তোমার নিকট যাচকরূপে উপস্থিত হইয়াছি, ইহাই প্রকৃতার্থ জানিও। ক্ষণকাল অধ্ব ক্লেশ দূর করিয়া আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতেছি। বাসব এই বলিয়া বিরত হইলেন বিশেষ করিয়া কিছুই বলিলেন না। বৃহস্পতি যাঁহার শৈশবাবধি শিক্ষক তাঁহার বাক্ চাতুর্য্যে বিচিত্র কি?

নল অর্থিনাম শ্রবণে পুলকিত কলেবর হইয়া দেবগণের চরণে প্রণাম করিলেন এবং দিগধিপতি ইন্দ্রাদির দুর্লভ বস্তু কি? তাহাই বা কিরূপে আমার অধীন হইল? এই মনে করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সামান্য যাচকে প্রার্থনা করিলে জীবন পর্য্যন্তও দান করা যায়, এমন পদার্থ কি আছে যাহা দেবগণের অধিপতিকে দান করিয়া প্রীতিলাভ করিব? এই বহুরত্না পৃথিবী যাঁহার ষোড়শাংশের সদৃশী নহে সেই দময়ন্তী

কেবল আমার জীবন ও ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে দান করিতে পারিলে ইহাদের প্রার্থনার উপযুক্ত হয়, কিন্তু আমি ত তাঁহার প্রভু নহি আমি কিরূপে ইহাদের অভিলাষ জানিতে পারিব যাহাতে ইহাদের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই অভিলষিত বস্তু দান করিব? যে দাতা কোন প্রকারে যাচকের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে অবকাশ দেয় সে অধম দাতা, যে ব্যক্তি বিলম্ব করিয়া দান করে তাহার যাচকের চাটু বাক্য স্তবস্তুতি কীর্ত্তন ও বার বার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যে পাপ জন্মে তাহা দানে দূরীভূত হয় না। দান বিধিতে যে বৃশজন্য দানের নিয়ম আছে তাহাতে উপলব্ধি হয় যে অর্থীকে তৃণ বিবেচনায় কেবল ধনদান করিবে না জীবনও দান করিবে। যে ব্যক্তি জীবনে যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করে নাই পৃথিবী পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয়া তাহা দ্বারাই ভারাক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই দেবগণ পৃথিবীর তাবৎ বদান্য সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট প্রার্থনা করাতে আমি যে কীর্ত্তিলাভ করিলাম তাহার বিনিময়ে ইহাদিগকে কোন বস্তু দান করিব? হায়! এই ধনী ব্যক্তি মরণকালে সমস্ত ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া একাকী পরলোকে গমন করিবে এই ভাবনায় দয়ার্দ্র হইয়া যে চকবল্লগণ তাহার ধন সকল পরলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং ইহলোকে একগুণ দান করিলে পরলোকে কোটীগুণ পাওয়া যাইবে এই ভাবিয়া সাধুগণ পারলৌকিক কুসীদ অবিনশ্বর করিবার নিমিত্ত যাচক অধমকে দান করেন।"

দেবগণ নলের তৎকালীন প্রসন্ন মুখকমল অবলোকন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বোধে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। নল ক্ষণকাল এরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন হে দেবগণ! কায়া ও কাননের প্রভেদ নাই, জনদেহও অনভিনিত, এজন্য মদীয় লোচনদ্বয় আপনাদিগের শরীর সন্দর্শন করিয়া অমৃতে নিমজ্জনজনিত সুখ অনুভব করিতেছে। আমি সামান্য মানব, সুতরাং যাহার ফলে আপনাদিগকে দর্শন করিব এরূপ কোন তপস্যা করি নাই, তবে যে আপনাদিগকে লোচনপথের অতিথি করিলাম, ইহা মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যা প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ভূতধাত্রী পৃথিবী সকল মহনব্রতের ফলে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এজন্য

আপনারাও স্বীয় পাদ পঙ্কজ দ্বারা ইহার পূজা করিতেছেন। আমি বালক হইলেও আপনারা আমা হইতে জীবন অবধি অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক যে বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন আমি তাহা দ্বারাই আপনাদিগের চরণ পূজা করিব। এক্ষণে বলুন সেই বস্তু কি?

নল অশঙ্কিতভাবে বিনয় পূর্ব্বক এই বলিয়া বিরত হইলে কপটতা কুশল ইন্দ্র বক্রভাবে কহিতে লাগিলেন হে ভুবনচন্দ্র! আমরা দময়ন্তীর পাণিপীড়ন বাসনা করি, হে জিতেন্দ্রিয়! ইহাতে তুমি আমাদিগের দূত কার্য্য কর। পৃথিবীতে অনেক নরপতি আছে কিন্তু তুমি সমগ্র তাহার রূপ, স্বর্গে অন্যান্য জনগণ বলিয়াছে কিন্তু তোমার ন্যায় কে? আমরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই তোমার অপার গুণসাগর বিদিত আছি। অতএব এই গোপনীয় কার্য্যে আমরা তোমাকে দূতরূপে নিয়োগ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। ধনু যেরূপ বাণ নিক্ষেপকালে বক্র হয় সেইরূপ ইন্দ্র শুদ্ধবংশজাত (১) ও গুণাশয় (২) হইয়াও সপক্ষ (৩) ঋজু (৪) নলের প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বক্রভাব অবলম্বন করিলেন।

[illegible] নল পূর্ব্বোক্ত বাক্য [illegible] তাহার উপযুক্ত উত্তর কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আমার জন্মান্তরীয় পাপের আধিক্য বশতঃ আমি আপনাদিগের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদিও আপনারা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সকলের মনোবৃত্তি অবগত আছেন, তথাপি মৌনাবলম্বন করা আমার উচিত নহে। এবং 'আমি ইহা পারিব না' এইরূপ বাক্য বলিলে লজ্জিত হইতে হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি অপরের যে বাক্য নিজের অনভিপ্রেত তাহা স্বীকার করা বিধেয় নহে। আপনাদিগের নির্ম্মল দর্পণ সদৃশ বুদ্ধিতে জগতের সমস্ত বিষয়ই প্রতিবিম্বিত

(১) নির্ম্মল বংশে উৎপন্ন, পক্ষে কীটাদি দ্বারা অছিদ্রিত বৃক্ষ বিশেষ হইতে উৎপন্ন।

(২) গুণের আশ্রয় পক্ষে জ্যার আশ্রয়।

(৩) সহায় পক্ষে পক্ষযুক্ত।

(৪) সরল প্রকৃতি পক্ষে সরল।

হইতেছে, তথাপি যাহার যাহা উপযুক্ত নহে, তাহাকে সে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আমি এ সময়ে দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত যাইতেছি, সুতরাং কিরূপে আপনাদিগের দূত কার্য্য করিব। আপনারা লোকপাল, আমি আপনাদিগের নিকট তৃণতুল আমাকে বঞ্চনা করিতে কি আপনাদিগের ঘৃণাও হইতেছে না? আমি দময়ন্তী বিরহে ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকি, সুতরাং কিরূপে গোপনভাবে আপনাদিগের এই কার্য্য সম্পন্ন করিব বলুন? আমি যাহাকে চিন্তা করিয়া জীবন ধারণ করি, সেই দময়ন্তীর সমীপে কিরূপে ভাব গোপন করিতে সমর্থ হইব, পণ্ডিতগণও ইন্দ্রিয় জয় করিতে শক্ত হন না। প্রহরীগণকে বিনষ্ট না করিয়াই বা কিরূপে মাদৃশ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ভৈমী সন্দর্শন লাভ করিবে? এবং তাহা করিলেও কুমারী দময়ন্তী নিষ্ঠুর ভাবিয়া আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। দধীচি প্রভৃতি দাতৃগণ প্রাণ পর্য্যন্ত যাহার মূল্য স্থির করিয়াছেন, আমি প্রাণ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ প্রিয়া দ্বারা সেই যশঃ কিরূপে ক্রয় করিব। আপনারা যেরূপ দময়ন্তী নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন আমারও সেইরূপ তাঁহার জন্য আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। যদিও আমি পূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রার্থনা করি নাই, তথাপি আপনাদিগের যাচ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিতেছি। আমি প্রত্যহ আপনাদিগের পূজা করিয়া দময়ন্তী লাভের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছি, আপনারাও যদি আমার সেই প্রার্থনা শ্রবণ না করিয়া লজ্জিত না হন তাহা হইলে আমারই বা লজ্জা কেন হইবে? দময়ন্তী পূর্ব্বে আমাকে বিবাহ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগের দূতরূপে তথায় গমন করিলে তিনি আমাকে দেখিয়া কেবল লজ্জিত হইবেন। হে দেবগণ। এই দূতকর্ম্ম আমার অত্যন্ত অনুচিত, আপনারা প্রসন্ন হউন, দুঃখিত হইবেন না। আপনাদিগের এই দূত প্রেরণ অত্যন্ত অযৌক্তিক, ইহাতে আপনারা কেবল উপহাসাস্পদ হইবেন, কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

ইন্দ্র নলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় অনুচরত্রয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সন্দস্ত হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন

'হে নল! তুমি যাহা বলিলে তাহা চন্দ্রবংশীয়ের উপযুক্ত হইল না। পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে তাহা ভঙ্গ করিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছেনা? হে ধীর! তুমি কি স্বপ্নোপম ভঙ্গুর এই জীবলোক অবলোকন করিতেছ না? কি আশ্চর্য্য! এই নশ্বর জগতে তুমিও ধর্ম্ম ও যশ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছ? যে যাচকের প্রার্থনা পূরণ করে নাই তোমাদের বংশে এরূপ ব্যক্তি কেহ কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? তুমি অর্থিগণের প্রতি কখন ন—অক্ষর প্রয়োগ কর নাই এজন্য তাহারা বিবেচনা করিত যে 'ইনি বর্ণ মালা অধ্যয়ন করিবার সময়ে নকার অধ্যয়ন করেন নাই কিম্বা অধ্যয়ন করিয়াও বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণেও সেই ন অক্ষর প্রয়োগ করিও না। অনল কহিলেন হে নল! তুমি কি কারণে এই লব্ধযশ পরিত্যাগ করিতেছ? তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কল্পবৃক্ষ প্রতিকে যাচকরূপে প্রাপ্ত হয় নাই' যম কহিলেন হে বীরসেন কুলপ্রদীপ! তুমি দময়ন্তী নিমিত্ত যে দুঃখে অভিভূত হইতেছ, তাহা চন্দ্রবংশীয়ের উপযুক্ত নহে। হে বৎস! বিন্ধ্য পর্ব্বত কঠিনের অগ্রগণ্য এবং কামধেনু পশু ইহারাও যখন যাচককে নিরাশ করে না তখন তুমি কিরূপে আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? কেহ ক্ষণকালও জীবনের প্রতিভূ হয় না এজন্য বিবেচক ব্যক্তি যাচকের প্রার্থনা পূরণ করিতে বিলম্ব করেন না নয়নদ্বয় নিমেষচ্ছলে শীঘ্র মরণ সূচনা করিতেছে।

অনন্তর বরুণ কহিলেন হে নল! ভবাদৃশ চন্দ্রবংশীয়গণের কীর্ত্তিই প্রিয়পত্নী দানজল তাহার মুক্তাহার অতএব তুমি সামান্য স্ত্রীর নিমিত্ত প্রিয়পত্নী কীর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিও না। যাহার চর্ম্ম ও বর্ম্ম অভেদ্য এবং যাহার অস্থি বজ্রময় সেই কর্ণ ও দধীচি যখন চিরকাল এ জগতে বাস করিতে পারিবেন না ও পারেন নাই তখন হে ধীর! তুমিও ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিও না। যাহাতে নিবদ্ধ হইয়া বলি ও বিন্ধ্য অদ্যাপি বিচলিত হইতে পারিল না তুমি পণ্ডিত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পাশ কিরূপে ছেদন করিবে? ভরত অর্জ্জুন ও পৃথুর ন্যায় তোমার স্মরণ করিলে প্রবাসীগণ অভীষ্ট লাভ করে, তুমি যদি স্বীয় গমনের বিফলতা আশঙ্কা কর, তাহা হইলে সমস্ত শুভসূচক বিঘ্ন নিষ্ফল হইয়া যায়। দেবগণের এইরূপ

চাটুবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নল দময়ন্তী অভিলাষী হইলেও তাঁহাদের দৌত্যকার্য্য অঙ্গীকার করিলেন। তৎকালে বাসব সানন্দচিত্তে কহিলেন হে নল। তুমি যে সময়ে যে স্থানে অন্তর্দ্ধান ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে তাহা সম্পন্ন হইবে

ষষ্ঠ সর্গ।

নল দেবগণের দৌত্যকার্য্য স্বীকার করিয়া সমুদ্রপানকারে অগস্ত্য বাড়বানলের ন্যায় উৎকণ্ঠার দময়ন্তী বিয়োগ অস্থবার বিবেচনা না করিয়া রথারোহণে ভীম রাজধানী কুণ্ডিন নগরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর দেবগণ তাঁহার আগমন পরীক্ষার্থে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে থাকিলেন। তপস্যাগণের মনোরথ সিদ্ধির ন্যায়, বেগগামী নৈষধ রথ ক্ষণকাল মধ্যে অমরাবতীকল্প কুণ্ডিন নগরে উপস্থিত হইল। নল প্রথমে দময়ন্তীর নগর বর্ণিপ্রভৃতি দর্শন করিয়া সাদরে তাঁহার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবদৌত্য স্মরণ করত হতাশহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অদৃশ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একাকী পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অত্যুচ্চ প্রাসাদ বিস্তার ও বিবিধ বেশধারী নগরবাসীকে দর্শন করত বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে রাজভবনের সন্নিহিত হইলেন। দেখিলেন সশস্ত্র প্রহরীগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে তদ্দর্শনে তিনি নিজের অদৃশ্যতার চিন্তা করিয়া শঙ্কিত বাধা হইয়াও তস্করের ন্যায় অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতেছি ভাবিয়া লজ্জিত দময়ন্তীকে দর্শন করিব ভাবিয়া আনন্দিত ও নিজ দৌত্য স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। অনন্তর রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দময়ন্তী নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরদ্বার নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন

এবং তথায় বহুসংখ্যক প্রহরীসত্ত্বেও নির্ভয় হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী জননীকে প্রণাম করিতে গমন করিয়াছিলেন তথা হইতে আসিবার সময়ে পথে নল তাঁহাকে দর্শন করিলেন কিন্তু তিনি চারিদিকে ভ্রান্তি দময়ন্তী দর্শন করিতেছিলেন এজন্য ইহাকেও ভ্রান্তি দময়ন্তী বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং তিনি অদৃশ্য থাকাতে দময়ন্তীও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দময়ন্তী ভ্রান্তি নল দর্শন করিয়া তাঁহার গলদেশে মাতৃপ্রসাদ লব্ধ মালা নিক্ষেপ করিলেন দৈবাৎ সেই মালা অদৃশ্য প্রকৃত নলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইল। নল না স্বদৃষ্ট দময়ন্তীর ক্ষিপ্তমালা হস্ত হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন দময়ন্তীও ভ্রান্তি নলের গলদেশে প্রদত্তমালা অদৃশ্য হইল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হৃদয়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। নলও বহুক্ষণ ইতস্তত বিচরণ করত ক্লান্ত হইয়া অবশেষে দময়ন্তীর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেই প্রাসাদের পরিসরে মণিনির্ম্মিত বেদিকায় সখীগণ পরিবৃত হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী দময়ন্তী বসিয়া আছেন দেবদূতীগণ দীনোক্তিতে প্রার্থনা করিতেছে সখীগণও তাঁহাদের বাক্যে অনুমোদন করিতেছে কিন্তু দময়ন্তী তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার দময়ন্তী লিপ্সা দবণত হইবাও প্রতিনিবৃত্ত হইল।

ইন্দ্রদূতী কহিতে লাগিল হে দময়ন্তি! তুমি অবহিত হইয়া ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ কর। দেবলিপি মানবগণ পড়িতে পারে না এজন্য তিনি তোমাকে যাহা বলিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, ইন্দ্র তোমাকে সাদরে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। স্বয়ম্বরে তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিও তিনি তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, অতএব কদাচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। দেবগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া যে লক্ষ্মীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নারায়ণকে দান করিয়াছেন এক্ষণে ইন্দ্রের নিমিত্ত অপর শ্রী উত্থাপিত করিতে তাহাদিগকে আর ইক্ষুসমুদ্র মন্থনের ক্লেশ প্রদান করিও না। ভুবনশ্রেণীর মধ্যে স্বর্গ প্রধান স্বর্গ

দেবগণ ও দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, সেই ইন্দ্র তোমার দাসত্ব করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা স্পর্দ্ধার বিষয় আর কি আছে? ইন্দ্র শতযজ্ঞ করিয়া যে ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি কেবল মাত্র স্বীকারসূচক ভ্রূভঙ্গি দ্বারা তাহা অঙ্গীকার কর। মন্দাকিনী ও নন্দনকানন তোমা ক্রীড়া স্থান হইবে, ইন্দ্র স্বামী হইবেন উপেন্দ্র দেবর ও লক্ষ্মী যাতা হইবেন ইহাতে যে সুখ সম্ভোগ করিবে তাহ একবার মনে বিবেচনা করিয়া দেখ। ইন্দ্রের "ত্রিভুবন রাজ্যের অধীশ্বরী হও" এই প্রার্থনার কেবল তুমিই উপযুক্তা। রাজাও অবজ্ঞাস্পদ নহে। নারায়ণ খর্ব্ব হইয়া বলির নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এজন্য পৌরাণিকগণ তাহাকে বামন বলে। তুমি ত্রিসন্ধ্যা যাহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাক, সেই দেবগণকে কৃতঘ্ন কর তোমার উচিত নহে। তাহারাও তোমাকে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব তুমি ইন্দ্রাণী হইয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রের প্রসাদ স্বরূপ পারিজাতমালা দময়ন্তীকে অর্পণ করিল। তৎকালে নলের আশা ব্যতীত সমস্ত আশা তদীয় বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দময়ন্তী সেই মালা সাদরে গ্রহণ করিলেন অবলোকন করিয়া নলের তৎপ্রাপ্তি আশা শিথিল হইয়া পড়িল। সখীগণের মধ্যে কেহ কহিল, "আর্য্যে! ইহাতে বিবেচনার কি আছে? শীঘ্র ইন্দ্রকে বরণ করুন।" কেহ কহিল, "সখি! ইন্দ্র বরণ তোমারই উপযুক্ত।" কেহ কহিল, "তুমি ইন্দ্রকে বরণ করিতে অঙ্গীকার কর।" তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী কহিলেন, "হে সখীগণ! আমি কখনও কি তোমাদিগের অনাশ্রবা হইয়াছি? তবে, ইহাতে আমার কিছু বক্তব্য আছে।" দময়ন্তী বাক্য শ্রবণে সখীগণ "ইনি ইন্দ্রকে বরণ করিবেন" ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। নল "আমি দময়ন্তী ও দূতকার্য্যের মধ্যে কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না" ভাবিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

দময়ন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া নয়নভঙ্গি দ্বারা সখীগণকে নিবারণ করিলেন এবং সাদরে সেই পরিজাতমালা গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ইন্দ্রদূতি! তুমি ইন্দ্রের স্তুতি বিষয়ে সাহস পরিত্যাগ কর। বেদ যদি তাহার মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে পারে। তিনি

সকলের অন্তঃকরণ জানিতেছেন সুতরাং তাহার বাক্যে উত্তর প্রদান করা নিরর্থক। তাহার আজ্ঞা কে অবহেলা করিতে পারে? আমি বালা, সুতরাং তদীয় আদেশ মালার ন্যায় মস্তকে স্থাপন করিয়া যদি পালন করিতে অক্ষম হই তাহা হইলে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইন্দ্র যে আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমার জন্মান্তরীয় তপস্যার ফল। ফলের বৈচিত্র অবলোকন করিলে চিত্ত তাহার কারণের প্রতি আসক্ত হয়, এজন্য ইন্দ্রের এই অনুগ্রহে আমার পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। আমি আনন্দ ও ব্রতসম্পদের নিমিত্ত ইন্দ্রকেই পতিরূপে সেবা করিব, বিশেষ এই, তাহার দেবদেহের সেবা না করিয়া নরত্বরূপে অংশাগত নলের সেবা করিব। হে ইন্দ্রদূতি! তোমার মুখে সতীব্রতের অত্যন্ত প্রতিকূল ইন্দ্রের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করা আমার অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই মনে মনে দেবেন্দ্রকে বরণ না করিয়া ভূমীন্দ্র নলকে বরণ করিয়াছি। আমি বিবেচনা করিয়াই তাহাকে বরণ করিয়াছি, এজন্য সংসারের বিষয় ভোগ সুখে যেরূপ মুমুক্ষুর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রের এই অনুগ্রহে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। মন্বাদি আর্য্যগণ চতুরাশ্রমের মধ্যে গাহস্থের ন্যায় নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রশংসা করেন। আমি সেই ভারতবর্ষে জীবিতেশ্বর নলের সেবা করিয়া সুখ মিশ্রিত ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। স্বর্গে থাকিলে কেবল সুখ হয়, ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু এই ভারতে সুখ ও ধর্ম্ম উভয়ই হইবে। এস্থানে থাকিয়া যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিতে পারিব। অতএব সুখ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সুখ ভোগ করিতে আমার স্পৃহা নাই। যদি বল যে ধর্ম্ম বা দেব প্রীতির ফলও সুখ, তুমি ইন্দ্রকে বরণ করিলে অনায়াসে তাহা সিদ্ধ হইবে সুতরা এত ক্লেশের প্রয়োজন কি, তাহা বলিতে পার না? কেননা ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও স্বর্গ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রমশ: সপ্তস্বর্গে গমন করা যায়, অতএব স্বর্গ ও মর্ত্তের উত্তরকাল বিবেচনা করিলে কি শকরা (১) দ্বয় বোধ হয় না? যে কর্ম্ম বশত: আয়ুঃক্ষীণ হইলে মানবের উপভোগ্য হয়,

(১) খাবরা ও চিনি।

জীবিত অবস্থায় হয় না, সেই অহিতকর আপাত সুখজনক স্বর্গ কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ?”

অনন্তর দময়ন্তী সখীগণকে ইন্দ্রদূতীর অনুকূলে বিবক্ষু অবলোকন করিয়া উত্তর শেষ না করিয়াই তাহা দিগকে কহিতে লাগিলেন হে সখীগণ! সকলেরই চিত্ত অদৃষ্ট প্রবাহের অথবা ঈশ্বরের অধীন। তবে তোমরা বুদ্ধিমতী হইয়াও কিজন্য আমাকে অনুযোগ করিতেছ? নিখিল জগৎ নিয়তির অধীন সুতরাং যে যে কার্য্য করে তাহাকে ‘তুমি এ কার্য্য করিতেছ কেন?’ ইহা জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। নিয়তি অচেতন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা না করা উভয়ই তুল্য, কেবল বক্তার বথন শ্রম লাভ হয়। কোমল বস্তুভোগী উষ্ট্রের নিন্দা করে, কণ্টকভোজী উষ্ট্রও সেই কোমল বস্তু ভোজীর নিন্দা করে, ইহাদের উভয়েরই অভিলষিত বস্তু ভক্ষণ নিবন্ধন প্রীতি তুল্যই হইয়া থাকে, কিন্তু মধ্যস্থের ইহাদের একতরের নিন্দা করা উচিত নহে। মোক্ষের পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর ত্রিবর্গ সেবা মনুষ্যের ন্যায় আমিও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নলের সেবা করিব। ইন্দ্রের গুণ মনোহর হইলেও তাহাতে আমা নলানুরাগ অপগত হইবে না। কীট হইতে বিষ্ণু পর্য্যন্ত সকলের কৃতকৃত্যভাব তুল্য, কিন্তু তাহা বলিয়া এক বিষয়ে সকলের তুল্যরুচি হইতে পারে না ব্যক্তিভেদে রুচি ভিন্ন ভিন্ন, অতএব এক বিষয়ে সকলের ইচ্ছা বা দ্বেষ হইবে এরূপ নিয়ম নহে। যদি পথ মধ্যে গুপ্তকূপ থাকে, তাহা হইলে বন্ধু প্রতি বন্ধুকে সতর্ক করিয়া দিবে, বস্তুত আমি সেরূপ হই নাই, আমি হিতকর জানিয়াই নলে অনুরক্ত হইয়াছি, সুতরাং আমাকে নিবারণ করিবার প্রয়োজন নাই। অভীষ্টবস্তু লাভ করিলে তোমাদের যেরূপ আনন্দ হয় সেইরূপ আমারও জানিবে।

দময়ন্তী এইরূপ পাণ্ডিত্যবলে সখীগণের প্রতিকূল বুদ্ধি দূর করিয়া ইন্দ্র দূতীকে কহিতে লাগিলেন, হে ইন্দ্রদূতি! আমি পূর্ব্বেই মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চলচিত্তে যম, বহ্নি ও বরুণের দূতীগণকে নিরাকরণ করিলাম। তুমি যদি পুনর্ব্বার আমাকে, ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিতে বল তাহা হইলে তোমার ইন্দ্র চরণের শপথ। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা পতিব্রতা নিয়ম নলের সেবা বলি

অপনোদন করিব।” দময়ন্তী এইরূপ শপথ প্রদান করাতে ইন্দ্রদূতী আর কথা কহিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তৎকালে নলের জীবন যেন পুনর্ব্বার চঞ্চল হৃদয়ে প্রবেশ করিল। নিষধরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে দময়ন্তীর এইরূপ সানুরাগ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন

—

সপ্তম সর্গ।

দেবদূতীগণ নিরাশ হৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলে নল আপনার প্রতি দময়ন্তীর প্রগাঢ় অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বে দময়ন্তী প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার যে মনোরথ বিরচিত হইয়াছিল, এক্ষণে দময়ন্তীকে দর্শন করাতে তাহা সফল প্রায় হইল। তিনি নির্নিমেষ লোচনে বহুক্ষণ দময়ন্তীর অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেন। অনন্তর আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন বোধ হয় বিধাতা দময়ন্তীকে নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত প্রথমে বস্তা পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া হস্তাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহার বহবিস্ত নিশ্চাৎ লম্বক কেশজাল অবলোকন করিলে বোধ হয়, যেন অন্ধকার ইহার মুখ চন্দ্রকিরণে অপসারিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে। স্নিগ্ধ শ্যামল তারকাযুক্ত বিশাল লোচন দ্বয় অনন্য সদৃশ। ওষ্ঠাধর বন্ধুক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ। বোধ হয় ভারতী ইহার কণ্ঠদেশে উপবেশন করিয়া যে বীণাবাদন করেন তাহাই বাক্যরূপে নির্গত হইয়া কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত করে। দিবসে কমলের ও রাত্রিকালে শশধরের শোভা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইহার আনন শোভা দিবা ও রজনীতে একরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীবাদেশ হারবিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠ অবলোকন করিলে বোধ হয় যে বিধাতা ইহাতে কাব্য গান, প্রিয়বাক্য

ও সত্য স্থাপন করিয়া বেথাত্রয় দ্বাবা তাহাদেব বসতি সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। মৃণাল কোমল হইলেও ইঁহার বাহুদ্বয়ের সদৃশ নহে। করদ্বয় কিশলয় অপেক্ষাও রক্তবর্ণ এবং উৎপল অপেক্ষাও রমণীয়। পৃষ্ঠদেশ বিলম্বিত বেণী সম্বন্ধ মল্লিকা মালাব সংস্রবে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধাবণ কবিষাছে। বোধ হয় ইঁহাব চবণেব শোভালেশ আছে বলিয়াই নবকিশলয় পল্লব নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলতঃ বিধাতা ইহাকে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী কবিয়া সৃষ্টি কবিয়াছেন। ইনি আমাব বিবহ পীড়া জনিত মূর্চ্ছা রজনীর প্রভাত সন্ধ্যা স্বরূপা। নল এইরূপে দময়ন্তীব অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাব নয়নগোচর হইতে অভিলাষ করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

নল অদৃশ্যভাব পবিত্যাগ ববিলে পর, দময়ন্তী সখীগণেব সহিত বিস্মিত হৃদয়ে নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন কবিতে লাগিলেন। ইক্ষুকডম্ব পলালাচ্ছন্ন হইয়াও যেরূপ উপযুক্ত ভূমি সংস্রবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নল ইন্দ্রবরে অদৃশ্য শবীব হইয়াও দময়ন্তী সংস্রবে প্রকাশিত হইলেন। দময়ন্তীর সখীগণ নলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ছিল যে, তাহাদেব বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাহাবা তাঁহাব পবিচয় জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইযা চিত্রার্পিতেব ন্যায় অবস্থান কবিতে লাগিল। দময়ন্তী প্রথমে তাঁহাকে নল বলিযা বিবেচনা কবিলেন, তৎকালে তাঁহাব হর্ষপ্রবাহ বর্ষাকালীন নদী প্রবাহেব ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, পবে, এই সুরক্ষিত অন্তঃপুবে নলেব আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

দময়ন্তী সখীগণকে আকস্মিক পুরুষ দর্শনে ভয়ে মূকতা প্রাপ্ত অবলোকন কবিয়া আননদেশ বিনম্রীভূত কবত শ্লথ গদগদ বাক্যে নলকে কহিতে

লাগিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনি অতিথি, এজন্য আপনাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন নিমিত্ত স্বীয় আসন প্রদান করিতেছি। যদিও আপনার অন্য স্থানে গমন করিবার অভিলাষ থাকে এবং ইহা আপনার উপবেশনের অযোগ্য হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকাল হইাতে অবস্থান করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করুন। আপনি কোথায় গমন করিবেন বলুন? অদ্য কোন দেশ আপনার বিরহে বসন্ত পরিত্যক্ত কাননের অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে? আপনার নাম শ্রবণে আমার বাধা নাই ত? আপনার এই সুরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সমুদ্রোত্তরণ তুল্য হইয়াছে, কিন্তু আপনার এরূপ সাহস করিবার প্রয়োজন কি? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় করিতে পারি নাই। বোধ হয় আমার পুণ্যবলে প্রবেশকালে রক্ষিগণ আপনাকে দেখিতে পায় নাই, এজন্য আপনার কন্দর্পতুল্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে পাইতেছি। রমণীয় আকৃতি, দ্বারপাল লোচন প্রচ্ছাদনী শক্তি ও সুবর্ণসদৃশ উজ্জ্বল কান্তি আপনার দেবত্বের পরিচায়ক। কন্দর্পের মূর্ত্তি নাই —অশ্বিনীকুমার দুইজন, অতএব আপনি কন্দর্প বা অশ্বিনীকুমার নহেন অথবা অন্য চিহ্নের প্রয়োজন নাই আপনার সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের অপেক্ষা রমণীয়। হে লোকতর্পণ। আপনি কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করিযাছেন?

দময়ন্তী নলকে নলসদৃশ সুন্দর অমর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, এজন্য অতিথিসমুচিত প্রিয়বাক্যচ্ছলে তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন "যে ব্যক্তি গুণাধিক বস্তুর প্রশংসা না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, মূকের সহিত তাহার কোন বিশেষ নাই, বহুগুণে অল্প গুণের উল্লেখ করাও ক্রূরতা প্রকাশ মাত্র, এজন্য আমি আপনার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছি, আমার বাবদূকতা ক্ষমা করিবেন। হে সুন্দরোত্তম। আপনার কান্তি কীর্ত্তি প্রভাবে পুরুরবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও কন্দর্প সৌন্দর্য্য গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধবল রাজহংসমণ্ডলী আপনার কান্তি কীর্ত্তির পুলাকস্বরূপ। শিবের অৰ্দ্ধচন্দ্র নখরূপ পরিগ্রহ করিয়া আপনার পদাঙ্গুষ্ঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এজন্য বোধ হয়, কন্দর্প স্বরিজয়ি চিহ্ন দর্শনে ভীত হইযা আপনার চরণের অঙ্গুষ্ঠ শোভাও গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। জগৎ কন্দর্পদাহন পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য কথা

বিবহিত হইয়াছিল, এক্ষণে বিধাতা আপনাব অঙ্গ নির্ম্মাণ কবিয়া তাহাব প্রতি কৃপা কবিযাছেন আপনি যদি মানব হন তাহা হইলে মহী কৃতার্থ হইয়াছে যদি দেবগণেব মধ্যে কেহ হন তাহা হইলে স্বর্গ অন্যলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইযাছে অথবা যদি নাগ হন তাহা হইলে পাতাল সকলেব অধস্থ হইয়াও উপবিস্থ হইযাছে আপনি গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বে সমুদ্র অপেক্ষাও মহান। বোধ হয এই অসীম সংসাব সমুদ্রে নল আপনাব প্রতিবিম্ব বিম্ব ও প্রতিবিম্ব লইযাই বিধাতাব সৃষ্টি তদ্ভিন্ন এক পদার্থ দুইটী নাই। আপনি যাহাব নিমিত্ত পদচাবে গমন কবিতেছেন এই পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান কে? আমি সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়া আপান নল কি অন্য কেহ তাহা নিশ্চয় কবিতে পাবিতেছি না অথবা বৃথা সন্দেহেব প্রয়োজন নাই আপনি কোন ভাগ্যবানেব গৃহে অতিথি হইবেন বলুন? আপনাব সৌন্দর্য্য অবলোকন কবিযা আমাব লোচনদ্বয সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে মধুব বাক্য প্রয়োগ কবিয়া কর্ণযুগল পবিতৃপ্ত করন

নল প্রিয়া দময়ন্তীব এইরূপ মধুব বচন পবম্পবা শ্রবণ কবিযা যেন অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইলেন। যাহা শত্রুমুখে ছাবিত হইলে পাতিকব হয় সেই প্রশংসা বাক্য প্রিয ব্যক্তিব মুখে শ্রবণ কবিলে যে অপবিমিত আনন্দ হইবে তাহাব বিচিত্র কি? অনন্তব সূর্য্য যেরূপ লোকেব অর্ঘ্য গ্রহণ কবিযা উদযাচলে আসীন হন সেইরূপ নল দময়ন্তীব অর্পিত সৎকাব স্বীকাব কবিযা তাঁহাব সখীব আসনে উপবেশন কবিলেন। তৎকালে তাঁহাব চিত্তবিকাব উপস্থিত হইলেও স্বাভাবিক ধৈর্য্যপ্রভাবে তাহা অপনোদন কবিযা দময়ন্তীকে বলিতে লাগিলেন কল্যাণি! আমি ইন্দ্রাদি দেবগণেব দূতরূপে তোমাব সমীপে আগমন কবিযাছি তুমি ব্যগ্র হইও না আমি তোমাব অতিথি সৎকাবে তৃপ্তি লাভ কবিযাছি উপবেশন কব। কি জন্য আসন পবিত্যাগ কবিলে? আমাব দেবগণ সম্মান কব তাহা মহান অতিথি সৎকাব হইবে। হে কল্যাণি! তোমাব শবীব নীবোগ আছে ত? চিত্ত পাপে প্রবৃত্ত হয় না ত? হে বিশালাক্ষি আব বিলম্বে প্রয়োজন নাই আমাব বাক্য শ্রবণ কব। ইন্দ্র বরুণ অগ্নি ও যম তোমাব সৌন্দর্য্যাদি গুণ নিকব শ্রবণ কবিয়া তোমাব প্রতি অত্যন্ত অনুবক্ত হইয়াছেন, এক্ষণ

তাঁহাদিগের হৃদয়ে কেবল তোমার প্রাপ্তির আশাই অনুক্ষণ স্ফুরিত হই তেছে, পূর্ব্বাদি আশা আর পূর্ব্বের ন্যায় বিকাশ পায় না। বাসব পরভৃত রবে যে ক্লেশ অনুভব করেন নন্দনবনেও তাহার শান্তি হয় না। তিনি পূর্ব্বে প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন, এক্ষণে শিবের মস্তকস্থিত কলামাত্র চন্দ্রের ভয়ে সেই অবশ্য কর্ত্তব্য শিবপূজাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। কল্পদ্রুম সকল অন্যের দারিদ্র হারক, কিন্তু এক্ষণে ইন্দ্রের সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত তাহাদের পত্র লইয়া প্রতিক্ষণ নূতন নূতন কোমল শয্যা রচিত হওয়াতে তাহারাও পল্লব দরিদ্র হইয়াছে। শীতকালে পদ্মিনীর কেবল পত্র ও পুষ্প বিনষ্ট হয় কিন্তু বসন্তকালে ইন্দ্রের শরীর তাপ নিবারণ নিমিত্ত মৃণাল, পত্র ও পুষ্প গৃহীত হওয়াতে মন্দাকিনীর কমলিনীকুল শীতকাল অপেক্ষাও অধিকতর কদর্থিত হইতেছে। হে দময়ন্তি! আহিতাগ্নিগণ প্রত্যহ শিবের যে মূর্ত্তির আরাধনা করেন সেই অগ্নি এক্ষণে কন্দর্প পীড়িত হইয়া তোমার দাসত্ব করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয় বহ্নি যাহাতে নিজের সন্তাপ অবগত হইয়া আর কাহারেও সন্তাপিত না করেন এইরূপ ভাবে কন্দর্প তাঁহাকে সন্তাপিত করিয়া শিক্ষাদান করিতেছে। বোধ হয় তিনি তোমার নিমিত্ত কুসুম শরশরাকে এরূপ নিপীড়িত হইতেছেন যে পূজকগণ যে সকল কুসুমে তাঁহার পূজা করে তাহা হইতেও ভীত হইয়া থাকেন কমল প্রকাশক সূর্য্য যাহা দ্বারা প্রভাবান চন্দন বাসিতা দক্ষিণদিক যাঁহার প্রিয়তমা সেই যমও তোমার জন্য কন্দর্প পরিতাপানলে ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তোমার বিরহে তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। হে কৃশাঙ্গি! পান্থ যে সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না সেই সময়ে বরণ তোমার উদ্দেশে স্বীয় অঙ্গ করণ প্রেরণ করিয়াছেন। তাপশান্তি নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে মৃণাল পদ্ম হইতে ও তা তোমার ভুজলতা স্মরণ করাইয়া তাহাকে অত্যন্ত সন্তাপিত করে। হে দময়ন্তি! কন্দর্প তোমার জন্য তাহাদিগকে এইরূপে পীড়িত করিতেছে। তাঁহারা কল্য তোমার স্বয়ম্বর হইবে, এই অমৃত প্রবাহসদৃশী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, এবং এই নগরীসমীপে উপস্থিত হইয়া আমাকে তোমার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তোমাকে অনান্য জিজ্ঞাসা

করিয়া কহিয়াছেন হে ভৈমি। তুমি দয়া করিয়া শীঘ্র আমাদিগকে পতিত্বে বরণ কর। আমরা বহুকাল হইতে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছি, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে বরণ করিয়া কৃতার্থ কর। যদি তোমার দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে তাহা হইলে বিলম্বে প্রয়োজন নাই সত্বর স্বর্গকে অলঙ্কৃত কর। যদি পৃথিবীতে থাকিতে তোমার অভিলাষ হয় তাহা হইলে আমরা তাহারও স্বর্গসজ্জা বিধান করিব। হে দময়ন্তি! তোমার বাক্য খণ্ড সদৃশ। তুমি যে পথে গমন কর তথাকার শর্করাও শকরা সদৃশ হয়। আমরা তোমাকে কি দিব? আমরা তোমার চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি সুতরাং তোমাকে অমরত্ব বর প্রদান করিতেও আমাদিগের লজ্জা হইতেছে হে দময়ন্তি! তুমি ইহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ করিয়া আমার দূতকার্য্য সফল কর

নবম সর্গ।

—○○○—

পতিব্রতাগণের অন্য পুরুষ সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণ করা অত্যন্ত ক্লেশকর এজন্য দময়ন্তী নলে একান্ত অনুরাগ বশত বিষণ্ণভাবে দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন। নল দেবগণের বাক্য সমুদায় জ্ঞাপন করিলে দময়ন্তী যেন শ্রবণ করেন নাই এই ভাবে কহিতে লাগিলেন হে সুন্দর আমি আপনার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনার অপ্রস্তুত বিষয়ের উল্লেখ করা অনুচিত হইয়াছে। আমার প্রশ্ন বিষয়ে আপনার বাণী সরস্বতী নদীর ন্যায় কোথাও গুপ্ত কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আপনার সুধাসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিলাম কিন্তু তাহাতে ভবদীয় নাম শুশ্রূষা শান্ত হইল না, অতি মধুর দুগ্ধ বা মধু দ্বারা জলপিপাসা শান্ত হয় না। আপনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলুন?'

এই বলিয়া দময়ন্তী বিরত হইলে নল কহিতে লাগিলেন, "অয়ি ভৈমি। তুমি আমার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেও, তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বলি নাই। পরিমিত ও সারবান্ বাক্য প্রয়োগ করাই বাগ্মিতা। অল্প বিষয়ে বৃথা শব্দবাহুল্য ও বহু বিষয়ে অল্প বাক্য প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য। যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দ দ্বারা আমাদের উভয়ের প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং কোন্ বর্ণপংক্তি আমাতে সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহা বলা নিরর্থক। যদি আমার বংশ প্রশস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা আমার বলা উচিত নহে; যদি প্রশস্তই হয়, তাহা হইলে পরের দূতরূপে আগমন করিয়া প্রশস্ত বংশের পরিচয় দেওয়াও বিড়ম্বনামাত্র। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই তোমার কুলনাম-প্রশ্নের উত্তর দেই নাই। এক্ষণে উক্ত জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতির বাক্যের উত্তর প্রদান কর। অথবা যদি একান্তই বলিতে হয়, তাহা হইলে সংক্ষেপে তোমার শ্রবণস্পৃহা দূর করিতেছি, আমি চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইয়াছি, ইহা শুনিয়াই সফলনির্ব্বন্ধ হও। সাধুব্যক্তিগণের এইরূপ ব্যবহার-পরম্পরা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁহারা নিজনাম প্রকাশ করেন না; প্রচলিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে লোকে নিন্দা করে; এজন্য আমি স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

নিষধরাজ এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে দময়ন্তী কহিতে লাগিলেন, "আপনি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়াও আমার বিশেষ সংশয় অপগত হইতেছে না। আপনি প্রস্তুত বিষয় সম্যক্‌রূপে না বলিয়া অপ্রস্তুত বিষয় পল্লবিত করিতেছেন; অতএব আপনার এই বঞ্চনা চাতুরী ধন্য। আপনি যেরূপ সদাচার-ভঙ্গ-ভয়ে স্বীয় নাম প্রকাশ করিলেন না, সেইরূপ কুলাঙ্গনার পরপুরুষের সহিত আলাপ করা উচিত নহে, এজন্য আমিও আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিব না।"

দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল সহাস্যমুখে কহিলেন, "অয়ি বামাক্ষি! আমি ইন্দ্রাদির দূত, সুতরাং তোমার আত্মীয়; অতএব আমাকে পর বলিয়া বিবেচনা করিও না। আমার বাক্যের উত্তর প্রদান কর এবং দেবচতুষ্টয়ের একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার দূতকার্য্য সফল কর। আমি

তোমার প্রত্যুত্তর শ্রবণ নিমিত্ত যত বিলম্ব করিতেছি দেবগণ ততই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। সত্বর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হওয়া দূতের কার্য্য কিন্তু আমি এই সত্বর অনুষ্ঠেয় কার্য্যে বিলম্ব করিতেছি এজন্য আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইন্দ্র নিনিমেষ লোচনে আমার গমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

নল এই বলিয়া বিরত হইলে দময়ন্তী কহিতে লাগিলেন হে দেবদূত! ভবাদৃশ মহানুভবের নিকট বারম্বার 'না' বাক্য প্রয়োগ করা বিশেষ নিন্দা কর, এজন্য আমি আপনার বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছি। দেবগণ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু আমি মানবী আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহাদের অনুচিত হইয়াছে। হংসাবলি বিরাজিত সরোবর যেরূপ বলাকা দ্বারা বিশোভিত হয় না সেইরূপ সুরাঙ্গনা পরিবেষ্টিত বাসব আমা দ্বারা সুখী হইতে পারিবেন না অতএব তাঁহার আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করা অনুচিত হইয়াছে। হে দেবদূত! মানবী অসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও সুরাঙ্গনাগণের সমীপে কুৎসিতা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সে কেবল দেবাঙ্গনা শূন্য এই পৃথিবীতে স্বর্ণালঙ্কার শূন্য দরিদ্র রমণীর অঙ্গে পিত্তলের অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পায়। দেবগণ অনুরাগ বা কৃপাবশতঃ যাহাই বলুন না কেন অযোগ্য বলিয়া আমি তাহার একবর্ণও শ্রবণ করিব না। এই বলিয়াই দময়ন্তী মন্দাক্ষ ভরে বদন নম্রীভূত করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ নিমিত্ত পার্শ্বস্থিত সখীকে ইঙ্গিত করিলেন সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নলকে কহিতে লাগিল, হে দেবদূত! ইনি লজ্জায় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, এজন্য আমি তাঁহার প্রকাশ করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এজন্য এক্ষণে ইন্দ্রাদি বরণ ইষ্ট সাধক কি না, ইহা বিচার করিতেও ভয় পাইতেছি। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম মৃণাল তন্তুর ন্যায় অল্প চাপলেই দুর্বীভূত হয়। আমি স্বপ্নেও অন্য পুরুষের চিন্তা করি নাই ইহা সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ অবগত আছেন তথাপি আপনাকে দূতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন কেন? পরদার জানিয়াও আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করা দেবগণের অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে।

যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে নল-ভিক্ষা প্রদান করুন; অন্য অনুগ্রহে প্রয়োজন নাই। হে দূত! আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।—নল যদি আমার পাণিগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও অনলে, উদ্বন্ধনে অথবা জল-প্রবেশে আত্ম-দেহ বিসর্জন করিব, শাস্ত্র-নিয়ম পালন করিলে যে বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে অসঙ্গত কার্য্য করিতে হয়; বৃষ্টি জলে রাজমার্গ পঙ্কিল হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও কার্য্যবশতঃ তাহাতে গমন করিয়া থাকেন। আমি নারী, দেবগণ বাগ্মী, আমি কখনও তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। অতএব সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহাই দেবগণের সমীপে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিবেন।"

সখীমুখে দময়ন্তী-বাক্য শ্রবণ করিয়া নল মধুরভাষী হইলেও বালকগণ কর্ত্তৃক কৌতুকে কুহুরবের অনুকরণে প্রকোপিত কোকিলের ন্যায় পরুষ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে ভৈমি। তুমি মানবী, দেবগণও তোমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছেন এবং তুমি মানবী হইয়াও তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইতেছ, এই উভয়ই অতি আশ্চর্য্য। নিধি দরিদ্রের নিকট আগমন করে এবং দরিদ্র তাহাকে আনিতে নিষেধ করে, ইহা কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। হে চন্দ্রমুখি। মহেন্দ্র তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমার অন্তঃকরণে ত্রিভুবন রমণীগণের প্রতি অবজ্ঞা ও তোমার প্রতি সম্মানের উদয় হইতেছে, কিন্তু তুমি অস্বীকার করিয়া সেই নিজের অভ্যুদয় নিজেই বিনাশ করিলে। 'মানুষী দেবতাকে প্রার্থনা করে না' এই নূতন বাক্য কেবল তোমার মুখেই শ্রবণ করিলাম। মনুষ্য দেবতার অনুগ্রহে মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি দেবপত্নী হইলে তাঁহাদের অনুগ্রহে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধ পারদ সংসর্গে স্বর্ণীভূত লৌহ যেরূপ স্বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়, তুমিও সেইরূপ দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইবে। তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিতেছ এবং ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নলকে বরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? হায়। নিশ্বাস-বায়ুর মুখ পরিত্যাগ

করিয়া নাসাপথে গমন পবিশ্রমের ন্যায়, তোমার দেবগণের অধিপতিকে পবিত্যাগ কবিয়া মনুষ্যে সাধুত্বজ্ঞান বৃথা হইয়াছে। যাহাকে জন্মান্তরে লাভ কবিবাব নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শবীর ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপস্যা করেন, সেই স্বর্গ, ব্যাকুলভাবে বলপূর্ব্বক তোমাব হস্ত ধাবণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। হে মূর্খে! তুমি তাহাতেও বিমুখ হইতেছ? হে দময়ন্তি! ইন্দ্র আকাশস্থিত পদার্থের অধীশ্বব, তুমি যখন নল ব্যতীত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কবিবার অভিলাষে আকাশস্থ হইবে, তখন ইন্দ্র তোমাকে হরণ কবিবেন, ন্যয্য ভাগ কে পবিত্যাগ কবে? নলেব লাভ না হইলে তুমি যদি অনলে প্রবেশ কব, তাহা হইলে তাঁহাব প্রতি তোমার যথেষ্ট দয়া প্রকাশ কবা হইবে। বহ্নি বহুকাল প্রার্থনা কবিয়াও তোমাকে প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তুমি স্বয়ং তাঁহাব নিকটে উপস্থিত হইবে। জলপ্রবেশ করিলে বরুণ অনায়াসে তোমাকে লাভ কবিতে পাবিবেন। যদি এই সমস্ত উপায় পবিত্যাগ কবিয়া মৃত্যুনিমিত্ত অন্য উপায় অবলম্বন কব, তাহা হইলে স্বয়ং ধর্ম্মবাজেব অতিথি হইয়া তাঁহাকে চবিতার্থ কবিবে। হে ভৈমি! তোমাব আমি ইন্দ্রাদিকে ববণ কবিব না' এই নিষেধরূপ বিধি আমি বুঝিতে পাবিযাছি। নিষেধরূপ বিধি যাহাব পর্য্যবসান, সেই ধ্বনি বিদগ্ধ নাবী বদন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমিও বিদগ্ধা, সুতবাং তোমাব বাক্যে বক্রতা যুক্তিযুক্ত। আমি তোমার বক্রোক্তিচক্রে পতিত হইয়া আব কতকাল ভ্রমণ কবিব? এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ কবিয়া দেবগণেব মধ্যে কাহাকে ববণ কবিবে স্পষ্টরূপে বল? বোধ হয়, তুমি ইন্দ্রকে বরণ কবিতে অভিলাষ কবিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। আমাব বিবেচনায় সহস্রলোচন ব্যতীত দ্বিনেত্র কোন ব্যক্তি তোমাব সমস্ত সৌন্দর্য্য দর্শন কবিতে সমর্থ হইবে না। অথবা তুমি বহ্নিতে অনুরক্ত হইয়াছ, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, সুতরাং তেজস্বী বহ্নি ব্যতীত আর কোন পুরুষে তোমাব চিত্ত আকৃষ্ট হইবে? শবীবতাপ শঙ্কায় বহ্নিকে বরণ কবিতে বিমুখ হইও না, পতিব্রতাব নিকট বহ্নিও শীতল হয়, ইহা বহুশঃ শ্রুত হইয়াছে। অথবা তুমি ধর্ম্মশীলা, এজন্য মনে মনে ধর্ম্মরাজকে পতিত্বে বরণ কবিযাছ ইহা আমাবও সম্মত। কোন বস্তু স্বসদৃশ বস্তুব সহিত

মিলিত হইয়াই শোভা পাইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজকে বরণ করিলে তুমি মৃত্যুশঙ্কা রহিত হইয়া চিরকাল অবিচ্ছেদে সুখে কালযাপন করিতে পারিবে, কিম্বা তুমি কোমলাঙ্গী বলিয়া অতি কোমল বরুণের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। নিশাও এই কারণে অন্যান্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। তুমি বরুণকে বিবাহ করিলে, নারায়ণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে বাস করেন, সেই রমণীয় ক্ষীর-সমুদ্রে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে।"

নল বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক বিষণ্ণ ভাবে বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে দূত। নল বিরহে আমি মৃতকল্প হইয়াছি, এক্ষণে আপনি দুষ্টবাক্য প্রয়োগে আমাকে পীড়িত করিয়া যমদূতের উপযুক্ত কার্য্যই করিলেন। কর্ণকীট কর্ণে প্রবেশ করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভূত হয়, আমি ভবদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও সেইরূপ ক্লেশ অনুভব করিতেছি।" এই বলিয়া দময়ন্তী লজ্জা বশতঃ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশার্থ সখীকে ইঙ্গিত করিয়া বিরত হইলেন। সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া কহিতে লাগিল, "হে দেবদূত। দময়ন্তী আমাকে যাহা বলিতে বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন, আমি কল্য স্বয়ম্বরে নলকে বরণ করিব, সুতরাং আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে, কিন্তু ঔৎসুক্য বশতঃ আমি তাহাও সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার ইন্দ্রাদিবরণে যেরূপ আদর, তাহা আপনি বিবেচনা করুন। আমি আপনার নিকট এই অঞ্জলি করিতেছি প্রসন্ন হউন। দেবগণের কথা কহিয়া আমাকে আর পীড়িত করিবেন না। 'আমি দেবগণকে বিবাহ করিব এ কথাও বলা আপনার অত্যন্ত অনুচিত। আপনার কান্তি নলসদৃশ হইলেও আমি পাতিব্রত্য ভঙ্গভয়ে অবলোকন করিতে পারিতেছি না, পাতিব্রত্য আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর।"

সখীমুখে দময়ন্তী বাক্য শ্রবণ করিয়া নল আপনাকে দময়ন্তী কথিত যমদূত না ভাবিয়া নির্দ্দয় যম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি দময়ন্তীর দীনোক্তিতে মর্ম্মপীড়িত হইয়াও দূত ধর্ম্ম বশতঃ বিরত না হইয়া গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে ভৈমি।

কল্পবৃক্ষের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইন্দ্র যদি স্বীয় প্রাঙ্গন স্থিত কল্পবৃক্ষের নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হইবে। বহ্নিও তোমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন তিনি যদি তোমাকে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্বীয়মূর্ত্তি দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতিতে নিজের অংশভূত হবিঃ প্রক্ষেপ করত সর্ব্বকামদ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে সেই বেদবিধি কিরূপে মিথ্যা হইবে? অগস্ত্য যমের অধি কৃত দক্ষিণদিকে বাস করেন যম যদি তাঁহার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন। তখন কি করিবে? বরুণের গৃহে যজ্ঞীয় হবিঃ নিমিত্ত অনেক কামধেনু আছে, বরুণ যদি তাহাদের কাহারও নিকট তোমাকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তুমি তাঁহার হস্ত গত হইবে। পতিব্রতা শচী যদি স্বামীর অনিচ্ছা বশতঃ স্বয়ম্বরে না আগমন করেন, তাহা হইলে রাজগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক কলহ আরম্ভ করিবে, সুতরাং স্বয়ম্বর কিরূপে হইবে? বহ্নি যদি কুপিত হইয়া প্রজ্বলিত না হন, তাহা হইলে নল অগ্নিসাক্ষ্য ব্যতীত কিরূপে তোমাকে বিবাহ করিবেন? যম যদি নলের কোন সপিণ্ডকে বিনাশ করেন তাহা হইলে কিরূপে বিবাহ হইবে? বরুণ যদি নলের প্রতি ক্রোধ করিয়া জলকে বিবাহ সভায় আসিতে নিষেধ করেন তাহা হইলে তোমার পিতা কিরূপে তোমাকে দান করি বেন? হে দময়ন্তি! আমি তোমাকে এই সমস্ত হিতকরবাক্য বলিলাম, তুমি মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহা পর্য্যালোচনা কর। দেবগণ বিঘ্ন করিতে ইচ্ছা করিলে কেহ হস্তস্থিত বস্তুও প্রাপ্ত হয় না।"

নল এইরূপে ভয়প্রদর্শন করিলে দময়ন্তী তাহা সত্য ভাবিয়া অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তাহার লোচন যুগল হইতে অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি নল প্রাপ্তির ব্যাঘাত নিশ্চয় করিয়া অধীরভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'হে বিধাতঃ! তুমি নিরপরাধে আমাকে বিনাশ করিলে কেন? হে হৃদয়! তুমি যদি লৌহময় হও তাহা হইলেও অহর্নিশ বিয়োগানলে তাপিত হইয়া দ্রবীভূত হইতেছ না কেন? বোধ হয় তুমি লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। হে জীবন! কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র পলায়ন কর তোমার এই হৃদয় নিকেতন

বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছে, অদ্যাপি মিথ্যা সুখাবস্থান পরিত্যাগ করিতেছ না, অতএব তোমার এরূপ আলস্য লোকাতীত। হে মনঃ। নল অথবা তাঁহার অভাবে মৃত্যু, এই দুইটীই তোমার অভীষ্ট, কিন্তু আমি এই দুইটীই প্রাপ্ত হইতেছি না, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমার পক্ষে তাহার বিপরীত ফল হয়, এক্ষণে তুমি নলের বিয়োগ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। আমি দক্ষিণ পবনের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার ভস্মকেও নলের রাজধানীতে নিক্ষেপ করেন। হে দেবগণ। তোমরা ইচ্ছা করিলে আমা অপেক্ষা সুন্দরী শত শত রমণী উৎপন্ন হইতে পারে তথাপি কি কারণে আমার প্রতি নির্দয় হইতেছ? অথবা তাঁহারা যখন আমার বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতেছেন না, তখন বৃথা অরণ্যে রোদন করিয়া ফল কি? হে নল। তুমি আমার এরূপ যাতনা অবলোকন করিতেছ না? হায়। যে নলসমীপে গমন করিয়া যাতনার কথা জানাইবে, বিধাতা সেই হংসকেও গোপন করিয়াছেন, আমি সরোবরে অনেকবার তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। হে কৃপানিধে। নিষধরাজ। আমার অন্তঃকরণ তোমার চরণে অনুরক্ত, তুমি যদি ইহা বিদিত থাক, তাহা হইলে কি জন্য দয়া প্রকাশ করিতেছ না? অথবা ইহাতে তোমার দোষ কি? যিনি পরের অন্তঃকরণ মোহে নিমগ্ন করেন, সেই বিধাতাই নিন্দনীয়। হে জীবিতেশ্বর। 'দময়ন্তী তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, অবশেষে তোমাকে না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে' এই কথা তুমি অবশ্য লোক মুখে শ্রবণ করিবে, যদিও এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে না, তাহা হইলেও তখন যদি আমার প্রতি 'হায়। দময়ন্তী আমার নিমিত্ত দেহত্যাগ করিয়াছে' বলিয়া কিছু দয়া প্রকাশ কর, তাহাতেই ধন্য হইব। হে কল্পবৃক্ষ সদৃশ। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করি, দান করিও, হে প্রাণনাথ। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইলে হতজীবন বহির্গত হইবে, তুমি যেন তাহার সহিত বহির্গত হইও না।"

দেবগণের দৌত্যস্বীকার করাতে নলের দময়ন্তী লিপ্সা লুপ্ত প্রায় হইলেও এক্ষণে দময়ন্তীর বিলাপ বাক্য আকর্ণন করিয়া তাহা পুনর্ব্বার উদ্দীপিত

হইল। তৎকালে তিনি নিজ দৌত্য বিস্মৃত হইলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ দময়ন্তী কল্পনা করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেন, এখনও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া উন্মত্ত ভাবে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রিয়ে! তুমি কি জন্য বিলাপ করিতেছ? কি জন্যই বা রোদন করিতেছ? নল তোমার সম্মুখে উপস্থিত আছে, ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না? অয়ি প্রিয়ে! করতলে আনন বিন্যাস করিয়া তাহা দ্বারা পরিত্যক্ত লীলা কমলের অভাব পূরণ করিতেছ কেন? অশ্রুবিন্দু দ্বারা হার শূন্য হৃদয়ের হারশোভা সম্পাদন করিতেছ কেন? অয়ি অকারণ কোপনে! প্রসন্ন হইয়া সভ্রূভঙ্গ কটাক্ষে আমাকে অবলোকন কর। তোমার আনন প্রফুল্ল কমল সদৃশ হউক। মধুর বাক্য প্রয়োগে আমার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত কর। অয়ি মদিরাক্ষি! ঈষৎ হাস্য করিয়া মদীয় চির উপোষিত লোচন দ্বয় পরিতৃপ্ত কর। অয়ি প্রিয়ে! তুমি আমার আসনার্দ্ধে উপবেশন কর, না, না, আমার ক্রোড়ে উপবেশন কর, না, তাহাও নহে, আমার হৃদয় ব্যতীত আর কোন বস্তু তোমার আসন হইতে পারে না, তুমি আমার হৃদয়েই উপবেশন কর।"

উদ্ভ্রান্ত ভাবে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া নলের তাত্ত্বিক জ্ঞান উন্মিষিত হইল। দেখিলেন, দময়ন্তী তাঁহাকে নল বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন বিষণ্ণভাবে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! কেন আমি আপনাকে প্রকাশিত করিলাম? ইন্দ্রই বা আমাকে কিরূপ বিবেচনা করিবেন? আমি দূতবিগর্হিত আচরণ করিয়া কলুষিত হইলাম, সুতরাং আমাকে ইন্দ্রের নিকটে অবনত বদনে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। হায়! আমি আপনাকে প্রকাশিত করিয়া ইন্দ্রের কার্য্য বিনষ্ট করিলাম, ইহাতে লোকে আমাকে উপহাস করিবে। আমি জ্ঞান পূর্ব্বক এরূপ করি নাই, উন্মাদ বশতঃই করিয়াছি কিন্তু লোকে যাহা শুনিবে, বিবেচনা না করিয়া তাহাই বলিবে, আমি জানি দুর্জনেরা প্রকৃত বিষয় না বলিয়া বিপরীত বলিয়া থাকে, তাহারা জনগণের পালনকর্ত্তা নারায়ণকে জনার্দ্দন ও সংহারকর্ত্তা ত্রিলোচনকে শিব বলে। আমার হৃদয় বিষণ্ণ হইতেছে কেন? দেবগণ অবশ্য আমার নির্দ্দোষিতা জানিতেছেন, অথবা তাঁহারা জানিয়াই বা কি হইবে? লোক মুখে কে হস্তার্পণ করিবে?

এক্ষণে আমার যে চেতনা পুনর্ব্বার উন্মিষিত হইল, ইহা যদি ধারাবাহিক রূপে থাকিত, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইত, কিন্তু দৈব আমার সেই চেতনা লোপ করাতে আমি দূতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছি। দৈব বশতঃ যাহা বিনাশোন্মুখ হয়, মহেশ্বরও তাহা রক্ষা করিতে পারেন না।"

নল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্বর্ণহংস দয়ার্দ্র হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। নল তাহার পক্ষরব শ্রবণ করিয়া উদ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সে আকাশে থাকিয়াই কহিতে লাগিল, "হে নিষধ নল। তুমি দময়ন্তীকে নিরাশ করিও না, অতঃপর ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তোমাকে স্ত্রীবধ পাতকী হইতে হইবে। তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত এত প্রয়াস পাইয়াও নিজের অনুচিতকারিতা নিমিত্ত এরূপ বিষণ্ণ হইতেছ কেন? তুমি অকপটে দূতকার্য্য করিয়াছ, ইহা দেবগণ জানিতেছেন এবং তুমিও মনে মনে বুঝিতে পারিতেছ, অতএব এরূপ বিষণ্ণ হইবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া হংস দময়ন্তীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

নল হংস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে দেবগণকে প্রণাম পূর্ব্বক সদয়ভাবে দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "হে দময়ন্তি! তুমি দেবগণকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে না, এজন্য আমি ইতঃপর দেবগণের কোন বার্ত্তা তোমাকে জ্ঞাপন করিব না। আমি অকপটচিত্তে দেবকার্য্য সম্পাদন করিলাম, ইহাতে তাঁহারা আমার প্রতি দয়াই করুন, অথবা শাস্তি প্রদানই করুন, সমস্তই সহ্য করিতে পারিব, তথাপি তোমাকে আর পীড়িত করিব না। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে অভিলাষ করিতেছেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে অথবা আমাকে বরণ করিতে পার, অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, শেষে যেন অনুতাপ না করিতে হয়। আমি উদাসীনভাবে এই সমস্ত কথা কহিলাম, দেবগণের ভয়ে কিম্বা স্বয়ং বিবাহ করিবার ইচ্ছায় বলি নাই। আমি যদি নিজের জীবন-দান করিয়া তোমার হিত করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার অনুরাগের আনৃণ্য লাভ করিতে পারিব।"

নল বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী, কোকিল রবে বসন্ত শ্রীর ন্যায় অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। দেবদূতকে নল জানিতে পারিয়া তাঁহার পর পুরুষ সংলাপ গ্লানি দূরীভূত হইল। তিনি নলের সম্মুখে যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহা ভাবিয়া লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিলেন না। দময়ন্তী লজ্জায় অবনতমুখী হইলে তাঁহার অভিপ্রায়জ্ঞা সখী নলকে কহিতে লাগিল, "হে নিষধরাজ। দময়ন্তী আপনার চিত্রিত মূর্ত্তি অবলোকন করিলেও লজ্জিত হন, এক্ষণে আপনি সম্মুখে রহিয়াছেন, ইহাতে যে তিনি লজ্জিত হইবেন তাহার বিচিত্র কি? ইনি মদীয় মুখে আপনাকে যাহা কহিতেছেন, শ্রবণ করুন, আমি নিজ বুদ্ধিতেই আপনাকে বরণ করিতেছি, আপনি ইহা স্বীকার করিয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবেন, তাহা দেবগণের নিকট অতি অল্প অপরাধ। দেবগণ আপনার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা আপনার মুখলজ্জায় তাহা বাক্যেও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তাহারা স্বয়ম্বরে আগমন করিলেও আমি তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আপনাকে বরণ করিব। তাহারা আপনার ন্যায় নির্দ্দয় নহেন।"

সখীমুখে দময়ন্তী বাক্য শ্রবণ করিয়া নল লজ্জায় অবনত বদন হইলেন এবং স্বয়ম্বরে আগমন করিতে স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। নল প্রস্থান করিলে পর দময়ন্তী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাসরের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিলেন। নলও দেবগণের নিকট গমন করিয়া দুঃখিতভাবে যথাবৃত্ত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন।

দশম সর্গ।

এদিকে স্বয়ম্বরের আয়োজন হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত শস্ত্রশাস্ত্র পারদর্শী পরম সুন্দর নরপতিগণ রথারোহণে কুণ্ডিন নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। সমর শোভাসম্পন্ন সৌন্দর্য্যশালীগণ দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ও শৌর্য্যমর্য্যাদারহিত সৌন্দর্য্যহীন বীরগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার নিমিত্ত আর কেহ কেহ কৌতুক দর্শন অভিলাষে ও অনেক ইহাদিগের সহকারিরূপে সমাগত হওয়াতে দিক সকল জনশূন্য হইল। রাজপথ সৈন্য সমূহে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইল যে তাহাতে উর্দ্ধনিক্ষিপ্ত তিলেরও ভূতল পতনের স্থান রহিল না। এইরূপ জনতাবশতঃ রাজপথে যে ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন তিনিই দময়ন্তীকে লাভ করিলাম বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কোন ভূপতি পূর্ব্ববর্ত্তী জন সমূহে রুদ্ধ ও পরবর্ত্তী দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যন্ত্রস্থিত স্বীয় স্থান অধিকার করত আপনাকে অকৃত কার্য্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কুণ্ডিন নগরের পতাকা সকল অগ্র কম্পনে জনাকীর্ণ রাজপথে অগ্রপশ্চাৎগমনে অসমর্থ নরপতিগণকে যেন আহ্বান করিতে লাগিল। দ্বীপান্তরস্থ নরপতিগণ দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। দেব নাগ বিদ্যাধর যক্ষ রাক্ষস ও নাগগণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুণ্ডিন নগরে সমাগত হই লেন। অধিক কি তৎকালে বায়ুপ্রেরিত সূর্য্যের কিরণের ন্যায় ত্রিভুবনের যুবক সকল কন্দর্পপ্রেরিত হইয়া দ্রুতপদে কুণ্ডিন নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবচতুষ্টয় যদিও দূতীমুখে শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন তথাপি দময়ন্তী যদি নল ভ্রমে আমা দিগকে বরণ করে এই ভাবিয়া নলমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমাগত হইলেন।

রাজা ভীম সকলের যথোচিত সম্মাননা করিয়া মনোহর হর্ম্ম্যসমূহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন এবং স্বীয় বদান্যতা প্রভৃতি দ্বারা

তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ভূমণ্ডলে বদান্যতা, সরলতা দয়া ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভাবে রাজগণ আপনাদিগের কীর্তি রক্ষা করেন এজন্য ভীম সার্ব্বভৌম হইলেও সমাগত ভূপতিমণ্ডলীর যথোচিত সমাদর করিলেন। ভীম সকলকে একরূপভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন যে তিনি কাহাকে কন্যাদান করিবেন, ইহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না যেরূপ অগস্ত্যের পাণিপুটে সমুদ্র অথবা নারায়ণের উদরে নিখিল জগৎ পরিমিত হইয়াছিল সেইরূপ রাজগণ বহুসংখ্যক হইলেও সেই বিশাল কুণ্ডিন নগরে তাঁহাদের সমাবেশ হইল। বহুদূর হইতে সমাগত নরপতিগণের মধ্যে ভাষার প্রভেদ থাকিলেও সাধারণ সংস্কৃতভাষায় তাঁহাদের আলাপাদি কিয়া নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইল।

পরদিবস ভীম দূত দ্বারা রাজগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা বিবিধ বসন ভূষণ বিভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন। নলও সময়োচিত বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিলে রাজগণের মুখশ্রী মান হইয়া গেল। রাজগণ প্রথমে নলের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দময়ন্তীর বিষয় মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে সে বিস্ময় দূরীভূত হইল। তখন তাঁহারা মনে মনে নলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নল স্বসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী নলীভূত দেবচতুষ্টয়কে অবলোকন করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সমাগত পুরুরবা ও কন্দর্প? দেবগণ কহিলেন তুমি আমাদিগের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যাহা বিবেচনা করিতেছ আমাদিগের মধ্যে কেহই সেই অশ্বিনীকুমার কন্দর্প বা পুরুরবা নহে ইহাই সম্প্রতি বিদিত থাক। দময়ন্তী এই রাজমণ্ডলীমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমাদিগকে বরণ করিলেও করিতে পারেন এই দুরাশায় আমরা এই স্থানে আগমন করিয়াছি। দেবগণ এইরূপ প্রচ্ছন্ন পরিচয় প্রদান করিলে নল দময়ন্তী লাভে ব্যাকুলতাবশত অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদের সমীপস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন। রাজগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমেরু শিখরস্থিত দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত নারায়ণ, ব্রহ্মা, মহর্ষিগণ বৃহস্পতি ও শুক্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ও অপ্সরোগণ কৌতুকে নভোমণ্ডলে সমাগত হইয়া স্বয়ম্বরের আড়ম্বর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শুক স্বয়ম্বরসভায় সমাগত ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া বিস্মিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'বোধ হয় বিধাতা প্রতিমাসে পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে একস্থানে রাখিয়াছিলেন, পরে তাহা দ্বারা ইঁহাদের বদন নিম্মাণ করিয়াছেন। এই সমস্ত ভূপতি নিজেই বস্তুস্বরূপ, সুতরাং ইঁহাদিগের বস্ত্রধারণ বৃথা হইয়াছে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব বোধের প্রকাশ নিমিত্ত জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয় না। যদি অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই নরপতিগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সহস্র বৎসরেও পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারেন না। এই সমস্ত ভূপতি বিদ্যমান রহিয়াছেন এজন্য হরনয়নানলে কন্দর্প ভস্মীভূত হওয়াতেও জগতের কোন হানি হয় নাই এক বিন্দু সলিল ব্যয়ে সমুদ্র শুষ্ক হয় একথা কেহই বলে না।' শুক এইরূপে রাজগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলে তাহা সকলেই অনুমোদন করিলেন।

মহারাজ ভীম 'এই নানাদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের দেববর্ণনীয় বংশচরিত্র মানবে কিরূপে দময়ন্তীর নিকট বর্ণন করিবে' এই ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তবৎসল করুণাময় স্বরূপ কুলদেবতা নারায়ণের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান নারায়ণ ভীমের বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে সরস্বতীকে বলিলেন "বাণি। তুমি স্বয়ম্বর সভায় গমন করিয়া দময়ন্তী সমীপে রাজগণের বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি বর্ণন কর। তুমি এই নানাদেশ হইতে সমাগত নরপতিগণের কুল শীল ও বল অবগত আছ অতএব এক্ষণে আর মৌনাবলম্বনে থাকিও না। এই স্বয়ম্বর সভায় ত্রিভুবনের পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছেন, একরূপ সভা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই এবং পরে হইবেও না। তুমি রাজগণের গুণ প্রখ্যাপনচ্ছলে সমবেত পণ্ডিতগণকে উপন্যাস শ্রবণ করাও" নারায়ণ এই কথা বলিলে সরস্বতী তাঁহার আদেশ দেবগণের চূড়ামণি মাজ্জনাবশিষ্ট চরণ ধূলির সহিত মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং বালিকা স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলেন।

যাঁহার কণ্ঠে গন্ধর্ব্ব বিদ্যা অবস্থান করিতেছে, বেদত্রয় ত্রিবলীরূপে ও অথর্ব্ববেদ উদরস্থিত লোমাবলীরূপে অবস্থিত, ব্যাকরণ যাঁহার কাঞ্চী, মাত্রাবৃত্ত ও বৃত্ত ভুজদ্বয়, ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তক, অনুস্বার ললাট তিলক, কাপালিক দর্শন মুখ মীমাংসা উরু পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ শাস্ত্রদ্বয় ওষ্ঠাধর, তর্কবিদ্যা দন্তপংক্তি, পুরাণ পাণিদ্বয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁহার কণ্ঠের হারলতা স্বর্ণলেখনীসারে যাহার অঙ্গুলি, মসীসারে কেশ ও খটিকাসারে হাস্য নির্ম্মিত হইয়াছে, সমস্ত বিজ্ঞান যাহার অন্তর এবং সৌত্রান্তিক মত যাঁহার সমস্ত অবয়ব, সেই দেবী সরস্বতী সভামধ্যে অবতীর্ণ হইলে সকলে মাতৃভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। তিনি ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'রাজন! আপনি হর্ষের সময়ে বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? আমিই দময়ন্তী সমীপে এই সমস্ত নরপতির বংশচরিত্র প্রভৃতি যথাবৎ বর্ণন করিব। মন্দাকিনী যাহার দক্ষিণচরণ-সরোজের মকরন্দ-স্বরূপ, সেই ভগবান নারায়ণের আদেশক্রমে আমি রাজগণের গুণবর্ণন নিমিত্ত এই সভায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি তাহার একজন আদেশ কারিণী।'

সরস্বতী স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিলে, ভীম শুভসূচক নয়নস্পন্দন প্রভৃতিতে তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার বাক্য আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই নানাদেশাগত ভূপতি সমূহের মধ্যে স্বীয় দুহিতা দময়ন্তীকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তী স্বয়ম্বরশী সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া চতুরঙ্গযানে আরোহণ পূর্ব্বক সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে চামরধারিণীগণ শুভ্রচামর দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছিল, বিলেপনগন্ধে সমাগত ভ্রমরকুল মধুর শব্দ করিয়া কর্ণোৎপলসমীপে ভ্রমণ করিতেছিল, প্রত্যেক অঙ্গের আভরণে বহুগণিত থাকাতে দর্শকগণের লোচন কৌতুকে তাহাতে সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। পীত, শুক্ল, রক্ত ও নীলবর্ণ মণিকিরণে গোরোচনা চন্দন কুঙ্কুম ও কস্তুরী বিলেপনের বিফলতা সাধিত হইতেছিল, এবং তিনি ঈষৎ হাস্য বশতঃ প্রকাশিত দশনশোভায় নক্ষত্র মুখকান্তিতে

শশধর ও কেশে আকাশের শোভা, দূরীভূত করিতেছিলেন। দর্শকগণের বিস্ময় সাগর প্রথমে দাসীগণ দর্শনে উৎপন্ন, পরে সখীগণ দর্শনে বর্দ্ধিত, অনন্তর দময়ন্তী দর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সভাস্থিত নরপতিগণ দময়ন্তীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন এবং হর্ষ গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমরা লোকমুখে যেরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছি ইহার সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক। ইহার বদন উপমান কলঙ্কী শশধর উপমেয়। বোধ হয় বিধাতা শীতকালে নীলোৎপল জাল ও বর্ষাকালে খঞ্জনগণকে কোথাও বাখিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লইয়া ইহার লোচন যুগলের শোভা বর্দ্ধন করেন। বিধাতা যে হস্তে একরূপ শিল্প নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি অথবা ইহা বিধাতৃ নির্ম্মিত হইলে তাঁহার হস্তাদি স্পর্শে মুদিত হইয়া যাইত, অতএব বিধাতার বুদ্ধিতেও একরূপ শিল্প উদিত হয় নাই নিরবয়ব কন্দর্পই ইহার নির্ম্মাতা, তাঁহাকেই নমস্কার করি। বোধ হয় নির্ম্মাণদক্ষ বসন্ত চম্পক প্রভৃতি কুসুমসমূহ দ্বারা ইহার শরীর মলয় পবনে নিশ্বাস ও কোকিলের পঞ্চমস্বরে ইহার বাক্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ পাতাল হইতে নাগগণ ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আমরা সমাগত হওয়াতে প্রতীয়মান হইতেছে যে ত্রিভুবনে ইহার সদৃশী সুন্দরী রমণী কেহ নাই। বৃহস্পতিও সুচারুরূপে ইহার গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। রাজগণ এইরূপে দময়ন্তীর যে কাতীত সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

দময়ন্তী সভাগৃহে পবেশ কবিযা চতুর্দ্দিক নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। সবস্বতী তাঁহাব দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, দমযন্তি। এই সভায বহুসংখ্যক অমব আগমন কবিযাছেন, শতবর্ষেও পৃথক পৃথক্ভাবে ইহাদেব বর্ণনা কবা যায না। অতএব ইঁহাদিগেব মধ্যে যাহাব প্রতি তোমা চিত্ত আকৃষ্ট হয তাঁহাকে পতিত্বে ববণ কব। দময়ন্তী অপবাধশঙ্কায় কৃতাঞ্জলি পুটে দেবগণেব নিকট দণ্ডায়মান বহিলেন দেবগণ তাঁহাব অভিপ্রায অবগত হইযা তাঁহাকে যাহাকে ইচ্ছা হব ববণ কব বলিযা অনুজ্ঞা প্রদান কবিলেন। শিবিকাবাহীগণ শিবিকাব অধোদেশে অবস্থান কবিতেছিল এজন্য দময়ন্তীব বিবাগচিহ্ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু দেবগণের বিষণ্ণমুখ অবলোকন কবিযা তাঁহাদেব প্রতি দমযন্তীব বিবাগ বুঝিতে পাবিল। পৃথিবীতে বহুসংখ্যক দবিদ্র বিদ্যমানসত্ত্বেও যাহাবা নিবর্থক ধনবাশি বক্ষা কবে সেই অতি কৃপণ যক্ষগণ দমযন্তীকে অতি বদান্য বলিযা জানিতে পাবিযা লজ্জাবনত বদনে অবস্থান কবিতে লাগিল।

অনন্তব শিবিকা বাহিগণ আত্মবিনাশ শঙ্কায বাক্ষসগণকে দময়ন্তী অপেক্ষা হীনসৌন্দর্য্য ভাবিযা বিদ্যাধবগণকে এবং তাহা অপেক্ষা ককশস্বব বিবেচনা কবিযা গন্ধর্ব্বগণকে পবিত্যাগ পূর্ব্বক দমযন্তীকে বাসুকিব নিকট লইয়া গেল। সবস্বতী পুনর্ব্বাব কহিতে লাগিলেন হে ভৈমি। তুমি যাহাব শুভ্রকান্তি অবলোকন কবিতেছ, ইনি নাগগণেব অধিপতি বাসুকি ইনি ভগবান শঙ্কবেব যজ্ঞোপবীত, কঙ্কণ জটাজুটবন্ধন ও ধনুগুণেব স্থান অধিকাব কবেন এবং তাঁহাব অতি প্রিয, অতএব তুমি ইহাকেই পতিত্বে ববণ কব' নাগবাজেব প্রদীপ্ত ফণা দর্শন কবিয়া ভযে দময়ন্তীব শবীব কম্পিত ও পুলকিত হইল তদ্দর্শনে বাসুকিব অনুচবগণ 'ইনি আমাদেব প্রভুকে বরণ কবিলেন ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য কবিতে উদ্যত হইলে বাসুকি

লজ্জিত হইয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বাসুকিকে লজ্জিত বিলোকন করিয়া অন্যান্য নাগগণও দময়ন্তীর আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শিবিকাবাহিগণ তাহাদিগকে অযোগ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে রাজগণের মধ্যে লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, "হে ভীরু! এক্ষণে ভয় পরিত্যাগ করিয়া এই নরপতিগণকে অবলোকন কর। হে নরপতিগণ! আপনারাও সম্প্রতি দময়ন্তী দর্শন পরিত্যাগ করুন, আপনারা ইহাকে দেখিতে থাকিলে ইনি লজ্জায় আপনাদিগকে দর্শন করিতে পারিবেন না। অয়ি কমললোচনে! ন্যগ্রোধপাদপ স্বয় সুশীতল ছায়া বিস্তার করিয়া যাহার আতপত্র কার্য্য সম্পাদন করে, ইনি সেই স্বর্গসদৃশ পুষ্করদ্বীপের অধিপতি, ইহার নাম সবন। ইনি অত্যন্ত কান্তিশালী। তুমি ইহাকে বরণ করিয়া ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সেই পুষ্করদ্বীপে অবস্থান কর এবং স্বাদূদক সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া কর।' পুষ্করবরাজ শৌর্য্যাদিগুণে বিভূষিত হইলেও দময়ন্তী নলানুরাগবশতঃ ভ্রূভঙ্গি দ্বারা তাহার অস্বীকার চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। পুষ্কররাজ দময়ন্তীকে লাভ করিতে না পারিয়া ম্লানবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যানবাহিগণ দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া তাঁহাকে অন্য ভূপতিসমীপে লইয়া গেলে সরস্বতী দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই শাকদ্বীপের অধিপতিকে অবলোকন কর, ইনি হব্য নামে খ্যাত। বন্দিগণ যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করিয়া রাজগণের প্রশংসা করে, ইহাতে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে যাহার পত্র হরিদ্বর্ণ হইয়া দিক সকল হরিৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, শাকদ্বীপের সেই বিশাল শাকতরু তোমার মনোহরণ করিবে। তাহার পত্র সঞ্চালিত সমীরণ তোমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বিধান করিবে। শাকদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্র বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়াও বেলাভূমিস্থিত কাননের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তোমার কটাক্ষকান্তির অনুকরণ করিবে এবং তুমি তত্রত্য উদয়াচলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবে। অতএব তুমি ইহাকে বরণ

করিয়া সেই সকল সুখসাধন লাভ কর।' দমযন্তীর চিত্ত নলে অনুরক্ত হইয়াছিল এজন্য তিনি সেই অশেষগুণসম্পন্ন শাকদ্বীপাধিপতিকে বরণ করিলেন না।

অনন্তর শিবিকাবাহকগণ বায়ু যেরূপ সৌরভকে পদ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় সেইরূপ দমযন্তীকে শাকদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। সরস্বতী পুনর্ব্বার অন্য নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন দময়ন্তি দধিময় সমুদ্র বলয়াকারে যাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে ইনি সেই ক্রৌঞ্চ দ্বীপের অধীশ্বর ইঁহার নাম দ্যুতিমান। ইনি স্বীয় ভুজবলে অনেকবার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছেন। তুমি ইঁহাকে পতিত্বে বরণ কর কার্ত্তিকেয় যাহাকে শরাঘাতে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেই ক্রৌঞ্চ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে সরসিজ তুমি ইহাতে যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে। হে বৈদর্ভি। ভগবান শশাঙ্কশেখর ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা। তথায় লোকসকল দ্বারা তাঁহার পূজা করে তাহাদের আর মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তুমি বরলোকের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভগবান গিরীশের পূজা করিবে এবং তাঁহার প্রীতি নিমিত্ত উদয়াচল সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল নির্ম্মাণ করাইবে দৈব প্রতিকূল হইলে পুরুষকার কার্য বৈফল্য বশত বিফল হইয়া যায় এজন্য ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বর গুণবান হইলেও দময়ন্তী তাঁহাকে বরণ করিলেন না।

অনন্তর বাহকগণ তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেলে সরস্বতী কহিতে লাগিলেন দময়ন্তি। যদি অভিলাষ হয় তাহা হইলে এই কুশদ্বীপের অধিপতি জ্যোতিষ্মানকে বরণ কর। তুমি কুশদ্বীপে কুশস্তম্ব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবে, তাহাদিগের গগনস্পর্শী অগ্রভাগ সকল বায়ু প্রবাহে চালিত হইয়া মেঘজাল বিদীর্ণ করে তাহাতে মেঘ হইতে জল পতিত হইয়া তাহাদের জলসেকের কার্য্য সম্পাদন করে। অয়ি চন্দ্রমুখি। ঘৃতসমুদ্রের তটপ্রদেশ নিবিড় কানন সমাকীর্ণ তুমি সেই ছায়াময় প্রদেশে সুখে বিচরণ করিতে পারিবে। স্বামীর সহিত মন্দরপর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া তাহার শিলা সকল পাদপঙ্কজস্পর্শে পবিত্র করিবে। তুমি অনায়াসে তাহাতে আরোহণ

করিতে পারিবে। সমুদ্রমন্থন সময়ে বাসুকির শরীর ঘর্ষণে মন্দর পর্ব্বতের প্রস্তর সকল বলিত হইয়া সোপান সদৃশ হইয়াছে সুতরাং তাহাতে আরো হণ করিতে ক্লেশ হইবে না।” দময়ন্তী এই কুশদ্বীপাধিপতিকে বরণ করিতে সম্মত না হইয়া পাদচালন দ্বারা বাহকগণকে অন্য স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, হে ভৈমি। তুমি এই সুরা সমুদ্র বেষ্টিত শাল্মল দ্বীপের অধিপতি বপুষ্মানকে বরণ করিয়া স্বীয় গুণসমূহের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। ইঁহার শাণিত কৃপাণ শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নিদয়। অগস্ত্যের সমুদ্র পান কালে অন্যান্য পঞ্চ সমুদ্র ভীত হইলেও যে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই ইহাকে বিবাহ করিলে সেই সুরা সমুদ্রে এই নরপতি ও সখিগণের সহিত মিলিত হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে পারিবে। প্রসিদ্ধ দ্রোণ পর্ব্বত শাল্মল দ্বীপে অবস্থিত, তত্রত্য ওষধি সকল রজনীতে প্রজ্বলিত হইয়া শাল্মল দ্বীপের দীপ কার্য্য সম্পন্ন করে শিখর সংলগ্ন জলদ জাল তাহার কজ্জলস্বরূপ। তুমি সেই পর্ব্বতের নিকট ভাগ্য লভ্য সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে। শাল্মল দ্বীপের চিহ্নস্বরূপ বিশাল শাল্মলি বৃক্ষের তুলরাশি বায়ু প্রবাহে পতিত হইয়া তোমার ক্রীড়া ভ্রমণকালে পাদবিন্যাসের উপযুক্ত হইবে। শিবিকা বাহীগণ বপুষ্মানের প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অন্য নৃপতির নিকট লইয়া গেল।

সরস্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, ‘অয়ি গজেন্দ্রগামিনি। তুমি এই প্লক্ষ দ্বীপের অধীশ্বর মেধাতিথিকে পতিত্বে বরণ কর। ইনি অত্যন্ত লোক রঞ্জক, দিগ্বিজয়ী ও যশস্বী। তুমি ইহাকে বরণ করিলে, নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইবে। সেই দ্বীপে লোক ভূমণ্ডলের আতপত্রস্বরূপ অতি বিশাল প্লক্ষতরুর লম্বমান শাখাসমূহে দোলা লম্বিত করিয়া ক্রীড়া করে, তদ্দর্শনে তোমারও সেই স্থানে ক্রীড়া করিতে অভিলাষ হইবে। তথাকার লোক সকল চন্দ্রভক্ত, সূর্য্য ভক্ত লোকে যেরূপ সূর্য্য দর্শন না করিয়া ভোজন করে না, সেইরূপ তাহারাও চন্দ্র দর্শন না করিয়া ভোজন করে না।

ক্ষণে অমাবস্যা তিথিতে তাহারা তোমার বদন সন্দর্শন করিয়া ভোজন করিলেও তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইবে না। সে স্থানের নদীর নাম বিপাশা। বিপাশার উদ্ধত প্রবাহ নাই বলিয়া তথায় সর্ব্বদা কমলফুল উৎপন্ন হয়, তদ্দর্শনে তুমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিবে। হে বৈমি! আমি ইহার চরিত্র আর কি বর্ণন করিব? ইনি সকল গুণ সম্পন্ন নলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। লবণসমুদ্র জম্বু ও প্লক্ষ দ্বীপের মর্য্যাদা স্বরূপ, নলের কীর্ত্তি কলাপের ন্যায় ইহার কীর্ত্তিকলাপও সমুদ্র পার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।' দময়ন্তী সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে মেধাতিথিকে নলস্পর্দ্ধী ভাবিয়া তাঁহার উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য ভূপতির নিকট লইয়া গেল।

দময়ন্তী দ্বীপাধিপতিগণের কাহাকেও বরণ করিলেন না অবলোকন করিয়া সরস্বতী বিস্মিত হইলেন এবং মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, দময়ন্তি! তুমি যাহার শিরোরত্ন হইয়া উদিত হইয়াছ সেই জম্বু দ্বীপের নৃপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। জম্বুদ্বীপ অন্যান্য দ্বীপের অধীশ্বর স্বরূপ। যে সমস্ত অন্তর্দ্বীপ চতুর্দ্দিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহারা ইহার পরিজন সুমেরু কনকদণ্ডময় আতপত্র ও কৈলাস পর্ব্বতের ধবল কিরণজাল ইহার চামর। যাহার বৃহৎ প্রস্তর সদৃশ ফল সকল অবলোকন করিলে সিদ্ধস্ত্রীগণ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে 'নাথ! হস্তিযূথ কিরূপে এই বৃক্ষে আরোহণ করিল?' সেই রাজজম্বু এই দ্বীপের চিহ্ন স্বরূপ। যাহার সমস্ত মৃত্তিকা জাম্বুনদ নামে প্রসিদ্ধ সেই জম্বু নদী ইহার সীমান্ত প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে। জম্বুনদী জম্বু ফলের রসে উৎপন্ন তাহার জল সুধা সদৃশ। এই জম্বুদ্বীপে অত্যন্ত পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক ভূপতি আছেন। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় নরপতির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

হে দময়ন্তি! এই অবন্তীরাজ গুণসমূহের বিশ্রামস্থল ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তুমি বোধ হয় ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে যাহার তীর তপস্বিগণের অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়াছে, সেই সিপ্রা নদীতে আনন্দে ক্রীড়া করিতে পারিবে। এই রাজার রাজধানী

উজ্জয়িনী নগরীতে ভবানী বিরাজিত রহিয়াছেন। তুমি তাঁহার সেবা করিলে তিনি তোমাকেও আপনার ন্যায় স্বামীর শরীরার্দ্ধভাগিনী করিবেন। তথায় মহাকাল প্রতিষ্ঠিত আছেন।” অশ্রদ্ধায় দর্শন অপেক্ষা অদর্শনই রমণীয়, এজন্য অবন্তিরাজ দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত হইলেও দময়ন্তী তাঁহাকে বিলোকন করিলেন না। বাহকগণ সম্মুখস্থিত রাজগণের ভূষণমণিতে দময়ন্তীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তাঁহার অবন্তীরাজের প্রতি বিরাগ বুঝিতে পারিল এবং তাঁহাকে অবন্তীরাজের নিকট হইতে অন্য ভূপতির সমীপে লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন ‘অয়ি লজ্জাশীলে। তুমি যদি এই গৌড়রাজের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাক তাহা হইলে ইঙ্গিতে আমাকে জ্ঞাপন কর। ইঁহার যশোজালে চন্দ্রের কিরণ সকল তৃণীকৃত হইয়াছে এজন্য মৃগ তৃণ করণ গ্রহণাভিলাষে সুধাসমুদ্র শশধরে বাস করে। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে মেরু সংসৃষ্ট সুমেরু শিখরের ন্যায় শোভা পাইবে। ইনি যুদ্ধকালে খড়্গাঘাতে বিপক্ষ মাতঙ্গগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিলে তত্রস্থ মুক্তাফল সকল ইঁহার ভুজপ্রতাপ প্রপীড়িত শত্রু রাজলক্ষ্মীর ঘর্ম্মবিন্দু জালের ন্যায় শোভা পায়। কার্য্য কারণের গুণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু ইঁহার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় জনিত প্রতাপ যে দিগন্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং সপ্ততন্তু (১) জন্মা যশোবস্ত্র যে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য। চতুরগণ ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝিতে পারে এজন্য যানবাহিগণ এই ভূপতির প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ ভাব বুঝিতে পারিয়া আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে অন্য স্থানে লইয়া গেল।

সরস্বতী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন ‘অয়ি সরোজমুখি। তুমি এই সমীপস্থিত রাজাকে সাদরে অবলোকন কর। ইনি মথুরার অধীশ্বর অত্যন্ত শৌর্য্যশালী ইঁহার নাম পৃথু। ইঁহার অজাতশ্মশ্রু বদনমণ্ডল শশধর অপেক্ষাও রমণীয় দর্শন। হে ভৈমি। তুমি এই ভূপতির হস্তস্থিত মণি বিলোকন কর ইহা জগৎ বিজয়ের মহৌষধি ও বিপক্ষ রাজগণের ধূমকেতু স্বরূপ। তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে শ্যামল সলিলা যমুনায় জলক্রীড়া

(১) সপ্তসংখ্যক সূত্র। পক্ষে যজ্ঞ।

করিতে পারিবে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থিত কলাপিকুল সতত সঞ্চরণ করে বলিয়া বৃন্দাবন সর্পভয়শূন্য হইয়াছে, তুমি সেই সুগন্ধি কুসুম পরিব্যাপ্ত বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। ইনি অতি বদান্য ও একরূপ অদ্বিতীয় বীর যে শত্রুগণ যুদ্ধ না করিয়াই ইঁহার হস্তে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করে। অতএব তুমি ইঁহাকে বরণ কর। দময়ন্তী মথুরাধিপের দর্শনে বিরত হইয়া অন্য স্থানে গমন করিবার পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বাহকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অন্য নরপতির নিকট লইয়া গেল।

অনন্তর সরস্বতী চঞ্চললোচনা দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, 'অয়ি খঞ্জনলোচনে! তুমি এই সমীপবর্ত্তী পরম সুন্দর কাশীরাজকে পতিত্বে বরণ কর। যাহা এই সংসার সমুদ্রের ধর্ম্মনৌকা এবং ভগবান ভবানীপতি যাহার নাবিক সেই কাশী পুরুষপরম্পরায় ইঁহাদিগের বাসস্থান। তথায় গমন করিলে অত্যন্ত পাপশীল মানবগণও পাপবিমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। যিনি উৎপত্তিমাত্র লোকের ভাবী দুঃখ চিন্তা করিয়া রোদন করাতে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সংসার সাগর তরণী রূপা সেই কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কাশী পৃথিবীতে নহে, কাশীবাস স্বর্গবাসস্বরূপ। মুক্তি ভিন্ন স্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি পদ আছে? এজন্য সেই তীর্থে কলেবর ত্যাগ করিলে মুক্তি পদ লাভ হয়। হে দময়ন্তি! সংসার সমুদ্রের জন্তুগণ কাশী প্রাপ্ত হইয়া শিব সাযুজ্য লাভ করে। সেই নগরী তারকব্রহ্ম উপদেশে সমর্থ। স্ত্রীপুরুষে কাশীতে যথেচ্ছ বিষয় সুখ ভোগ করিয়া অন্তে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সুখ পরম্পরাযুক্ত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব তুমি বিদুষী নিজেই বিবেচনা কর। কাশী অমরাবতী অপেক্ষা কোন অংশে হীনতরা নহে। যাহাতে ভব ভয় নাশক মোক্ষ যজ্ঞ বিদ্যমান রহিয়াছে সেই স্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাশীধামে পুণ্যকার্য্য করিয়া ভগবান ভবানীপতির প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবে। এই ভূপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত। ইঁহার কৃপাণে ভীত হইয়া সমস্ত ভূপতি ইঁহাকে কর দান করে, যদি দৈবাৎ ইঁহারা কর প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে ইনি রণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করেন। এই জগতে

যাহারা কোকিল ও কাককে তুল্য রূপে ফল দান করে, এরূপ বৃক্ষ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু যে কেবল বিবুধগণকে ফলদান করে, সেই কল্পবৃক্ষেরই প্রশংসা করিতে হয়।” এই সময়ে দময়ন্তী অন্য রাজগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাশীরাজের প্রতি স্বীয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন। অভিমানী কাশীরাজও সেই সভাতে প্রত্যাখ্যাত দময়ন্তী কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া ম্লান বদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী পূর্ব্ব হইতেই নলে অনুরাগিনী ছিলেন, এক্ষণে সভাস্থিত রাজগণকে নল অপেক্ষা অল্প গুণশালী বিলোকন করিয়া তাঁহার সেই অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

দ্বাদশ সর্গ।

শিবিকাবাহকগণ কাশীরাজের বিষণ্ণ মুখ অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি দময়ন্তীর বিরাগভাব বুঝিতে পারিল এবং “দময়ন্তী শিবিকায় থাকিয়াও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন” এই বলিয়া তাহারা তাঁহাকে অন্যান্য ভূপতিগণের মধ্যে লইয়া গিয়া সেই স্থানে শিবিকা স্থাপন করিল। সরস্বতী সেই সমস্ত ভূপতির মধ্যে একজনকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, ‘দময়ন্তি! তুমি এই স্বর্ণকেতকীতুল্যকান্তি অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণকে বরণ কর। ইনি সূর্য্যবংশীয় ও বয়ঃসন্ধিতে বর্ত্তমান। এই বংশীয় সগরসন্তানগণ সমুদ্রখনন করিয়াছিলেন, ভগীরথ গঙ্গা দ্বারা তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাবণবধ নিমিত্ত তাহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার যশোজালও তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। মহতেরা মহতের নিকটই পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবিগণের বাক্য ইঁহার কীর্ত্তিসমুদ্রে অবগাহন করিতে গিয়া অতলস্পর্শ স্থানে নিমগ্ন হয়। শত্রুগণের কীর্ত্তিবর্ত্তিকা ইহার গুণগণনার অঙ্কপাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধকালে বন্দিগণ ইহার নাম মন্ত্রপাঠ করিলে শত্রুগণের বাহুসর্প স্তম্ভিত হয়। ইহার দুঃ। অবর্ণনীয় ইহার প্রতাপতপন শত্রুগণের অনঙ্কীর্ত্তি তারকাগণকে পরাজয়

করিয়াছে এবং সকলের বচনপথ অতিক্রম করিয়াছে। সমুদ্রস্থিত বাড়ব অগ্নি নহে, ইহার প্রতাপ-তপনের প্রতিবিম্ব, বোধ হয় সূর্য্য ব্রহ্মার দিন তাদৃশ দীর্ঘ করিতে না পারাতে ইঁহার প্রতাপ-তপনই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। যুদ্ধভূমিতে ইহার বাহুবলার্জ্জিত কীর্ত্তিগঙ্গার সহিত শত্রুগণের অকীর্ত্তি যমুনা মিলিত হইয়া প্রয়াগস্বরূপ হয়, এজন্য রাজগণ তাহাতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত নানারূপ সুখ সম্ভোগ করে।

দময়ন্তী সরস্বতী মুখে মনুবংশজাত ঋতুপর্ণের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াও মস্তককম্পনে তাঁহাকে বরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সরস্বতী অন্য ভূপতির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি মৃগাক্ষি। তুমি এই পরমসুন্দর কীর্ত্তিশালী পাণ্ড্যরাজকে পতিত্বে বরণ কর। বিপক্ষ ভূপতিগণ ইঁহার ভয়ে বহুকাল বনে বনে বিচরণ করিয়া অবশেষে বনান্তর ভ্রমে বনীভূত নিজ নগরীতেই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় নিজের বিলাসমন্দিরেই বাস করে। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী শত্রুভূপতিগণ চূড়ামণি মরীচি দ্বারা ইঁহার পদনখের কান্তিবর্দ্ধন করে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুবক আর কে আছে? ইঁহার প্রতাপানল বিপক্ষ সেনা তিন্দুকবনে বিশেষরূপে প্রদীপ্ত হয় এবং শিবের তৃতীয়লোচন, সূর্য্য, বহ্নি ও ইন্দ্রেরবজ্র তাহারই স্ফুলিঙ্গরূপে জগতের ক্রোড়ে শোভা পায়।" এই সময়ে দময়ন্তীর অভিপ্রায়জ্ঞা কোন দাসী দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল 'স্বামিনি। দেখুন দেখুন একটা কাক সুধাধবলিতগৃহের শিখরস্থিত বায়ুসঞ্চালিত পতাকা প্রান্তে উপবেশন করিবার নিমিত্ত কেমন বারম্বার চেষ্টা করিতেছে।' দাসীর এই অপ্রস্তুত বাক্য শ্রবণে সভাস্থিত সকলে হাস্য করিয়া উঠিল এবং তাহাতে পাণ্ড্যরাজ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

দাসীবাক্যে দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া সরস্বতী কলিঙ্গাধিপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভৈমি। তুমি স্বয়ম্বরোৎসবে সমাগত এই কলিঙ্গরাজকে বরণ কর। বিপক্ষ ভূপতিগণ "এই কলিঙ্গরাজ আসিয়াছেন" এই বাক্য পৌরগণের মুখে শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্তে বনে পলায়ন করে কিন্তু সেস্থানেও নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারে না। শুকপক্ষীগণ "এই কলিঙ্গরাজ আসিয়াছেন" এই বাক্য অভ্যাস পূর্ব্বক অভ্রান্তভাবে পাঠ করি॥

বনেও তাহাদিগেব ভয উৎপাদন করে, তখন তাহারা স্ব স্ব বণিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপব হয়। তাহাদিগের বণিতাগণ তাহাদিগের বিরহে অত্যন্ত পরিতাপিত হয়। ভীল্লপত্নীগণ যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবে যে, "তোমাদের দেশে কি অদ্ভুত বস্তু জন্মে" তাহা হইলে তাহারা "আমাদের দেশে চন্দ্রকিরণ এ স্থানের ন্যায় উত্তপ্ত নহে, তাহা শীতল" এই বলিয়া উত্তর প্রদান করে। হে বৈদর্ভি। তুমি ইঁহা অপেক্ষাও বীবত্বশালিনী, ইনি চাপ, শর ও গুণ প্রভৃতি বহু উপকরণ দ্বাবা বিপক্ষ রাজগণকে বশীভূত করেন। তুমি কেবলমাত্র গুণে ইঁহাকে বশীভূত করিয়াছ। যেসকল বিপক্ষভূপতি ইঁহা হইতে ভীত হইয়া অরণ্য আশ্রয় কবে, তাহাদের রমণীগণ পর্ব্বতগহ্বরে দিবাভাগ যাপন করিয়া রাত্রিকালে বহির্গত হয়। তাহাদিগের বালক সকল উদিত শশধবকে রাজহংস বোধে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া বারম্বার মাতাব নিকট প্রার্থনা করে, বমণীগণ চন্দ্র দানে অসামর্থ্য বশতঃ বালকগণের আগ্রহ শান্তি কবিতে না পাবিবা দুঃখে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে থাকে, বহুতর নয়ন জল মিলিত হইলে তাহাতে চন্দ্রেব প্রতিবিম্ব পতিত হয়, বালকগণ সেই প্রতিবিম্ব অবলোকনে 'আমাদের ক্রীড়া-হংস আগমন করিয়াছে' বিবেচনা কবিয়া আনন্দে হাস্য কবিতে থাকে, তদ্দর্শনে তাহারা আশ্বস্ত হয়। যে সমস্ত শত্রু ভীত হইয়া সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন করে, তাহাদিগের মধ্যে যদি কোন কীর্ত্তিমান্ বীর কোপে পুনর্ব্বাব প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে সম্মুখে আসিলেও বিমুখ হয়, ইঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাব মস্তক অবনীতলে পতিত হয়।" অনন্তর দময়ন্তী মুখপদ্মে অঙ্গুলি-নাল অর্পণ কবিয়া সঙ্কেতে সরস্বতীকে মৌনাবলম্বন করিতে কহিলেন। বোধ হইল যেন তিনি কলিঙ্গবাজের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বশতঃ মুখে অঙ্গুলিদান কবিলেন।

অনন্তর সরস্বতী দময়ন্তীকে কন্দর্প-তুল্য কান্তিমান্ অন্ত নবপতি দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি। এই কাঞ্চীপুবরাজ পূর্ব্বে তোমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বরণ প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে বরণ কর। এই নৃপতিকে পতিত্বে বরণ কবিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ইনি শত্রুব প্রতি বাণ ক্ষেপণকালে তাহাদিগকে এই

উপদেশ দিয়াছেন যে হে শত্রুগণ। যদি তোমরা আমার সমীপে নম্রভাবে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে ধনুর ন্যায় স্বরাজ্যে স্থিতিলাভ করিবে, অন্যথা বাণের ন্যায় দিগন্তে পলায়ন করিতে হইবে।' যুদ্ধকালে ইঁহার সিন্দূরদ্যুতি রমণীয় কৃষ্ণবর্ণ গগনস্পর্শী হস্তিকুল ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয় গণের ভুজবল সূর্য্য বোধ হয়, সায়ংকাল ভ্রমে অস্ত গমন করে।" দময়ন্তী কাঞ্চীপুররাজের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্যে তাঁহাকে উপহাস করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী অন্য ভূপতিকে নির্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন 'অয়ি এণ লোচনে। হায়। এই রাজগণের মধ্যে কাহারও প্রতি তোমার দয়া হইতেছে না তোমার অবজ্ঞায় ইঁহারা লজ্জায় নতমস্তক হইয়া বসিয়া আছেন তুমি ইঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপও করিতেছ না। ইহা উচিত নহে। একবার এই নেপালাধিপতিকে অবলোকন কর। ইনি অত্যন্ত লোক রঞ্জক এমন কি শত্রগণের পতিও স্বীয় ব্রতভঙ্গ করেন না। শত্রুগণ ইঁহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেও ইনি তাহাদিগকে বাণ দ্বারা ছিন্ন করিয়া সরক্ত করেন। পতঙ্গও ইঁহার তেজোদহনে পতিত হইলে পতঙ্গের দশা প্রাপ্ত হন। ইঁহার যুদ্ধ কৌতুক দর্শী মানবগণ কি তূণ হইতে উত্তো লনকালে কি গুণসন্ধানকালে, কি আকর্ণ আকর্ষণকালে, কি আকাশে গমনকালে, কি লক্ষ্যবেধসময়ে কি পৃথিবীতে পতনকালে, কখনই ইঁহার শরজাল অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না কেবল সংগ্রাম ভূমি পতিত শত্রুগণের বক্ষঃ ছিদ্র দর্শনে অনুমান করে।' হাসিকা নেপালরাজের প্রতি দময়ন্তীর বিরাগ বুঝিতে পারিয়া সরস্বতীকে কহিল, দেবি। আপনি ইঁহার গুণ আর কত বর্ণন করিবেন? বলুন যে এই প্রভূত জগৎ বর্ত্তমানেও গুণ সকল ইঁহার শরীরে অপ্রশস্ত স্থানের যাতনা ভোগ করিতেছে।" নেপাল রাজের অনুচরগণ স্বীয় স্বামি গুণ বর্ণনে ব্যাঘাত হওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "এই সভার কি আশ্চর্য্য নিয়ম। দময়ন্তীর দাসীও যথেচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিল এবং তাহা অপেক্ষা নীচ এই চেটীও অতিমাত্র প্রগলভ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে।" দর্শক ব্যক্তিগণ সান্ত্বনাবাক্যে তাহাদের কোপ শান্তি করিল।

অনন্তর সরস্বতী কন্দর্পতুল্য অন্য নরপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৈদর্ভি! তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া একবার এই সৌন্দর্য্যের আলয়স্বরূপ মলয়রাজকে অবলোকন কর। পরাজিত বিপক্ষ নৃপতিগণ গর্ব্ববশতঃ ইঁহার শরণাপন্ন না হইয়া বৃথা নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা জানে না যে, গিরিদুর্গে আশ্রয় লইলেও ইঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। ইনি এরূপ বদান্য যে, অর্থিগণের বস্ত্রেও উপেক্ষা জন্মিয়াছে, সুতরাং বস্ত্র সকল এক্ষণে উপবনান্তে সঞ্চিত হইয়া বিদুর পর্ব্বত সদৃশ হইয়াছে, তুমি ইঁহাকে বরণ করিলে তাহাই তোমার ক্রীড়া পর্ব্বত হইবে। ইনি অত্যন্ত কীর্ত্তিশালী'। এই সময়ে কোন সখী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাস্যমুখে সরস্বতীকে কহিল, 'দেবি! ভবদীয় মুখে নিজ নিজ বর্ণনপ্রার্থী রাজগণের অধৈর্য্য অবলোকন করুন।" তৎ শ্রবণে মলয়রাজের অনুচরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিল, 'রে দাসি! দেবী রাজগণের বর্ণন করিতেছেন, তাহার মধ্যে কে তোকে কথা কহিতে বলিল ?" অনন্তর মলয়রাজের ভ্রূভঙ্গি অবলোকন করিয়া তাহারা শান্ত হইল।

সরস্বতী অন্য নরপতিকে নির্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! তুমি একবার এই মিথিলাধিপতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ইঁহার কীর্ত্তি কলাপ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, কৈলাস অপেক্ষাও শ্বেততর, সামুদ্রিক শঙ্খের প্রতিবিম্বস্বরূপ, শরৎকালীন জলদপ্রতিম ও ক্ষীর সমুদ্র সদৃশ। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও শরণাগতপালক। ইঁহার বদান্যতায় কল্পবৃক্ষও লজ্জিত হয়।" এই সময়ে কোন বয়স্যা ইঙ্গিতে দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমি কি এই ভূপতির গুণবর্ণনে বিঘ্ন জন্মাইব ?" তৎশ্রবণে দময়ন্তী হাস্য করিয়া মুখ বিনত করিলে মিথিলারাজের প্রতি তাঁহার বিরাগভাব অনুমিত হইল।

অনন্তর সরস্বতী নৃপান্তর নির্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, "দময়ন্তি! হায়! তুমি এই কামরূপেশ্বরকে দর্শনও করিতেছ না? ইনি কন্দর্প অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালী এবং তোমার সৌন্দর্য্যও জগতে অতুলনীয়, অতএব তুমিই ইঁহার প্রিয়া হইবার উপযুক্ত। ইঁহার ভুজপ্রতাপে শত্রু গৃহে গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে, এজন্য তপস্বিনী শত্রুবধূগণ নয়নোৎ

পলবাসী জলদ্বারা পানীয়শালা দান করিতেছে। যুদ্ধদর্শী মানবগণ ইঁহার অশ্বখুরোদ্ধত ধূলিজাল অবলোকন করিয়া বিবেচনা করে যে, 'ইঁহার ভুজপ্রতাপানলে শত্রু আর্দ্রেন্ধন পতিত হওয়াতে ধূম উথিত হইতেছে। শত্রু রমণীগণ সমরে স্ব স্ব পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয় প্রস্তরে নখাস্ত্র দ্বারা ইঁহার যশঃপশস্তি খোদিত করে।"

তাম্বূল করঙ্ক বাহিনী দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া হস্তে তাম্বূলপাত্র ধারণ পূর্ব্বক ভারতীকে কহিল, 'দেবি আপনি ইহা দ্বারা মুখের বহুবর্ণন জনিত পরিশ্রম অপনোদন করুন'। তৎশ্রবণে সরস্বতী দময়ন্তীকে অন্য নরপতি দর্শন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, 'দময়ন্তি! এই উৎকলরাজ তোমার মুখচন্দ্র সন্দর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। উৎকলবাসীগণ ইঁহার গুণে অত্যন্ত অনুরক্ত। তুমি সৌন্দর্য্য অমৃতের দীর্ঘিকা স্বরূপা, এক্ষণে বিশাল লোচন তারাতরঙ্গে ইঁহাকে স্পর্শ কর। ইনি একরূপ দাতা যে কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ যাচকের অভাবে পরস্পর দুগ্ধ সেচন ও পল্লব দান করিয়া দান-তৃষ্ণা নিবারণ করে। মানী ব্যক্তিগণ পরাজিত হইয়া 'যদি পুনর্ব্বার মুখ দেখাইতে হয়' এই ভয়ে সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করে, অথবা নিবিড় কাননে প্রবেশ করে, এজন্য ইঁহার প্রতাপে পরাজিত হইয়া সূর্য্য যে কোনস্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং দাবাগ্নি যে গহন বনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু যে ইঁহার প্রতাপে পরাজিত হইয়া সহজশত্রু জলের শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই বাড়বানলকে ধিক্! যুদ্ধকালে ইঁহার সেনা গজগণের মদজলবিন্দু দ্বারা নীহারকাল নির্ম্মিত হইলে প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের হৃদয় কম্পিত হয় এবং তাহাদিগের বনিতাগণের মুখপদ্ম ম্লান হইয়া যায়, অতএব তাহাদিগের সেরূপ দুর্দ্দিন না হউক। ইঁহার বাহুকীর্ত্তি সমস্ত জগতে প্রসৃত হইলে ভীত হইয়া কুমুদ রজনীতে নিদ্রাত্যাগ করে, মল্লিকা মালা কামিনীর কেশপাশে লুক্কায়িত হয় এবং শশধর অমৃতক্ষরণচ্ছলে স্বেদজল বিমোচন করে।" ইহা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী নিষধাধিপতিকে স্মরণ পূর্ব্বক নেত্র নিমীলন করিলেন। বোধ হইল, এই ভূপতির প্রশংসা শ্রবণে হৃদয়ে যে আনন্দ হইল, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহার লোচনদ্বয় যেন অন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর সরস্বতী পুনর্ব্বার অন্য নরপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন, 'অয়ি সুন্দরি। তুমি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপে এই মগধেশ্বরের বহুকালের অভিলাষ পরিপূর্ণ কর। বোধ হয়, তামসীনিশা ও কালিমা ইঁহার লোকত্রয়ধারি যশে ভীত হইয়া চন্দ্রের অঙ্কেও ইঁহার শত্রুগণের মুখে আশ্রয় লইয়াছে। বিধাতার ত্রৈলোক্য নির্ম্মাণ কালেও সৌন্দর্য্যভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু বোধ হয়, ইঁহার চরণ হইতে মুখ পর্য্যন্ত শরীর নির্ম্মাণ করিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, এজন্য বিধাতা সুলভ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা ইঁহার কেশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহার প্রভূত পরাক্রমে শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। ইনি যে তড়াগ খনন করাইয়াছেন, তাহার বিকসিত নীলকমলনিকরের ক্রোড়ে মরালকুল ক্রীড়া করে, তাহাদের পক্ষাহত বায়ু সমুৎপাদিত শব্দায়মান তরঙ্গ সকল সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করে। গ্রীষ্মার্ত্ত পান্থগণ তাহার তীরস্থিত শ্যামল পত্রাবলী বিরাজিত বৃক্ষের তলে পরিশ্রম দূর করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করে। তুমি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেই সরোবরে ক্রীড়া কর। জলক্রীড়াকালে, নীল ত্বদীয় লোচন প্রতিবিম্ব ও নীলোৎপলের ভেদজ্ঞাপক হউক, তোমার শরীর প্রতিবিম্ব জলদেবতার স্থান অধিকার করুক এবং ত্বদীয় বদন বিকসিত কমল বাঁজ্যে অভিষিক্ত হউক। ইঁহার কীর্ত্তিকলাপে কন্দবাদি সহিত ত্রৈলোক্য শ্বেতবর্ণ হওয়াতে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ কেবল কর্ণ আশ্রয় করিয়াছে। ইনি অত্যন্ত কীর্ত্তিশালী, এজন্য অকীর্ত্তি ইঁহার কথাপথও আশ্রয় করে নাই।"

অনন্তর কোন সখী ইঙ্গিতে দময়ন্তীর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সরস্বতীকে কহিল, 'দেবি। যদিও ইঁহার অকীর্ত্তি শশবিষাণ প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যমান নাই, তথাপি তাহা আমি এই সভাস্থিত মানবগণের গোচর করিতেছি। ইঁহার অকীর্ত্তি, জন্মান্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান তিমির সদৃশ ও পরার্দ্ধাতিরিক্ত সংখ্যায় গণিত, বন্ধ্যাগর্ভোৎপন্ন মূকগণ কচ্ছপী দুগ্ধজাত সমুদ্রতীরে সেই সকল অকীর্ত্তি অষ্টম স্বরে গান করে।' সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত নরপতিগণ বিস্মিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। দময়ন্তী, মগধেশ্বর হাস্য করিলেন কি না, দেখিবার নিমিত্ত ঘৃণা পূর্ব্বক তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর শিবিকাবাহিগণ দময়ন্তীকে, যে স্থানে নল রূপধারী পঞ্চজন বীরপুরুষ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে লইয়া গেল। যিনি ত্রিভুবন বৃত্তান্তে অভিজ্ঞা, সেই সর্ব্বজ্ঞা ভারতী দেবগণের কপটরূপ ও নারায়ণের আদেশ চিন্তা করিয়া দময়ন্তীসমীপে এরূপ ভাবে দেবগণ ও নলের বর্ণন করিলেন যে, এক অর্থে সমুদায় নল-বর্ণন ও অন্য অর্থে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, বরুণ ও নলের স্বরূপ বর্ণন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দময়ন্তী সকলের তুল্য রূপ দর্শন ও সরস্বতীর শ্লেষবর্ণন শ্রবণ করিয়া নলনিশ্চয়ে অসামর্থ্যবশতঃ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। পঞ্চম ব্যক্তি যে প্রকৃত নল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নলের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা না হইলে কখনই নলরূপী দেবগণকে ত্যাগ করিতেন না। লোকের অনুরাগের প্রতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মবিপাকই কারণ, এজন্য নল ব্যতীত তৎসদৃশ অন্য ব্যক্তিতে দময়ন্তীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তৎকালে তাঁহার হংসকে মনে পড়িল, ভাবিলেন "এই সময়ে যদি হংসকে পাইতাম, তাহা হইলে সে ইঁহাদিগের মধ্যে কে নল, তাহা বলিয়া দিতে পারিত। অনন্তর যদি শরীরগত কোন পার্থক্য থাকে' এই বিবেচনায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেককে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'নল কি শরীরব্যূহ ধারণ করিয়া আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন? তিনি নিখিল বিদ্যায় পারদর্শী সুতরাং তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। অথবা ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি নল, দ্বিতীয় পুরুরবা, তৃতীয় কন্দর্প এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সকলেই অসীম সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া সকলের প্রতিই এইরূপ নলভ্রান্তি হইতেছে। কিম্বা আমি বিরহ ব্যাকুলা হইয়া পূর্ব্বে যেরূপ চতুর্দ্দিক নলময় অবলোকন করিয়াছি এখনও সেই

রূপ মোহবশতঃ বহু নল অবলোকন করিতেছি, অথবা আমি মোহের বশীভূত হইয়া বৃথা এ সমস্ত আশঙ্কা করিতেছি; দেবী যেরূপ শ্লিষ্টবাক্যে ইঁহাদের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্র, বহ্নি, যম এবং বরুণেরও বর্ণন করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা যে নলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি কিরূপে এই দেবগণের মধ্যস্থিত প্রিয়তম নলকে জানিতে পারিব? আমি কি দেবগণের নিকট 'আপনারা আমাকে নল দান করুন' এই বলিয়া প্রার্থনা করিব? অথবা আমি ত প্রতিদিনই ইঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকি, তাহাতেও যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন না, তখন যে কেবল প্রার্থনা করিলেই আমাকে নল দান করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। কন্দর্পের শোষণবাণে ইঁহাদিগের কৃপা-সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে, এজন্য ইঁহারা আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইয়াছেন। হে দেবগণ। আপনারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন হইয়াও কিজন্য নলরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক মূর্খরূপ অন্ধকূপে পতিত পুস্তকের ন্যায় পরোপকারব্রত ভঙ্গ করিতেছেন? অথবা দেবগণেরই বা দোষ কি? বিধাতা প্রাণীর ললাটে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অযোগ্য হইলেও যোগ্যকে দূরীভূত করিয়া উদিত হয়; কমলজাল সূর্য্যকিরণে দগ্ধ না হইয়া হিমে দগ্ধ হইয়া থাকে, কেবল যোগ্যতায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অতএব আমি নল নিশ্চয় নিমিত্ত যাহা অবলম্বন করিব এরূপ যুক্তি দেখিতে পাইতেছিনা। এক্ষণে আমার যেরূপ দুরদৃষ্ট দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, প্রার্থনা করিলে কল্পদ্রুমেরও পল্লবকর সঙ্কুচিত হয়। তবে কি 'আপনি যাঁহাকে সত্য নল বলিয়া জানেন, তাঁহাকে এই মালা দান করুন' এই বলিয়া দেবীর হস্তে বরণ-মাল্য প্রদান করিব? না, তাহা হইলে দেবীকে দেবগণের বৈরিণী করা হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, তথাপি নিজের সামান্য ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত মিত্র-ক্ষতি করিতে পারিব না। তবে 'যিনি সত্য নল হইবেন, তিনি আমার এই বরণমাল্য গ্রহণ করুন' এই বলিয়া কি ইঁহাদিগের মধ্যে মাল্য নিক্ষেপ করিব? তাহাই বা কিরূপে হইবে? আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া এই সভাজনগণের সমক্ষে কিরূপে এরূপ কথা বলিব? অন্য

চারি নলের সহিত তুল্যরূপ হইলেও এই পঞ্চমনল কি কারণে মদীয়চিত্ত যেন সুবাসিক্ত করিতেছেন? অথবা ইহা যুক্তি সঙ্গত, আদিম ও অন্ত্য শব্দের একতা থাকিলেও অন্ত্য শব্দেই অনুপ্রাসের মাধুর্য্য বিশেষরূপে প্রতীত হয়''। দময়ন্তী এইরূপে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক নানা সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিছুতেই নল নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার বদন দুঃখে দিবসীয় সুধাংশুর ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর দময়ন্তী নলপ্রাপ্তি নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দেবগণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিধাতা দেবপ্রীতিকে মনুষ্যের কামধেনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ আমাদের কল্পবৃক্ষ, প্রদক্ষিণ তাঁহাদের আলবাল, চন্দন ও ধূপদান জলসেক এবং আমাদের অভিলষিত বিষয়ই মধুর ফল। দময়ন্তী প্রথমে দেবগণের প্রত্যেকের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন, অনন্তর হৃদয়পদ্মে বুদ্ধি দ্বারা আরোপ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন, পরে সেই সভাজনসমক্ষে নূতন স্তবপদ্মস্তবক দ্বারা তাহাদের পূজা করিতে লাগিলেন। দেবগণ পূর্ব্বেই দময়ন্তীর গুণজালে প্রসন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে দময়ন্তীর অল্প স্তবেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন, প্রজ্বলনোন্মুখ হুতাশনকে প্রজ্বলিত করিতে অল্প ফুৎকারেরই প্রয়োজন হয়।

দময়ন্তী দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া সরস্বতীর বর্ণানুযায়ী পঞ্চম ব্যক্তিকে নল বলিয়া জানিতে পারিলেন। দেবগণ প্রসন্ন হইলে, আর কিছু না হউক, বুদ্ধি কার্য্যসাধিকা হয়। তিনি দেখিলেন যে, পৃথিবী স্বীয় স্বামী

নলের প্রতি ভক্তি বশতঃই যেন তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন এবং দেবগণ যেন পরনারীস্পর্শ ভয়েই পৃথিবীস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, দেবগণের লোচনের নিমেষ নাই, শরীরে পার্থিব রেণু সংলগ্ন নাই ও স্বেদ নির্গম হইতেছে না এবং নলে এ সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে, আরও দেখিলেন যে, দেবগণের কণ্ঠবিলম্বিমাল্য ম্লানিশূন্য, নলেরমাল্য 'নল অদ্য আমা অপেক্ষা কোমলাঙ্গী দময়ন্তীকে লাভ করিয়া আমাকে আর আদর করিবেন না" এই চিন্তায় যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং দেবগণের শরীরের ছায়া নাই নলের ছায়া আছে। এই সমস্ত চিহ্ন অবলোকন করিয়া তাঁহার পঞ্চম ব্যক্তিতে নল নিশ্চয় দৃঢীভূত হইল এবং দেবগণ যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর কুসুমশর দময়ন্তীকে নলকণ্ঠে বরণমাল্যদান করিতে সত্বর করিতে লাগিল, লজ্জাও তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিতে লাগিল। দময়ন্তী তৎকালে কন্দর্প ও লজ্জার বশীভূত হওয়াতে তাঁহার নল বরণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তুল্যই হইয়াছিল। তিনি নলকে বরণমাল্য দান করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইল না, তিনি পুনর্ব্বার চেষ্টা করিলেন, এবারও লজ্জাবশতঃ তাহার হস্ত বিরত হইল। তাঁহার চিত্ত নলে একান্ত অনুরক্ত হইলেও তিনি নলকে কটাক্ষে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলেন না, অনন্তর অতি কষ্টে নলকে ঈষৎ অবলোকন করিয়া সরস্বতীর মুখচন্দ্রে অদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সরস্বতী দময়ন্তী অভিপ্রায় অবগত হইয়াও অবিদিতের ন্যায় কহিলেন, "দময়ন্তি! তুমি লজ্জাম্বরনিকর আচ্ছাদিত করিয়া যাহার সূচনা করিতেছ, তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।" তৎশ্রবণে দময়ন্তী নলের অর্দ্ধনাম 'ন' উচ্চারণ করিয়া লজ্জায় অপর অদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল অঙ্গুলি দ্বারা অঙ্গুলি পীড়ন করিয়া মস্তক বিনম্র করিলেন। সরস্বতী হাস্য করিয়া করধারণ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে নলের নিকট লইয়া গেলে, দময়ন্তী চমৎকৃত হইয়া হস্ত আকর্ষণ করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন রজ্জু ভ্রমে সর্প শরীরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। স্ব রাজলক্ষ্মী দময়ন্তীকে

ইন্দ্রের সমীপে গমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে দর্শন করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর সরস্বতী পরিহাস পূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন ভৈমি! তুমি নলের উদ্দেশে যে নকার উচ্চারণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার নলে অভিলাষ নাই বুঝিতে পারিয়াছি, এক্ষণে কাহাকে বরণ করিবে বল। তখন লজ্জা ও কন্দর্পের যুদ্ধভূমিরূপা দময়ন্তী নয়নভঙ্গি দ্বারা নলকেই নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর সরস্বতী তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক নল ও দেবগণের পথ মধ্যে লইয়া গিয়া পরিত্যাগ করিলে দময়ন্তী লজ্জায় নিশ্চল হইয়া মার্গ দেবতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণ সরস্বতী ও দময়ন্তীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া করতালিকা প্রদান পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। সরস্বতী অর্দ্ধপথ হইতেই নলকে পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকট যাইবার নিমিত্ত দময়ন্তীকে প্রেরণা করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী সরস্বতীর আদেশ শ্রবণ করিয়াও মন্দ মন্দ গমনে নলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ইহা অবলোকন করিয়া সরস্বতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'অয়ি চন্দ্রবদনে! তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমার সখীতুল্য, প্রতারণা পূর্ব্বক তোমাকে ইন্দ্রাদি বরণের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি না। ইঁহাদিগের চরণ প্রণাম না করিয়া ও ইঁহাদিগের অনুমতি না লইয়া তোমার নলকে বরণ করা উচিত নহে। ইঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিলে অমঙ্গল হইবে এই আশঙ্কায় তোমায় ইঁহাদিগের সমীপে লইয়া যাইতেছি''। ইহা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী আশ্বস্ত হইলে সরস্বতী তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক দেবগণের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে কহিলে দময়ন্তী তাঁহার আদেশ অনুসারে দেবগণকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী কহিতে লাগিলেন, হে লোকপালগণ! এই দময়ন্তী আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমতী, ইনি আপনাদিগের নলবরণে অনুমতিরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন, ইনি একভর্তৃকা, এজন্য আপনাদিগের সকলকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারিলেন না এবং একের বরণে অন্যের অপমান হইবে ভাবিয়া একজনকেও বরণ করিতে পারিলেন না, এজন্য

অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়াছ, আমাদিগের এই যথেচ্ছ শরীর ধারিণী বিদ্যা তোমার হৃদয়েও স্ফুরিত হইবে।”

নল ও দময়ন্তীকে এই প্রকার বরদান করিয়া দেবগণ সরস্বতীর সাহচর্য্য আশ্রয় করিলে নরপতিগণও স্ব স্ব শিবিরে গমনোন্মুখ হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের “অশ্ব আনয়ন কর, রথ আনয়ন কর” ইত্যাদি বাক্যে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইলে সেনানিবাসিগণ দুন্দুভিধ্বনি করিয়া তাহা আরও সান্দ্রতর করিয়া তুলিল। প্রতিকূল ভূপতিগণ বিদ্বেষের বশীভূত হইয়াও নলের কোন দোষকীর্ত্তন করিলেন না, কারণ শত্রু হইলেও লোকে তাহার বর্ত্তমান দোষই প্রকাশ করিয়া থাকে, দোষের অভাব থাকিলে কি প্রকাশ করিবে? নল স্বাভাবিক শূর, তাহাতে ধর্ম্মরাজের বরে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, এই ভাবিয়া তাঁহারা নলের প্রতি যুদ্ধকরণাপেক্ষী পরুষবাক্যও প্রয়োগ করিলেন না। দময়ন্তী রাজগণের অবনতবদন ও বিষণ্ণভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইলেন এবং পিতাকে বলিয়া তাহাদিগকে নিজের অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবতী সখীগণ দান করাইলেন। রাজগণ দময়ন্তীকে লাভ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসদৃশী সখীগণকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ নলকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণে যাদৃশ দুঃখ অনুভূত হয় নাই তাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন। সরস্বতীও স্বর্গগমনকালে রাজসভার আকাশদেশ অলঙ্কৃত করিয়া স্বীয় বিভ্রমময় আবাসভূমি দময়ন্তীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজা ভীম কন্যার বিবাহমহোৎসবে আনন্দ তূর্য্যবাদনাদি মঙ্গলকার্য্য করাইতে লাগিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল বোধ হইল যেন ইন্দ্রের করকমল হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

পঞ্চদশ সর্গ।

দেবগণ ও অন্যান্য ভূপতিগণ প্রস্থান করিলে নাও বন্দিগণের উপরে প্রচুর ধনবর্ষণ করিতে করিতে স্বশিবিরে আগমন করিলেন। তৎকালে তিনি এত ধনদান করিয়াছিলেন যে, বন্দিগণ অবশেষ বহন করিতে না পারিয়া তৃণের ন্যায় বস্ত্র সকল পরিত্যাগ পুরঃসর প্রস্থান করিল, সাধারণ কে বহুকাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত বস্ত্রজাল সংগ্রহ করিয়াছিল। বিদর্ভরাজও উত্তম জামাতালাভে আনন্দিত হইয়া দময়ন্তীর সহিত অবরোধে প্রবেশ করিলেন এবং দময়ন্তী অন্যকে বরণ করিলেও করিতে পারেন এই সন্দেহে পত্নীকে কহিলেন 'অয়ি উৎসুকে! নল আমাদের জামাতা হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যে কন্দর্প তাঁহার পক্ষে তৃণতুল্য তিনি আমাদিগের অপেক্ষা ও মহাকুলীন। বরাসমূহের মধ্যে একরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন বর নিশ্চয় করিতে কেবল তোমার কন্যাই সমর্থা হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা স্ত্রীজনোচিত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আমরাও শ্রুতিসম্মত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করি।' এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর জ্যোতিষিকগণ তাঁহাকে বৈবাহিক শুভমুহূর্ত্ত জ্ঞাপন করিল তিনি সেই মুহূর্ত্তে নলকে কন্যা দান করিতে অভিলাষী হইয়া সমারোহক অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহকাল সন্নিহিত হইল, তখন তিনি দূত দ্বারা নলকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আপনি এক্ষণে আগমন পূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বংশ গৌরবান্বিত করুন। নল সেই দূতকে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিয়া কহিলেন আমি সত্বর যাইয়া আমার শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিব। ভীম দূতমুখে নলবাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে নিশাবসানে কঞ্চুকীর দ্বারা আবরণ করিয়া বধূ লোক সমুদায় প্রস্তুত করে সেইরূপ নলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন

তৎকালে চিত্রাদিকল্পকুশলা কোন কোন রমণী সাহস্কারে আলেপনাদি কার্য্য করিতে লাগিল কেহ বা বহ্নিতাপভয়ে উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া অপূপাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পুরবাসিগণ আনন্দে প্রফুল্ল বদন হইল। গৃহদ্বার সকল বিবিধ মুক্তামণিমালায় বিশোভিত হইল। পুরমার্গ সকল বহুনির্ম্মিত সুগন্ধিদ্রব্য লিপ্ত আকালিক কুসুমমালায় বিভূষিত হইয়া মধুকরগণেরও ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। পৌর ও জানপদবর্গ বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। কাংস্যতাল বংশী ও মুরজাদি বাদ্য সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। জনগণের কোলাহল নানাবিধ বাদিত্র শব্দে বর্দ্ধিত ও সমুদ্র প্রবাহের প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ হইয়া দিক্‌প্রান্তবর্ত্তী হস্তিগণের কর্ণবিবর পীড়িত করিতে লাগিল।

অনন্তর পুরন্ধ্রীবর্গ নানাবর্ণনির্ম্মিত স্বস্তিক ও সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল বিশোভিত বেদিমধ্যে দময়ন্তীকে উপবেশন করাইলেন এবং মঙ্গলগান পূর্ব্বক হেমকুম্ভ উত্তোলন করিয়া কুলাচার ক্রমে স্নান করাইতে লাগিলেন স্নানান্তে দময়ন্তী ক্ষৌমাম্বর পরিধান করিয়া বর্ষা ও শরৎকালের সন্ধি নভোমণ্ডলের ন্যায় রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, পূর্ব্বে তাঁহার জলদ নিবিড় চিকুরজাল ঘনস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষৌমাম্বর চন্দ্রিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সকল কলাকুশলা সখীগণ সেই বদি মধ্যস্থি দময়ন্তীকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিল, ভূষণ ব্যতীতও যাঁহার সৌন্দর্য্যের অবধি নাই, ভূষণে তাহার কি সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইবে? প্রত্যুত তিনি ভূষণকে বিভূষিত করিলেন। তাঁহার ললাটস্থিত সুবর্ণপট্টিকা অবলোকন বোধ হইল যে, বিদ্যুৎ তাঁহার মুখেন্দু সংশ্রবে সুধাপান কামনায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার লোচনের অপাঙ্গদেশস্পর্শী কজ্জলরেখা অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল, বোধ হইল যেন যৌবনশ্রী তাঁহার নয়নদ্বয়ের শৈশবাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত রেখাপাত করিয়াছে। বিধাতা দময়ন্তীর অঞ্জনযুক্ত নেত্রদ্বয়ের সাদৃশ্য লাভের অপরাধে নখদ্বারা কৃষ্ণসারের নয়নদ্বয় যে উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সমপরবর্ত্তী ক্ষত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। দময়ন্তীর হস্ত শঙ্খের বিভূষিত হওয়াতে বোধ হইল যে, মৃণাল কোমলত্ব শিক্ষা করিবার নিমি

তাঁহার হস্তদ্বয়ের সেবা করিতেছে। গঙ্গা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইয়াও প্রয়াগাদি তীর্থবশেষে যেরূপ অতিশ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, দময়ন্তীর স্বাভাবিক সুষমাও সেইরূপ বিশিষ্ট ভূষণনিকর দ্বারা অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। প্রসাধন ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে দময়ন্তী লজ্জাবনম্রা হইয়া পিতা মাতা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিলেন। তঁহারা কেহ 'সুভগা হও," কেহ "চিরকাল সধবা থাক," কেহবা "তোমার আটটী পুত্র হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রসাধননিপুণ অনুজীবিগণ সেই সময়ে নিজ প্রভু নলেরও বিবাহকালোচিত বিভূষা রচনা করিতে লাগিল। নলের মস্তকে মহার্হ মাণিক্যাদি রত্নময় মুকুট শোভা পাইতে লাগিল বোধ হইল, তিনি যাচকগণের পক্ষে কল্পদ্রুম বলিয়া মনোহর রত্নস্তবক সকল উদ্গীরণ করিতেছেন। কর বৈবাহিকসূত্রে মণ্ডিত হইয়া অভিনবাম্রযুক্ত কল্পবৃক্ষের শোভা ধারণ করিল। বাহুদ্বয় শুক্ল ও রক্তবর্ণ অঙ্গদদ্বারা যেন কান্তি ও প্রতাপ বিস্তার করিতে লাগিল, তৎকালে যে কেবল লোকে তাহার আভরণ শোভা দেখিতে লাগিল, তাহা নহে, অচেতন আভরণ সকলও বদনাননে পল্লবের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। অলঙ্করণ ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে নল বাক্ষেয়কে রথ আনয়ন করিতে বলিলেন, বাক্ষেয় আদেশমাত্রকালেই রথ উপস্থাপিত করিল তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন।

কুণ্ডিননগরে পুরনারীগণ বরদর্শনার্থে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথ বিশোভিত করিল। 'এই নল আগমন করিতেছেন' এই বলিয়া কোন রমণী বেগে অঙ্গুলিত হস্ত উত্তোলন করিয়া সখিকে দেখাইতে লাগিল, তৎকালে তাহার হস্তের কঙ্কণ কোটিতে সংলগ্ন মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া স্খলিত মুক্তাজাল দ্বারা লাজবর্ষণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিল। নলের বিবাহ যাত্রাকালে পুরনারীগণ মঙ্গলদ্রব্য হইয়াছিল, তাহাদের নখ দর্পণ, মুখ পদ্ম, হাস্য পুষ্প, বাক্য মধু ও পাণি পল্লবরূপে শোভা পাইতে লাগিল। কোন রমণী অন্যমনস্কতাবশতঃ তাম্বূলভ্রমে হস্তস্থিত কমল মুখে নিক্ষেপ করিল। কেহবা সহচরীর "তোমার ভূষণ পতিত হইয়াছে, তোমার ভূষণ পতিত হইয়াছে" এইরূপ বাক্য ও করতাড়নায় সঙ্কোলাভ করিয়া ভূষণ

সংগ্রহে তৎপর হইল। কেহ কেহ কহিতে লাগিল, "সুদ্যুম্ন নরপতি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই উর্ব্বশীপ্রিয় পুরূরবা ইঁহার সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইয়াছেন, কন্দর্পও হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে, তাঁহার শূন্য সিংহাসন বিভূষিত করিবার নিমিত্ত বিধাতা ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলেও দময়ন্তী ইঁহার নিমিত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। দময়ন্তী ইঁহাকে বরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ কেন তাঁহার নিমিত্ত ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন না? তাঁহাদিগের এরূপ লজ্জিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই উচিত ছিল। হায়। ইন্দ্র এক্ষণে কিরূপে শচীর নিকট মুখ দেখাইবেন? হে সখীগণ। দময়ন্তী সমীপে আনন্দ অপেক্ষা কীর্ত্তি প্রশস্যতর, এজন্য তিনি ইন্দ্রের দ্বিতীয় শচী হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছেন যে, কোন কবি শচীর চরিত্র বর্ণন করিবে না, কিন্তু নলকে বরণ করিলে তিনি পুণ্যশ্লোক বলিয়া সকলে তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিবে, তৎপ্রসঙ্গে স্বীয় যে কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে, তাহা স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেয়সী, এই বিবেচনায় তিনি বাসবকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বরণ করিয়াছেন। যিনি তপোবলে স্বর্গের চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই বাসবও যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই দময়ন্তী অদ্য অবনী কন্দর্প নলের সহিত মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্যের অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করুন।" পুরনারীগণ নলদর্শনে আনন্দিত হইয়া পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ।

নল বরযাত্রাবাহণপুরঃসর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিত গৌতমকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রথিগণের সহিত ভীমভবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। হরিণলোচনা চামরধারিণীগণ শশধরধবল চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল, বোধ হইল যে, তাঁহার অবদাত গুণ সকল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার

সবা করিতেছে। তৎকালে মহার্হবসন ভূষণ বিভূষিত সেনাগণ তাঁহাব পুবোগামী হওয়াতে বাসবের সুনাসীব সংজ্ঞা কেবল রূঢ় হইযাছিল। অনুগামী ভূপতিগণেব মুকুটবত্ন, বজনীর অন্ধকাব দূরীকবণার্থ প্রজ্বালিত দীপিকব ক্ষীণপভ হইল। বিদভবাজ নলেব আহ্বানার্থ যে সমস্ত ভূপালকে দূতরূপ পেবণ কবিত লাগিলেন তাঁহারাও আসিযা নলের সেনা সংখ্যা বর্দ্ধিত কবিতে লাগিল

এইরূপে গমন কবিযা নল ভীমেব প্রতীহাব ভূমি নযনগোচব কবিলেন, তথায দ্বাব নিবদ্ধ হস্তিকুল কর্ণ সঞ্চালনপূর্ব্বক যেন তাঁহাকে আহ্বান কবিতে ছিল এবং উভযপার্শ্বস্থিত কদলীতরু সমীবণভবে সঞ্চালিত হইযা যেন তাঁহাকে কুশলপ্রশ্ন কবিতেছিল। নল ও ভীমেব সৈন্যগণ সেই দ্বাব ভূমিতে মিলিত হইযা স্ব স্ব প্রভুব নিদেশ বশতঃ স্বাভাবিক জিগীষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পব অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ কবিতে লাগিল, তৎকালে তাহাদেব আনন্দসূচক বাক্য সমূহ কোলাহল সমুত্থিত হইল। ভীমতনয দম পূর্ব্বে বান্ধবগণকে নলেব সম্মান কবণার্থে প্রেবণ কবিযা পবে স্বযং সমাগত হইলেন এবং বিনীতভাবে অবস্থিত নলকে রথ হইতে অবতাবণ কবিয়া স্বযং পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক বাজভবনে প্রবেশিত কবিলেন।

বাজা ভীম জামাতাকে সমাগত অবলোকন করিযা হর্ষভবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে, সমুদ্র গঙ্গাপ্রবাহেব ন্যায আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তব ক্রমে কমনীয কান্তি কন্যা তাঁহাকে যথাশাস্ত্র দান কবিলেন। পরিণয বিধি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভেশ্বব জামাতাকে কামদ চিন্তামণি মালা, ভবানীব স্মরনাশক খড়্গ সদৃশ খড়্গ যমজিহ্বা সদৃশী ছুবিকা, দূতা প্রেবণ সময়ে বাহু যাহা উপাযনরূপে পেবণ কবিযাছিলেন, সেই সর্ব্বত্র তুল্যগামী বথ, বরুণের প্রেরিত উচ্চৈ শ্রবঃ সদৃশ অশ্ব ইন্দ্র প্রেবিত মাণিক্যময নিষ্ঠীবনাধাব, দানবদত্ত হবিন্মণিনির্ম্মিত বিশাল ভোজনপাত্র ঐবাবতসদৃশ গজ ও অন্যান্য বহুতব যৌতুক প্রদান কবিলেন। পূর্ব্বে যে অগ্নি বাম হওয়াতে দময়ন্তী স্তবাদিদ্বাবা প্রসন্ন কবিযা দক্ষিণ কবিযাছিলেন, এক্ষণে নল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। বৈবাহিকবিধি সমাপ্ত হইলে নল দময়ন্তীব সহিত বহুগবাক্ষ সমন্বিত বমণীয় কৌতুকাগাবে প্রবেশ কবিলেন।

এদিকে কন্যাযাত্রিকগণ বরযাত্রিকগণের সহিত বিবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। কোন বরযাত্রিক নরপতি হরিণ্মণিনির্ম্মিত ভোজন পাত্রে আহার সময়ে তাহার কিরণে শাকভ্রান্তি বশতঃ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে কোন কন্যাযাত্রিক তাঁহার সংশয় অপনোদন করিলে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পরিবেশনকালে পরমান্নের উপরে ধারাপ্রবাহরূপ ঘৃত নিক্ষিপ্ত হওয়াতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া উভয়পার্শ্বস্থিত পরমান্ন ঘৃতকুল্যার সৈকত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনুষ্যগণ যদিও অমৃত পান করে নাই, তথাপি বোধ হয় ঘৃত অমৃত অপেক্ষা অধিক মধুর, এজন্য দেবগণ অমৃতপায়ী হইয়াও অগ্নিদুর্গন্ধীকৃত ঘৃতপানে অভিলাষ করেন। সূপকারগণের পাকনৈপুণ্য বরযাত্রিকগণের আমিষে নিরামিষ ও নিরামিষে আমিষ ভ্রম হইতে লাগিল। কেহ কেহ তুষার শীতল অগুরুগন্ধযুক্ত বারি যথেচ্ছ পান করিয়া বারম্বার কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! তুমি যে অমৃততুল্য ও প্রাণধারণ হেতু সলিলের অমৃত ও জীবন-সংজ্ঞা করিয়াছ, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু ইহার সর্ব্বতোমুখ সংজ্ঞা বৃথা হইয়াছে, কেননা তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে মুখ করা উচিত ছিল, নচেৎ আমরা একমুখে ইহাকে পান করিয়া কিরূপে তৃপ্তি অনুভব করিব?" ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে বিদর্ভরাজ প্রত্যেককে বহুমূল্য বস্ত্রজাত প্রদান করিলেন। বরযাত্রিকগণ এইরূপে ভোজনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ছয় দিবস ভীমভবনে অবস্থান করিলেন।

নলও ছয় দিবস বিদর্ভরাজনিলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সপ্তম দিনে দময়ন্তীর সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বভবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সারথি বার্ষ্ণেয় অশ্বচালনা করিতে লাগিল। কন্যা ও জামাতা বিদায় গ্রহণ করিলে ভীম ও তাঁহার মহিষী সর্ব্বগুণসম্পন্ন জামাতার নিমিত্ত যেরূপ বিষণ্ণ হইলেন, চিরপ্রতিপালিতা দুহিতার জন্য সেরূপ হইলেন না। তড়াগ কল্লোল যেরূপ তট পর্য্যন্ত বায়ুর অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মহারাজ বিদর্ভেশ্বর স্বীয় নগরীর প্রান্ত পর্য্যন্ত নলের অনুগমন করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে নলকে প্রীত করিয়া তাঁহার নমস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আগমনকালে অশ্রুপূর্ণ লোচনে দময়ন্তীকে

কহিলেন, "বৎসে। এতদিন পিতৃসেবা তোমার ধর্ম্ম ছিল, পিতার সন্তোষই পরমধন ছিল। এক্ষণে আমি আর তোমার কেহ নহি। নলই তোমার নিখিল অভীষ্ট বিষয়। দময়ন্তী বহুকালে পিতৃবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইলেন বটে কিন্তু নলের প্রণয় বারিধিতেও তাহার মাতৃবিয়োগ দুঃখ বাড়বা নল শান্ত হইল না।

অনন্তর নল বহুমার্গ অতিক্রম করিয়া স্বীয়রাজধানী নয়নগোচর করিলেন। বোধ হইল যেন নগরী তোরণবিরাজিত ইন্দ্রনীল মণিজালে বিভূষিত হইয়া প্রাসাদশিখর গ্রীবা উন্নত করতঃ নিজ প্রিয়ের আগমন দর্শন করিতেছে। নল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল পুরবাসীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বহির্গত হইল। মন্ত্রিগণ পুরোগামী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট নিজ স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত বর্ণন ও নিজ রাজ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারীগণ আগমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। পুরনারীগণ অট্টালিকা শিখরস্থিত গৃহের গবাক্ষ দ্বারা নবাঢ়া দময়ন্তীর রূপ লাবণ্য দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর নিষধেশ্বর দময়ন্তীনিমিত্ত নির্ম্মিত নূতন অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে পুরবমণীগণ লাজবর্ষণ করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন স্বর্গ হইতে অপ্সরোগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সমাপ্ত হইলে ইন্দ্রাদিদেবগণ পৃথিবীতে আগমনের শ্রম বৃথা হইল ভাবিয়া সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় যথাগত প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাকে সৎ শিষ্যে প্রদান করিলে যেরূপ অনুতপ্ত হইতে হয় না, সেইরূপ দময়ন্তী তাঁহাদের মনোহারিণী হইলেও নলকে প্রদান করিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইলেন না। দেবগণ স্ব স্ব কামগামীরথে আরোহণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রথ সকল বায়ুবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহারা অতি দূরবর্ত্তী হইলে তাঁহাদিগের অন্য ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্‌ভূত অণিমাই যেন স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে জলদজাল ধ্বজাগ্রমিলিত বিদ্যুৎ দ্বারা পতাকাশোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, ইন্দ্রচাপ ক্ষণকাল সমীপবর্ত্তী জলধর সমূহের ভূষণস্বরূপ হইল, বজ্রও ঘনসলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল, বোধ হয় সেই সময় হইতেই মেঘসকল বজ্রযুক্ত হইয়াছে। সরস্বতী বীণাবাদন করিয়া দেবগণের কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে গমন করিতে করিতে দেবগণ অবলোকন করিলেন যে কতিপয় ব্যক্তি আগমন করিতেছে, নির্লজ্জ, নির্ভয় পামর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যাহার পার্শ্বচর, যে সর্ব্বজন বিজয়ী, যে ললনা শায়কে ঈশ্বরসৃষ্ট নিখিল জগৎ পরিতপ্ত করে, সেই কন্দর্প তাহাদের পুরঃসর হইয়াছে। কন্দর্পকে অবলোকন করিয়া দেবগণের নলদর্শন প্রীতলোচনের স্ববৈদ্য দুশ্চিকিৎস্য বিরাগভাব পরিলক্ষিত হইল। অনন্তর দেখিলেন যাহার প্রভাবে বাহ্য ও অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়গণের অজ্ঞান বিকাশ পায়, যে কন্দর্পজয়ে কুপিত মহাদেবকে পরাভূত করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে, যে রুদ্ররূপী দুর্ব্বাসার দুগম হৃদয়দুর্গ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সপ্তলোক শাপাগ্নিতে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, যে কন্দর্পশায়কে পীড়িত হয় না, যাহার সেবকগণ ভ্রূকুটী করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস করে এবং নয়ন অরুণবর্ণ করিয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করে, সেই ক্রোধ আগমন করিতেছে, তাহার শরীর কম্পমান, উত্থানশীল ও রক্তবর্ণ, সে সম্মুখে যাহা পাইতেছে তাহাই দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। পরে দেখিলেন, যে প্রার্থনা নিমিত্ত ধনবানের নিকট হস্তদ্বয় বিস্তার করতঃ প্রার্থনা-ভঙ্গভয়ে স্বীয় অভিপ্রায় বাক্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া ইঙ্গিতে

ব্যক্ত করে, যাহার সেবকগণ প্রায়ই দীন, তস্কর, অপরিমিত আহারনিবন্ধন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, অপরকে ভোজন করিতে দেখিলে সমস্ত ভোজন করিল বলিয়া বিবেচনা করে এবং কে কি দ্রব্য আহার করিতেছে দর্শন করে, যাহার প্রভাবে ধনিগণ দান করে না, নির্ধন লোকে স্নেহ ও অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিজ স্ত্রী পুত্র ধনবানের নিকট বিক্রয় করে, যে নিজে পঞ্চ মহাপাতকের আশ্রয়, এজন্য এক অথবা দুই মহাপাতকের কারণ ক্রোধ ও কামকে তৃণতুল্য বোধ করে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় আশ্রয় হইলেও অনেক সময় রসনা অবলম্বন করিয়া থাকে সেই ক্রোধ আগমন করিতেছে। অনন্তর যে পিতা মাতা প্রভৃতির সদুপদেশ শ্রবণ করে না, যে অন্যান্য বিষয় সত্ত্বেও রঞ্জিত অপ্রামাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে না, যাহার সেবকগণ মূর্খ ও বিলাসী এবং স্ত্রী পুত্রাদিরূপ কর্দমে নিমগ্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও সংসার সমুদ্র তারক ঈশ্বরের স্মরণ করে না, যে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বামিত্র প্রভৃতির উজ্জ্বল অন্তঃকরণ কজ্জলবৎ মলিন করিয়াছে, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীগণ গৃহস্থের ন্যায় ক্রোধ, লোভ ও কাম যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, যে সাবধানগণেরও অবিবেকস্বরূপ, চক্ষুষ্মানগণের অন্ধতা, বেদাধিগম সত্ত্বেও অজ্ঞানরূপ জড়তা, আলোকে ও অন্ধকারস্বরূপ, সেই অজ্ঞানময় মোহ দেবগণের নয়নপথের অতিথি হইল। তাঁহারা পূর্ব্বপরিচয়বশতঃ কামাদিকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু পাপকঞ্চুকে শিখা পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ অপর কয়েকজনকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিলেন না।

ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের মধ্য হইতে এক নাস্তিক কর্কশবাক্যে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির নিন্দা করিতে লাগিল। দেবগণ সেই নাস্তিকের মর্ম্মভেদী বাক্যে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং যুক্তিবলে তাহার নাস্তিক্যমত খণ্ডন করিয়া দিলেন। চার্ব্বাক দেবগণের ক্রোধ অবলোকনে ভীত ও স্তব্ধ হইয়া কহিল, "হে দেবগণ। আমি পরাধীন, এজন্য অপরাধী নহি, আমি কলির স্তুতিপাঠক, সুতরাং যাহা তাহার প্রিয়, তাহাই বলিতে হয়, না বলিলে দণ্ডিত হইতে হয়, অতএব আপনারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না।' চার্ব্বাক এই বলিয়া বিরত হইল। অনন্তর দেবগণ সম্মুখে রথস্থিত দ্বাপর ও কলিকে নয়নগোচর করিলেন। কলিও

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মুর্ত্তিমান পাপে পরিবৃত হইয়া নারকীর ন্যায়, অপূর্ব্ব শোভা-সম্পন্ন দেবগণকে দর্শন করিতে লাগিল। সে যদিও পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের দর্শনে তেজঃ দূরীভূত হওয়াতে অবজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। ব্রাহ্মণ যেরূপ মদিরাসক্ত চণ্ডালের সহিত আলাপ করিতে কিম্বা তাহাকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিতেও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, দেবগণও সেইরূপ কলিকে দর্শন করিতে ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে সবিভ্রমে তাঁহাদিগের সমীপে আগমন করিয়া কহিল, "হে বাসব। তোমার কুশল ত? হে অনল! তোমার চিত্তের ক্লেশ নাই ত? হে সখে যম! তুমি সুখে আছ ত? হে বরুণ! তুমি আনন্দে কাল-যাপন করিতেছ ত? আমরা স্বয়ং বরোৎসবে দময়ন্তীকে বরণ করিবার নিমিত্ত যাইতেছি। এক্ষণে আদেশ কর আমরা তথায় গমন করি।"

দেবগণ অকারণে অত্যন্ত গর্ব্বিত কলিকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করত 'এ স্বয়ম্বরের কথা কি বলিতেছে' এই ভাবিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং 'এই পাপিষ্ঠের সহিত কিরূপে আলাপ করিব' ক্ষণ কাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন, হে কলে! বিধাতা তোমাকে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি 'আমি স্বয়ম্বরে গমন করিতেছি' এরূপ বাক্য পুনর্ব্বার বলিও না। তুমি ব্রতভঙ্গ করিয়াছ শ্রবণ করিলে বিধাতা তোমাকে গুরুদ্রোহী পুত্র বলিয়া জানিবেন। অথবা তিনি জানিলেই বা তোমার ক্ষতি কি? তোমার কামক্রোধাদি সেবকগণও বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সুতরাং তুমি যে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? একজন ব্যতীত সমস্ত ত্রিলোকী-যুবকের গর্ব্বনাশক এবং আমাদিগের আগমনের অপাদানকারক সেই স্বয়ম্বর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমরা কৌতুক দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলাম। বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ অনুরক্ত হইলেও দময়ন্তী তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সার্ব্বভৌম নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তিনি নাগগণকে বিরূপ, অন্য পার্থিবগণকে চাপল্য ও নির্গুণত্বহেতু বানর এবং অচতুর বলিয়া দেবগণকে পামর বিবেচনা করিয়া নলকেই গুণোজ্জ্বল স্থির করিয়াছেন।

কলি দেবগণের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রলয়কালীন রুদ্রতুল্য হইয়া কহিতে

লাগিল, "হে দেবগণ! ব্রহ্মা গায়ত্রী প্রভৃতির সহিত সুখে বিহার করুন, তোমরাও রম্ভা প্রভৃতি স্ত্রীগণের সহিত স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর, কেবল কলি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক, অধিক কি, আমি যদি পরলোকগত হই, তাহা হইলে তোমাদের আরও প্রীতি হয়, তোমাদের এ নিয়ম অতি চমৎকার। তোমরা অন্যকে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান কর, কিন্তু নিজে যে পাপকার্য্য কর, তাহা শ্রবণ করিতে কর্ণেরও ভয় হয়। স্বয়ম্বরে নল পৃথিবীর লক্ষ্মীভূতা দময়ন্তীকে লাভ করিয়াছে এবং তোমরাও ত্রিলোকীর সমস্ত লজ্জা লাভ করিয়াছ, অতএব নলের ও তোমাদিগের লাভ তুল্যই হইয়াছে। এই নিমিত্ত দূর হইতে আমাদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জায় মুখ দেখাইতে না পারিয়া বিমুখ হইয়াছিলে। তোমরা নলবরণ অবলোকন করিয়াও কেন উদাসীন হইয়াছিলে? ক্রোধোদ্দীপ্ত লোচনে সেই তোমাদের অনাদর-কারিণী দময়ন্তীকে ভস্মসাৎ করিলে না কেন? হায়! দময়ন্তী উত্তম ব্যক্তিকে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াও মহাবংশীয় তোমাদিগকে অবজ্ঞা করত চঞ্চল প্রকৃতি নলকে বরণ করিল কেন? যে তোমাদিগের কর্তৃক প্রার্থ্যমানা দময়ন্তীকে বিবাহ করিয়া তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, সেই নিঃসার নলকে তোমরা কিজন্য ক্ষমা করিলে? এই অগ্নি কাষ্ঠরাশি আশ্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহের সাক্ষী হইয়াও কেন কূটসাক্ষীর কার্য্য করিলেন না? তোমরা তেজস্বী হইলেও চন্দ্রের ন্যায় ক্ষমা তোমাদের কলঙ্কের হেতু হইয়াছে। দময়ন্তী যাহাকে বরণ করিল, তোমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমার উপর ঈর্ষাযুক্ত হইতেছ কেন? আজ্ঞা কর, আমি প্রতারণা পূর্ব্বক অদ্যই সেই নলের নিকট হইতে দময়ন্তীকে আনয়ন করিব। তোমরা আমার সাহায্য কর, আমরা পাঁচজনে মিলিয়া সেই দময়ন্তীকে বিবাহ করিব।"

অনন্তর সরস্বতী কলির মূর্খতা সহ্য করিতে না পারিয়া পরুষবাক্যে কহিলেন, 'হে কলে! নল দময়ন্তী প্রার্থী হইয়াও ইঁহাদিগের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট গমন করিয়াছিলেন, এজন্য ইঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দময়ন্তী কার্ত্তি ও বরদান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। হে মন্দবুদ্ধে! তুমি সামান্য বুদ্ধিতে ইঁহাদের বচনচাতুর্য্য বুঝিতে পারিতেছ

না?” অড়জিহ্ব কলি সরস্বতী বাক্যের প্রত্যুত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিহাস পূর্ব্বক দেবগণকে কহিল, “হে দেবগণ। সম্প্রতি আমিও দময়ন্তী অভিলাষ পরিত্যাগ করিলাম। নলের প্রতি আমার দয়ার লেশও হইতেছে না। স্বয়ম্বর হইয়া গিয়াছে, আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম না সুতরাং এক্ষণে আর কি করিব? তবে যাহা করিব স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। হে বিজ্ঞগণ। আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি নলকে দময়ন্তী ও রাজ্য পরিত্যাগ করাইব। ত্রিভুবনের লোক সকল সূর্য্যের কুমুদ বৈরবৎ নলের সহিত আমার বিরোধ কীর্ত্তন করুক।” দ্বাপর কলির বাক্য শ্রবণ করত সাধুবাদ দিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রদীপ্ত করিল।

অনন্তর নমুচিঘাতী কর্ণে হস্তার্পণ করত কলিকে কহিতে লাগিলেন, “হে কলে। আমরা তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। মহৎ ব্যক্তিকে অল্প বস্তু দান করিলে লজ্জিত হইতে হয়। অতএব যে নলকে চতুর্ব্বর্গ দানও অল্প পরিমিত, তাঁহাকে কেবলমাত্র দময়ন্তী দান করিয়া আমরা সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। হে কলে। যিনি নিষধদেশের সুধাকর স্বরূপ ও লোকপালসদৃশ, রাগদ্বেষাদিশূন্য নির্ম্মল বুদ্ধি সম্পন্ন সেই নলের সহিত তোমার বিরোধোদ্যোগ ভাল হইতেছে না। নল নিখিল ধর্ম্মা নুষ্ঠানপর, এজন্য আমরা তাঁহাতে তোমার ও দ্বাপরের প্রবেশাবসর দেখিতেছি না। ভ্রান্তি স্ববিরোধি প্রমাজ্ঞানের ন্যায় তুমি অকারণে বৈরাচরণ দ্বারা বিনয়াদি গুণসম্পন্না দময়ন্তীকে কেন পীড়িত করিবে? সত্য ও ত্রেতাযুগ সেই ধর্ম্মৈকনিরত নল বা দময়ন্তীর সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে, তুমি ও দ্বাপর তাহাদের কি করিবে? তুমি এক্ষণে যদিও নলের অপকার কর নাই, তথাপি ‘আমি নিশ্চয়ই তাহার অপকার করিব’ এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও দূষিত হইতেছ, তাঁহার অপকার করিলেত কথাই নাই। আমাদের বোধ হয় যে, তুমি নলের কোন অপকার করিতে পারিবে না, কারণ কার্য্যীয় দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ সকল তোমার আয়ত্ত নহে। যদি সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি তাহার কারণ নহ, নলের দুরদৃষ্টকেই তাহার কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃও সেই অনপকারী পুণ্যশ্লোকের অপকার করিবে, সে শীঘ্রই তজ্জন্য দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

ে শেষযুগ। সেই নলের প্রতি তোমার এরূপ দ্বেষ যুক্তিযুক্ত নহে, তাঁহার সহিত বিরোধ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। তুমি 'পরাজয় নিমিত্ত নলের সমীপে গমন করিব' এই অশোভন রাজসজ্জান পরিত্যাগ কর। তুমি তাঁহার সভায় গমন করিলে উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব এই স্থান হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হও। তুমি নিষধদেশে গমন করিয়াও সহসা নল ও দময়ন্তীকে পরাভব করিতে পারিবে না। ইন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে বহ্নিপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন কিন্তু যুগদ্বয় বাসববাক্য স্বীকার করিলেন না।

দেবগণ তৃতীয় ও চতুর্থ যুগকে নলাপকারে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া ত্রিদিবে প্রস্থান করিলেন। আত্মসঙ্গী কলিও বামাদিকে পরাবৃত্ত করিয়া কেবলমাত্র দ্বাপরের সহিত নলের নিগ্রহনিমিত্ত নিষধদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। কলি নিষধদেশে উপস্থিত হইয়া অকালে নলের রাজধানীতে প্রবেশ করিল। সে প্রথমে দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতেছিল, কিন্তু শ্রোত্রিয়গণের উচ্চারিত বেদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে তাহার গতি ভঙ্গ হইল। সে ঐ নগরী যজ্ঞযূপসমাকীর্ণ দেখিয়া শঙ্কুসমাকীর্ণ ও ধার্ম্মিক বেষ্টিত দেখিয়া সর্পবেষ্টিত বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠিত পূজাকার্য্য দর্শনে অত্যন্ত মর্ম্ম নিপীড়িত হইয়া আশ্রয় লাভার্থে সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু কি গৃহস্থের গৃহে কি বানপ্রস্থ পরিব্যাপ্ত কাননে কি ভিক্ষুসাশ্রমে দেবালয়ে কুত্রাপি আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইল না, অবশেষে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নলের প্রাসাদসমীপবর্ত্তী উপবনে প্রবেশ করিল। তথায় এক অত্যুচ্চ বিভীতক বৃক্ষে নিজের বাসস্থান কল্পনা করতঃ অহরহ নল ও দময়ন্তীর দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত হৃদয় হইয়া বাস করিতে লাগিল। বহুকাল গত হইল, কিন্তু কলি নল বা দময়ন্তীর কোন দোষ দেখিতে পাইল না। দ্বাপরও সকলে কখন একজনের প্রশংসা করে না অতএব কেহ না কেহ নলের নিন্দা করিবে এই দুরাশায় নলের রাজধানী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ।

নল স্ত্রীরত্ন ভূতা দময়ন্তীকে লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যে নলের কণ্ঠস্থিত চিন্তামণি মালা প্রভাবে উপস্থিত প্রার্থ্যমান পদার্থ নিকরে সুমেরু পর্ব্বতকে তৃণতুল্য বিবেচনা করিত, যাহার অভ্যন্তর অগুরুগন্ধে ধূপিত হইত এবং সমীরণ গবাক্ষ স্থাপিত কপূর ও চন্দন চূর্ণের মিশ্রণে শীতল ও সুগন্ধ হইয়া যাহাকে অত্যন্ত শীতল করিত অতি সুরভি তৈলপূরিত দীপশ্রেণীতে যাহার অভ্যন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হইত, যাহার মণিময় কুট্টিম সকল কুঙ্কুম ও কস্তূরীপঙ্কে বিলেপিত, কপূরবাসিত জলে প্রক্ষালিত ও মৃদুসুগন্ধি মালতী প্রভৃতি কুসুমমালায় বিশোভিত হইত, যে স্থানে কুসুমশয্যা নলের নিদ্রাকালীন পার্শ্বপরিবর্ত্তনে মর্দ্দিত হইয়া শোভন গন্ধ বিস্তার করিত, যাহার সমীপবর্ত্তী উদ্যানের প্রফুল্ল মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমের গন্ধ মিলিত হইয়া দময়ন্তীর নাসাপুটের তৃপ্তিসাধন করিত, যাহাতে প্রভঞ্জন শুকচঞ্চুচ্ছন্ন সহকার পুষ্পের মকরন্দ উপহারে নলের নিশ্বাস বায়ুর সেবা করিত, যাহার কোন স্থান স্বর্ণ নির্ম্মিত কোন স্থান বা রত্ন নির্ম্মিত ছিল এবং কোন স্থান বিবিধ চিত্রপট সুরঞ্জিত ও কোন স্থান ক্ষণিক আলোক ও ক্ষণিক অন্ধকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দৃষ্ট হইত, যাহার ভিত্তিমধ্যস্থিত অদৃশ্যদ্বার গর্ভগৃহে স্থাপিত মানবগণের সঙ্গীতাদিধ্বনি শ্রবণ করিয়া লোকে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাতে অন্ধকারময় রজনীতে ভিত্তি খচিত রত্নজালের কিরণ পরম্পরা চন্দ্রিকার ন্যায় শোভা পাইত, জলযন্ত্র-বিনির্গত ধারাসম্পাতে গ্রীষ্মকালেও যাহার সন্তাপ বিদূরিত করিত, যাহার শারদীয় পৌর্ণমাসী রজনী সদৃশী কান্তি উড্ডীয়মান পারাবত পংক্তির ছলে জগৎ উজ্জ্বল করিত, তপোভঙ্গার্থ সমাগত অপ্সরোগণ দ্বারা পরিবৃত ঋষিগণের চিত্রপট যাহার ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত থাকিয়া অর্দ্ধপূ

শোভা বিস্তার করিত, নিষধেশ্বর সচিবের হস্তে রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া সেই রমণীয় প্রাসাদে দময়ন্তীর সহিত পরমসুখে অহোরাত্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

প্রভাতে বৈতালিকগণ নলের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। তাহারা কহিতে লাগিল হে মহারাজ। আপনার জয় হউক জয় হউক। আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অলস ও অর্দ্ধোন্মীলিত লোচনে এই প্রাতঃকালীন সুষমা অবলোকন করুন। প্রাচীদিক্ অন্ধকারাপগমে নির্ম্মলতা ব্যপদেশে প্রতীচীগামী নিরঙ্কুশ সুধাকরকে অবলোকন করিয়া যেন হাস্য করিতেছে। এক্ষণে অরুন্ধতী প্রভৃতি ক্ষুদ্র তারকাগণ পূর্ব্বের ন্যায় নয়নগোচর হইতেছে না। দিবাকর কিরণজাল অহমহমিকায় গগনতল আশ্রয় করিতেছে ক্ষীণপ্রাণ অস্তগমনোন্মুখ নিশানাথও রজনীর অন্ধকারের সহিত সংগ্রামকারী স্বীয় কিরণের পরিশ্রান্তি প্রকাশ করিতেছে। অন্ধকার লাক্ষারক্ত সূর্য্য কিরণে মিলিত হইয়া হংসের চপলবক্র চঞ্চুপুটে সংলগ্ন কর্দ্দমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রজনীর প্রালেয় সলিল কুশাগ্রে সঞ্চিত হইয়া ছিদ্রকর্ম্ম নিপুণ মণিকার কর্ত্তৃক বেধনশলাকা সংযোজিত মুক্তাফলনিকরের সদৃশ হইয়াছে। হে মহারাজ। আপনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া অবলোকন করুন শশধর দিনকরকে কিরণশ্রেন দ্বারা ধ্বান্তবায়সগণকে বিনাশ করিতে অবলোকন করিয়া নিজক্রোড়স্থিত শশ বিনাশভয়ে পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন, সূর্য্যের মৃগয়া ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া তারা পারাবত সকলও পলায়ন

করিয়াছে। পূর্ব্বে গগনাঙ্গণ দেবগণের ছিন্নহার হইতে স্খলিত মুক্তার ন্যায় সদৃশ তারকা নিকরে পরিপূরিত হইয়াছিল এক্ষণে সহস্র কর প্রাভাতিক সম্মার্জ্জন শোধন করাতে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে মহারাজ। রাত্রিতে অনাহারনিবন্ধন ক্ষুধার্ত্ত দুগ্ধপানেচ্ছু অশ্বশাবকগণ বারম্বার পুচ্ছদেশ কম্পিত করিয়া মধুর হ্রেষা রব করিতেছে, অশ্বগণও শয়নস্থান হইতে উথিত হইয়া হ্রেষারবে সৈন্ধবশিলা লেহনে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। হে তপোময়। সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া প্রাত কালীন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করুন। এক্ষণে আকাশ অঙ্গবিলগ্ন দিবাকরকরে স্বীয় কুঙ্কুমালেপন সম্পাদন করিতেছে এবং শ্রী মুদণোন্মুখ কুমুদবন হইতে বহির্গত হইয়া বিকাশোন্মুখ কমলবনে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। সরোবরে কমলিনীসকল এক্ষণে যেন তটবিটপস্থিত বিহঙ্গমগণের কলকল শব্দে কমললোচন উন্মীলন করিয়াছে। অলিকুল অনতিশিথিল কমলমুখে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ মকরন্দ মুখে লইয়া প্রেমভরে স্ব স্ব জায়ার নবান্ন ভাজন সম্পাদন করিতেছে। যে সকল মধুকর রজনীতে কমলকোষে বদ্ধ ছিল তাহারা এক্ষণে কমলক্রোড় হইতে নির্গত হইয়া সহচরগণের সহিত মধুপান করিতেছে। দিবসবল অন্ধকার অপগমে ও সরসী সকল কমলবিকসনে শূন্য হইয়াছে। স্বামিবিয়োগ রজনী বিয়োগী চন্দ্র এবং তাপ নিজচিত্ত হইতে স্ব্যাকাষ্মণিতে প্রবেশোন্মুখ হওয়াতে চক্রবাক এক্ষণে ক্রীড়া সরোবরে বারম্বার চক্রবাকীকে আহ্বান করিতেছে। নৃপশ্রেষ্ঠ। আকাশে গমনকালে দিনকরের গমন দ্বারা তিমির সমুদ্র পান করিবার সময়ে অঙ্গুলি বিবর হইতে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রভাতকালে পরিমললোভে উড্ডীয়মান মধুকরকুল সূর্য্যের কুঙ্কুমরক্ত সরোবর তটসমীপচারী তরঙ্গকিরণ মিশ্রিত হইয়া গুঞ্জাফলের ন্যায় রমণীয় হইয়াছে। সারাবর সূর্য্যের তরুণ কিরণে রক্তবর্ণ মধুলোভে কমলে নিপতিত অলিশ্রেণীতে কৃষ্ণবর্ণ ও কমলকলিকা সমূহে শ্বেতবর্ণ হওয়াতে কর্ব্বুরবর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। যদি আপনি সূর্য্যের প্রতি ভক্তিমান হন তাহা হইলে হে মহাস্তিক। শীঘ্র তাঁহার পূজা করুন। এই সময়ে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উপস্থান মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলাঞ্জলি

নিক্ষেপ করিলে তাহা বজ্রতুল্য হইয়া মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। কে আচ্ছাদনী তিমিরশ্যামলা রজনীশিলা অপনীত করিবা বহু রক্তকিরণ মাণিক্যের উৎপত্তি ভূমি উদয়পর্ব্বত সানুস্থিত সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে বলিতে পারি না। পিতামাতা কৃষ্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ পত্র প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিলে অপত্যের শরীর শ্যামবর্ণ হয়, এই পণ্ডিত বাক্য নিশ্চয়ই সত্য, এজন্য সূর্য্য উজ্জ্বল কান্তি হইলেও কেবল অন্ধকার ভোজন করেন বলিয়া তাঁহার অপত্য যম যমুনা ও শনৈশ্চরের শরীর কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছে। যিনি শীতপীড়িত প্রাণিগণের সুখোদয় নিমিত্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আতপ দান করেন গ্রীষ্মকালীন তীক্ষ্ণকিরণে জীবগণের মুখমণ্ডল ম্লান হইলে বর্ষাজল দান করেন অনন্তর জলভীতগণের নিমিত্ত শারদীয় তাপ দান করেন এবং শারদীয় তাপ পীড়িত প্রাণিগণের সুখের জন্য হেমন্তকালে হিম দান করেন যিনি অপরের হিতার্থে পুন পুনঃ এইরূপ শীত তাপাদির আবৃত্তি করেন, সেই ভগবান্ দিবসকর উদিত হইতেছেন। সূর্য্য তিমির নাশ করেন ও অশ্বগণের মূর্চ্ছা দূরীভূত করেন, অতএব বোধ হয় ইঁহার তনয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার নিকট হইতেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ত্রিদশনিলয়ে চিকিৎসা করিতেছেন। সূর্য্য পূর্ব্বাদিদিকের উৎসঙ্গস্থিত অন্ধকার ক্ষণকালমধ্যে বিনাশ করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ছায়ারূপে তরুতলস্থিত অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইঁহার বিদ্রুম রক্ত কিরণজাল দণ্ডের ন্যায় গবাক্ষ প্রভৃতির বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলিবৎ রমণীয়তা ধারণ করিতেছে। হে মহারাজ! সেই কিরণ সকল মধ্যে পরিভ্রমণশীল রজকণনিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিশ্বকর্ম্ম কর্তৃক শাণচক্রে আরোপিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুমুদকুল পূর্ব্বে কমলাকরে পত্রনেত্র প্রসারিত করিয়া রাত্রির প্রহরিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল এক্ষণে তাহারা সূর্য্যকিরণে মুদিত হইয়া অন্তর্গত ভ্রমর গুঞ্জন কণ্ঠশব্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। এক্ষণে কাক সর্ব্বদা কৌ কৌ শব্দ করিয়া পাণিনীয় তাতঙ আদেশের স্থান জিজ্ঞাসা করাতে কোকিল তুহি তুহি বলে তাহার উত্তর দিতেছে।’

এই সময়ে অন্তঃপুরসঞ্চারিণী সখীগণ কতকগুলি ভূষণ বৈতালিকগণের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক কহিল, "হে বৈতালিকগণ! তোমাদিগের প্রভাত বর্ণনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বৈদর্ভী প্রসাদস্বরূপ এই ভূষণ সকল তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।" তাহারা পরমানন্দসহকারে সেই সমস্ত ভূষণ গ্রহণ করিল, অনন্তর দেখিল যে, মহারাজ নিষধেশ্বর মন্দাকিনী সলিলে প্রাতঃস্নান সমাপন পূর্ব্বক দময়ন্তী বিবাহকালে প্রাপ্ত পুষ্পক সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, এজন্য দময়ন্তী তাহাদের সম্মাননা করিলেন।

বিংশ সর্গ।

নল বায়ুসদৃশ বেগগামী রথে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অট্টালিকার নানাবর্ণমণিখচিত কুট্টিমসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রথ হইতে অবরোহণ করিলে দময়ন্তী তাঁহাকে সমাগত অবলোকন করিয়া প্রভাতে পশ্চিম সমুদ্রলহরী চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নল মন্দাকিনীর স্বর্ণকমল অপেক্ষাও দময়ন্তীর বদন সৌন্দর্য্যের আধিক্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী নলার্পিত মন্দাকিনী স্বর্ণকমল হস্তে ধারণ করিয়া কমলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি প্রিয় নলের সাদরার্পিত একটী পদ্মকেও বহু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, এজন্য সেই একবরাটক পদ্মকে এক লক্ষভাবে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নল দময়ন্তীকে "প্রিয়ে! আমার প্রাতঃকৃত্য অবশিষ্ট আছে" এই বলিয়া উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলে দময়ন্তীও, লক্ষ্মীকুমুদবন হইতে

কমলিনীর ন্যায় সখীগণ সমীপে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অবশিষ্ট পাত্তঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যে স্থানে সখীগণের সহিত দময়ন্তী উপবিষ্টা আছেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দময়ন্তীও তাঁহার সখীগণের সহিত নানাপ্রকার হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইল। বৈতালিক বনিতাগণ দ্বারদেশ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নলকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার জয় হউক। তুমি মধ্যাহ্নতাপে সন্তাপিত হইয়া আপনার মধ্যাহ্নকালীন স্নানজল পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ভাগীরথী হইতে আনীত শঙ্খধবল সলিল আপনার কুটিল কেশকলাপ সংসর্গে যমুনা সঙ্গম শোভা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে মহারাজ! সূর্য্য আপনার ন্যায় অদ্ভুত প্রতাপে জগৎ বশীভূত করিয়া শোভা পাইতেছেন, আপনি এক্ষণে দেবাদিদেব শঙ্করের পূজা করিয়া সেই পুণ্যে ইহার ক্ষীণতেজ অবলোকন করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া নল স্নানার্থ বহির্গত হইলেন। ক্ষণকালও দময়ন্তী বিচ্ছেদ তাঁহাকে অত্যন্ত খেদযুক্ত করিল, কিন্তু মধ্যাহ্নকালীন নিত্যকৃত্য বল পূর্ব্বক তাঁহাকে দময়ন্তী বিয়োগ স্বীকার করাইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিল।

একবিংশ সর্গ।

নল দময়ন্তীর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে অন্তঃপুরের দ্বারস্থিত ভূপতিগণ প্রণামাদি দ্বারা তাঁহার সম্মাননা পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ নিমিত্ত স্ব স্ব কর অর্পণ করিয়া আপনাদিগের করদতা পুনর্ব্বার প্রমাণ করিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বস্থিত পার্থিবগণের প্রণমকালে শিরোমাল্য

স্খলিত হইয়া নলের চীনাংশুক-সমাচ্ছাদিত মার্গের কোমলতা সম্পাদন করিতে লাগিল। নল তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া স্ব স্ব দেশোদ্ভব অতি মনোহর বস্ত্রাদি উপঢৌকন দান করিল। নল অঙ্গুলিচালন ও লোচন ভঙ্গি দ্বারা সেই সমস্ত বস্ত্রাদি অন্য ভূপতিগণকে প্রদান করিতে সেবকগণকে আদেশ করিলেন।

অনন্তর নল পিতৃবৎ নবাগত ভূপতিগণকে কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বহুমানপুরঃসর তাহাদিগকে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে বলিয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ সমাগত রাজগণকে অস্ত্রকৌশল শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। পরে যে সময়ে পরিশ্রমবশতঃ তাঁহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দুজাল উৎপন্ন হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল তৎকালে তাঁহার জলাবগাহনে অভিলাষ জন্মিল। যুবতী রমণীগণ তাঁহার অঙ্গে যক্ষকর্দম মর্দন করিয়া কর্পূরবাসিত জলে তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। পুরোহিতও তীর্থসলিলে তাঁহাকে যথাবিধি স্নান করাইলেন। নিষধেশ্বর এইরূপে স্নান সমাপন পূর্বক কুশহস্ত হইয়া ভাগীরথীসলিলে আচমন করিলেন, অনন্তর বসন পরিধান করিয়া অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ললাটে গৌরবর্ণ মৃত্তিকাতিলক কেশপ্রান্ত নিঃসৃত মুক্তাফল সদৃশ জলবিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত রমণীয় হইল।

নল সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক অতি পবিত্র পথে দেবপূজা গৃহে প্রবেশ করলেন। যে স্থানে পূজার্থ আনীত কুসুমদামপরম্পরা সুবর্ণপাত্রে সজ্জিত ছিল, তাহার উপরিভাগে দ্বিরেফমালা কৃষ্ণাগুরুধূমের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল এবং উপরিভাগে পুষ্পবিতান নিবদ্ধ ছিল যে স্থানে চন্দনাধার নীলমণিপাত্র চন্দ্রগ্রাসকারী সিংহিকাতনয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছিল, যে স্থানে কস্তুরীপঙ্ক পূর্ণ রজত ভাজন শশধরের তুল্যতা লাভ করিতেছিল, যাহার একপ্রান্তে রাশীকৃত চম্পক কুসুম সুমেরু পর্ব্বতের এবং মল্লিকারাশি কৈলাস পর্ব্বতের ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করিতেছিল, যে স্থানে নৈবেদ্যাদি উপহারের অবস্থাপনবশতঃ অল্পপরিমিত ভূমিও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, মহারাজ নল সেই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া মণিখচিত পীঠে উপবেশন করিলেন।

নল প্রথমে ভক্তিভাবে দিনকরের পূজা করিয়া রক্তচন্দন কলেব বীজ মালায় সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, পরে বিকসিত যুগ্মবাদি কুসুমে শঙ্করের পূজা করিয়া তাঁহার পদযুগে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, বোধ হইল যেন কন্দর্প 'আর আমি শস্ত্র ধারণ করিব না আমি আপনার ভৃত্য, আমাকে রক্ষা করুন" এই বলিয়া স্বীয় শস্ত্র শিবের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিতেছে। শিবপূজা সমাপন করিয়া নল দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণকেতকামালা নারায়ণের বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, "হে প্রভো! আপনার স্তুতি বচনপথের বহির্ভূত, অতএব আমি আপনার যে স্তব করিব, তাহা আপনার পক্ষে নিন্দাই হইবে। হে দয়াময়! আমি যে নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, তাহা ক্ষমা করিবেন। হে স্বপ্রকাশ! মাদৃশ জড়ব্যক্তি যে আপনার বর্ণন করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা অন্ধকারের সূর্য্য তেজঃ প্রকাশে অভিলাষের ন্যায় অত্যন্ত অনুচিত। হে ভগবন! যদিও আপনি বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা স্তব ও ধ্যানে বিরত হইব কেন? চাতক অতিদূরবর্তিতাবশতঃ ধারাধরকে লাভ করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে ধারাধর তাঁহাকে জলদানে পরিতৃপ্ত করে। হে হরে! শঙ্খাসুর বেদ অপহরণ করিলে তাহার উদ্ধার বাসনায় যে সময়ে আপনি মৎস্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাগরে প্রবেশ করেন, তৎকালে আপনার পুচ্ছদেশের আস্ফালনে উদ্ধদেশে উত্থিত সমুদ্রজল গগনসম্বন্ধে ধবলতা প্রাপ্ত হইয়া মন্দাকিনীরূপে গগনে অবস্থান করিতেছে। হে ভগবন! প্রতি সৃষ্টিতে ভূমণ্ডল ধারণ করাতে যাহার পৃষ্ঠে চক্রাকার কিণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনি সেই কমঠরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধরণী ধারণ দ্বারা জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। হে হরে! আপনি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাতাল হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সমুদ্রচতুষ্টয়কে যাহার খুরবিন্যাসে সমুৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়, আপনার সেই বরাহমূর্ত্তির দংষ্ট্রা আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুক। হে নৃসিংহ! আপনি স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদের পরিত্রাণনিমিত্ত নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ

হইয়া দানবগণের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঘনগম্ভীর সিংহনাদে আমাকে রক্ষা করুন। আপনার হস্তের যে নখরূপ অঙ্কুশগঞ্চক হিরণ্যকশিপুর উদরান্ধকূপে নিমগ্ন বাসব সম্পদের উদ্ধারসাধন করিয়াছে, তাহা আমাদিগকে রক্ষা করুক। হে বামন! আপনি কপট-বাক্যে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম অনুসারে উত্তরোত্তর জন্মের গ্রহণ হেতু 'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মুক্তি' এই বাক্যের অসঙ্গতি হয়, জন্ম নিবৃত্তি না হইলে কি প্রকারে মুক্তি হইবে? এই পূর্ব্বপক্ষ হইলে আপনার প্রতি সমাধি ব্যতীত অন্য কোন সমাধি সিদ্ধান্তরূপে স্ফুরিত হয় না। হে আপ্তকাম! আপনি কি নিমিত্ত ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিতেছেন? যদি নির্ম্মাণ করিলেন, তবে কি জন্য অকারণে ভেদ করিতেছেন? যদি ইহা আপনা হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে কেন বৃথা পুনঃপুনঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে পালন করিতেছেন? লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইলেও সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আপনার চরণ, হস্ত হৃদয় ও নয়নে অবস্থিত চির পরিচিত জাহ্নবী, শঙ্খ, কৌস্তুভ ও চন্দ্র অবলোকনে স্বীয় চাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাতে অবস্থান করিতেছেন। হে বিষ্ণো! মার্কণ্ডেয় আপনার উদরে বাহ্য ত্রিজগতের ন্যায় সমস্ত বস্তু ও অন্য মার্কণ্ডেয় দর্শন করিয়া, আপনারও উদরস্থ মার্কণ্ডেয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। আপনিই তাঁহাদের উভয়ের স্বরূপ অবগত আছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব আপনার শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট হয়, সৃষ্ট হইয়া আপনার অংশভূত অহিপাত শেষের মস্তকে অবস্থিত হয় এবং আপনি প্রলয়কালে মায়া শিশুত্ব অবলম্বন করিয়া ইহাকে উদরমধ্যে স্থাপন করেন, অতএব আপনিই সর্ব্বথা জগতের অবলম্বস্বরূপ। যাঁহার সলিল ধর্ম্মোৎপত্তির কারণ, সেই গঙ্গা আপনার চরণে শোভা পান, অর্থের আদি কারণ লক্ষ্মী আপনার হৃদয়ে, কাম আপনার অধীন এবং আপনি স্বয়ংই মুক্তিপ্রদব্রহ্ম, অতএব চতুর্ব্বর্গ প্রার্থিগণের আপনাকে আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। যে সকল লোক পরিহাস প্রসঙ্গেও নরকনাশক ভবদীয় নাম উচ্চারণ করে, তাহারা নরকের ভয় করিবে কেন? প্রত্যুত নরকই তাহাদিগের নিকট হইতে শঙ্কিত হয়।

বৈষ্ণব লোকে অন্যান্য মৃত্যুকারণ অপেক্ষা দারুণ বজ্রনিপাত হইতেও ভীত হয় না, কারণ বজ্রপাতকালে হঠাৎ তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে বিনা প্রযত্নেও আপনার নাম বহির্গত হয়, তাহাতেই তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। হে বিষ্ণো! সংসারিগণের চিত্ত সর্ব্বথা শুদ্ধ হইলেও তাহাতে যে রাগাদিদোষ সমুৎপন্ন হয়, তাহা ভবদীয় ধ্যান সম্মার্জ্জনীতে দূরীকৃত হয়। হে নাথ! আপনি সূর্য্যরূপ দক্ষিণ লোচনে সকৃপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করুন এবং চন্দ্ররূপ বামলোচন দ্বারা আমার ত্রিবিধ তাপ নিবারণ করুন। হে প্রভো! আমি প্রত্যহ বিধিনিষেধরূপ ভবদীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি, হায়! তথাপি আমি এরূপ নিলজ্জ যে, মহাতপস্যা লভ্য ভবদীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তি স্বর্ণপর্ব্বত অবলোকন করিয়া বহু স্বর্ণ গ্রহণে ইচ্ছা থাকিলেও অতি জীর্ণ স্বীয় বস্ত্রখণ্ডে তদনুরূপ অল্প পরিমিত স্বর্ণ বন্ধন করে, সেইরূপ আমিও চিত্তপরমাণুতে আপনার সমস্ত মহত্ত্ব কিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইব?" নল এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করিয়া সমাধি দ্বারা তাঁহার প্রতি একতানচিত্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তি-ভাবে হরিহরের পূজাবিধি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিলেন।

নিষধেশ্বর এইরূপে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভোজন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অমৃতময় শাকসূপাদিযুক্ত ওদন আস্বাদনে আনন্দিত হইয়া বৈজয়ন্ত সদৃশ সচিত্র প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দময়ন্তী ও গৌরী প্রভৃতি দেবতাগণের ষোড়শোপচারে পূজা করত স্বামীর ভোজনানন্তর ভোজন করিয়া সেই প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। সখীগণ কেহ শুক পিঞ্জর, কেহ কোকিল পিঞ্জর, কেহ বা বীণা হস্তে লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। সকলে নলের সমীপে উপস্থিত হইলে সখীগণ বীণাবাদন ও সঙ্গীতালাপ দ্বারা নলের আনন্দ বিধান করিতে লাগিল।

অনন্তর সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে দময়ন্তী প্রাসাদের উপবিষ্ট হইয়া

কেলিকুল্যা দর্শন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবিম্ব বক্রগামী কুল্যা সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতে ছিল, চক্রবাক মিথুন যেন তাহাকে মণি-ভূষিতা সর্পী বোধ করিয়াই পরস্পর কূলদ্বয়ে উপবেশন করিয়া কাতব ধ্বনিতে স্ব স্ব বিবহ পীড়া ব্যক্ত কবিতেছিল। দময়ন্তী চক্রবাক মিথুনের তাদৃশী দশা অবলোকনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নলকে কহিলেন, "হে সদয়! হায়! এই চক্রবাক মিথুনেব অবস্থা অবলোকন কব। ইহা দর্শন করিলে কোন মনস্বী মনুষ্যের অন্তঃকরণ দুঃখে আকুল না হয়? হে নাথ! মার্ত্তণ্ডদেব কুমুদগণেব ভাবি শোভা সহ্য কবিতে না পা বযাই যেন সত্বরগমনে অভিলাষী হইযাছেন। বোধ হয় বিধাতা চক্রবাক মিথুনের বিচ্ছেদনিমিত্ত এই সন্ধ্যাকাল কৃপাণকে ভ্রমণশীল সূর্য্য শাণচক্রে তীক্ষ্ণ করিতেছেন।"

নল দময়ন্তী বাক্য আকর্ণন কবিয়া কহিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার বচন পরম্পরা ভাবতীর বীণাধ্বনিসদৃশ। কোকিলগণ তোমাব এই অমৃত নদী প্রবাহ সদৃশী বাণী সম্যক্‌রূপে শিক্ষা কবিতে অসমর্থ হইযা এই উপবনস্থিত সহকার তরুবিটপে উপবেশন পূর্ব্বক বারংবাব ঘোষণা দ্বারা অভ্যাস করে। অয়ি প্রিযে! আমি তোমার বাক্যের কি প্রশংসা কবিব? অয়ি সুদতি! যদি তুমি চক্রবাক মিথুনেব বিরহ অবলোকনে দুঃখিত হইযা থাক, তাহা হইলে আমাকে আদেশ কব, আমি কুল্যাসমীপে গমন কবিয়া সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা কবি তিনি যেন অস্তগমন না কবেন। দময়ন্তী নলেব চিত্ত সন্ধ্যাবন্দনায় উৎসুক বুঝিতে পারিযা মৃদুহাস্যে বদনদেশ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তব নল সন্ধ্যাবন্দনার্থ বহির্গত হইলে তিনিও সখীগণ উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

নিষধেশ্বর সন্ধ্যাবিধি সমাপন পূর্ব্বক দময়ন্তী বিরহে বহুক্ষণ বহির্ভাগে অবস্থান করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার সেই সৌধে দময়ন্তী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দময়ন্তী কর্তৃক অধ্যাসিত পর্য্যঙ্কের একভাগে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "ভৈমি! তুমি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এই প্রতীচীদিক্‌কে অনুগৃহীত কর। বোধ হইতেছে যেন কেহ অলক্তকরসে ইহাকে রঞ্জিত করিয়াছে। অয়ি প্রিয়ে! বোধ হয় রবিরূপ গৈরিকগণ্ডশৈল গগন শিখর হইতে পতিত হইয়া বিচূর্ণিত হওয়াতে তাহার ধূলিজাল পশ্চিম দিকে উত্থিত হইয়া সন্ধ্যারাগ হইয়াছে। বোধ হয় অস্তপর্ব্বতের শিখর নিবাসী শবরগণের পালিত কুক্কুটসমূহের যামান্তে কূজনকালে তাহাদের মস্তকস্থিত জপাকুসুমতুল্য রক্তবর্ণ চর্ম্মময় কেশর সকল উল্লসিত হইয়া পশ্চিমদিক্ রক্তবর্ণ করিয়াছে। হে ভৈমি! অবলোকন কর যাহাদিগকে নক্ষত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা নক্ষত্র নহে, সায়ংকালীন উদ্ধতনৃত্যে চন্দ্রমৌলির অস্থিমালা ছিন্ন হইয়া নক্ষত্রচ্ছলে দিঙ্মণ্ডল শোভিত করিতেছে। বোধ হয় দাড়িম্বভুক্ কাল গগনতরু হইতে রক্তবর্ণ সূর্য্যদাড়িম্ব চয়ন পূর্ব্বক তাহার সন্ধ্যাত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া বীজসকল মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরে তাহাদের রস আস্বাদন করিয়া ফুৎকার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই নক্ষত্ররূপে শোভা পাইতেছে। বোধ হয় স্বর্গ গঙ্গার তীরবাসিনী চক্রবাকী সমূহ বিরহ-পীড়িত হইয়া যে সকল অশ্রুবিন্দু পরিত্যাগ করে, তাহাই নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাদিগের পতনেই ক্ষীণপুণ্য নক্ষত্র পতন অনুভূত হয়।" অনন্তর নল অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! অন্ধকার বাসরসেতুভঙ্গে নিরর্গল হইয়া ঐরাবতের দানজল প্রবাহের ন্যায় প্রাচীদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। বোধ হয় সূর্য্য সহস্র করে দিবাভাগে যাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছিলেন,

এক্ষণে তিনি অস্তগত হওয়াতে সেই আকাশ অধঃপতিত হইয়াছে, বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয়, সূর্য্যদীপের উপরিভাগে কজ্জল ধারণ নিমিত্ত যে আকাশখর্পর অর্পিত ছিল, তাহাতে বহু কজ্জল সঞ্চিত হইয়া গুরুত্ববশতঃ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। বোধ হয় আদি পুরুষ সূর্য্য লোচন মুদ্রিত করিলে তাঁহার নিবিড় পক্ষ্মজালকেই আমরা তিমির বলিয়া থাকি। হে সুন্দরি! তিমিরতত্ত্ব নিরূপণে বৈশেষিক দর্শনের মতই (১) আমার সম্মত, লোকে বৈশেষিককে ঔলূক দর্শন বলে, অতএব তিমিরতত্ত্ব নিরূপণে সে ভিন্ন আর কে সমর্থ হইবে? পরে তিনি শশধরকে উদিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, প্রেয়সি! তুমি এই রক্তবর্ণ শশধরকে অবলোকন কর। বোধ হয় ঐরাবত অগ্রজকে সমীপস্থিত দেখিয়া সিন্দূর লিপ্ত মস্তক ধারণ করিয়াছিল তাহাতেই চন্দ্র রক্তবর্ণ হইয়াছে। হে ভৈমি! বিলোকন কর, চন্দ্র দেখিতে দেখিতে কেমন পাণ্ডুবর্ণ হইল। বোধ হয় নিশা আকাশশ্যামলপট্টিকায় খটিকা দ্বারা যে নক্ষত্র অক্ষরজাল লিখিয়া তিমিরের গুণ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা প্রোঞ্ছন দ্বারা অস্পষ্ট করাতে চন্দ্রের কর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। আমরা যে সময়ে চন্দ্রকে শ্বেতকান্তি দেখিতে পাই, অন্যদেশীয় লোকে সেই সময়েই ইহাকে রক্তবর্ণ দেখে, অতএব চন্দ্রের এই লৌহিত্য ও অলৌহিত্যের মর্ম্ম কে নিশ্চয় করিতে পারে? বোধ হয় বিধাতা শীত ঋতুর দিন সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগের সারভূত শুভ্র খণ্ড দ্বারা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অন্যথা শীত ঋতুর দিনমানের অল্পতা ও জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শীতলতা কিরূপে হইল?"

দময়ন্তী একাগ্রচিত্তে নলের প্রসাদাদি গুণ-যুক্ত বচনপরম্পরা শ্রবণ করিতেছিলেন। নল তাঁহাকে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কি কারণে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে? সুধাকর বর্ণনব্যপদেশে পীযূষ বর্ষণ করিয়া আমার কর্ণকূপ পরিপূর্ণ কর।' নলের বাক্য আকর্ণন করিয়া দময়ন্তী চন্দ্রের বর্ণন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "হে প্রিয়ে! বোধ হয় শশধর সমুদ্র প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

(১) বৈশেষিক মতে আলোকের অভাবকেই অন্ধকার কহে।

চন্দ্রকান্তমণি ও কান্তবিরহিণী চক্রবাকীর নয়ন হইতে জল গ্রহণ করিতেছেন। হে প্রাণেশ। রাত্রি-যমুনার অতি নীল জলপ্রবাহ সদৃশ অন্ধকার অপসৃত হওয়াতে চন্দ্রদীপ সমন্বিত জ্যোৎস্না সৈকত জলমধ্যস্থিত অন্তরীপ দৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয় রজনীতে কুমুদগণের বিকাশ কিরণেই নিখিল জগৎ শীতল ও ধবল হইয়া থাকে, চন্দ্রের দ্বারা নহে, এজন্য দিবাভাগে চন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলেও কুমুদকুল সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া সমস্ত জগৎ রাত্রির ন্যায় শীতলতা ও ধবলতায় শোভিত হয় না। এই শশাঙ্ক চকোরগণকে নিজ চন্দ্রিকা দান করেন, দেবগণকে সুধা ও মহাদেবকে নিজের অবয়ব কলা দান করেন, ইনি কল্পদ্রুমের সহোদর, সুতরাং এ সমস্ত পরোপকার ইঁহার পক্ষে অতি সামান্য। এই চন্দ্রিকা শশধরের পুত্রী হউক বা সাগরের নৃত্যের উপদেশিকা হউক, কিম্বা চকোরের পেয় হউক, অথবা লোক নয়নের বয়স্যা হউক, কিন্তু কুমুদের সহিত ইহার সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়, যেহেতু লোকে ইহাকে অন্য কিছু না বলিয়া কৌমুদীই বলিয়া থাকে। চন্দ্র যে নিজের কারণীভূত সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে, তবে ইহাই আশ্চর্য্য যে, ইনি সমুদ্রের ন্যায় প্রত্যহ হ্রাস বৃদ্ধি না পাইয়া পক্ষান্তরে প্রাপ্ত হন। হে নাথ। বোধ হয়, শশক উত্তানভাবে চন্দ্রে অবস্থিত আছে, আমরা তাহার পৃষ্ঠদেশ বিলোকন করিতেছি, তাহাই কলঙ্ক বোধ হইতেছে। যদি সে অধুত্তানভাবে থাকিত, তাহা হইলে তাহার উদরের শৈত্যবশতঃ চন্দ্রমধ্যও ধবল দৃষ্ট হইত। শশকের এই উত্তানভাবে অবস্থান নিশ্চিত হওয়াতে 'দেবগবগণ উত্তানভাবে স্বর্গে বিচরণ করে' এই শ্রুতিতে আমার অধিকতর শ্রদ্ধা হইল। যদি বল যে, শশকের পৃষ্ঠদেশ রক্ত ও কৃষ্ণ উভয় বর্ণ মিশ্রিত, অতএব কেবল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইবে কেন? তাহার কারণ, রক্ত ও কৃষ্ণ উভয়বর্ণ মিশ্রিত বস্তুকে দূর হইতে অবলোকন করিলে কেবল কৃষ্ণবর্ণ বলয়াই প্রতীতি হয়, রক্তভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয়, যে পণ্ডিতগণ কমলের দাহবিকার নিমিত্ত তুষারে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন, তাঁহারা তুষারময় চন্দ্রের কলঙ্ককেও তাহার ধূমরূপে সমর্থন করিয়াছেন। বসুধা জগতের ভারবহনে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রতিবিম্বচ্ছলে চন্দ্রে প্রবেশ করত পরিশ্রম অপনোদন করেন, সেই ছায়াই

কলঙ্করূপে অনুমিত হয়। বোধ হয় সুমেরু বহুকাল নীলবর্ণের সংস্রবে নীলবর্ণ হইয়াছে, অন্যথা চন্দ্রের জগৎ প্রতিবিম্ব কলঙ্ক তাহার পীত অংশ দৃষ্ট হইত। সমুদ্রমধ্যে অশ্ব ও মৃগ ছিল, অতএব তাহার পুত্র শশাঙ্কে যে শশ থাকিবে, তাহার বিচিত্র কি? বোধ হয় দিক্কাষ্ঠ বহুকাল গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে অনাবৃতভাবে থাকাতে তাহাতে বহু ছত্রাক উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে নক্ষত্রগণ ক্ষুদ্র ছত্রাক ও শশধর বৃহৎ ছত্রাক। বোধ হয় 'চন্দ্রের কিরণ সুধাময়' এই প্রবাদ মিথ্যা হইবে, যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ সুধায় জরা মরণ ধ্বংস করিতে পারে না, অন্যথা চকোরগণ চন্দ্রের কিরণ পান করিয়াও জরামরণ রহিত হয় না কেন?'

নিষধেশ্বর দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন, হে তন্বি। যদি সহস্র সহস্র নক্ষত্র একত্র করিয়া অন্য চন্দ্র নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তোমার বদনের সদৃশ হইতে পারে। চন্দ্র ও পদ্ম উভয়েই তোমার বদনের শোভাপ্রার্থী, এইজন্যই বোধ হয় ইহাদের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। হে প্রিয়ে। চন্দ্র অত্রিনেত্র হইতে সমুৎপন্ন, অতএব তিনি যে আদিপুরুষের বাম নয়ন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? দেখ, দেখ, রজনী রজকী জ্যোৎস্নাকৌমুদী দ্বারা ক্ষণমাত্রে অম্বরের মলিনতা প্রক্ষালন করিয়াছে। অয়ি কৃশোদরি। বোধ হয় অস্তগমনকালে চন্দ্রের একাদশ কলা একাদশ রুদ্রের মস্তকে গমন করে, অবশিষ্ট পঞ্চকলা কন্দর্পের তূণীতে প্রবেশ করিয়া তাহার বাণত্ব প্রাপ্ত হয়। শিব এই ওষধিপতিকে মস্তকে ধারণ করিয়াই বিষপান ও ভুজঙ্গধারণে সমর্থ হইয়াছেন। তনয়গণ শ্রদ্ধাবশতঃ পিতৃগণ উদ্দেশে যে পবিত্র সতিলোদক অর্পণ করে, তাহাই চন্দ্রে সঙ্গত হইয়া তিলসকল কলঙ্ক ও জল পীযূষ হইয়াছে। হে প্রিয়ে! তুমি এই স্থান হইতেই অবলোকন কর, কুল্যা সলিলে চন্দ্রের কেমন প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, রাজহংসী রাজহংসবোধে এই কুল্যা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া ইহাকে চুম্বন করিতেছে, বোধ হয় দেবগণ দিবাভাগে অমৃত পান করিয়া চন্দ্রকে শূন্য করেন, পরে সেই চন্দ্র রাত্রিতে প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার এই ক্রীড়ানদীতে মগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার অমৃতপূর্ণ হয়। এই কুল্যার কুমুদিনীর প্রসূন করে চন্দ্রের কর

মিলিত হইলে দানজল মকরন্দচ্ছলে যেন ইহাদিগের বিবাহবিধি প্রকাশ করে। চন্দ্রের জনক অত্রিনেত্রের একটি তারা, কিন্তু ইহার সপ্তবিংশতি তারা, অতএব পিতা অপেক্ষা ইহার সম্পদ্ অধিক। বোধ হয় বিধাতা নিখিল লাবণ্য একপাত্রে সঞ্চিত করিয়া তাহা দ্বারা তোমার বদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পরে সেই পাত্রে লগ্ন অবশিষ্ট লাবণ্য দ্বারা চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এজন্য চন্দ্রের কিয়দংশ মলিন হইয়াছে, অবশেষে সেই লাবণ্য পাত্র জলে প্রক্ষালন করিয়াছেন, এজন্য অদ্যাপি সেই লাবণ্য অংশ কমল নির্ম্মাণ করে। বোধ হয় বিধাতা চন্দ্রমণ্ডলের গুণ সকল গ্রহণ করিয়া তোমার মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এজন্য চন্দ্র দোষের আকর বলিয়া দোষাকর হইয়াছে। বোধ হয় প্রতি রাত্রিতে চন্দ্র গলিত সুধা দ্বারা সূর্য্যাশ্বখুরজাত গর্ত্ত সকল পরিপূরিত হয়। তাহাদিগকেই নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয়। অয়ি প্রিয়ে। দেব সুধাংশু আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। নিষধেশ্বর এইরূপে প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত একান্তে সুখে অহোরাত্র অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।

বেদান্তদর্শনম্
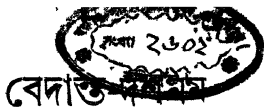
মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীতম্

(উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রম্)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নেনানুবাদিতম্

বীডনষ্ট্রীটস্থ ১৮ সংখ্যক ভবনস্থ
বসুমতীকার্য্যালয়তঃ প্রকাশিতম্

কলিকাতা রাজধান্যাং—বীডনষ্ট্রীটস্থ ১৬ সংখ্যকভবনে
নূতনকলিকাতাখ্যযন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্।

সংবৎ ১৯৫৫।

এই যে একাদশটী সূত্র কথিত হইল, ইহা পাঠ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়॥ ১১॥

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥ ১২॥

অধুনা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঐ আনন্দময় পুরুষ জীব কিম্বা পরব্রহ্ম? যখন 'এই আত্মা শারীর' এই প্রকার দেহসম্বন্ধপ্রতীতি হয়, তখন আনন্দময় পুরুষই জীব এ কথা বলিতে দোষ কি? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া দ্বাদশ সূত্র দ্বারা তাহারই মীমাংসা করিতেছেন —ঐ পুরুষ অন্নময় প্রাণময়, আনন্দময় ইত্যাদিরূপ বর্ণন দ্বারা আপাততঃ আনন্দময় শব্দে জীব বুঝায় বটে, কিন্তু তাহা নহে আনন্দময় পুরুষ ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে। পুন পুনঃ আনন্দময় শব্দ বলাতে একমাত্র ব্রহ্মকেই আনন্দময় বুঝিতে হইবে। অন্নময়াদি স্থূলময় কোষসমূহের মধ্যে আনন্দময় কোষের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার মুখ্যত্বের হানি নাই, কেন না উহা ঐ সমস্ত কোষেরও অন্তর্ভূত। অন্নময়াদি প্রকরণে আনন্দময়ের উল্লেখ থাকিলেও আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নিজপুত্র ভৃগুর নিকট বলিয়াছিলেন আনন্দময় পুরুষকে জানিতে পারিলে আনন্দময় পুরুষের সহিত বিহার করিতে পারে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য প্রমাণেও জানা গেল যে ব্রহ্মই আনন্দময় অন্নময়াদি নহেন। পরমাত্মার শরীরত্বও অবিরুদ্ধ। পৃথিবী শরীর শরীর শ্রুতিতেও এইরূপ উক্তি আছে। সুতরা এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের শারীরক আখ্যাও অবিরুদ্ধ যাহারা আনন্দময় স্থানে ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যা করেন তাহাদের সে মত যুক্তিসযুক্ত নহে। কেননা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে শব্দশাস্ত্রের ভঙ্গদোষ হয় সুকমারত্বও আদর থাকে না॥ ১২॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ॥ ১৩॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থবোধক সুতরা আনন্দময় বলিতে আনন্দের বিকার বুঝায়। অতএব আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে না বুঝাইয়া জীবকে বুঝাইলে দোষ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ ত্রয়োদশ সূত্রের অবতারণা হইতেছে।—স্থানবিশেষে বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কিন্তু এস্থলে সে অর্থ নহে এখানে ময়ট প্রত্যয় প্রাচুর্য্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং আনন্দময় শব্দে জীব হইতে পারে না। প্রচুর আনন্দযুক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়। দ্বিষবযুক্ত শব্দের উত্তরই বিকারার্থে ময়ট

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

চাক্রায়ণ ঋষি প্রস্তোতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে দেবতা সাম ভক্তিবিশেষরূপ প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিষয়ে আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। প্রস্তোতা জিজ্ঞাসা করিলেন সে দেবতা কে? চাক্রায়ণ কহিলেন, "সে দেবতা প্রাণ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ প্রাণ শব্দ দ্বারা মুখান্তর্গত বায়ুকে বুঝাইবে, কিম্বা সর্ব্বেশ্বরকে বুঝিতে হইবে? প্রাণ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূত সমূহের উদ্ভব হয় প্রাণেই সেই সমস্ত ভূতের লয় হয় এবং বায়ুতেই প্রাণশব্দের রূঢ়ত্ব, সুতরাং প্রাণশব্দ দ্বারা বায়ু বুঝাইলে দোষ কি? এই সন্দেহনিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—এখানে প্রাণ শব্দ দ্বারা বায়ু বুঝাইবে না সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। কেন না, একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণের হেতু হইতে পারে ইহা নিতান্তই অসম্ভব॥ ২৩ ॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে 'জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই জীবহৃদয়ে ধ্যেয়। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা কি প্রাকৃত জ্যোতিঃপদার্থ বুঝিতে হইবে কিম্বা ব্রহ্ম বুঝিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত হইতেছে —এখানে জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা প্রাকৃত জ্যোতিঃপদার্থ নহে উহা দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কেন না শ্রুতিসমূহে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই ব্রহ্মের অংশভূত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরী তিনি অপ্রাকৃতধামে অবস্থিতি করেন সেই হরিই যাবতীয় তেজের আধার আদিত্যাদি আধার নহে॥ ২৪ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণানিগদাত্তথা হি দর্শনং ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে গায়ত্রীই সর্ব্বস্বরূপ এবং ভূত, দেহ পৃথিবী, প্রাণ সকলের বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রশংসা প্রকৃত নহে। সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি, এরূপ বলিলে দোষ কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উহা খণ্ডনার্থ কথিত হইতেছে।—গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মে মনঃসন্নিবেশ বা ধ্যানের উপদেশ করিয়া উক্ত শ্রুতিতে সমস্ত সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি, গায়ত্রীমন্ত্রের বিভূতিরূপ প্রসংশাবাদ নহে, ইহাই কহিয়াছেন॥ ২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥

অধুনা যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ভূতাদি সমস্ত পদার্থকে অংশরূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক চতুষ্পাদশব্দে গায়ত্রীমন্ত্র না বলিয়া গায়ত্রীরূপ স্বর্গস্থ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করা হইয়াছে। ভূতাদি যে মন্ত্রের পাদ, ইহা অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

অধুনা উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধ (অপ্রাকৃতধামসম্বন্ধ) শ্রবণের কোন বিশেষ আছে কি না, এইরূপ আক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—প্রথমে ত্রিপাদস্যামৃত দিবি অর্থাৎ এই স্বর্গে অথবা অপ্রাকৃতধামে, এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদের প্রয়োগ দ্বারা স্বর্গধামের আধাররূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আবার পরক্ষণেই পরো দিব ' অর্থাৎ স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ এইরূপে পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ দ্বারা মর্য্যাদারূপে উপদেশ করা হইয়াছে। অতএব উপদেশভেদে উভয়পদ দ্বারা এক পদার্থই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা বলা অসম্ভব। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, উপাদেশ ভেদে দোষ হয় না। কেন না, ব্রহ্ম স্বর্গে স্থিত হইয়াও স্বর্গের অতীত, এ প্রকার অর্থ হইলে আর কোনরূপ দোষ নাই ॥ ২৭ ॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

কোন সময়ে প্রতর্দ্দন নৃপতি বল কৌশল ও পুরুষকার প্রদর্শনার্থ অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তৎপ্রতি প্রীত হইয়া বরপ্রার্থনা করিতে বলিলে নরপতি কহিলেন, "যাহা দ্বারা জীবের হিততম হয়, আপনি তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন। ইন্দ্র কহিলেন, আমি প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ আমারই আরাধনা কর।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে এই প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র কি পরমাত্মা অথবা জীব বিশেষ? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে —এখানে প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র জীব বিশেষ নহেন, ইনি পরমাত্মা। কেন না, প্রজ্ঞাত্মা অমৃত প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্র স্বয়ং প্রাণশব্দ দ্বারা আপনাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন সুতরাং উহা দ্বারা জীবই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না। অধিকন্তু অন্যরূপ অমনা ব্রহ্মের বক্তৃত্বই অসম্ভব। আমি ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে সংহার করিয়াছি ইত্যাদি

উপাসনার নির্দেশ আছে। বাচ্যভেদে বাক্যভেদও অবশ্য হইতে পারে। আশঙ্কা হইতে পারে যে জীবাদিলিঙ্গবশত ব্রহ্মধর্ম্ম কি জীবাদিপর অথবা তিনি স্বতন্ত্র কিম্বা জীবাদিলিঙ্গসমস্ত ব্রহ্মপর? ইহা পূর্ব্বে প্রাণাধিকরণে প্রায় নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, উপাসনাত্রৈবিধ্য দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষটীও নিরস্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষের যুক্তি এই যে জীবাদিলিঙ্গসমূহ [illegible] যেন উহাদিগকে ব্রহ্মরূপে সকলের নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে [illegible] ও [illegible] শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে ৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

[illegible] স্বরূপ [illegible]
[illegible] শ্রী [illegible]

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ॥ ১ ॥

উপনিষদে কথিত আছে যে মনোময় প্রাণশরীর [illegible] প্রকাশস্বরূপ [illegible] [illegible] সম্প [illegible] সঙ্কল্প [illegible] ব্যাপ্য [illegible] আমাদিগের উপাস্য। এস্থলে সন্দেহ এই যে মনে ময়াদিগুণযুক্ত পুরুষ জীব কিম্বা ঈশ্বর? ইহারই উত্তর করিতেছেন।— ঐ সকল বাক্য দ্বারা ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। যেহেতু সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপদেশ আছে। উপক্রমবাক্যে শান্তিবিধানেই ব্রহ্মনির্দেশ হইয়াছে স্ববিবক্ষিত নহে যদি তথাপি মনোময়াদি উপদিষ্টবাক্যে ব্রহ্মই বিশেষরূপে বোদ্ধব্য। এখানে তুশব্দে উপাসনা এবং মনোময় শব্দে শুদ্ধ মনোগ্রাহ্য বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের মনোগ্রাহ্যত্বের নিষেধক বাক্যসমূহের অর্থ বিষয়বাসনা দ্বারা কলুষিত মনে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন না। নচেৎ শ্রুতিবিরোধ ঘটে। মন ও প্রাণের অনধীন বলিয়া তাঁহাকে অমনা ও অপ্রাণ বলা গিয়াছে। অন্যথা শ্রুতিবিরোধ দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে যখন মনোময়ত্বাদির উপদেশ আছে, তখন এখানেও পরমাত্মাই মনোময়াদি এরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥

বিবিক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥

মনোময়ত্ব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে গুণ বিবক্ষিত হইতেছে, তাহা জীবের নহে পরমাত্মার গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

জীব খদ্যোতসদৃশ মনোময়ত্বাদি গুণ পরমাত্মার ভিন্ন জীবের হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

'মরণান্তে ইহলোক হইতে গিয়া মনোময় পুরুষের মিলন প্রাপ্ত হইব' জীব এইরূপ বলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উহাদিগের মধ্যে উভয়ের বিলক্ষণ প্রভেদ বিদ্যমান। কেন না জীবের কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ এবং মনোময়পুরুষের কর্ম্মব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

"এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে সংস্থিত এখানে উপাসক জীবের ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত নির্দেশ রহিয়াছে এবং মনোময়পুরুষ উপাস্য এখন উপাস্য মনোময় পুরুষ প্রথমান্ত সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উপাস্য উপাসকের ভেদ বিদ্যমান। ৫।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতিতে বর্ণিত আছে হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের হৃৎপ্রদেশে ঈশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন। যন্ত্রারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভ্রামিত হয় ঈশ্বরের মায়াতেও জীব সমস্ত তদ্রূপ ভ্রামিত হইতেছে। এখানেও জীব হইতে যে পরমাত্মা ভিন্ন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে ॥ ৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

শ্রুতিতে অণীয়স্ত্বের উপদেশ আছে সুতরাং মনোময়শব্দে জীব বুঝাইলে দোষ কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন —হৃদয়া ভ্যন্তরস্থ আত্মার অণীয়স্ত্ব ও অল্পাশ্রয়ত্বের উপদেশ থাকিলেও উহা দ্বারা জীব বুঝায় না। কেন না, অন্যান্য শ্রুতি তাহাকে আকাশ ও পৃথিবীবৎ বৃহৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অণীয়স্ত্বরূপে ও অল্পাশ্রয়ত্বরূপে তাহার যে উপদেশ আছে বৃহৎ হইলেও সূক্ষ্মভাবে উপাসনার যোগ্যতা দেখাইবার জন্যই

বুঝিতে হইবে। পরমাত্মার অণুত্বও কোথাও মুখ্য কোন স্থলে বা গৌণ রূপে বুঝিতে হয় ॥ ৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

যদি বল যে পরমাত্মা যখন জীবব২ দেহান্তর্ব্বর্ত্তী তখন তিনি জীববৎ সুখদুঃখভাগীও হউন। এই আশঙ্কার বিদূরণার্থ বলা হইতেছে —পরমাত্মার বৈশেষ্যনিবন্ধন জীবের সহিত তাঁহার সমান ভোগ অসম্ভব। কর্ম্মপারবশ্যই ভোগের কারণ। পরমাত্মা স্বধান, জীব কর্ম্মপরতন্ত্র। শ্রুতিস্মৃত্যাদিতেও ইহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে। ৮ ॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥

এখন জিজ্ঞাসা এই যে পূর্ব্বকথিত অন্ন ও ভোজনোপযুক্ত শব্দ দ্বারা অগ্নি জীব কিম্বা পরমাত্মা বুঝাইবে? ইহারই উত্তরে বিবৃত হইতেছে।—শ্রুত্যুক্ত ভক্ষ্যবস্তু জীবের ভক্ষ্য নহে। কালাদিবস্তুর ভোক্তা একমাত্র চরাচর সংহারক পরমাত্মা ॥ ৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে তিনি অণু হইতেও অণু এবং স্মৃতির উক্তিও আছে তুমি চরাচরস হারকও। সুতরা এই সমস্ত প্রকরণবলে কালাদি বস্তুর ভোক্তা একমাত্র জগৎ সংহারক পরমাত্মা কই বুঝাইতেছে ॥ ১০ ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে পুণ্যোপার্জ্জিত শরীররূপ লোকে হৃদয়গুহাতে সংস্থিত দুইজন আশ্যান্তারী কর্ম্মফল ভোগ করেন। এস্থলে কর্ম্মফলভোক্তা জীবের সহিত সংস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কি বুদ্ধি অথবা প্রাণ কিম্বা পরমাত্মা? ইহার উত্তর বিবৃত হইতেছে।—এস্থলে হৃদয়গুহাস্থ দুইজনকে জীবাত্মা ও প্রাণ বুঝিলে না জীবাত্মা ও বুদ্ধি এ দুইটীও নহে, উহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। কেন না, "যিনি প্রাণের সহিত সঞ্জাত হন তিনিই দেবতাময়ী অদিতি এবং তিনিই ঐশ্বর্য্যসহকারে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই বুঝাইয়াছে। জীবাত্মা সংসারবাসনাবদ্ধ হেতু ছায়ারূপে এবং পরমাত্মা সংসারমুক্ত বলিয়া তেজ স্বরূপ কথিত। জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগে প্রযোজ্যকর্ত্তা পরমাত্মা প্রয়োজকবর্ত্তা ॥ ১১ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিতে যে ভূতযোনি পুরুষের রূপ নিরূপিত হইয়াছে সে রূপ প্রকৃতি বা পুরুষের নহে, উহা পরমাত্মারই রূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৩ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ২৪ ॥

উক্ত রূপ যে পরমাত্মার প্রকরণ হইতেই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ২৪।

বৈশ্বানরসাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৫ ॥

উপনিষদে লিখিত আছে "বৈশ্বানর ক ধান নর বে ন বৈশ্বানরই ব্রহ্ম এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা কি উদরাগ্নি বুঝা হইবে কিম্বা দেবতাগ্নি বা ভূতাগ্নি অথবা বিষ্ণু ক বুঝাে হইবে। হ ব উত্তর বিবৃত হইতেছে —সাধারণ বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা উক্ত চ ি ার বুঝায় বটে কিন্তু তাহা নহে। বিষ্ণু সাধারণ দ্যুমূর্দ্ধাদি শব্দ দ্বা বিশেষণ থাকাতে উক্ত দ্বারা বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে এই প্রকার আত্ম ও ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা মুখ্যার্থ হরিই বোদ্ধব্য। বৈশ্বানর শব্দের যোগার্থও বিষ্ণু ল গনেও ব র্ণ আছে যে, অগ্নিতে যেমন তুলা দগ্ধ হয় বৈশ্বানর বর উপাসকের পাপও ে ে ভূত হইয়া যায়। সুতরা বৈশ্বানর শব্দ বিষ্ণুর বোধক।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৬ ॥

তাহা গীতাতেও ভগবানের উক্তি ত ছ যে ত বৈশ্বানররূপ দেহে অবস্থিতি করিয়া থ কি সুতরা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বৈশ্বানর শব্দে হরি ব্যতীত আর কেহই নহেন।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশা-সম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৭ ॥

বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা উদরাগ্নিরূপ অর্থও বোধ হয় অধুনা সেই আশঙ্কানিরসনার্থ কহিতেছেন —বৈশ্বানর শব্দের অর্থ অগ্নি হইতে পারে না কেন না তাহা হইলে দ্যুমূর্দ্ধাদি বিশেষণের অসম্ভব হয় এবং তাঁহার পুরুষের অন্তরে অবস্থিতি হইলেও পুরুষবিধত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। একমাত্র হরি ব্যতীত ঐ উভয় অন্যে সম্ভবে না। ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৮ ॥

বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা যে ভূতাগ্নি বা দেবতাগ্নিও বুঝায় না এখন তাহাই

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বঃ যঃ কারুণ্যাদেব দেবতাঃ
মমাস্তে পরমানন্দো গোবিন্দস্তমুতাং বর্তে॥

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ॥ ১॥

'স্বর্গ, চতুর্দশভুবন অন্তরীক্ষ প্রধানমন মন ও প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব এই সমস্ত যাহাতে স্থিত,সেই আত্মাই ভবসাগরের একমাত্র উপায় অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অবগত হওয়াই কর্ত্তব্য' উপনিষদুক্ত এই বাক্যে সন্দেহ এই যে, স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত বস্তু কে? উপাদান কি প্রধানকে (প্রকৃতিকে) কিম্বা জীবকে অথবা পরমাত্মাকে বুঝাইতে হইবে? এই প্রশ্নে বই মীমাংসা হইতেছে।—ব্রহ্মই স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত। কেন না সেতু যেমন নদীপারের হেতুভূত, ভবপারভূত মুক্তিতেও সেইরূপ ব্রহ্ম প্রধান বা জীব মুক্তিহেতু হইতে পারেন শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ নাই। শ্রুতিও ব্রহ্মের মুক্তি হেতুত্ব বর্ণনা করিয়াছেন॥ ১॥

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ॥ ২।

ব্রহ্মই যে মুক্তব্যক্তির প্রাপ্য ইহা শ্রুতি ব্যাখ্যানেই বুঝিতে পারা যায়॥ ২।

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ॥ ৩॥

অচেতন প্রধানবাচক শব্দের অনির্দ্দিষ্টত্ব স্মৃতিবশে প্রধান বোধিত হইতেছেন না॥ ৩॥

প্রাণভৃচ্চ॥ ৪॥

আত্মশব্দের মুখ্যার্থ ব্রহ্ম সুতরাং আত্মশব্দ দ্বারা প্রাণবিশিষ্ট জীব বুঝায় না॥ ৪॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ৫॥

ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের ভেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে॥ ৫।

প্রকরণাৎ॥ ৬॥

বিশেষতঃ প্রকরণদ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ৬॥

দহরের প্রজাপতিবাক্যকথিত সাধনাবির্ভাবিত অষ্টগুণ জীব কর্তৃক অনুকরণ হয় বলিয়া জীব হইতে দহর পৃথক্ ॥ ২২ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

মুক্তপুরুষের ভগবৎ সাধর্ম্ম্যলক্ষণভেদ শ্রুতিতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, সুতরাং দহর শব্দে হরি ভিন্ন জীব বুঝায় না ॥ ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

কঠবল্লীতে লিখিত আছে,"হৃদয়াভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র যে পুরুষ সংস্থিত, তিনিই উপাস্য।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কি জীব অথবা বিষ্ণু?" ইহার উত্তর এই যে, বিষ্ণুই অঙ্গুষ্ঠমিত পুরুষ। কেন না, জীব কর্ম্মাধীন, ভূত-ভব্যনিয়ামকত্বরূপ যে ঐশ্বর্য্য অঙ্গুষ্ঠমিত পুরুষে বিদ্যমান বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহা জীবে অসম্ভব ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে স্মর্য্যমাণ বিভুর যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রতাস্বীকার করা যায় উহা হৃদয়পরিমাণাপেক্ষায় পরিমাণের উপচার হেতুই জানিবে। শাস্ত্র অবিশেষে প্রবৃত্ত হইয়াও মনুষ্যাধিকারমাত্র প্রকাশ করিতেছে। উপাসনার সামর্থ্য না থাকিলে উপাসক হওয়া যায় না, সুতরাং মানবদেহ একরূপ বলিয়া তাদৃশ তাদৃশ পরিমাণ অবিরুদ্ধ হইতেছে ॥ ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, "যে যে দেবতা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই সেই দেবতা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যের ন্যায় দেবতারও ব্রহ্মোপাসনা সম্ভবে কি না? ইহার উত্তর এই যে,—মনুষ্যের উপরিতনলোকবাসী দেবগণেরও ব্রহ্মোপাসনা আছে। ভগবান্ বাদরায়ণ ইহ স্বীকার করেন। উপনিষদেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

দেবতাদিগের বিগ্রহবত্তা স্বীকার করিলেও উক্ত দোষের সম্ভব হয় না। কেন না, অসীমশক্তিমান্ সৌভরি প্রভৃতি মহর্ষিরা যখন শরীরব্যূহ পরিগ্রহ করিতে পারেন, তখন দেবতাদিগেরও যুগপৎ বহুরূপে অবির্ভূত হওয়া এবং ঐরূপে তাঁহাদের বিগ্রহধারণ করা অসম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৭ ॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ বৈক্ক জানশ্রুতি নামক কোন শূদ্রনরপতিকে সংবর্গবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদবিদ্যাদিতে শূদ্রজাতি অধিকারী কি না? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—বেদবিদ্যায় শূদ্র অধিকারী নহে। জানশ্রুতিকে ছান্দোগ্য উপনিষদে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রকৃত শূদ্র নহেন, পুত্রায়ণগোত্রে তাঁহার জন্ম। রাজা শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে শূদ্রশব্দে সম্বোধন করা হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ।

পূর্ব্বোক্ত রাজা জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। শ্রুত্যাদিতে চৈত্ররথবোধক যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উহাঁর ক্ষত্রিয়ত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

বেদে যে শূদ্রের অধিকার নাই, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সংস্কার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণকে একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়কে এবং দ্বাদশবর্ষে বৈশ্যকে উপনীত হইতে হয়, তৎপরে তাহারা বেদাধ্যয়ন করিবে। শূদ্রের সে সংস্কার যখন নাই, তখন বেদেও অধিকার নাই ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

এক সময়ে গৌতমঋষি জাবালের নিকট গোত্রবিষয়ে প্রশ্ন করিলে জাবাল বলিয়াছিলেন, "আমি জানি না।' সত্য কথা শুনিয়া গৌতম সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা বলেন না, এই ধারণাতে গৌতম জাবালের অশূদ্রত্ব স্থির করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশব্দোপলক্ষিত ত্রিবর্ণেরই সংস্কার হইতে পারে, অপরের নহে, সুতরাং শূদ্রের বেদশব্দে অধিকার নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

শূদ্র বেদশ্রবণ করিবে না, শ্রুতিতে ইহা বর্ণিত আছে সুতরাং বেদে শূদ্র অধিকারী হইতে পারে না। স্মৃতিতেও শূদ্রের বেদশ্রবণাদির নিষেধ দৃষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে, "বর্জ্জন অর্থাৎ নিয়মের কর্ত্তা বজ্র হইতে জগৎ সংসার সমুদ্ভূত।' এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বজ্রশব্দে কি প্রসিদ্ধ বজ্রকে

বুঝাইবে অথবা ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর—বজ্রাদি সহ নিখিল জগতের কম্পকতা নিবন্ধন বজ্রশব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে॥ ৩৯॥

জ্যোতির্দর্শনাৎ॥ ৪০॥

ব্রহ্মমাত্রব্যঞ্জক জ্যোতিঃশব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রভাব বিজ্ঞাপন করে, সুতরাং বজ্রশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়॥ ৪০॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ॥ ৪১॥

"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপাদিবিমুক্ত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা তিনিই অমৃত।" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তিতে যে আকাশ শব্দ আছে, উহাদ্বারা কি জীব বুঝিতে হইবে অথবা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর—এস্থলে আকাশশব্দে পরমাত্মা বুঝাইতেছে, জীবকে বুঝাইতেছে না। কেন না বিবিধরূপনির্ব্বাহকতা মুক্তাবস্থজীব হইতে পৃথক্ আকাশকে সাধন করিতেছে। বদ্ধজীবকেই কর্ম্মফলে নামরূপ ভজনা করিতে হয়॥ ৪১॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন॥ ৪২॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মুক্তজাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হউন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তর—মুক্তজীব শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় না। কেন না, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিস্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের প্রভেদ সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে॥ ৪২॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ॥ ৪৩॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ॥

যদি বল ইহাতেও অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভব নাই। কেন না, ভেদ ঔপাধিকমাত্র। তাহার উত্তর এই,—শ্রুতিতেই "আত্মা শ্রেষ্ঠ, ভূতগণের অধিপতি, শাসনকর্ত্তা," ইত্যাদি যে সমস্ত বেদবাক্য লিখিত আছে, তদ্দ্বারাই ব্রহ্মবস্তু যে মুক্তজীব হইতে ভিন্ন তাহা বুঝা যাইতেছে॥ ৪৩॥

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

তমঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং বিদীর্ণং যস্য গোগণৈঃ।
তং সম্বিদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে॥

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ॥ ১॥

কঠবল্লীতে লিখিত আছে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এখানে সন্দেহ এই যে, অব্যক্ত শব্দ দ্বারা স্মৃতিকথিত স্বতন্ত্র প্রধানকে বুঝিতে হইবে কিম্বা শরীর বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর এই—"ন ব্যক্তং অব্যক্তং" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা আনুমানিক কপিলস্মৃত্যুক্ত প্রধান বুঝাইতেছে, ইহা বলা অসম্ভব। কেন না, এখানে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা রথরূপকবিন্যস্ত শরীর বুঝাইতেছে॥ ১॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ॥ ২॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অব্যক্তশব্দ দ্বারা কি প্রকারে ব্যক্ত শরীরকে নির্দ্দেশ করা যায়? ইহার উত্তর এই যে, অব্যক্ত শব্দ দ্বারা কারণরূপী সূক্ষ্ম-শরীর বুঝাইতেছে। কেন না, সূক্ষ্মশরীরই অব্যক্তশব্দের যোগ্য॥ ২॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ॥ ৩॥

যদি বল, সূক্ষ্মশরীরকে কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রধানকে বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তর এই—পরমেশ্বর ব্রহ্মের অধীনতাবশতঃ প্রধান ফলযুক্ত হয়। প্রধান জড়পদার্থ, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না॥ ৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ॥ ৪॥

সাংখ্যগণ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক হইতে জীবের মুক্তি হয়, সুতরাং প্রধান জ্ঞেয়পদার্থ। কোন কোন স্থলে বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তির জন্য এইরূপ কথিত হয় এখানে কিন্তু তাহার কিছুই নাই॥ ৪॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ॥ ৫॥

যদি বল, অব্যক্ত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব না বলিলেই হইল? ইহার উত্তর এই যে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেন না, এস্থলে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই কথিত হইয়াছেন॥ ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ॥ ৬॥

কঠবল্লীতে পিতৃপ্রসাদ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি-কারণ অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এই তিনের জ্ঞেয়স্বরূপে বর্ণনা আছে, ঐ তিনটী বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছে, আর কাহারও উদ্দেশে হয় নাই, সুতরাং প্রধান জ্ঞেয় হইতে পারে না॥ ৬॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭

" বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" এখানে আত্মশব্দের সঙ্গে একার্থতানিবন্ধন যেমন মহৎশব্দে স্মৃতিকথিত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হয না সেইরূপ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্বকথন বশতঃ অব্যক্ত শব্দ দ্বারাও প্রধান বুঝায না। ॥ ৭ ॥

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

"ত্রিগুণাত্মিকা অজা যাহাকে আত্মীযজ্ঞানে জীব তদাত সুখদুঃখভোগ করেন ইত্যাদি উপনিষদুক্তি পাঠে সন্দেহ এই যে অজা শব্দে কি স্মৃত্যুক্তা প্রকৃতি কিম্বা বৈদিকী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি? ইহাব উত্তব এই যে—এখানে স্মৃত্যুক্তা প্রকৃতি নহে কেন না জন্মরাহিত্যকেই অজা বলে এই প্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিব বোধ ববাইবাব কোন হেতু নাই। বৃহদাব ণ্যকে যেমন চমসপদদ্বারা মধ্য ভাগযুক্ত যজ্ঞীয ভোজনপাত্রবিশেষমাত্র বোধ হয কোন বিশেষ চমসকে বুঝায না সেইরূপ এই স্থল অজাপদে স্মৃত্যুক্ত প্রকৃতিকে বুঝাইবে না ॥ ৮ ॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীযত একে ॥ ৯ ॥

জ্যোতি শব্দ দ্বাবা শ্রুত্যুক্ত জ্যোতিব্রূপবও প্রকাশক ব্রহ্ম বুঝায়। তাদৃশ জ্যোতি শব্দ উপক্রম হইযাছে হেতু অজাশব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৯।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

যদি বল ঈশ্বরোৎপন্ন প্রকৃতিব অজাত্ব ও অজা হইযা আকার ঐ প্রকৃতিব জ্যোতীরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব কিরূপ সম্ভবে? ইহাব উত্তর এই যে— ঐ উদ্ভবতাই প্রকৃতিব সম্ভব। কেন না, তম শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতেই প্রধানের উদ্ভব। পরমেশ্বরেব তম শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম নিত্যাশক্তি বিদ্যমান আছে। আদিত্য যেমন কাবণাবস্থায একীভূতরূপে এবং কার্য্যাবস্থ ব বসু প্রভৃতি দেব গণেব ভোগ্য মধুরূপে ও উদয অস্তময রূপে কল্পিত হইলেও কোন বিরোধ হয় না, এখানেও সেইরূপ বিবোধ নাই ॥ ১০ ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে, 'যাহাতে পঞ্চপঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনি আত্মা।' এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, পঞ্চপঞ্চ শব্দ দ্বারা কি পঞ্চ-

বিংশতি এবং জনশব্দদ্বারা তত্ত্ব বুঝিতে হইবে? কিম্বা পঞ্চশব্দ দ্বারা পাঁচ এবং পঞ্চজন শব্দ দ্বারা কোন সংজ্ঞা বুঝাইবে? ইহার উত্তর এই,—ইহা দ্বারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বুঝায় না। কেন না, তত্ত্ব অনেক। নানাভূতে অনুগত ধর্ম্মের অভাব নিবন্ধন এক একটী তত্ত্ব পঁচিশটী, এপ্রকার অর্থও অসম্ভব। আবার এপ্রকার অর্থ না করিলেও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অসিদ্ধ হয়। বিশেষতঃ আত্মা ও আকাশের পৃথক্ অভিধান বশতঃ সপ্তবিংশতিটী তত্ত্ব দাঁড়ায়। এখানে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা সপ্তর্ষির ন্যায় সংজ্ঞামাত্র বুঝিতে হইবে॥ ১১॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ॥ ১২॥

"প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রবণের শ্রবণ, অন্নের অন্ন, মনের মন" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বোধিত হইতেছে। ১২॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে॥ ১৩॥

যদি বল, এপ্রকার অর্থ মাধ্যন্দিনগণেরই সঙ্গত, অন্নশব্দের অভাবনিবন্ধন কাণ্বদিগের পক্ষে অসঙ্গত। এই আশঙ্ক নিবারণার্থ কথিত হইতেছে।— অন্ন শব্দ কাণ্বগণের পাঠে না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দ দ্বারা পঞ্চসংখ্যার পূরণ হইতেছে॥ ১৩॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ॥ ১৪॥

"এই আত্মা হইতেই আকাশের উদ্ভব" বেদান্তে এইরূপ অনেক উক্তি আছে। সুতরাং আত্মাই বিশ্বের কারণ, ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ বলা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ, তাহাতে কেন সন্দেহ নাই। কেন না,"জন্মাদ্যস্য যতঃ"ইত্যাদি লক্ষণসূত্র যেমন সার্ব্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্লাদিগুণক ব্রহ্মকে আকাশাদির কারণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত বেদান্তেই তাদৃশগুণক ব্রহ্মই আকাশাদির কারণরূপে উক্ত হইয়াছেন॥ ১৪॥

সমাকর্ষাৎ॥ ১৫॥

"তিনি কামনা করিলেন," "ইহা অসৎ" এবং "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থানে সমাকর্ষণ হেতু ঐ সমস্ত বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র হেতু, সন্দেহ নাই॥ ১৫॥

জগদ্বাচিত্বাৎ॥ ১৬॥

"যিনি এই পুরুষসকলের কর্ত্তা এবং ঐ সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই

বেদিতব্য।" এখানে সন্দেহ এই যে প্রকৃতির অধ্যক্ষ তন্ত্রোক্ত ভোক্তা জীবই বেদ্যরূপে উপদিষ্ট হইলেন কিম্বা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে ? ইহার উত্তর এই,—এখানে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝাইবে না বেদান্তৈকবেদ্য সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। কেন না, এই শব্দের সহচর কর্ম্মশব্দ দ্বারা চিজ্জড়াত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ বোধিত হইয়া উহার কর্ত্তা ঈশ্বরকেও বুঝাইতেছে, সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের কারণ, তিনিই বেদ্য॥ ১৬॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্॥ ১৭॥

যদি বল, মুখ্যপ্রাণের ও জীবের লিঙ্গদর্শননিবন্ধন তাঁহাদিগের অন্যতরই গৃহীত হউন্? এই আশঙ্কাবিদূরণার্থ কথিত হইতেছে। এখানে মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গ থাকিলেও জীবাদির গ্রহণ অসম্ভব। কেন না, ইতিপূর্ব্বেই তাদৃশ লিঙ্গ জীবাদিপর না হইয়া ব্রহ্মপররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ১৭॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে॥ ১৮॥

যদি বল, উক্ত শব্দের সহিত স যুক্ত কর্ম্মশব্দ ও ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ প্রাণসন্দর্ভ হইতে এই সন্দর্ভকে ব্রহ্মপররূপ ব্যাখ্যা করিলেও জীবের কীর্ত্তন হেতু উহাকে কিরূপে ব্রহ্মপর বলি? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও জীবশব্দ দ্বারা ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না। এই আশঙ্কানিবারণার্থ কথিত হইতেছে।—জৈমিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্মবোধার্থই জীবের কীর্ত্তন, কেন না, প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও ব্রহ্ম বুঝাইতেছে॥ ১৮॥

বাক্যান্বয়াৎ॥ ১৯॥

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পত্নীর নিকট বলিয়াছিলেন,"আত্মাই দ্রষ্টব্য, তিনিই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।" এখানে সন্দেহ এই যে, যিনি দ্রষ্টব্য, তিনি কি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা? ইহার উত্তর এই,—এখানে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে, তন্ত্রোক্ত জীব নহে। কারণ, পূর্ব্বাপর বিচার করিলে সমস্ত বাক্যের সমন্বয় পরমাত্মাতেই দেখা যায়॥ ১৯॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ॥ ২০॥

"আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাতেও আত্মার পরমাত্মত্বসিদ্ধির লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। আশ্মরথ্য মুনির এই মত॥ ২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

যদি বল যে আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জীব বুঝাইলে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে উৎক্রমিষ্যমাণ সাধনবিশিষ্ট অসন্ন পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানীর তাদৃশ ভাব নিবন্ধন এবং সর্ব্বপ্রিয়ত্ববশতঃ উপক্রমগত আত্মশব্দ দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। ঔড়ুলোম এই কথা বলেন ॥ ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ॥

জলগর্ভে যেমন সৈন্ধবখণ্ড প্রক্ষেপ করিলে উহা দ্রবীভূত হইয়া মিশিয়া যায় জলে লবণে ভেদ থাকে না জল ও লবণ একাকার হইয়া যায় তাহাই লবণময় বোধ হয় সেইরূপ এই অপার অনন্ত বিজ্ঞানঘন জীব প্রকৃতির অধ্যাসনিবন্ধন দেহেন্দ্রিয়ভাবে পরিণত ভূতগণ হইতে সঞ্জাত ও তাহাদের সহিত একত্র হইয়া দেহাবয়বাদি অখণ্ডরূপতা প্রাপ্ত হন এবং পরে ঐ ভূতগ্রামের লয়েই বিলীন হইয়া থাকেন এই বাক্যের সমাধার্থ বলিতে হইতেছে —কাশকৃৎস্ন ঋষি বলিয়াছেন যে জীব বিজ্ঞানঘনস্থিত জীবের প্রস্তাবে পরমাত্মার অবস্থিতি প্রদর্শন করা মধ্যবর্ত্তী বাক্যও পরমাত্মপরক্ষ পর বুঝিতে হইবে ২ ।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কেননা শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুরোধে উহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ২৩

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতে পরমাত্মারই চিৎস্বরূপ ও জড়স্বরূপে বহু হইবার সঙ্কল্পের উপদেশ দৃষ্ট হয় সুতরাং পরমাত্মাই উপাদান। ২৪।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই উভয়রূপত্বকথন দৃষ্ট হয় সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদানভূত এবং তিনিই উহার নিমিত্তকারণ। ২৫।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মাই কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে অভিহিত কূটস্থত্বাদিধর্ম্মের অবিরোধী পরিণামবিশেষের সম্ভব নিবন্ধন কার্য্যরূপে অবস্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থের কর্ম্মরূপত্ব অসঙ্গত নহে ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

শ্রুতিতে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও যোনিরূপে কথিত হইয়াছেন। কেন না, ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয়স্বরূপ। যোনিশব্দ উপাদানবাচী ॥ ২৭॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে, "রুদ্র প্রধান অমৃত অক্ষর সংহার-কর্ত্তা হরই সকলের অধ্যক্ষ। তিনি লোকের ভবরোগের প্রশমন করিয়া রুদ্র নামে কথিত হন।" ইত্যাদি স্থলে রুদ্রাদি শব্দ দ্বারা কি শিবাদি দেবতা বিশেষ বুঝিতে হইবে অথবা ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে? ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে —উক্তরূপ সমন্বয়চিন্তন দ্বারা হরাদি শব্দসমূহ ব্রহ্মপরকপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, সমস্তই তাঁহার নাম ॥ ২৮ ॥

চতুর্থপাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

হৃষ্যৎক্ষিতিকজ্রোণজবাণবিকৃতং
পর্বীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুক্তবাশ্রয়ং।
সুদর্শনেন ক্রতিমৌলিমব্যথং
ব্যধাৎ স কৃষ্ণঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ॥

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্বকারণভূত ব্রহ্মে যে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের সহিত বিরুদ্ধ কি না? এই সন্দেহনিরসনার্থ কথিত হইতেছে।—অবকাশের অভাব কেই অনবকাশ বলে। অনবকাশ শব্দে বিষয়শূন্যতা বুঝায়। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্তে সাংখ্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং বেদান্তের ব্যাখ্যা যথাশ্রুত অর্থের বিপরীতরূপে করা কর্ত্তব্য, এ কথা অসঙ্গত। কেন না, ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিলে ব্রহ্মৈককারণরূপ বেদান্তানুসারিণী মন্বাদি স্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষ ঘটে। বেদবিরুদ্ধ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া স্থির করাতে কোন দোষ ঘটে না ॥ ১ ॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

অধিকন্তু ঐ সাংখ্যস্মৃতিতে এমন কতকগুলি বিষয় কথিত হইয়াছে যে, তাহা বেদে দৃষ্ট হয় না ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

যোগস্মৃতি দ্বারাই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা উচিত। কেন না বেদান্তার্থের আশ্রয়েই যোগস্মৃতি বর্ণিত ॥ ৩ ॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

যদি বল যে, বেদ আপ্ত কি অনাপ্ত? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যাদিস্মৃতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য অসম্ভব। কেন না, সাংখ্যাদিস্মৃতি হইতে বেদসমূহ বিলক্ষণ। স্মৃত্যাদিতেও ইহার প্রমাণ আছে ॥ ৪ ॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

যদি বল, "ঐ তেজ দর্শন করিল" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তিতে বেদের একদেশের যখন অপ্রামাণ্য দৃষ্ট হয়, তখন উহার অপরাপর অংশেরও অপ্রামাণ্য স্বীকার্য্য হউক্ এবং বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে বেদোক্ত ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতিও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে? ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।— "ঐ তেজ দর্শন করিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তেজ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে, উহা তেজ প্রভৃতি অভিমানী চেতনদেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, জড়পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় নাই। তেজ প্রভৃতি শব্দগুলি দেবতার বিশেষণ। অতএব বেদের অনাপ্তত্ব কখনই সম্ভব নহে ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না। বৈরূপ্য নিবন্ধন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা যায় না। উহার উত্তর এই যে, বিরূপেরও উপাদানোপাদেয়ের অভাব দৃষ্ট হয়। তু শব্দ দ্বারা শঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈরূপ্যনিবন্ধন ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন, এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেন না, বিরূপ বস্তুদ্বয়েরও উপাদানোপাদেয়ত্ব লক্ষিত হয় ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য বলাতেও দোষ ঘটে না। কেননা, সারূপ্যের প্রতিষেধার্থই পূর্ব্বসূত্রে বৈরূপ্য কথিত হইয়াছে। উহা দ্বারা উপাদান হইতে উপাদেয়ের দ্রব্যান্তরত্ব ব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য-বিদ্যমানেও ঐক্যনিবন্ধন জগৎকার্য্যকে অসৎ বলা যায় না ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মশক্তিক চিজ্জড়াত্মক ব্রহ্ম বিবিধ অপুরুষার্থ ও বিকারের আস্পদ জগতের উপাদান হইলে প্রলয়সময়ে বিকৃত জগতের সংসর্গে তাঁহাতে বিকার ও অপুরুষার্থতার আপত্তি হয়। সুতরাং উপনিষদে যে সমস্ত বাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরবদ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগেরও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

উপরি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ কথিত হইতেছে —উপাদেয় জগতের

সংসর্গে থাকিলেও উপাদানভূত ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব বিনষ্ট হয় না। কেন না, তদীয় সার্ব্বকালিকী শুদ্ধত্বের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে॥ ৯॥

স্বপক্ষে দোষাচ্চ॥ ১০॥

সাংখ্যদর্শনের অনুসারে যে দোষসমূহ আমাদিগের পক্ষে সম্ভব হইতেছিল, সাংখ্যের নিজমতেও সেই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে। কেন না, ঐ সমস্ত দোষ বলিয়া অন্যত্র নিরস্ত হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয়ের বৈরূপ্য সাংখ্যমতেও লক্ষিত হয়। কেন না, তন্মতে শব্দাদিরহিত প্রধান হইতে শব্দাদিসম্পন্ন জগতের উদ্ভব স্বীকৃত হইয়াছে॥ ১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥ ১১॥

পুরুষের বুদ্ধিতে নানাত্ব বিদ্যমান, সুতরাং তর্কসমূহ অপ্রতিষ্ঠিত। ঐ সমস্ত তর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিষদ্‌লিখিত ব্রহ্মোপাদানতাই স্বীকার্য্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠগণের তর্ক প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার্য্য নহে। কেন না, কণাদ ও কপিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তাঁহাদেরও পরস্পর মতের বিরোধ দৃষ্ট হয়। সমস্ত তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত, ইহাও বলা যায় না। কেন না, তর্কের অপ্রতিষ্ঠানসাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, তাহাই স্বীকার্য্য। সমস্ত তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত বলিলে জগদ্ব্যবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ ঘটে॥ ১১॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১২॥

পতঞ্জলি ও কপিলাদি বেদবিরোধিগণের ন্যায় কণাদ ও অক্ষপাদাদি বেদবিরোধি দার্শনিকেরাও নিরস্ত হইয়াছেন। কেন না, উভয়পক্ষেই বেদবিরোধিত্বরূপ দোষের নিবাকরণের হেতু সমান হইতেছে॥ ১২॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥ ১৩॥

ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি নিবন্ধন অর্থাৎ শক্তিভূত জীব হইতে শক্তিমদ্‌ব্রহ্মের অভেদাপত্তি প্রযুক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট জীবব্রহ্মের যে ভেদভাব, তাহার বিলোপ হইবে, ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মোপাদানকতাকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যায় না, কেন না, লৌকিক উদাহরণ দ্বারাই উহা পরিহৃত হইতে পারে॥ ১৩॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যদি বল যে, উপাদেয় জগৎ উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? ইহার উত্তর এই,—উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিবিশিষ্ট ও প্রকৃতিশক্তিবিশিষ্ট উপাদান-ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। কেন না, বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলেন নাই ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

ঘটমুকুট প্রভৃতি উপাদেয়ভাবে মৃৎ-কাঞ্চনাদি উপাদানের যখন প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তখন উপাদান হইতে উপাদেয়ের ভেদ বলা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

এই সম্বন্ধে আরও যুক্তি এই যে, অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির অগ্রে তাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্তা দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপাদান ও উপাদেয় পৃথক্ নহে ॥ ১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

যদি বল যে, "এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না" এই শ্রুতিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্ত্বের যখন শ্রবণ আছে, তখন উপাদানে উপাদেয়ের অবস্থিতি অযুক্ত। এ কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, এস্থানে অসদ্ব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা তবদভিমত তুচ্ছত্ব নহে, কিন্তু ধর্ম্মান্তরই বুঝিতে হইবে। উপাদানভাব ও উপাদেয়ভাবে সংস্থিত একবস্তুরই স্থূলত্বসূক্ষ্মত্বরূপ দুই অবস্থা সৎ ও অসৎ শব্দে বোধিত হয়। এখানে স্থূলত্বধর্ম্ম হইতে সূক্ষ্মতা ধর্ম্ম ভিন্ন। জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সূক্ষ্মভাবে সংস্থিত থাকে বলিয়াই উহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। ঐ অসত্তা যে ধর্ম্মান্তর, তাহা বাক্যশেষ দ্বারাই বোধিত হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

অসত্ত্ব যে ধর্ম্মান্তর, তদ্বিষয়ে যুক্তি ও শব্দান্তরই হেতু ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যেমন পট উৎপন্ন (প্রস্তুত) হইবার অগ্রে সূত্ররূপে অবস্থিতি করে, তদনন্তর ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত সূত্র হইতে উহার অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মশক্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপেই সংস্থিত থাকে, পরে যখন ব্রহ্মের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পায় ॥ ১৯ ॥

যথাচ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

যেমন প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণ ও অপানাদি সংযমিত হইয়াও সেই সময় মুখ্য প্রাণরূপে অবস্থিত হয়, আবার প্রবৃত্তিসময়ে যখন হৃদয়াদি স্থানে মুখ্য প্রাণ অধিষ্ঠিত হয় তখন ঐ মুখ্য প্রাণ হইতেই স্বীয় অবস্থায় প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রপঞ্চও সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মে তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে, ব্রহ্মের সিসৃক্ষা জন্মিলে তাঁহা হইতেই তখন আবার প্রধান মহদাদিরূপে প্রকাশ পায় ॥ ২০ ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

যদি বল যে, জীবের জগৎকর্তৃত্বস্বীকারে দোষ কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা করিলে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। প্রধানাদি কার্য্য সাধন করা জীবের পক্ষে দু সাধ্য। গুটীপোকা কৌশেয় কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, দেহকারাগারনির্ম্মাণে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

ভেদনির্দ্দেশ নিবন্ধন জীব হইতে ব্রহ্মেরই আধিক্য জানিতে হইবে, শঙ্কাচ্ছেদার্থ তুশব্দের প্রয়োগ। উরুশক্তিমত্তা ও ঔৎকর্ষ্যনিবন্ধন জীব হইতে ব্রহ্মেরই আধিক্য হইতেছে ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

প্রস্তরাদির ন্যায় স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন জীবের স্বকর্তৃকত্ব উপপন্ন হয় না। জীব স্বরূপতঃ চেতনবস্তু সত্য কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

জীব যে কর্ম্ম করেন, তাহার উপসংহার আছে অর্থাৎ তৎকর্তৃক যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহাই তিনি সম্পাদন করেন, সুতরাং প্রস্তরাদির ন্যায় জীবের অকর্তৃকত্ব কিরূপে বলি? ইহার উত্তর এই যে জীবে যে কার্য্যোপস হার দৃষ্ট হয়, তাহার প্রবৃত্তি দুগ্ধের ন্যায়। জীবে দৃশ্যমান কার্য্যোপসংহার তদীয় অস্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পৃথিবীতে যেমন তাঁহাদিগের বর্ষাদি কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয় সেইরূপ ঈশ্বর অনুপলভ্যমান হইলেও তাঁহার বিশ্বকতৃত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

অঙ্গুলী প্রভৃতির দ্বারা তৃণ উত্তোলনাদি কর্ম্মে কৃৎস্ন জীবস্বরূপের কর্ত্তৃত্ব অনুভূত হয় না। জীব কৃৎস্নরূপে প্রবৃত্ত হইলে কৃৎস্নস্বরূপের অপেক্ষা হইত। গুরুভার প্রস্তরাদির উত্তোলনে যেমন চেষ্টা হয়, তৃণোত্তোলনে তাহা হয় না। ঐ সমস্ত কর্ম্ম সামর্থ্যের অংশতঃ অনুভব হয় মাত্র। ঐ সকল কার্য্যে স্বরূপাংশেরও প্রসক্তি বলা অসম্ভব, কেন না, জীবস্বরূপ নিরংশ। উহার অংশ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিরংশত্ব শ্রুতির ব্যাকোপ হয়। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব অসিদ্ধ হইল ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

লোকদৃষ্টে দোষ ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেন না, শ্রুতিপ্রমাণেই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সুসিদ্ধ হইয়াছে, যে বিষয় অবিচন্ত্য শব্দই তাহাতে মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পতরু ও চিন্তামণি প্রভৃতি হইতে যেমন গজতুরগাদি বিচিত্র সৃষ্টি উৎপত্তি হয়, শব্দপ্রমাণে জানিয়া ইহাতে বিশ্বাস করা যায়, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে যে দেব তির্য্যক্ প্রভৃতির সৃষ্টি, শ্রুতিবাক্য হইতেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষের প্রসঙ্গনিবন্ধন এবং ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে তদ্দোষের নিরাকরণার্থ ব্রহ্মকর্তৃত্ব-পক্ষই উপাদেয় ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রবণ নাই, সুতরাং বৈষম্যের আশ্রয় ব্রহ্মের কর্তৃত্ব অযুক্ত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার মীমাংসা করা হইতেছে।—উপেতা শব্দে প্রাপ্তা অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বশক্তির উপেতা। সূত্রে যে চ শব্দ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অবধারণার্থক। শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়, পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তং ॥ ৩১ ॥

যদি বল যে, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়রহিত, তাঁহার কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে,—তাহাও বলিতে পার না, কেননা, ব্রহ্ম যে স্বতই পরশক্তি-সম্পন্ন, শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্মের অনিন্দ্রিয়ত্বেও কর্তৃত্ব হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার প্রয়োজনের অভাব, সুতরাং তাঁহার প্রবৃত্তিও সঙ্গত হয় না, কারণ, যিনি পূর্ণকাম, তাঁহার স্বার্থে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার মীমাংসা করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্‌ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মের যে ঐপ্রকার প্রবৃত্তি, তাহা কেবল লীলার্থই বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্ম সুখদুঃখভোগী মনুষ্যাদির সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাতে বৈষম্যাদি-দোষ ঘটে, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ম্মাপেক্ষিত্ব নিবন্ধন তাঁহাতে বৈষম্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। জীব কর্ম্মফলেই সুখ-দুঃখভোগ করে ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

প্রলয়ে কর্ম্মের বিভাগ নাই, এমন নহে, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনাদি। সুতরাং কর্ম্মদ্বারা বৈষম্যাদি পরিহৃত হয় না, ইহাও বলিতে পারা যায় না। শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মকর্ত্তৃক কর্ম্মবিভাগের সম্ভাবনা আপাততঃ অনুমিত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের অনাদিত্বস্বীকারেই উহা পরিহৃত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

যদি বল যে, ব্রহ্মে ভক্তরক্ষণ ও তদ্বাসনানিবারণরূপ বৈষম্য ঘটে কি না? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মের ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য স্বতই উপপন্ন হইতেছে। তিনি ভক্তবৎসল। ভগবানের ঐপ্রকার বৈষম্য গুণ বলিয়াই গণনীয় ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ২৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

অধিকন্তু বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্ব্বধর্ম্মই অচিন্ত্য পরমেশ্বরে উপপন্ন হইতেছে সুতরাং ভক্তপক্ষপাতরূপগুণ অজ্ঞানীর আদরণীয় ॥ ২৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথমপাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যং সাক্ষাৎ পঙ্কজোপম।
সর্ব্বেষাং পরমংশ্চ সংখ্যবর্জ্জিবিপাদন ॥

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

যদি বল যে, প্রধানকেই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান করা যাউক্? ইহার উত্তর এই যে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জগতের রচনা অদ্ভুত প্রধান (প্রকৃতি) অচেতন। চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রধানকে জগতের উপাদান বলা অসঙ্গত।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তে যদি প্রধানের উপাদানত্ব স্বীকার কর, তাহাও হইতে পারে না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেতি তত্রাপি ॥ ৩ ॥

যদি বল যে দুগ্ধ যেমন স্বতই দধিতে পরিণত হয়, মেঘবিমুক্ত জল যেমন একরস হইয়াও আম্রাদিফলবিশেষে মধুরাম্লাদি নানারসে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে এক প্রধানই দেহভুবনাদিরূপে পরিণত হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে,—চেতনের অধিষ্ঠানবশতই অচেতন বস্তু দুগ্ধও দধি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অনবস্থিতি উপলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং কেবল প্রধানেরই নিজ পরিণামকর্ত্তৃত্বের নিবাস হইল ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেমন গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া স্বতই দুগ্ধাকারে

পরিণত হয় সেইরূপ প্রধানও মহদাদিতত্ত্বাকারে পরিণত হইয়া থাকে ইহার উত্তর এই—অন্যত্র তদাকারে পরিণামের অভাব প্রযুক্ত তৃণাদির স্বত পরিণাম বলা অসঙ্গত ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

যদি প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি স্বীকার কর তাহাতে কোন ফল দৃষ্ট হয় না ॥ ৬ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

জড়ের স্বত প্রবৃত্তি সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। পঙ্গু গতিশক্তিহীন সত্য কিন্তু তাহার পথদর্শন ও তদুপদেশাদি সামর্থ্য আছে এবং অন্ধ দর্শনশক্তিহীন হইলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশাদি গ্রহণের সম্ভব আছে অ র অয়স্কান্তপ্রস্তরের লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হয় কিন্তু নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় পুরুষের কোন বিকারই নাই ॥ ৭

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

গুণের উৎকর্ষাপকর্ষপ্রযুক্ত অঙ্গাঙ্গিভাব হেতু বিশ্বসৃষ্টিনাদীর পক্ষ নিরস্ত হইতেছে। গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন সুতরাং ঐ প্রকার পক্ষ অসঙ্গত। সত্ত্বাদিগুণের সাম্যভাবে অবস্থিতিকেই প্রধানাবস্থিতি বা প্রধানাবস্থা কহে তাদৃশী অবস্থায় গুণসমূহ স্বরূপনিরপেক্ষ থাকে বলিয়া একটী অ র একটীর অঙ্গী হইতে পারে না। ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

কপ্রকার অনুমানাধে গুণ বিচিত্রস্বভাব হয় একপ অনুমান করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের নিবাস হয় না। কেন। গুণত্রয়ের জ্ঞানশক্তির অভাব হইয়া পড়ে ॥ ৯।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোত্তর বিরোধ প্রযুক্ত কাপিলদর্শনের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। মুমুক্ষুগণ কাজেই উক্ত দর্শনে শ্রদ্ধাত্যাগ করিবেন। ঐ দর্শনে একবার প্রকৃতির ভোগকর্ত্তা পুরুষকে শরীরাদিব্যতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আবার জ্ঞাতৃত্বভোক্তৃত্বাদিশূন্য বলা হইয়াছে। পরিশেষে আবার বন্ধমোক্ষগুণ পুরুষের

নহে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সংসর্গ হেতু পুরুষ বন্ধনপ্রাপ্ত হন, ইহাও কথিত হইয়াছে, সুতরাং বহুবিধ বিরোধ দৃষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং ॥ ১১ ॥

পরমাণুদ্বারা জগতের সৃষ্টি, এ কথা যু[illegible] কি অ[illegible] এক্ষণে তা[illegible] বিশেষ মীমাংসা হইতেছে। হ্রস্ব দ্বারা ও [illegible] হইতে ম[illegible] ও দী[illegible] এবং কেবল তৎপরি[illegible] কিকদিগের সমস্ত[illegible] বিরুদ্ধ। পরমা[illegible] হইতে দ্ব[illegible]বাদির [illegible]পৃথিব্যাদির উদ্ভব বলিলেও [illegible] নিয়ম বিরুদ্ধ হয়। অবয়বাবচ্ছিন্ন দ্ব্যা[illegible] হইতে স[illegible] না [illegible] কেন উদ্ভব অসঙ্গত। ১১।

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

[illegible] তের উদ্ভব বর্ণন করেন। এখন এই এরূপ যে ঐ পরমাণুর ক্রিয়া পরমাণুগত অদৃষ্ট হইতে কিম্বা আত্মগত অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন?—আত্মগত ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য অদৃষ্টের পরমাণুগততা হেতু প্রথমপক্ষ অসঙ্গত। আত্মগত অদৃষ্টদ্বারা পরমাণুগত ক্রিয়ার উদ্ভব সম্ভব হয় না, সুতরাং শেষপক্ষও সঙ্গত হইতেছে না। অতএব উভয়থাই আদ্যক্রিয়াজনক অদৃষ্ট অসঙ্গত ॥ ১[illegible] ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

সমবায় স্বীকার করিলেও অনবস্থা ঘটে। তাহাই ঐ অসামঞ্জস্যের কারণ ॥ ১৩।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ।

সমবায়ের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধি জগতের অনিত্যতাপ্রসঙ্গ হয়, সুতরা উক্ত মত অসমঞ্জস। ১৪ ॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

অধিকন্তু পার্থিব আপ্য তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুসমূহের রূপ রস গন্ধ স্পর্শবিশিষ্টত্বের অঙ্গীকার হেতু উহাদিগের নিত্য নিরবয়বত্ব প্রভৃতির বিপর্য্যয় হয়। কেন না রূপাদিযুক্ত ঘটাদি পদার্থে অনিত্যতাই লক্ষিত হয় এই প্রকার স্বীকার ও পরিহার হইতে উক্ত মত অসমঞ্জস হইতেছে ॥ ১৫ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

উভয়থাই অপরিহার্য্য দোষ হেতু উক্ত মত শ্রদ্ধেয় হয় না ॥ ৬ ॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

ইহার কোন অংশই কোন শিষ্টজন গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং ইহার অপেক্ষা কর ও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ। ১৮ ॥

এই যে উভয়সংঘাতহেতুক দ্বিবিধ সমুদায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎস্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অসিদ্ধি হয়। অতএব তৎকল্পনা সুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয় শব্দ হেতুবাচক। অবিদ্যা প্রভৃতির পরস্পর হেতুনিবন্ধন সংঘাত উপপন্নই হইতেছে, এই প্রকার যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। কেন না ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরোত্তরের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি কারণ হয় কিন্তু সংঘাতের প্রতি নিমিত্ত লক্ষিত হয় না। অতএব সৌগতমত সঙ্গত হইতেছে না। ॥ ১৯ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্তসূত্র হইতেই অনুবর্ত্তিত হইল। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ মনে করে, উত্তর ক্ষণোৎপত্তিতে পূর্ব্বক্ষণ নিরুদ্ধ হয়। যাবে। ইহা বলিলেও অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুত্বে হেতু হেতুমদ্ভাব স্থাপন অসম্ভব। কেন না, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী নিরুদ্ধকারণের নিরুপাখ্যত্বের অনুপপত্তি হয় ॥ ২ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২১॥

উপাদানের অসত্ত্ব তত্ত্ব যদি উৎপত্তিস্বীকার কর, তাহা হইলে স্কন্ধরূপ হেতু হইতে সমুদায়ের উদ্ভব হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা, সে প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হয়। অধিকন্তু তাহা হইলে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যই উৎপন্ন হইতে সক্ষম হইত, অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অস্বীকার্য্য ॥ ২১ ॥

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

ভাবসমূহের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসকে প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তদ্বিপরীতকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কহে। আবরণাভাবের নামই আকাশ। এই তিনটিং

শূন্য। এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষণিক। সদ্‌বস্তুর নিরন্বয়নাশের অভাব বশতঃ ঐ নিরোধদ্বয়ের অসম্ভব হইতেছে। অবস্থান্তরাপত্তিই সদ্‌বস্তুর উদ্ভব। ধ্বংসও অবস্থান্তর। এক বস্তুই স্থায়ী। সদবস্তুর বিনাশশূন্য হইলে ক্ষণ। তবে বিশ্বকে শূন্য দৃষ্ট হইত কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন যাহারা দীপের ন্যায় ঘটাদির নিরবশেষে বিনাশ স্বীকার করেন, তাহাদের মতও অগ্রাহ্য॥ ২ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

বৌদ্ধেরা স সাবকারণ অবিদ্যাদির নিরোধকেই যে মোক্ষ বলেন তাহা তত্ত্বজ্ঞানজন্য নহে কেন না তাহা হইলে অপ্রতিসংখ্যা নিরোধের স্বীকার বিফল হয়। দ্বিতীয়পক্ষও অসঙ্গত। কেন না, আপনা হইতে মোক্ষ হয় বলিলে সাধনোপদেশ মিথ্যা হয়। সুতরাং বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ॥ ২৩॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

আকাশে যে শূন্য তাহাতে কহিয়াছ অবিশেষ নিরূপণ তাহাও অসম্ভব॥ ২৪॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বানুভূতদ্রব্যবিষয়িণী বুদ্ধিকে অনুস্মৃতি কহে। অনুস্মৃতি শব্দ দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা বুঝায়। সকলের সকল দ্রব্যেরই অনুস্মৃতি অনুসন্ধিত হইয়া থাকে সুতরাং ভাবপদার্থ ক্ষণিক হইতে পারে না॥ ২৫॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অদৃষ্টবশতঃ অসত্তের পীতাদি আকার জ্ঞানে অবস্থিতি করে, ইহাও অসম্ভব॥ ২৬॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

ভাবপদার্থকে যদি ক্ষণিক বলা যায় তাহা হইলে অসৎ হইতে সত্তের উদ্ভব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে উপায়হীন উদাসীনের উপেয়সিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়॥ ২৭॥

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

যদি বল যে সকল পদার্থকেই জ্ঞানাকার বলা উচিত কি না ? হইবে

উত্তর এই যে, প্রতিনিয়তই যখন উপলব্ধ হইতেছে, তখন বাহ্যবস্তু যে নাই, ইহা বলা যায় না॥ ২৮॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ॥ ২৯॥

যদি বল যে, বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকে বাসনাহেতুক জ্ঞানবৈচিত্র্য দ্বারা স্বপ্নে যেমন ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ব্যবহার জাগ্রত অবস্থাতে হউক না কেন? ইহার উত্তর এই যে, পরস্পর বৈধর্ম্ম্যহেতু স্বাপ্নিক ও জাগ্রৎ ব্যবহারের একরূপতা স্বীকার করা যায় না। যেন না, স্বপ্নের ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র॥ ২৯॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ॥ ৩০॥

অনুপলব্ধি নিবন্ধন বাসনার সত্তাই অস্বীকার্য্য॥ ৩০॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ॥ ৩১॥

পূর্ব্বপক্ষীর মতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক। যদি তাহা হয়, তবে বাসনার আশ্রয়স্বরূপ স্থিরবস্তুর বিদ্যমানতা থাকে না॥ ৩১॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ॥ ৩২॥

মাধ্যমিকের মতে শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। যদি বল যে উহা যুক্ত কি অযুক্ত? ইহার উত্তর এই যে অনুপপত্তি হেতু উহা অযুক্ত। এই শূন্যভাব, অভাব ও ভাবাভাব, এই তিনটীর কোনটীই প্রতিপাদন করা যায় না॥ ৩২॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ॥ ৩৩॥

যদি জিজ্ঞাসা কর যে আর্হত ভোক্ত জীবাদি পদার্থ যুক্ত কি অযুক্ত? ইহার উত্তর এই যে, অসম্ভাবনা হেতু এক পদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ নিতান্তই অসম্ভব॥ ৩৪॥

এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্॥ ৩৪॥

একই পদার্থে সত্তাসত্তাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের যোগ যেমন দোষাবহ, আত্মার অকার্ৎস্ন্যই সেইরূপ॥ ৩৪॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ॥ ৩৫॥

জীবের অনন্তাবয়বত্ব স্বীকার পূর্ব্বক বালক-যুবাদির দেহ কিম্বা হস্ত্যশ্বাদির দেহপ্রাপ্তিতে তাহার অবয়বের অপচয় ও উপচয়ের বৈপরীত্য দ্বারা তত্তদ্দেহ-

পরিমিতত্বের সামঞ্জস্য জ্ঞান করাও অযুক্ত। কেন না, তাহাতে জীবের বিকারাদি অপরিহার্য্য হয়। এই প্রকার বলিলে জীবের বিকার, অনিত্যতা, কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম নিবারণ করা যায় না। জীবের বিকারাদি সম্ভবে না, একথাও বলা যায় না কেন না, জীবের মুক্তিকালীন পরিমাণজন্যত্ব ও অজন্যত্বাদি বিকল্পহেতু অনিত্য ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥

উভয় অবস্থারই নিত্যতাবশতঃ মোক্ষাবস্থার অবিশেষ হইতেছে॥ ৩৬ ॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

শৈব, সৌর ও গাণপত্য ইহারা পাশুপত সম্প্রদায়। ইহাদের মতে কারণ, কার্য্য যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটী পদার্থ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত যুক্ত কি না? ইহার উত্তর এই যে, অসামঞ্জস্য হেতু সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। পশুপতি প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিবোধক বাক্যসমূহ বেদাদিশাস্ত্রের অবিরোধে নারায়ণপরকরূপেই সঙ্গমনীয় হইতেছে। ৩৭ ॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সম্বন্ধের অনুপপত্তিহেতু ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কেন না, ঈশ্বর দেহরহিত। কুলালাদি শরীরবিশিষ্ট। কুলালাদির সঙ্গেই মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ। তাদৃশ কুলালাদি দ্বারাই ঘটাদি প্রস্তুত হয়॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

অধিষ্ঠানের অনুপপত্তি হেতুও ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঈশ্বর দেহবর্জ্জিত। যাহার দেহ আছে তাঁহার অধিষ্ঠানই সম্ভব॥ ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

এ কথা যদি বল যে, দেহবর্জ্জিত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় যেমন অধিষ্ঠান হয় ঈশ্বরেরও সেইরূপ প্রধানই অধিষ্ঠান হইয়া থাকেন। ইহার উত্তর এই যে, প্রলয়সময়ে প্রধান বিদ্যমান থাকেন। ইন্দ্রিয়বৎ তিনি ক্রিয়ার সাধন। তাঁহাকে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, এ কথা বলা সম্ভবে না।

কেন না তাহা বলিলে ঈশ্বরের ভোগাদিপ্রসঙ্গ হয়। করণস্থানীয় প্রধানের স্বীকারে ও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির প্রাপ্তিতে ঈশ্বরের সুখদুঃখাদিভোগে অনীশ্বরত্ব ঘটিয়া উঠে ॥ ৪০ ॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

যদি এ কথা বল যে, অদৃষ্টানুরোধে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহাদি কল্পনা করিলে ক্ষতি কি ? ইহলোকে ঐ প্রকারই ত দৃষ্ট হয়। পুণ্যবান রাজা সর্ব্বশরীর • ধারী। তাঁহারা আপনাপন অধিষ্ঠানভূত রাজ্যের অধীশ্বর। তদ্বিপরীতধর্ম্মী কদাচ রাজা হয় না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে —ঐ প্রকার বলিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের শরীরাদিসম্বন্ধঘটিতত্ব অন্তবত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞতা ঘটে। যে ব্যক্তি কর্ম্মের অধীন সে কদাচ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না ॥ ৪১ ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

শক্তিবাদেও বেদবিরুদ্ধ অনুমান দ্বারা শক্তির কারণতা কল্পিত হয়। অতএব এ বিষয়েও লৌকিক যুক্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। অতএব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৪২ ৪৩ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি পুরুষকে নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট বল, তাহা হইলে এই মত ব্রহ্ম বাদেরই অন্তর্ভূত হয়। কেন না, ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি স্বীকৃত হয় ॥ ৪৪ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

শক্তিবাদ তুচ্ছ, কেন না উহা সর্ব্বশ্রুতিযুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব যাঁহারা মঙ্গলকামনা করেন, দোষকণ্টকবহুল সাংখ্যাদিমার্গ ত্যাগ করিয়া বেদান্তমার্গ অবলম্বন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ॥ ৪৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ব্যোমাদিবিষয়ং যোঽভিবি মতিং বিজঘান সঃ।
স তাং মদ্বিষয়াং ভাসান কৃষ্ণঃ প্রতিহনিষ্যতি॥

ন বিয়দশ্রুতেঃ॥ ১॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, এই বিশ্ব পূর্ব্বে সৎ ছিল, তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সংকল্প করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব, তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন, জল সৃষ্টি করিলেন, অন্ন সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি। এখন সন্দেহ এই যে, আকাশের উৎপত্তি আছে কি না? আকাশের উৎপত্তি নাই, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।— শ্রুতিপ্রকরণের অসম্ভাবি হেতু আকাশের উৎপত্তি অস্বীকার্য্য। আকাশ নিত্য, উৎপত্তিরহিত। আকাশের উৎপত্তিপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ নাই॥ ১॥

অস্তি তু॥ ২॥

উপরিলিখিত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, আকাশের উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশের উৎপত্তি উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি হইয়াছে॥ ২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ॥ ৩॥

পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, অসম্ভাবনা হেতু আকাশের নিত্যত্বসূচক বাক্যসমূহ গৌণ বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ৩॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ॥ ৪॥

যদি এরূপ বলা যায় যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতির একই সম্ভূত শব্দ অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যভাবে অনুবর্ত্তমান হইয়া আবার আকাশে কি প্রকারে গৌণ-ভাবে অনুবৃত্ত হইতে পারে? উহার উত্তর এই যে, একই ব্রহ্মশব্দবৎ মুখ্য-ভাবে ও গৌণভাবে সম্ভব হইতেছে॥ ৪॥

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ॥ ৫॥

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ বলা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের অব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য॥ ৫॥

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ॥ ৬॥

বাচকের অভাবে এখানে কি প্রকারে আকাশের উৎপত্তি বলা যায়? এ

কথা বলিলে তাহার উত্তর এই যে, লৌকিকবৎ শ্রুতিতেও বিকার পর্য্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে॥ ৬॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ॥ ৭॥

এই যে আকাশের ব্যাখ্যা করা হইল ইহ দ্বারা বায়ুও ব্যাখ্যাত হইল। আকাশের কার্য্যত্বেন ন শব্দ শ্রুত ও যুবও ক্যাযত সিদ্ধ হইতেছে॥ ৭॥

অসম্ভবস্তু সতোহনুপপত্তেঃ॥ ৮॥

এখন সন্দেহ এই যে সংস্বরূপ ব্রহ্মও উৎপন্ন হন কি না? মহদাদি কারণসমূহেরও যখন উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, তিনি কারণ হইতে বিশেষ হেন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলা যাইতেছে যে অনুপপত্তি হেতু সংস্বরূপ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব, সুতরাং সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে॥ ৮॥

তেজোহতস্তথা হ্যাহ॥ ৯॥

শ্রুতিতে বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি লিখিত আছে॥ ৯॥

আপঃ॥ ১০॥

অগ্নি হইতে জলের উদ্ভব। শ্রুতির বচন এইরূপ॥ ১০॥

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ॥ ১১॥

যদি বল যে, শ্রুত্যুক্ত অন্ন শব্দ দ্বারা যবাদি বোধিত হউক। ইহার উত্তর এই যে, অধিকার রূপ ও শব্দান্তর হইতে অন্ন শব্দে পৃথিবী বুঝায়॥ ১১॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ॥ ১২॥

সেই ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই যখন প্রধানাদি তত্ত্বসমূহের উদ্ভব,তখন তিনিই কারণ॥ ১২॥

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ॥ ১৩॥

বিপর্য্যয়ে যে ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাও তৎকারণত্বেই উপপন্ন হইতেছে॥ ১৩॥

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ১৪॥

সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে অন্তরালে বিজ্ঞান ও মনের ক্রমে সর্ব্বতত্ত্বের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উদ্ভব নিশ্চয় করা যায় না, এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, তদ্বিষয়ে শ্রুতিসমূহের কিছু বিশেষ নাই॥ ১৪॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোঽভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥১৫

এইরূপে যদি সর্ব্বেশ্বর হরিই সর্ব্বাত্মক হন তাহা হইলে চরাচরবাচী সমস্ত শব্দেরই তদ্বাচকতাপত্তি হইতেছে। কিন্তু ঐ সমস্ত শব্দের হরিবাচকতা দৃষ্ট হয় না উহারা চরাচরেই মুখ্যভাবে উৎপন্ন। তৎস্বীকারে ঐ সমস্ত শব্দের সর্ব্বেশ্বরে গৌণীপ্রবৃত্তি হয় এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ওদুত্তরে বলা যাইতেছে যে তদ্ভাবভাবিত্ব নিবন্ধন চরাচরব্যপাশ্রয় শব্দ্যপদেশ গৌণ না হইয়া মুখ্যই হইবে। ১৫ ॥

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। ১৬ ॥

যদি বল যে আত্মার উৎপত্তি আছে কিনা? ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে আত্মার নিত্যত্ব শ্রবণ নিবন্ধন উহার উৎপত্তি অস্বীকার্য ॥ ১৬।

জ্ঞোঽত এব ॥ ১৭ ॥

যদি বল যে জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ কিম্বা জ্ঞাতৃস্বরূপ? ইহার উত্তর এই যে শ্রুতিপ্রমাণ নিবন্ধন জীবের জ্ঞানস্বরূপত্ব বিদ্যমানেও জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব স্বীকার্য্য। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপত্বসত্ত্বেও উহার জ্ঞাতৃস্বরূপতা বলিতে হইবে। শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ১৭।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥ ১৮ ॥

অতঃপর জীবের পরিমাণ বিচার হইতেছে। যদি বল জীব বিভু কি অণু? উৎক্রান্তি গতি ও আগতি দর্শন হেতু জীবের অণুত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ১৯ ॥

আত্মার সহিত গতি ও আগতির সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২০ ॥

মহৎ পরমাণু বলিয়া শ্রবণ নিবন্ধন জীব অণু নহেন ইহাও না অসঙ্গত। কেন না মহৎ পরিমাণের উক্তি জীবাধিকারে নহে উহা পরমাত্মাধিকারে বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥

অণুত্ববাচী শব্দ এবং অণুপরিমাণের উল্লেখ হওয়াতেও এই প্রকার কথিত হয়। ২১ ॥

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২২ ॥

জীব যদি অণুরূপ হইল, তাহা হইলে সকল দেহে তাহার উপলব্ধি নিরুদ্ধ হউক্। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতেছেন।—চন্দনবৎ অবিরোধ বুঝিতে হইবে। যেমন হরিচন্দনবিন্দু একদেশগত হইয়াও সর্ব্বদেহের আনন্দপ্রদরূপ উপলব্ধি হয় জীবও সেইরূপ। জীব একদেশস্থ হইলেও সর্ব্বশরীরব্যাপী বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতির বৈষম্য নিবন্ধন দৃষ্টান্তের বৈষম্য বলা অযুক্ত। কেন না, জীবেরও হৃদয়ে স্থিতি স্বীকার্য্য ॥ ২৩ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৪ ॥

জীব স্বীয় গুণে আলোকবৎ শরীরব্যাপী হন ॥ ২৪ ॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুণসমূহ গুণীর স্থান হইতে পৃথক্ স্থলে অবস্থান করে। অধুনা তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—গন্ধের ন্যায় ব্যতিরেকও স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে। ২৫।

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥

পৃথক্ উপদেশ হেতু জীবের নিত্যজ্ঞান স্বীকার্য্য হয় ॥ ২৬ ॥

তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। ২৭ ॥

তদ্গুণসারত্ব নিবন্ধন প্রাজ্ঞশব্দের ন্যায় জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানস্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রমাণবলে যাবদাত্মভাবিত্ব নিবন্ধন জ্ঞানস্বরূপের আত্মত্ব নির্দ্দেশ দোষ জনক হয় না ॥ ২৮ ॥

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯ ॥

পুংস্ত্বাদির সুষুপ্তিতে যাহা থাকে জাগরণে তাহার অভিব্যক্তি হয় সুতরাং উহা নিত্য ॥ ২৯ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ৩০ ॥

অন্যথা নিত্য উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসঙ্গের অন্যতর নিয়ম অথবা প্রতি বন্ধ ঘটিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রার্থবত্তা নিবন্ধন জীবই কর্ত্তা বলিয়া যুক্ত। ৩১

বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩২ ।

বিহারের উপদেশ নিবন্ধন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য। ৩২।

উপাদানাৎ ॥ ৩৩ ।

উপাদান হইতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ৩৩।

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রিয়াতে মুখ্যরূপে ব্যপদেশ নিবন্ধন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্থির হয় নচেৎ নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে। ৩ ।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ। ৩৫ ॥

পূর্ব্বকথিত উপলব্ধির প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে বন্ধের অনিয়ম হইয়া থাকে ॥৩৫॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

উহাতে শক্তিরও বিপর্য্যয় ঘটে সুতরাং উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ৩ ।

সমাধ্যভাবাচ্চ। ৩৭ ।

উহাতে সমাধিরও অভাব হয় সুতরাং উহা স্বীকার্য নহে ॥ ৩৭

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৩৮ ॥

সূত্রধর যেমন উভয়বিধরূপেই কর্ত্তা ইহাও সেইরূপ

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিপ্রমাণসদ্ভাব নিবন্ধন জীবের কর্ত্তৃত্ব পরাধীন বুঝিতে হইবে। ৩৯।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

বিধি ও নিষেধের বৈয়র্থ্যাদি হইতে কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ পরমেশ্বরের অধীনেই জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য হয় ॥ ৪০ ।

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিত বাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥

বিবিধসম্বন্ধের ব্যপদেশনিবন্ধন জীব অংশ। অন্তকগেও আথর্ব্বণিকেরা যে জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব বলেন, তাহাতেই অংশাংশিভাব পরিস্ফুট হয় ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥

মন্ত্রবর্ণ হইতেও ঐ অংশাংশিভাব লক্ষিত হয় ॥ ৪২ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

স্মৃতিতে জীবের ব্রহ্মাংশকত্ব পবিস্ফুট আছে ॥ ৪৩ ॥

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ৪৪ ।

অংশশব্দে কথিত হইলেও মৎস্যাদি অবতার প্রকাশাদিবৎ জীবের সমান হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৫ ॥

স্মৃতিতেও এই প্রকার বর্ণিত আছে ॥ ৪৫ ॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৬ ॥

দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন জ্যোতিবাদিবৎ জীবের অনুজ্ঞা ও পরিহার লক্ষিত হয় ৪৬।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৭ ॥

অপূর্ণতা ঐ অসাম্যের অন্য একটী কারণ ॥ ৪৭ ॥

আভাস এব চ ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বকথিত হেতু হেতু নহে, হেত্বাভাসমাত্র ॥ ৪৮ ॥

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৪৯ ॥

অদৃষ্টের অনিয়মনিবন্ধন জীবসকলের পরস্পর সাম্য অস্বীকার্য্য ॥ ৪৯ ॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫০ ॥

অভিসন্ধ্যাদিতেও যখন অদৃষ্টেরই কারণত্ব দৃষ্ট হয়, তখন অদৃষ্টই বৈচিত্র্যের হেতু। ৫০ ॥

প্রদেশাদি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

অন্তর্ভাবনিবন্ধন প্রদেশকে বৈচিত্র্যের হেতু বলা যায় না ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

যজ্জাতাঃ কলিতোৎপাতা মৎপ্রাণাঃ সত্যমিত্রভিৎ।

এতান শাধি তথা দেব যথা সৎপর্থগামিনঃ ॥

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

আকাশাদি যেমন পরমেশ্বর হইতে সঞ্জাত, প্রাণও (ইন্দ্রিয়গ্রামও) সেই রূপ উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

বহুত্বশ্রুতি গৌণী। কেননা, স্বরূপের নানাত্বাভাব হেতু বহ্বর্থ অসম্ভব ॥২॥

তৎপ্রাক শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সৃষ্টির প্রাক্কালে কতকগুলি বস্তু অবিলীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং শব্দদ্বারাই বহুত্বের উৎপত্তি হয় এ প্রকার আশঙ্কাও অসঙ্গত। কেননা, তখন একত্বাবধারণই শ্রুত হয়, সুতরাং উক্ত শ্রুতি গৌণ ॥ ৩ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

বাক্যের প্রধানমহদাদি সৃষ্টিপূর্ব্বকত্ব বশতঃ প্রাণশব্দ ব্রহ্মাভিধায়ীই হইতেছে ॥ ৪ ॥

সপ্তগতেবি শেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

প্রাণ সাতটী। শ্রুত্যুক্ত বিশেষণের প্রয়োগ নিবন্ধন পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন এই সাতটী জীবের প্রাণ (ইন্দ্রিয়) রূপে গণ্য ॥ ৫ ॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

জীবশরীরে করাদি সপ্তাতিরিক্ত প্রাণ স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রাণ সাতটী বলাও অসঙ্গত ॥ ৬ ॥

অণবশ্চ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রাম অণুরূপ ॥ ৭ ॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

মুখ্য প্রাণও আকাশাদিবৎ উৎপন্ন হয়। দেহের স্থিতির কারণ বলিয়া প্রাণ শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

পৃথক্ উপদেশ নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ প্রাণশব্দে বায়ু কিম্বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া ইহার উভয়ের কিছুই বোধিত হয় না ॥ ৯ ॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

অনুশাসন নিবন্ধন প্রাণকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৎ জীবের উপকারী হয় ॥ ১০ ॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

অকরণত্ব নিবন্ধন কোন দোষ হয় না। শ্রুতিতেও এই প্রকার দৃষ্ট হয় ॥ ১১

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

প্রাণাদি পঞ্চ উহারই বৃত্তিভেদ। মনোর ন্যায় ভেদব্যপদেশমাত্র ॥ ১২ ॥

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

প্রাণ অণুই ॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

জ্যোতির্ময় ব্রহ্মই উহাদিগের মুখ্যপ্রবর্ত্তক ॥ ১৪ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

প্রাণযুক্ত জীব ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ॥ ১৫ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

উক্ত অধিষ্ঠানের নিত্যত্ব নিবন্ধন পরমেশ্বরেরই মুখ্য অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য ॥ ১৬ ॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

তদ্ব্যপদেশ নিবন্ধন প্রাণশব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় বোধিত হইবে ॥ ১৭ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

ভেদশ্রুতি হইতেই উহাদিগের তত্ত্বান্তরতা নির্দিষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত সুসিদ্ধ ॥ ১৯ ॥

ত্রিবৃৎকর্তা পরমেশ্বরেরই সংজ্ঞামূর্ত্তি কর্তৃত্ব উপদেশ হয়, সুতরাং উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্তিসঙ্গত নহে॥ ২০॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ॥ ২১॥

মাংসাদি ভৌম, অন্য দুইটী আপ্য ও তৈজস শব্দ হইতে উহা নির্ণীত হইবে॥ ২১।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ॥ ২২॥

আধিক্য নিবন্ধনই ভেদব্যপদেশ বুঝিতে হইবে॥ ২২।

দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদ।

ন ‘বিনা স ধ ন দবো জ্ঞান ॥

দ ‘ত সপ শ্রবান স নি বু শায়।

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং॥১॥

প্রশ্ন ও উত্তর এই উভয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম ভূতের সহিত দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া থাকে॥ ১॥

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ॥ ২॥

জলের ভূতত্রয়াত্মকতা ও বহুলতা নিবন্ধন উহা সঙ্গত॥ ২।

প্রাণগতেশ্চ॥ ৩॥

প্রাণের গতিনিবন্ধনও অন্য ভূতের গতি জ্ঞাতব্য॥ ৩॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ॥ ৪॥

শ্রুতিতে অগ্ন্যাদির গতি কথিত আছে সুতরাং ভূতসমূহের গতিস্বীকার অসঙ্গত, কেন না, ঐ সমস্ত শ্রুতি গৌণ॥ ৪।

প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

প্রথম আহুতিতে জলের অশ্রুতি নিবন্ধন জলাদি ভূতের সহিত জীবের গতি সিদ্ধ হয় না এ কথা বলিতে পার না কেন না প্রথম আহুতিতে ঐ সমস্ত জলাদি ভূতই শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা কথিত হইয়াছে এই প্রকার উপপত্তি লক্ষিত হয় ॥ ৫ ।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ।

ইষ্টাদি কার্য্যের অনুষ্ঠায়ীসকলের তাদৃশী প্রতীতি নিবন্ধন শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসদ্ভাব বলিয়া জলই গমন করে উহার সহিত জীবও গমন করে ইহা বলা না হউক্, এপ্রকার আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকরী। ৬ ॥

ভাক্তং বানাত্মবিত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

জীবের ভাক্ত (অন্নত্ব) গৌণ আত্মজ্ঞানের অভাবনিবন্ধনই জীবের তাদৃশভাবপ্রাপ্তি হয় শ্রুতিতেও ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৭

কৃতাত্যয়েহনুশয়বান দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং ॥ ৮ ॥

ফলোন্মুখ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই জীব যে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত পুনরাগত হন ইহা শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট ॥ ৮ ।

যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৯ ॥

যে প্রকারে গমন সেই প্রকারেই পুনরগমন কোন কোন সময়ে অন্য প্রকারও হয় ॥ ৯ ।

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥১০ ॥

শ্রুতিতে চরণশব্দ আছে এই জন্য কর্ম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি ঘটে এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেননা কার্ষ্ণাজিনি মুনির মতে চরণ শব্দ অনুশয় উপলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মের সর্ব্বার্থহেতুতা নিবন্ধন আচারের বৈফল্য ও পূর্ব্বকথিত বিধি ব্যর্থ হউক, এ কথা বলাও অসঙ্গত। কেননা কর্ম্ম আচারসাপেক্ষ ॥ ১১ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১২ ॥

বাদরি মুনির মতে চরণশব্দে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই বোদ্ধব্য ॥ ১২ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

পরমাত্মাই স্বাপ্নিক কাম ও পুত্রাদির নির্ম্মাতা ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রন্তু কাৎ স্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বথা অনভিব্যক্তিস্বরূপতাহেতু কেবল মায়াই উক্ত সৃষ্টির কারণ ॥ ৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষ ত চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

উহা শুভাশুভসূচক বলিয়া এবং তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের সম্ভাব প্রযুক্ত স্বপ্ন বলিয়াই গণ্য ॥ ৪ ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব হয়। কেবল পরমেশ্বরই জীবের বন্ধমোক্ষের নিয়ামক। ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

দেহযোগ বশত জাগরও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে ॥ ৬ ।

তদভাবো নাড়ীষু তৎ শ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

নাড়ী ব্রহ্ম ও পুরীততে সুষুপ্তির সমুচ্চয়শ্রবণনিবন্ধন সমুচ্চয়ই বিচার্য্য। অতএব ব্রহ্ম হইতেই প্রবোধ হয় ॥ ৭ ৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম অনুস্মৃতি শব্দ ও বিধি দ্বারা তাহারই উত্থান অবগত হওয়া যায়। ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপ্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মলাভ অর্দ্ধমাত্র ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরের স্থানভেদেও স্বরূপ ও রূপের ভেদ হয় না। ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

বহুধাপ্রকাশের প্রতিবেদ নিবন্ধন ভেদই স্বীকার্য্য। ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

অন্যান্য অনেক বেদশাখাধ্যায়ীরা ঈশ্বরকে অমল ও অভেদমাত্র বলিয়া বর্ণন করেন ১৩ ॥

অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম বিগ্রহযুক্ত নহেন নিনি স্বয় বিগ্রহ ঐ রূপই প্রধান ১৪।

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রকাশাত্মক রবির ন্যায় ব্রহ্মেরও বিগ্রহ অব্যর্থ ॥ ১৫ ।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রুত ত বিগ্রহই পরমাত্মা বলিয়া কথিত সুতরা ঐ বিগ্রহ সত্য ॥ ১৬ ।

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতি স্মৃতিতে আত্মার বিগ্রহত্ব প্রদর্শিত হয় ॥ ১৭ ॥

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

জীব হইতে পরমাত্মা ভিন সুতরাং সূর্য্যকাদি শব্দ দ্বারা পরমাত্মাসহ জীবের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ১৮

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

দূরবর্ত্তী সূর্য্য ও তদাভাসের আশ্রয়ীভূত জলের সহিত পরমাত্মার ও তদু পাধির সাম্য নাই বলিয়া জীব চিদাভাস নহে ১৯

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের মুখ্যসাদৃশ্য নিরাকৃত হইলেও বৃদ্ধি হ্রাসাদি সাধর্ম্য নিবন্ধন গৌণ সাদৃশ স্বীকার্য্য হইতেছে ২০

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ।

নরদন্ত সিংহ ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনেও গৌণবৃত্তি দ্বারা শাস্ত্রসঙ্গতি বুঝিতে হয় ২১

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতিতে একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মোত্তর বস্তুর নিষেধ করা হয় নাই তবে কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণনা পূর্ব্বক তাঁহার সীমার নিষেধ কথিত হইয়াছে । ২২ ।

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মপদার্থ অব্যক্ত (ব্যাপক ২৩

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যা ॥ ২৪ ।

[illegible] শ্রুতিতে পরমেশ্বরের [illegible] প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণিত ২৪।

প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যৎ ॥ ২৫ ।

অগ্নির ন্যায় স্থূলতা ও সূক্ষ্মতাদি বিশেষের অভাব হেতু ঈশ্বরকে অগ্নির ন্যায় সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত ও স্থূলরূপে দৃশ্য বলা যায় না ॥ ২৫ ॥

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরের ধ্যাননিশ্রিত পূজাদিক্রিয়ার অভ্যাস হইলেই তদীয় প্রকাশ হয় ॥ ২৬

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ॥ ২৭ ॥

ভগবান অনন্ত হইলেও ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হইয়া ভক্তসমীপে স্বরূপ প্রকাশ করেন ২৭

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম অহিকুণ্ডলবৎ জ্ঞান ও আনন্দরূপ ধর্মবিশিষ্ট ॥ ২৮ ।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ।

তেজস্বরূপত্ব ও চৈতন্যস্বরূপত্ব নিবন্ধন প্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপের নির্ণয় করা হয় ২৯

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বকাল বলিলে যেমন একই কাল বস্তু অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হয় তদ্রূপ জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মারব্রহ্মরূপে প্রতীত হয় ৩০।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১

ভগবানে গুণ গুণিভেদ শাস্ত্রানিষিদ্ধ। ৩১।

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

সেতু উন্মান সম্বন্ধ ও ভেদের বোধক শব্দ হইতে ব্রহ্মানন্দের পরত্ব প্রতিপন্ন হয়। ৩২

সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥

ঘটশব্দ দ্বারা যেমন নানাবিধ ঘট বুঝায়, সেইরূপ আনন্দাদি শব্দ আনন্দত্বাদি জাতি পুরস্কারে লৌকিক ও অলৌকিকাদি আনন্দাদিকে বুঝাইলেও তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাদৃশ্য বোধিত হয় না। সুতরাং জীবজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এই উপদেশ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত বুঝিবে ॥ ৩৩ ৩৪ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্ম একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্তবিশেষে তাঁহার প্রকাশেরও ভাব ভাব্য হয়। এই প্রকারে কর্ম্ম অনুসারে ফলবোধক বাক্য উপপন্ন হইল॥৩৫ ৩৬।

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্ম হইতে পর ও অপর কেহ নাই সুতরাং উপাস্য ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।৩৭

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান মধ্যমাকৃতি হইলেও আয়াম শব্দাদি হইতে তদীয় সর্ব্বগতত্ব স্থির হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥

পরমেশ্বরই স্বর্গাদিরূপ যাগাদি ফলপ্রদ শ্রুতিই উহার প্রমাণ। ৩৯ ৪০।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥

জৈমিনি বলেন পরমেশ্বর হইতে ধর্ম্মের উদ্ভব ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মের করণত্ব হেতু উপক্ষয় অবশ্যম্ভাবী অতএব ব্রহ্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বাদরায়ণ ইহ বলিয়াছেন ॥ ৪২।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

নাসয়ন যস্তানি স্তুবান্ হৃতাস্য হৃদি মে প্রভু

বেবস্বৈতন্যতন্তুর্ম্মনসি মমাসৌ প্রবক্ষ্যতু কৃষ্ণ ॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্ববেদনির্ণয়োপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। কেন না, বিধিবাক্য সর্ব্বত্র একরূপ ॥১

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

অর্থভেদ নিবন্ধন অধিকারভেদ অস্বীকার্য্য। কেন না এক শাখাতেই ঐরূপ অর্থভেদ দৃষ্ট হয় ॥ ২।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥

স্বাধ্যায়ের তথাত্ব ও সমাচারে অধিকার নিবন্ধন ঐ প্রকার মীমাংসা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

হোমের ন্যায় ঐ নিয়ম বুঝিতে হয়। বেদেও ঐ প্রকার বাক্য দৃষ্ট হয় ॥ ৪ ৫॥

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥

অর্থের অভেদ নিবন্ধন উপাসনা সমান হইলেও বিধিশেষের ন্যায় উপসংহার কর্তব্য ॥ ৬ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

"আত্মারই আরাধনা করিবে" ইত্যাদি বাক্য হইতে উপসংহারের অন্তথাত্ব প্রতীত হয় না ॥ ৭ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরো বরীযস্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥

প্রকরণের ভেদ নিবন্ধন পরোবরীয়স্ত্ব প্রভৃতির একান্তভক্তের সর্ব্বত্র উপসংহার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

সংজ্ঞার ঐক্য নিবন্ধন সকলেরই সকল গুণের উপসংহার যুক্ত হউক এই প্রকার আপত্তির উত্তর পূর্ব্বসূত্রে কথিত হইয়াছে। ৯ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম বাল্যাদিধর্ম্মী হইয়াও ব্যাপক অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ১০ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥

যে হরি তৎপরিকর অথবা তৎ কর্ম্মা শসমূহ পূর্ব্বকর্ম্মে বা পূর্ব্বকালে থাকেন, তাঁহারাই উত্তরকর্ম্মে বা উত্তরকালেও থাকেন। তাঁহাদের ভেদ নাই ॥ ১১ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

ভগবানের আনন্দাদিধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য। ১২।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে। ১৩ ॥

প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। কেন না আনন্দময় বিষ্ণুর পুরুষাকারত্ব হেতু তাঁহার পক্ষিত্ব অবাস্তবিক। অধিকন্তু উক্তবাক্যে মোদ ও প্রমোদ শব্দ দ্বারা আনন্দের উপচয় ও অপচয় প্রতীত হয় ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৪ ॥

ঐরূপ ব্যাখ্যার পর অন্যান্য বাক্য দ্বারা যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাদেরও উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

যখন অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন দেখা যায় না তখ। সম্যক্ অনুচিন্তনই উক্ত রূপকের উদ্দেশ্য ॥ ১৫ ।

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

আত্ম আনন্দময় আত্মশব্দেই আনন্দময় ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ১৬ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

আত্মশব্দে বিভু চেতন পরমাত্মাই বোধিত হন উত্তরবাক্যেও তাহাই বুঝা যাইতেছে ২৭ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ববাক্যে প্রাণময়াদি জড় ও অ। মন এবং চেতনজীবে আত্মশব্দের অন্বয়দর্শন উত্তরবাক্যস্থ আত্মশব্দ দ্বারা বিভু চেতন নিশ্চিত হন না ইহা বলাও অসঙ্গত কেন না আত্মশব্দ দ্বারা বিভু চেতন পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছেন ১৮ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

বাক্যের সমাধান পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে পূর্ব্বকথিত পূর্ণানন্দত্ব প্রভৃতি এবং তৎসদৃশ শে বাক্ত পিতৃত্বাদি সমস্ত ধর্ম্মই তত্ত্বদুপাসক কর্ত্তৃক চিন্তনীয় হইতেছে ১৯ ॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ। ২০ ॥

ভগবদ্বিগ্রহের অন্তর্গত নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম পরস্পর বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইলেও উহাদিগকে সমান ও অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় ২ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি। ২১ ॥

ঐ সমস্ত আবেশাবতারে ভগবানের সম্বন্ধ থ ক নিবন্ধন ভগবদ দিষ্ট ভূমাদ্যাদিতে সমস্ত তদ্ধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য ২১

ন বাবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ২৩ ॥

ভগবদাবেশ হইলেও জীবত্বলক্ষণ ধর্ম্মে জীবান্তরের সহিত কোন বিশেষ নাই। শ্রুত্যাদিতেও এইরূপ লিখিত আছে। ২২ ২৩ ॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥

জীবত্বহেতু সংভৃতি (পূর্ণতা) এবং দ্যুব্যাপ্তি (সর্ব্বব্যাপকতা) এই গুণদ্বয় ঐ আবেশাবতারে উপসংহার করা যায় না ॥ ২৪ ।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

পুরুষবিদ্যায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যেমন সর্ব্বভূতোপাদানতা ও সর্ব্বনিয়ামকত্তাদি গুণ বর্ণিত হয়, অন্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় না ॥ ২৫ ।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

জীবের কষ্টপ্রদ ভেদাদি গুণসমূহ উপাস্য হইতে পারে না । ২৬ ।

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥২৭॥

পাপহানি হইলে উপায়নশব্দশেষত্ব প্রযুক্ত কুশাচ্ছন্দস্তুতির উপগানবৎ শাস্ত্রপ্রাপ্য দেবধর্ম্মচিন্তন কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৮ ॥

ভগবানে প্রেম জন্মিলে পাপ দূর হয় সে সময়ে রাগবশেই চিন্তন হইয়া থাকে। তত্ত্ব যাঁহাতে মিলিত হয় তাঁহাকে সম্পরায় কহে সুতরাং উহা দ্বারা ভগবানকেই বুঝায়। ভগবদ্বিষয়ক প্রেম হইলেই তাহার নাম সাম্পরায় ॥ ২৮ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥

ভগবানের ইচ্ছাবশে উভয়বিধ বিধানই হইয়াছে । ২৯ ॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

উভয় প্রকার ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় ॥ ৩০॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩২ ॥

যে ভক্ত রুচিমার্গদ্বারা হরিভজন করে, সেই ভক্তই শ্রেষ্ঠ কেন না, রুচিভক্তৈকরত্নলক্ষণ স্বয়ং পুরুষোত্তমই উক্ত ভক্তির গ্রাহ্য তিনিই উক্ত ভক্তি দ্বারা উপলব্ধ হন এ সম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে । ৩১ ॥

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

ধ্যানাদি অনুষ্ঠান দ্বারাই যে মুক্তি হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক্ সাধনতা দেখা যায় কেন না অপবাদের শ্রুতিস্মৃতি সহিত পূর্ব্বকথিত শ্রুতির অবিরোধই স্পষ্ট হয় ৩ ।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলেই মুক্তি নিশ্চয় কিন্তু অধিকারিদিগের অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থিতিও অনিবার্য্য ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্ ॥৩৪॥

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনী অস্থৌল্যাদিবুদ্ধি ব্রহ্মারাধনাতেই সংগ্রহ করিতে হইবে শ্রুতিতে যে জ্ঞান হইতে মুক্তি কথিত আছে তাহা অসাধারণভাবে গ্রহণ করিবে সাধারণভাবে নহে ৩৪ ॥

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥

ভগবানের তাদৃশ বিগ্রহরূপত্বাদিধর্ম্ম অবশ্য চিন্তনীয় ৩৫ ।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনং ॥ ৩৬ ॥

স্বীয় ভক্তবৃন্দের দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানভূত সংব্যোমপুর প্রাকৃত ভূতনিবাসবৎ প্রতীত হয় ৩৬

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ ব্রহ্ম ও তদধিষ্ঠানের ভেদস্বীকার না করিলে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদোপপত্তি হয় না সত্য কিন্তু তাহাতে দোষ নাই ॥ ৩৭ ॥

ব্যতিহারো বিশি ষন্তি হীতবরৎ ॥ ৩৮ ॥

পরমাত্মাই আত্মলোক এবং আত্মলোকই পরমাত্ম শ্রুত্যাদি বাক্যে এই রূপ যে অভেদপ্রতীতি কথিত আছে তদ্দ্বারাই ব্যতিহার সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৮॥

সৈব হি সত্যাদায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিতে যে পরমেশ্বরের পর নাম্নী শক্তি শ্রুত হয় তাহা হইতেই সত্যাদি বিশেষের প্রতীতি হয় ॥ ৩৯

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ শ্রীরূপা শক্তি পরাশক্তি তিনি প্রকৃতির অংশ ষ্ট পরব্যোমে স্থিত। ভগবান্ যে সময়ে প্রপঞ্চে স্বধামের প্রকাশ করেন সেই সময় তিনিও নাথের কামাদি বিস্তারার্থ অনুগামিনী হন সুতরা ভগবান্ নিত্যশ্রীমান্ ॥ ৪০ ॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

পুরুষোত্তমে ঐ শ্রীর আদর অবশ্যম্ভাবী হইলেও শ্রুতির বিলোপের প্রত্যক্ষ [illegible] ২ ।

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

শক্তি ও তদাশ্রয়ে ভেদ নাই সত্য কিন্তু শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তমস্বরূপে এবং শক্তি শ্রীরূপস্বরূপে উপস্থিত হন বলিয়া পুরুষের আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্বাদির অনুগুণ কামাদির উদয় সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪২ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণরূপেই যে আরাধনা করিতে হইবে, এমন নিয়ম নাই। ত্রিশক্তি-সমন্বিত পরতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪৩ ॥

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মলাভের কারণ যে সাধন প্রদান করেন, সেইরূপই তৎপ্রাপ্তিরূপ ফল হয় ॥ ৪৪ ॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

বেদে গুরুপ্রসাদই বলবান বলিয়া কথিত ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৬ ॥

উক্ত অভেদভাব পূর্ব্বকথিত ভক্তিরই বিকল্প (প্রকারভেদ)। পরিচর্য্যা ও পূজাদি ক্রিয়া এবং মানস অনুস্মরণবৎ উক্ত ভাবনা ভক্তিরই প্রকারভেদ ॥৪৬॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

গুরুপ্রসাদ সহকৃত উপাসনা দ্বারাই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা শ্রুতিতে অনেকস্থলে লিখিত আছে ॥ ৪৭ ॥

বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্যাই যে মোক্ষের কারণ, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। উপনিষদাদিতেও উহা দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮ ৪৯ ॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

"বিদ্যাই মোক্ষের কারণ" এই শাস্ত্র "কর্ম্মজ্ঞান মুক্তির কারণ" এই শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হয় না ॥ ৫০ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবন্ধ (মহদুপাসননির্ব্বন্ধ) দ্বারা তাহারও মোক্ষহেতুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

শাব্দী ও উপাসনা এই দ্বিবিধ প্রজ্ঞার ভেদ অনুসারে উপাসকেরও প্রাপ্য সাক্ষাৎকারের ভেদ হয় ॥ ৫২ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকোপপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

সামান্য দর্শনে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। মৃত্যু হইলে যেমন মোক্ষ হয় না সামান্যদর্শনেও তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

বেদে বরণ শব্দ দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের তদেকপ্রাপ্যত্ব বোধিত হয় নাই এমন নহে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্যই ভক্তিলভ্যত্ববোধনেই বুঝিতে হইবে পরবর্ত্তী বাক্যে এই প্রকারই উপদেশ আছে ৫৪ ॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৫ ॥

কেহ কেহ শরীরে আত্মরূপী বিষ্ণুর উপাসনা স্বীকার করেন শরীরে বিষ্ণুর সত্তা আছে তাঁহারা ইহাই বলেন ॥ ৫৫

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মবেত্তাগণের উপাস্যে স্বীয় উপাস্য হইতে অতিরিক্ত গুণেরও অস্তিত্বের বোধ হয়, তথাপি ধ্যানের অভাবহেতু প্রাপ্তিতে ধ্যাতাতিরিক্ত গুণোদয়ের অসম্ভব। ৫৬ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্তৎ ঋত্বিকের সদাকর্ত্তব্য যজ্ঞাঙ্গে যজমান অধ্বর্য্যু প্রভৃতিকে বরণ করেন। তাঁহারা সকলকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করেন অন্য কর্ম্ম করিতে পারেন না। ৫৭ ॥

মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ ॥ ৫৮ ॥

তত্ত্ববিষয়ক ভক্তির প্রবর্ত্তনার্থই মন্ত্রবৎ তাদৃশ তৎসকল বোদ্ধব্য ॥ ৫৮ ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্। তথা হি দর্শয়তি ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বত্রই বহুত্ব চিন্তনীয়। জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু যেমন আরম্ভ হইতে অবভৃথস্নান পর্য্যন্ত যজ্ঞত্বে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের ভূমাগুণও সেইরূপ ৫৯ ॥

নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬০ ॥

উপাসনা নানাবিধ। তদনুসারে নানা প্রকারে পূজিত হন ॥ ৬১ ॥

নিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

ফলের প্রভেদ না থাকা হেতু বিকল্পই অনুষ্ঠেয় ॥ ৬১ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬২ ॥

বস্তু প্রভৃতি ফলার্থ উপাসনাকে কাম্য উপাসনা কহে কামনা অনুসারে ফলভেদ হয়। কামনা না থাকিলে কোটীরই অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই ॥৬২॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবং ॥ ৬৩ ॥

যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয়, সেই অঙ্গে সেই গুণ চিন্তনীয় ৬৩

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

ঐ অঙ্গগুণ ধ্যান করিবার জন্য ব্রহ্মা শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। ৬৪॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥

একমাত্র গুণের বর্ণন দ্বারা অন্যগুণও উপসংহৃত হইয়াছে ॥ ৬৫।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৬ ॥

ন বা তৎসহভাবশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মের সকল অঙ্গেই সকল গুণ চিন্তনীয় যদি এ কথা বল তাহার উত্তর এই যে সকল অঙ্গ সকল গুণের চিন্তা করিতে হয় না কেন না, যে অঙ্গে যে গুণের উল্লেখ আছে সেই গুণ অন্য অঙ্গে নাই। বিশেষতঃ ভগবানের বদনাদিতেই মৃদুহাস্যাদির বর্ণন দৃষ্ট হয়। ৬ ৬৮।

চতুর্থঃ পাদঃ।

শ্রদ্ধাবেশ্মন্যাস্থতে সচ্ছম দৈ
বৈ বাগ্যোদ্যদ্বিভিসিংহাসনাঢে
ধর্ম্মপ্র কাবর্ত্তিতে সর্ব্বদাত্রী
প্রেষ্ঠা বিষ্ণোর্ভক্তি বিদ্যে স্ববীরম ॥

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥

ভগবান বাদরায়ণ বলিয়াছেন বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

জৈমিনি বলেন বিদ্যা কর্ম্মেরই শেষ বিদ্যাতে যে ফল শ্রবণ করা যায় তাহা কর্ম্মেরই ফল সুতরাং ঐ ফলই পুরুষকারের ফল পুরুষকার হইতে যখন সমস্ত ফলের উৎপত্তি তখন ঐ ফলশ্রুতি পুরুষার্থবাদমাত্র ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

বিদ্বান্‌গণেরও কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

উপনিষদে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই শ্রুত হয় ॥ ৪ ॥

সমন্বারম্ভাৎ ॥ ৫ ॥

বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য ব্যতীত ফল দৃষ্ট হয় না, সুতরাং কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং বিদ্যা উহার অঙ্গ ॥ ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞেরই ব্রহ্মরূপে বরণ বিহিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

বিদ্বান্‌ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এরূপ নিয়মও আছে ॥ ৭ ॥

অধিকোপদেশাৎ তু বদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

কর্ম্ম হইতে বিদ্যা অধিক, কর্ম্মসাধ্য বলিয়াই বিদ্যার প্রাধান্য, বাদরায়ণের এই মত ॥ ৮ ॥

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে যেমন প্রমাণ আছে উহার কর্ম্মানঙ্গত্বসম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বপক্ষের পোষক শ্রুতি বিদ্যমান থাকিলেও ঐ শ্রুতি সর্ব্বত্রিকী নহে ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

বিদ্যাকর্ম্মের সমন্বয়ে ফলোৎপত্তিবিষয়ক প্রমাণে তদুভয়কৃত ফলের অংশ-বিচার কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

এখানে ব্রহ্মবিৎ বলিতে বেদাধ্যয়নমাত্র নিষ্ঠ বুঝিবে ॥ ১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে যেমন শ্রুতি দৃষ্ট হয়, কর্ম্মের ত্যাগসম্বন্ধেও সেইরূপ অবিশেষ শ্রুতি আছে ॥ ৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥ ১৪ ॥

যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল স্তুতিমাত্র ১৪।

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিবাক্যানুসারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি লোকানুগ্রহফলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার তাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা জায়মান গুণদোষের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতি জ্ঞানীর বিদ্যা দ্বারা কি সঞ্চিত কি প্রারব্ধ সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় প্রদর্শন করেন সুতরাং বিদ্যার আতিশয্য ॥ ১৬ ॥

উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

পরিনিষ্ঠিতগণের মধ্যে উর্দ্ধরেতা যতিদিগের বিদ্যোৎপত্তিতে যথেচ্ছাচারের কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য্য ॥ ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

জৈমিনি কহেন, নিয়মনিবন্ধন স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানই কামচার ॥ ১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

বাদরায়ণ বলেন বিদ্বান ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মই যথেচ্ছ আচরণ করিবেন॥১৯॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবর্ণিকের যেমন বেদধারণের বিধি দৃষ্ট হয় সেইরূপ শ্রুত্যুক্তবিধি পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানিগণের পক্ষেই বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

উক্তবাক্য বিধি নহে, উহা জ্ঞানিগণের স্তুতিমাত্র। ব্রহ্মানুষ্ঠী জ্ঞানীর পক্ষে উক্ত কামচার অপূর্ব্ববিধি ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

উপনিষদুক্ত বাক্যে ভাববাচক প্রত্যয় প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

শ্রুতিবাক্যে কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরূপিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত শ্রুতি পারিপ্লবার্থ (আখ্যানার্থ) ॥ ২৩ ॥

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

এই প্রকারে বেদান্তোপাখ্যান স্থিরার্থ হইলে সন্নিহিত বিদ্যা সকলের সহিত একবাক্যরূপে উপনিবদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে ঐ সমস্ত বিদ্যার প্রতি পত্তির উপযুক্ত বলাই সঙ্গত ॥ ২৪ ॥

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদননিবন্ধন উহার ফলসম্বন্ধে যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা হয় না ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

বিদ্যা ফলদানে নিরপেক্ষ হইলেও নিজের উৎপত্তিসম্বন্ধে যজ্ঞাদি সকল ধর্ম্মেরই অপেক্ষা করেন। গমনে যেমন অশ্বাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয় বিদ্যার নিষ্প ত্তিতেও সেইরূপ ॥ ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্যাসম্ভব হইলেও শমদমাদির আবশ্যক। কেননা, উহাও বিদ্যার অঙ্গ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

উহা অনুজ্ঞা বিধি নহে। কেননা, অন্নের অভাবে প্রাণাত্যয়স্থলে সর্ব্বান্ন সেবনের অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দেখা যায় ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

আপৎকালে সর্ব্বান্নভোজন জ্ঞানীর পক্ষে দোষের হয় না বিমলচিত্ত ব্যক্তির কোন কার্য্যেই বাধা নাই। স্মৃতিতেও ইহা উক্ত আছে ॥ ২৯ ৩০ ॥

শব্দশ্চাতো কামচারে ॥ ৩১ ॥

আপৎকালে যখন সর্ব্বান্নভোজনের উপদেশ আছে, তখন অনাপৎকালে বিধানের অকামচারেই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাৎ চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

মুমুক্ষুর্ব্বিনাও বিদ্বানের পক্ষেও কর্ম্মের বিধান আছে। অবিদ্বানেরও আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিদ্যার সহকারীরূপেই অনুষ্ঠেয় ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

স্বধর্ম্মানুরাগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিয়ত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা পরিনিষ্ঠিতের কর্ত্তব্য শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই এইরূপ উপদেশ আছে ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির ভগবৎকথাশ্রবণাদির অনুরোধে স্বাশ্রমধর্ম্মের অকরণ জনিত যে দোষ হয় তদ্দ্বারা তাঁহার অভিভব হয় না । ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও স্বত বিরক্ত পুরুষগণের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্ম ও সত্যজপাদি দ্বারা পরিশুদ্ধতা হেতু বিদ্যার উদয় হয় ॥ ৩৬ ।

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ উপদেশ আছে ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ভগবদ্ভক্তিতেও নিরপেক্ষ অধিকারীর সাধুসঙ্গে ভগবৎ করুণা ও বিদ্যালাভ প্রকাশিত আছে । ২৮ ।

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

নিয়াশ্রমধর্ম্মই বিদ্যার শ্রেষ্ঠসাধন। অনাদিপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের প্রবৃত্তি-সঙ্কোচার্থ আশ্রমের বিধান হইয়াছে। যাহাদের প্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদের আশ্রমে কোন ফল দৃষ্ট হয় না ॥ ৩৯ ।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৪০॥

যে ব্যক্তি প্রকৃত নিরপেক্ষনিরাশ্রমাধিকারী তাঁহার কুত্রাপি অপেক্ষা নাই, অতএব ভগবানে যে রতি, তাহার বিক্ষেপেরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। নিয়ম, তদ্রূপতা ও অভাব এই তিনটী ঐ প্রচ্যুতির অস্বীকারের কারণ ॥ ৪০ ॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

পতনের সম্ভাবনা হেতু নিরপেক্ষ অধিকারিগণের ইন্দ্রাদি পদে অভিলাষ থাকে না ॥ ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তং ॥ ৪২ ॥

অনিষ্টের প্রারব্ধ ও স্বর্গাদিভোগে উপযুক্ত পুণ্যাংশের ভোগ কথিত হইয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষের ব্রহ্মসুখ ভিন্ন অন্য ভোগ নাই ॥ ৪২ ।

বহিস্তূভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

নিরপেক্ষ ভক্তগণ প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও তাহার বহির্ভাগেই অবস্থান করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৪৩ ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ভগবান্ স্বয়ং কর্ত্তা ইত্যাদি উপনিষদের ফলশ্রুতি দর্শনে সর্ব্বেশ্বর হইতে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা নিষ্পন্ন হয়। আত্রেয় ঋষি ইহা বলেন ॥ ৪৪ ।

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

নিরপেক্ষ ভক্তের ভরণ ঋত্বিকের কর্ম্মবৎ। বিভু ভক্তিক্রীত হইয়া ভক্তের শরীরযাত্রা নিষ্পাদন করেন। ঔডুলোমি ঋষির এই মত ॥ ৪৫

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক আচরিতকর্ম্মফল যজমানগামী ইহা শ্রুতিতেও কথিত আছে ॥ ৪৬ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

শম প্রভৃতি সহকারীসাধন। অপূর্ব্বত্ব প্রযুক্ত সাশ্রমের পক্ষই তাহাদের বিধি গ্রাহ্য ॥ ৪৭

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ। ৪৮

গৃহস্থের ধর্ম্মে সমস্ত ভাব আছে বলিয়াই ঐ প্রকার উপসংহার করা হইয়াছে ॥ ৪৮

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

"মুনিব্রতবৎ" এই প্রকার উক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত বস্তুত ঐ স্থানেই তিনটী ধর্ম্মস্কন্ধ উক্ত হইয়াছে মধ্যে যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান প্রথম তপ দ্বিতীয় এব ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় ॥ ৪৯ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

বিদ্যা গুরুরূপে উপদেষ্টা উহা স্বয়ং প্রকাশ করিবে না কেনন্য শ্রুতিতে এই রূপ উপদেশ আছে। ৫

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

প্রতিবন্ধ না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যা জন্মে। বেদে এইরূপ কথিত আছে ॥ ৫১ ।

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

বিদ্যাসাধনবিশিষ্ট মুমুক্ষুজনের বিদ্যালক্ষণ ফলের উদ্ভব যেমন ইহ বা পর জন্মে এমন কোন নিয়ম নাই, সেইরূপ প্রারব্ধক্ষয়েই মোক্ষ হয় তৎসম্বন্ধে দেহ পতনের বা অপতনের কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ৫২ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দশ দিবসার্দ্ধ ভক্তান নিরবদ্যান করোতি যঃ [illegible]

স পাতু [illegible] ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

এই অধ্যায়ে বিদ্যার ফলের বিচার হইবে।—শ্রবণাদির বারম্বার আবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে ॥ ১ ।

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

এস্থানে মহাজনের আচরণরূপ লিঙ্গও দৃষ্ট হয় ॥ ২ ॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ।

যদি বল যে শ্রুতিতে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই উপাসনার বিধান আছে সুতরাং স্ববুদ্ধিতেই উপাসনা হউক ইহার উত্তর—সেই ঈশ্বরের আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করা অযুক্ত কেননা, ইন্দ্রিয় আত্মা বা ঈশ্বর হইতে পারে না ॥ ৪

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টির নিত্য কর্ত্তব্যতা আছে কেননা ঈশ্বর অনন্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন পদার্থ। ৫ ॥

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

ভগবানের নেত্রাদি অঙ্গের সূর্য্যাদিজনকত্ব চিন্তনীয়। কেননা, ঐ প্রকার চিন্তাতে উৎকর্ষসিদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

স্মরণেও আসনের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। কেননা আসন ব্যতীত চিত্তৈকাগ্রতা অসম্ভব ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

ধ্যানেরও আবশ্যক। কৃতাসন হইয়াই ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

অচঞ্চল হইয়া আসনে আসীন হইবে ॥৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে ॥ ১০ ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

যেরূপ স্থলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে সেইরূপ স্থানই উপাসনার যোগ্য। এ সম্বন্ধে স্থানাদির আর কোন বিশেষ নিয়ম নাই ॥ ১১

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥ ১২ ॥

মোক্ষ পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে ক্রিয়মাণপাতকের অশ্লেষ ও সঞ্চিতপাতকের ক্ষয়ৗকার করিতে হয় ॥ ১৩ ॥

ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

পাতকের ন্যায় পুণ্যেরও বিদ্যা দ্বারা অশ্লেষ ও ক্ষয় বুঝিতে হইবে ॥১৪॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জিত পাপপুণ্য দুই প্রকার,—আরব্ধফল ও অনারব্ধফল। বিদ্যা দ্বারা উভয়ের ক্ষয় হয়। আরব্ধকার্য্যের নাশ হয় না। কেননা, ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধনাশের অবধিরূপে কথিত ॥ ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যার উদয়ের অগ্রে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিদ্যারূপ ফল উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয় ॥ ১৬ ॥

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মৈকরত কোন কোন পরমাত্মর নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ বিনাই প্রারব্ধ পুণ্যপাপ উভয়েরই লয় হয় ॥ ১৭ ॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা স্বতন্ত্রা প্রারব্ধরক্ষণরূপ বিধি কর্তৃক বিদ্যা বশীভূত হয় না বিদ্যা দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহা অতিবীর্য্যসম্পন্ন ॥ ১৮ ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

তাদৃশ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্ষয়সাধন পূর্ব্বক পার্ষদ দেহ, প্রাপ্ত হইয়া নিখিল কাম ভোগ করেন ॥ ১৯ ॥

দ্বিতীয় পাদ।

মন্ত্রাদয়স্তু পবাভূতা পরা ভূতাদয়ো গ্রহ
নশ্যন্তি যলসত্ত্বঃ স কৃষ্ণ শরণং মম

বাঙ মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

বিদ্বানগণের শরীর হইতে উৎক্রমণের প্রকার বিচার হইতেছে —যদি বল যে বাক্য বৃত্তি দ্বারা মনে সম্পন্ন হয় কিম্বা স্বরূপেই হইয়া থাকে? ইহার উত্তর এই যে বাগাদি স্বরূপতই মনে নিষ্পন্ন হয় কেননা বাগাদির উপরতি হইলেই মনের প্রবৃত্তি দেখা যায় ॥ ১ ॥

অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

মনেই বাক্যের বিলয় হয়, অগ্নিতে হয় না সুতরাং বাক্সম্পত্তির পশ্চেই শ্রোত্রাদিরও বিলয় স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয় সহ মন প্রাণেই সম্পন্ন হয় ॥ ৩ ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ।

দেহেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জীবেই প্রাণ সম্পন্ন হয় ॥ ৪ ॥

ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

একমাত্র তেজ ভিন্ন জীব অবশিষ্ট ভূতসমূহে মিলিত হয় ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন দর্শয়তো হি ॥ ৬ ।

জীবের কেবল তেজেই সম্পত্তি স্বীকার করা যায় না, কেননা প্রশ্ন ও উত্তরে জীবের পঞ্চভূতেই সম্পত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

নাড়ীপ্রবেশের অগ্রে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই উৎক্রান্তি তুল্য; নাড়ীপ্রবেশ সময়েই ভেদ দৃষ্ট হয়। অজ্ঞ ব্যক্তি একশত নাড়ী দ্বারা গমন করে কিন্তু বিজ্ঞ একশতের অধিক একটী ঊর্দ্ধগত সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

যাহার দেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হয় নাই তাদৃশ বিজ্ঞের পাপনাশত্বভাবই তদীয় অমৃতত্ব। কেনমা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই দেহসম্বন্ধলক্ষণ সংসার কথিত হয় ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধে ॥ ৯ ॥

বিদ্বানের দেহসম্বন্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে দগ্ধ হয় না, কেননা স্বর্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত যে কোন লোকেই গতি হউক, সূক্ষ্মদেহ অনুবর্ত্তন করে। ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

শরীরসম্বন্ধ থাকিতেই বিদ্বান ব্যক্তর পাপরহিত্য সম্পন্ন হয় ॥ ১০ ।

অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥ ১১ ॥

মৃত্যুর অগ্রে স্পর্শদ্বারা স্থূলশরীরে যে উষ্ণত্ব উপলব্ধি হয় তাহা সূক্ষ্ম শরীরেরই বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে প্রাণের আপাততঃ উৎক্রমণের নিষেধ শ্রবণে বিদ্বানের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না এ কথা বলা অসঙ্গত। কেননা ঐ নিষেধ জীব হইতে বুঝিতে হইবে, দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণের নিষেধ নহে ॥ ১২ ॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাং ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে ॥ ১৪ ॥

শ্রুতির একটী শাখাতে যখন শারীর জীব হইতে প্রাণের উৎক্রমণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ আছে, তখন প্রাণের দেহোৎক্রমণাভিজ্ঞ পক্ষে আর বিরোধ নাই। স্মৃতিতেও ঐরূপ লিখিত আছে ॥ ১৩ ১৪ ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

বাগাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রাণ ও ভূতসমূহ সর্ব্বাশ্রয়ভূত পরব্রহ্মেই সম্পন্ন হয় ॥ ১৫ ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরং ব্রহ্ম সহ প্রাণাদির অবিভাগ সিদ্ধ ॥ ১৬

গত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

বিদ্বান ব্যক্তি শতনাড়ার উর্দ্ধ রবিরশ্মিসহ একীভূত সুষুম্না দ্বারা গমন করেন। ঐ নাড়ীর দুর্জ্ঞেয়ত্ব হেতু বিদ্বানেরও তদ্বিবেচন অসম্ভব কথা বলা অযুক্ত। কেননা, তাহারা বিদ্যাশক্তির দ্বারা ভগবদনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী দর্শন করেন ॥ ১৭।

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

বিদ্বানের গতি রশ্ম্যনুসারে হয়। ১৮

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

রজনীযোগে মৃত্যু হইলে সূর্য্যরশ্মির অভাব প্রযুক্ত রশ্ম্যনুসারিত্ব ঘটে না, এ যুক্তিও সঙ্গত নহে। কেননা, যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ রবিরশ্মিরও সম্বন্ধ আছে ॥ ১৯।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দক্ষিণায়নে মরিলে জ্ঞানীর বিদ্যাফললাভ হয় কি না? ইহার উত্তর এই যে, যখনই মৃত্যু হউক বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইবে। ২০

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

স্মৃতিতেও লিখিত আছে যে বিদ্বানের পক্ষে কালনিয়ম নাই। যখনই হউক, বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১।

তৃতীয়ং পাদঃ।

যঃ স্বপ্রাপ্তিপথং দেহং সেবমাত্তাসতোঽদিশ
প্র পাক্ষ স্বপদং প্রেমাম ব্রহ্মার্ত শ্যামসুন্দরং॥

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মলোকগমনের পথ এবং প্রাপ্যব্রহ্মস্বরূপনিরূপণার্থ এই পাদ বর্ণিত

হইতেছে —বিদ্বানমাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিরাদির পথ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রস্থিত হন ॥ ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকথিত অর্চ্চিরাদি বাক্যে সম্বৎসর পরে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুশব্দ নিবিষ্ট হয় ॥ ২ ॥

তডিতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

চন্দ্রমার পর যে তড়ি উক্ত হইয়াছে উহার পর বরুণশব্দ নিবিষ্ট হইতেছে। কেননা, তড়িৎ ও বরুণের পরস্পর সম্বন্ধ আছে ॥ ৩ ॥

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

আতিবাহিককর্ম্মে ভগবান স্বীয় ভজনকারিদিগের আনয়নার্থ অর্চ্চিরাদি দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন উহারা লিঙ্গ (চিহ্ন) বা ব্যক্তি নহে ॥৪॥

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

চিহ্ন ও ব্যক্তি এই উভয়পক্ষেরই অসিদ্ধি প্রযুক্ত ঐ প্রকার স্বীকার্য্য ॥ ৫ ॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তৎ শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

প্রভুর পার্ষদগণ তড়িৎ স্থান পর্য্যন্ত আগমন পূর্ব্বক ভজনকারিগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। কেননা শ্রুতিতে তড়িৎ পর্য্যন্ত আগমনই কথিত আছে ॥ ৬ ॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

বাদরি ঋষি বলেন, ব্রহ্মপুরে গমন বলিতে চতুরানন ব্রহ্মার লোক বুঝিতে হইবে। কেননা, অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মধামে গমন অসম্ভব। ৭ ।

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

বিশেষত উপনিষদেও ঐরূপ কথিত আছে ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাৎ তু তদ্ব্যপদেশং ॥ ৯ ।

ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তির যে অপুনরাবৃত্তির কথা দেখা যায় তাহা সামীপ্যাভিপ্রায়েই বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

চতুরানন ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত প্রলয়ে যায় হইলে ঐ পুরুষসকল ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মধামে গমন করেন। স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত আছে ॥ ১০-১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্মেই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যবৃৎপত্তি নিবন্ধন ব্রহ্মলোকগমন বলিতে পর-ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে, জৈমিনি ইহা বলেন। শাস্ত্রেও অনেক স্থলে এই রূপ বর্ণিত আছে ॥ ১২-১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে বিদ্বানের ইচ্ছা বা জ্ঞান থাকে না। কেন না, উহা পুরুষার্থ নহে ॥ ১৪ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎ-ক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

নামাদির উপাসনাকারী প্রতীক শব্দ পুরুষ এবং সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রয় ব্রহ্মোপাসক উভয়েই ভগবানের পদে নীত হইয়া থাকেন। এই মতে কর্ম্মো-পাসক ও পরোপাসকের পরিচ্ছেদ অস্বীকার্য্য। কেননা, দুই মতেই বিরোধ দেখা যায় ॥ ১৫ ॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

বজ্রজনের আতিবাহিক দেবতাদিগের সহিত যে পরমপদলাভ কথিত হইয়াছে, উহা সামান্যত বুঝিতে হইবে। যাহারা নিরপেক্ষ ভক্ত অথচ ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল তাঁহাদের স্বপদলাভের বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে নিজপদে লইয়া যান ইহাই বিশেষ নিয়ম ॥ ১৬ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ।

স্বকৈতবে ভক্তিসংবেদ্যস্থলন,
যমেব যঃ সেবকমাং বর্ণেতি
ততোঽতিমোদং মুদিতে স দেবে.
সদা চিদানন্দতনুর্বিদে ॥

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

এই পাদে মুক্তব্যক্তিদিগের স্বরূপনিরূপণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যভোগাদি নিরূপিত হইতেছে।—জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন ভক্তিযোগী পরজ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত জীবের কর্ম্মবন্ধনবিনির্মুক্ত গুণাষ্টকযুক্ত স্বরূপের অবস্থানভেদের নাম স্বরূপা-বির্ভাব। কারণ, স্বেনপদের প্রয়োগ আছে ॥ ১ ॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

স্বরূপাভিনিষ্পন্ন জীবই মুক্ত বলিয়া কথিত, কেননা, প্রজাপতির বাক্যে প্রতিজ্ঞার পর জীবের মুক্তাবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বকথিত জ্যোতি শব্দে আত্মাই বুঝাইতেছে ॥ ৩ ॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তদুপসম্পন্ন জীব অবিভাগে তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হন বেদে এই প্রকারই বর্ণিত আছে ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব পাপরাহিত্যাদি ও সত্যসঙ্কল্প পর্য্যন্ত গুণে অলঙ্কৃত হইয়াই প্রকাশিত হন। কেননা সর্ব্বেশ্বরের গুণসমূহ মুক্তজীবে উপন্যস্ত হয়। জৈমিনির মত এইরূপ ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা অবিদ্যারহিত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপেই প্রকাশ প্রাপ্ত হন। ইহাই ঔড়ুলোমির মত ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

বাদরায়ণ বলেন পূর্ব্বকথিতরূপে জীবের চিন্মাত্রস্বরূপতা নির্দ্দিষ্ট হইলেও তদীয় সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণাষ্টকসম্পন্নত্ব সম্বন্ধে কেন বিরোধ দৃষ্ট হয় না ॥ ৭ ॥

সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

মুক্তজীবের সঙ্কল্পমাত্রই স্বীকার্য্য। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ ॥ ৮ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রযুক্ত মুক্তপুরুষ অনন্যাধিপতি ও বিধিনিষেধের অযোগ্য ॥৯॥

অভাবে বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥

বিগ্রহাদি অদৃষ্টোপায়, মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদি নাই, কেননা, তখন অদৃষ্টের

[illegible]

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥ ১২॥

সত্যসঙ্কল্পত্ব নিবন্ধন অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব এই দুইপ্রকার স্বরূপত্বই বাদরায়ণের অভিমত। ১২।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥ ১৩॥

বিগ্রহ না থাকিলে ভোগ অসম্ভব। ১৩।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ। ১৪॥

সবিগ্রহ মুক্তপুরুষের ভোগ জাগ্রদবস্থার মত। ১৪।

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি॥ ১৫॥

প্রদীপ যেমন প্রভা দ্বারা অনেকস্থান আলোকিত করে সেইরূপ মুক্ত জীবের ঈশ্বরপ্রসূত প্রজ্ঞা দ্বারা ব অর্থে আবেশ হয় ৫।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি॥ ১৬॥

শ্রুতিতে সুষুপ্তি ও উত্ক্রমণসময়েই জীবের বিশেষজ্ঞান নিষেধ উক্ত হইয়াছে মুক্তাবস্থাসম্বন্ধে কিছু কথিত হয় নাই। ১৬

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ॥ ১৭॥

শ্রুতি সমূহের প্রকরণ ও অর্থবিচার দ্বারা বোধ হয় যে নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টিস্থিতিনিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার ব্রহ্মের কার্য্য উহা ভিন্ন অন্যান্য সকল কর্ম্মই মুক্তজীবের নাম বিদ্যমান

প্রত্যক্ষোপদেশান্নিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ॥১৮॥

শ্রুতিতে মুক্তজীবের জগদ্ব্যাপার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে সুতরাং তদীয় জগৎব্যাপারত্যাগ অযুক্ত এ কথা অসঙ্গত কেন না চতুরাননাদি অধিকারিকমণ্ডলরূপ লোকাবরণ ও সেই সেই লোকাতভোগ ঈশ্বরকৃপাতেই মুক্তজীবের সিদ্ধ হয়। ১৮॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ॥ ১৯॥

মুক্তপুরুষে পরব্রহ্ম জন্ম স্থিতি বৃদ্ধি ক্ষয় পরিণাম ও নাশ এই ছয়টি বিকার নাই ১।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে॥ ২০॥

জীব তদ্রূপ হইলেও জীব জগতের নিবারণ সম্বন্ধে স্বাধীন হইতে পারেন না উক্ত বাক্য দ্বারা তদীয় অমিত আনন্দপ্রাপ্তি শ্রুতি স্মৃতি বর্ণিত আ